পবিত্র ত্রিপিটক

(নবম খণ্ড)

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়

(পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (নবম খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** - তৃতীয় খণ্ড]

পবিত্র ত্রিপিটক

নবম খণ্ড

[সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** - তৃতীয় খণ্ড]

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (নবম খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** - তৃতীয় খণ্ড]

অনুবাদক : ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক

ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭

ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮

(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)

প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু

মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস

রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-09

(Strapitake Anguttaranikay - 3rd Part)

Translated by Ven. Pragyadarshi Bhikkhu

Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh

Khagrachari Hill District, Bangladesh

e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3071-7

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গাল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে ‘ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি’ হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

গ্র ন্থ সূ চি

সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** (পঞ্চক নিপাত) ২৫-৩৭৪

সূত্রপিটকে **অঙ্গুত্তরনিকায়** (ষষ্ঠক নিপাত) ৩৭৫-৬৮১

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক
মধু মঙ্গল চাকমা
সভাপতি
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক
সম্পাদনা পরিষদ
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬

সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তরনিকায়

(পঞ্চক নিপাত)

(ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-টীকা সম্বলিত)

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়
(পঞ্চক নিপাত)

অনুবাদক : ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক
প্রথম প্রকাশ : ১৭ জুলাই ২০০৮
প্রথম প্রকাশক : কর্ত্তালা-বেলখাইন ও ঢাকাবাসী
কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু,
শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু, শ্রীমৎ প্রজ্ঞাসেন ভিক্ষু,
শ্রীমৎ শাসনজ্যোতি ভিক্ষু

গ্রন্থকারের উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য পারমার্থিক গুরু, উপাধ্যায়, সর্বজন পূজ্য মহান
আর্যপুরুষ, শ্রাবক বুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির
(বনভন্তে) ও মদীয় শিক্ষা গুরু, বহু গ্রন্থ প্রণেতা
পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
মহোদয়ের শ্রী করকমলে প্রগাঢ়
শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং কৃতজ্ঞতা
পূজাস্বরূপ এই
গ্রন্থটি উৎসর্গ
করছি।
এহেন পুণ্যবিমণ্ডিত কুশলকর্মের প্রভাবে সমস্ত জীব-
জগৎ শান্তি সলিলে অবগাহন করে মোদিত
হোক, আমাদের সকলের নির্বাণ
সন্দর্শন হোক, আন্তরিকভাবে
ইহাই কামনা
করছি।

প্রণত
ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

প্রকাশকবৃন্দের উৎসর্গ

ঐতিহ্যবাহী 'কর্ত্তালা সর্বজনীন লক্ষ্মী বিহার'-এর প্রয়াত অধ্যক্ষ,
মহামান্য ২১তম সংঘনায়ক, রাজগুরু পরম পূজ্যস্পদ
শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাথেরো মহোদয়
এবং
সেকালের বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ গগণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,
ভিক্ষুকুল গৌরবরবি, পালি ভাষাভিজ্ঞ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য,
বুদ্ধশাসন হিতৈষী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা প্রয়াত পরম
পূজ্য বংশদীপ মহাথেরো মহোদয়সহ
ভারত বাংলার উপমহাদেশের বর্তমান কালজয়ী, তৃষ্ণাক্ষয়ী, মহাত্যাগী,
মহালাভী, বুদ্ধশাসন রক্ষাকারী ও সদ্ধর্মের পুনঃ জাগরণের
অগ্রদূত সর্বজন পূজ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির
(বনভন্তে) মহোদয়ের পবিত্র করকমলে সূত্রপিটকের
অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায় (পঞ্চক নিপাত) নামক
মহান গ্রন্থটি আমাদের সকলের সর্বাসব
ক্ষয়ের নিমিত্তে উৎসর্গীত হলো।

বিনীত
কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসী ও ঢাকাবাসী
পটিয়া, চট্টগ্রাম

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক নিপাত)

বনভন্তের আশীষ বাণী ৩৯
আমাদের নিবেদন.. ৪০
প্রাক-কথন ৪২
ভূমিকা.. ৪৭

১. প্রথম পঞ্চাশক

১. শৈক্ষ্যবল বর্গ ৬৫
১. সংক্ষিপ্ত সূত্র ৬৫
২. বিস্তৃত সূত্র.. ৬৬
৩. দুঃখ সূত্র.. ৬৭
৪. যথাবাহিত সূত্র.. ৬৮
৫. শিক্ষা সূত্র ৬৮
৬. সমাপত্তি বা সাফল্য সূত্র ৬৯
৭. কাম সূত্র.. ৬৯
৮. চ্যুতি সূত্র.. ৭১
৯. প্রথম অগৌরব সূত্র.. ৭১
১০. দ্বিতীয় অগৌরব সূত্র.. ৭২
২. বলবর্গ.. ৭৪
১. অশ্রুতপূর্ব সূত্র ৭৪
২. কূট সূত্র.. ৭৪
৩. সংক্ষিপ্ত সূত্র.. ৭৫
৪. বিস্তৃত সূত্র.. ৭৫
৫. দ্রষ্টব্য সূত্র ৭৬
৬. পুনকূট সূত্র.. ৭৬
৭. প্রথম হিত সূত্র.. ৭৭

৮. দ্বিতীয় হিত সূত্র.. ৭৭
৯. তৃতীয় হিত সূত্র.. ৭৮
১০. চতুর্থ হিত সূত্র ৭৮
৩. পঞ্চাঙ্গিক বর্গ ৭৯
১. প্রথম অগৌরব সূত্র ৭৯
২. দ্বিতীয় অগৌরব সূত্র.. ৭৯
৩. উপক্লেশ সূত্র ৮০
৪. দুঃশীল সূত্র..৮২
৫. অনুগৃহীত সূত্র..৮৩
৬. বিমুক্তায়তন সূত্র ৮৩
৭. সমাধি সূত্র ৮৬
৮. পঞ্চাঙ্গিক সূত্র ৮৬
৯. চঙ্ক্রমণ সূত্র ৯১
১০. নাগিত সূত্র ৯১
৪. সুমন বর্গ..৯৪
১. সুমন সূত্র ৯৪
২. চুন্দী সূত্র..৯৬
৩. উগ্রহ সূত্র..৯৮
৪. সিংহসেনাপতি সূত্র.. ১০০
৫. দানের সুফল সূত্র.. ১০২
৬. কালদান সূত্র ১০৩
৭. ভোজন সূত্র ১০৩
৮. শ্রদ্ধা সূত্র ১০৪
৯. পুত্র সূত্র..১০৫
১০. মহাশাল সূত্র.. ১০৬
৫. মুণ্ডরাজ বর্গ ১০৭
১. গ্রহণীয় সূত্র..১০৭
২. সৎপুরুষ সূত্র.. ১০৯
৩. ইষ্ট সূত্র ১১০
৪. মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী সূত্র ১১১
৫. পুণ্যফল সূত্র ১১৪
৬. সম্পদ সূত্র ১১৫

৭. ধন সূত্র ১১৬
৮. অলভ্যনীয় স্থান সূত্র ১১৭
৯. কোশল সূত্র ১২২
১০. নারদ সূত্র ১২৮

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

(৬) ১. নীবরণ বর্গ ১৩৬
১. আবরণ সূত্র ১৩৬
২. অকুশলরাশি সূত্র ১৩৭
৩. প্রধানের অঙ্গ সূত্র ১৩৭
৪. সময় সূত্র ১৩৮
৫. মাতাপুত্র সূত্র ১৩৯
৬. উপাধ্যায় সূত্র ১৪২
৭. বারংবার প্রত্যবেক্ষণীয় বিষয় সূত্র ১৪৪
৮. লিচ্ছবী কুমার সূত্র ১৪৮
৯. প্রথম বৃদ্ধ-প্রব্রজিত সুত্র ১৫১
১০. দ্বিতীয় বৃদ্ধ-প্রব্রজিত সূত্র ১৫১
(৭) ২. সংজ্ঞা বর্গ ১৫২
১. প্রথম সংজ্ঞা সূত্র ১৫২
২. দ্বিতীয় সংজ্ঞা সূত্র ১৫২
৩. প্রথম বৃদ্ধি সূত্র ১৫২
৪. দ্বিতীয় বৃদ্ধি সূত্র ১৫৩
৫. আলোচনা সূত্র ১৫৩
৬. সাজীব সূত্র ১৫৩
৭. প্রথম ঋদ্ধিপাদ সূত্র ১৫৪
৮. দ্বিতীয় ঋদ্ধিপাদ সূত্র ১৫৪
৯. নির্বেদ সূত্র ১৫৭
১০. আসবক্ষয় সূত্র ১৫৭
(৮) ৩. যোদ্ধা বর্গ ১৫৮
১. প্রথম চিত্তবিমুক্তিফল সূত্র ১৫৮
২. দ্বিতীয় চিত্তবিমুক্তিফল সূত্র ১৫৯
৩. প্রথম ধর্মবিহারী সূত্র ১৬০

৪. দ্বিতীয় ধর্মবিহারী সূত্র ১৬১
৫. প্রথম যোদ্ধা সূত্র ১৬২
৬. দ্বিতীয় যোদ্ধা সূত্র ১৬৭
৭. প্রথম অনাগত ভয় সূত্র ১৭৫
৮. দ্বিতীয় অনাগত ভয় সূত্র ১৭৭
৯. তৃতীয় অনাগত ভয় সূত্র ১৭৯
১০. চতুর্থ অনাগত ভয় সূত্র ১৮২
(৯) ৪. স্থবির বর্গ ১৮৩
১. প্রলোভন সূত্র ১৮৩
২. বীতরাগ সূত্র ১৮৪
৩. প্রতারক সূত্র ১৮৪
৪. অশ্রদ্ধ সূত্র ১৮৫
৫. অক্ষম সূত্র ১৮৫
৬. প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত সূত্র ১৮৬
৭. শীলবান সূত্র ১৮৬
৮. স্থবির সূত্র ১৮৭
৯. প্রথম শৈক্ষ্য সূত্র ১৮৮
১০. দ্বিতীয় শৈক্ষ্য সূত্র ১৮৮
(১০) ৫. ককুধ বর্গ ১৯১
১. প্রথম সম্পদ সূত্র ১৯১
২. দ্বিতীয় সম্পদ সূত্র ১৯১
৩. ব্যাখ্যা সূত্র ১৯১
৪. সুখবিহার সূত্র ১৯১
৫. স্থির সূত্র ১৯২
৬. শ্রুতিধর সূত্র ১৯২
৭. কথা সূত্র ১৯৩
৮. আরণ্যিক সূত্র ১৯৩
৯. সিংহ সূত্র ১৯৩
১০. ককুধ স্থবির সূত্র ১৯৪

৩. তৃতীয় পঞ্চাশক

(১১) ১. সুখবিহার বর্গ ১৯৯

১. দৌর্মনস্য সূত্র ১৯৯
২. সন্দিগ্ধ সূত্র ১৯৯
৩. মহাচোর সূত্র ২০০
৪. সুকোমল শ্রমণ সূত্র ২০২
৫. সুখবিহার সূত্র ২০৩
৬. আনন্দ সূত্র ২০৪
৭. শীল সূত্র ২০৫
৮. অশৈক্ষ্য সূত্র ২০৫
৯. চতুর্দিকস্থ সূত্র ২০৬
১০. অরণ্য সূত্র ২০৬
(১২) ২. অন্ধকবিন্দ বর্গ ২০৭
১. কুলগামী সূত্র ২০৭
২. পশ্চাদ্গামী শ্রমণ সূত্র ২০৮
৩. সম্যক সমাধি সূত্র ২০৮
৪. অন্ধকবিন্দ সূত্র ২০৯
৫. মৎসরী সূত্র ২১০
৬. প্রশংসা সূত্র ২১০
৭. ঈর্ষাকারিণী সূত্র ২১১
৮. মিথ্যাদৃষ্টিক সূত্র ২১১
৯. মিথ্যা বাক্য সূত্র ২১২
১০. মিথ্যা প্রচেষ্টা সূত্র ২১২
(১৩) ৩. গ্লান বর্গ ২১৩
১. গ্লান সূত্র ২১৩
২. স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্র ২১৪
৩. প্রথম সেবক সূত্র ২১৪
৪. দ্বিতীয় সেবক সূত্র ২১৫
৫. প্রথম অল্পায়ু সূত্র ২১৫
৬. দ্বিতীয় অল্পায়ু সূত্র ২১৬
৭. বপকাশ (একাকী অবস্থান) সূত্র ২১৬
৮. শ্রামণ্য সুখ সূত্র ২১৭
৯. বিক্ষুব্ধ সূত্র ২১৭
১০. বিনাশ সূত্র ২১৭

(১৪) ৪. রাজা বর্গ ২১৮
১. প্রথম চক্রানুবর্তন সূত্র ২১৮
২. দ্বিতীয় চক্রানুবর্তন সূত্র ২১৯
৩. ধর্মরাজা সূত্র ২১৯
৪. যেই দিক সূত্র ২২১
৫. প্রথম প্রার্থনা সূত্র ২২২
৬. দ্বিতীয় প্রার্থনা সূত্র ২২৩
৭. অল্প নিদ্রাগত সূত্র ২২৫
৮. বহুভোজী সূত্র ২২৬
৯. অক্ষম সূত্র ২২৬
১০. শ্রোত্র সূত্র ২৩০
(১৫) ৫. ত্রিকণ্টকী বর্গ ২৩৩
১. অবজ্ঞা সূত্র ২৩৩
২. অপরাধ করা সূত্র ২৩৪
৩. সারন্দদ সূত্র ২৩৬
২. ত্রিকণ্টকী সূত্র ২৩৭
৫. নিরয় সূত্র ২৩৯
৬. মিত্র সূত্র ২৩৯
৭. অসৎপুরুষ দান সূত্র ২৪০
৮. সৎপুরুষ দান সূত্র ২৪০
৯. প্রথম সময়বিমুক্ত সূত্র ২৪১
১০. দ্বিতীয় সময়বিমুক্ত সূত্র ২৪১

৪. চতুর্থ পঞ্চাশক

(১৬) ১. সদ্ধর্ম বর্গ ২৪৩
১. প্রথম সম্যক পথ সূত্র ২৪৩
২. দ্বিতীয় সম্যক পথ সূত্র ২৪৩
৩. তৃতীয় সম্যক পথ সূত্র ২৪৪
৪. প্রথম সদ্ধর্মসমোহ সূত্র ২৪৪
৫. দ্বিতীয় সদ্ধর্ম সমোহ সূত্র ২৪৫
৬. তৃতীয় সদ্ধর্ম সমোহ সূত্র ২৪৬
৭. অপালাপ সূত্র ২৪৮

৮. দৌর্মনস্য সূত্র ২৫১
৯. উদায়ী সূত্র ২৫১
১০. দুর্দমনীয় সূত্র ২৫২
(১৭) ২. আঘাত বর্গ ২৫২
১. প্রথম আঘাত অপসারণ সূত্র ২৫২
২. দ্বিতীয় আঘাত অপসারণ সূত্র ২৫৩
৩. আলোচনা সূত্র ২৫৬
৪. সাজীব সূত্র ২৫৭
৫. প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা সূত্র ২৫৭
৬. নিরোধ সূত্র ২৫৮
৭. দোষারোপ সূত্র ২৬২
৮. শীল সূত্র ২৬৬
৯. দ্রুত মনোযোগ সূত্র ২৬৭
১০. ভদ্দজি সূত্র ২৬৭
(১৮) ৩. উপাসক বর্গ ২৬৯
১. দৌর্মনস্য সূত্র ২৬৯
২. বিশারদ সূত্র ২৬৯
৩. নিরয় সূত্র ২৭০
৪. বৈর সূত্র ২৭০
৫. চণ্ডাল সূত্র ২৭২
৬. প্রীতি সূত্র ২৭২
৭. বাণিজ্য সূত্র ২৭৩
৮. রাজা সূত্র ২৭৪
৯. গৃহী সূত্র ২৭৭
১০. গবেসী সূত্র ২৮০
(১৯) ৪. অরণ্যবর্গ ২৮৩
১. আরণ্যিক সূত্র ২৮৩
২. চীবর সূত্র ২৮৪
৩. বৃক্ষমূলিক সূত্র ২৮৫
৪. শ্মশানিক সূত্র ২৮৫
৫. উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী সূত্র ২৮৬
৬. নৈশর্যিক সূত্র ২৮৭

৭. যথাসন্থতিক সূত্র..২৮৮
৮. একাসনিক সূত্র ২৮৮
৯. খলুপশ্চাৎভত্তিক সূত্র..২৮৯
১০. পাত্রপিণ্ডিক সূত্র ২৯০
(২০) ৫. ব্রাহ্মণ বর্গ..২৯১
১. কুকুর সূত্র..২৯১
২. দ্রোণ ব্রাহ্মণ সূত্র ২৯২
৩. সঙ্গারব সূত্র ২৯৯
৪. কারণপালী সূত্র ৩০৪
৫. পিঙ্গিয়ানী সূত্র..৩০৬
৬. মহাস্বপ্ন সূত্র..৩০৭
৭. বর্ষা সূত্র ৩০৯
৮. বাক্য সূত্র..৩১০
৯. কুল সূত্র ৩১০
১০. নিঃসরণীয় সূত্র..৩১১

৫. পঞ্চম পঞ্চাশক

(২১) ১. কিমিল বর্গ..৩১৪
১. কিমিল সূত্র ৩১৪
২. ধর্ম শ্রবণ সূত্র ৩১৪
৩. উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব সূত্র ৩১৫
৪. বল সূত্র..৩১৫
৫. চেতোখিল সূত্র..৩১৫
৬. চিত্ত বন্ধন সূত্র ৩১৭
৭. যাগু সূত্র..৩১৮
৮. দন্তকাষ্ঠ সূত্র..৩১৮
৯. গীতস্বর সূত্র..৩১৮
১০. বিস্মরণশীল সূত্র ৩১৯
(২২) ২. আক্রোশকারী বর্গ ৩১৯
১. আক্রোশকারী সূত্র ৩১৯
২. ঝগড়াকারী সূত্র..৩২০
৩. শীল সূত্র..৩২০

৪. বহুভাষী সূত্র..৩২১
৫. প্রথম ক্ষান্তিহীন সূত্র...৩২২
৬. দ্বিতীয় ক্ষান্তিহীন সূত্র..৩২২
৭. প্রথম অপ্রসাদিক সূত্র ৩২৩
৮. দ্বিতীয় অপ্রসাদিক সূত্র ৩২৩
৯. অগ্নি সূত্র...৩২৩
১০. মধুরা সূত্র..৩২৪
(২৩) ৩. দীর্ঘ-পর্যটন বর্গ..৩২৪
১. প্রথম দীর্ঘ-পর্যটন সূত্র...৩২৪
২. দ্বিতীয় দীর্ঘ-পর্যটন সূত্র ৩২৫
৩. দীর্ঘ-অবস্থান সূত্র..৩২৫
৪. মৎসরী সূত্র..৩২৬
৫. প্রথম কুলগামী সূত্র..৩২৬
৬. দ্বিতীয় কুলগামী সূত্র...৩২৬
৭. ভোগ্যসম্পদ সূত্র ৩২৭
৮. মধ্যাহ্নের পর ভোজন সূত্র..৩২৭
৯. প্রথম কৃষ্ণসাপ সূত্র..৩২৮
১০. দ্বিতীয় কৃষ্ণসাপ সূত্র...৩২৮
(২৪) ৪. আবাসিক বর্গ ৩২৯
১. আবাসিক সূত্র ৩২৯
২. প্রিয় সূত্র ৩২৯
৩. শোভন সূত্র...৩৩০
৪. বহুপকার সূত্র ৩৩১
৫. অনুকম্পা সূত্র ৩৩১
৬. প্রথম অপবাদের শাস্তি সূত্র ৩৩২
৭. দ্বিতীয় অপবাদের শাস্তি সূত্র...৩৩২
৮. তৃতীয় অপবাদের শাস্তি সূত্র..৩৩৩
৯. প্রথম মাৎসর্য সূত্র...৩৩৩
১০. দ্বিতীয় মাৎসর্য সূত্র...৩৩৩
(২৫) ৫. দুশ্চরিত্র বর্গ ৩৩৪
১. প্রথম দুশ্চরিত্র সূত্র ৩৩৪
২. প্রথম কায়-দুশ্চরিত্র সূত্র...৩৩৫

৩. প্রথম বাক্য-দুশ্চরিত্র সূত্র..৩৩৫
৪. প্রথম মনোদুশ্চরিত্র সূত্র ৩৩৫
৫. দ্বিতীয় দুশ্চরিত্র সূত্র..৩৩৬
৬. দ্বিতীয় কায়-দুশ্চরিত্র সূত্র ৩৩৬
৭. দ্বিতৃীয় বাক্য-দুশ্চরিত্র সূত্র ৩৩৭
৮. দ্বিতীয় মনোদুশ্চরিত্র সূত্র..৩৩৭
৯. সিবথিকা শ্মশান সূত্র ৩৩৮
১০. পুদ্গাল প্রসাদ সূত্র..৩৩৯
(২৬) ৬. উপসম্পদা বর্গ..৩৪০
১. উপসম্পদাতব্য সূত্র..৩৪০
২. নিশ্রয় সূত্র ৩৪১
৩. শ্রামণের সূত্র ৩৪১
৪. পঞ্চ মাৎসর্য সূত্র..৩৪১
৫. মাৎসর্যের প্রহাণ সূত্র ৩৪১
৬. প্রথম ধ্যান সূত্র ৩৪২
৭-১৩. দ্বিতীয় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক ৩৪২
১৪. অপর প্রথম ধ্যান সূত্র ৩৪৩
১৫-২১. অপর দ্বিতীয় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক ৩৪৩
১. সম্মতি ইত্যাদি..৩৪৪
১. ভোজন উদ্দেশক সূত্র..৩৪৪
২-১৪. শয্যাসন প্রজ্ঞাপক সূত্রাদি ত্রয়োদশক..৩৪৬
১. শিক্ষাপদ ইত্যাদি..৩৭০
১. ভিক্ষু সূত্র ৩৭০
২-৭. ভিক্ষুণী সূত্রাদি ষষ্ঠক..৩৭১
৮. আজীবক সূত্র ৩৭১
৯-১৭. নিগ্রন্থ সূত্রাদি নবক..৩৭২
৩. রাগ ইত্যাদি ৩৭৩

বনভন্তের আশীষ বাণী

তথাগত, মহাকারুণিক, গৌতম বুদ্ধ ৪৫ বৎসরব্যাপী সর্বজীবের কল্যাণে যে অমৃতময় ধর্ম প্রচার করেছেন, তার বিশাল সংগ্রহকেই বলা হয় ত্রিপিটক। ত্রিপিটক অর্থ তিনটি পিটক বা ঝুড়ি। যথা : বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম। এই গ্রন্থটি সূত্রপিটকের অন্তর্গত পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে ৪র্থ অর্থাৎ অঙ্গুত্তরনিকায়ের অংশবিশেষ। অঙ্গুত্তরনিকায় ১১টি নিপাতে সমাপ্ত। তন্মধ্যে প্রথম ও ৪র্থ খণ্ডরূপে ১, ২, ৩ ও ৭, ৮, ৯ নিপাত সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক পূর্বে অনূদিত হয়েছে। সুখের বিষয়, সময়ের ব্যবধানে হলেও বর্তমানে অঙ্গুত্তরনিকায়ের অন্যান্য অননূদিত নিপাতসমূহ হতে পঞ্চক নিপাতটি মদীয় শিষ্য ভিক্ষু প্রজ্ঞাদর্শী কর্তৃক অনূদিত হলো। অঙ্গুত্তরনিকায় বৌদ্ধ সাহিত্যে একটি বিশেষ অবস্থান ধরে রেখেছে। এর অন্তর্ভুক্ত বহু সূত্রের সাথে অভিধর্মের পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি পুস্তকের সামঞ্জস্যতা লক্ষণীয়। এতে নারী-পুরুষের চরিত্র, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য-অকর্তব্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাদের আচরণীয় বিষয়, আদর্শ, দায়িত্বশীলতা, প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধান-পদ্ধতি এবং সামাজিক অবস্থার যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় অন্য নিকায়ে তদ্রুপ পাওয়া যায় না। অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভাষ্য গ্রন্থমতে, অঙ্গুত্তরনিকায়ে ৯,৫৫৭ প্রকার বিষয় সম্পর্কিত দেশনা, আলোচনা ও উপদেশাবলি সংগৃহীত হয়েছে। বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা, উপদেশ উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, আলোচনা ও পর্যালোচনার। তা শুধু তাত্ত্বিক কিংবা বাক্‌সর্বস্বতায় পর্যবসিত না করে সকলের প্রয়োজন ঐকান্তিক সদিচ্ছায় অধ্যয়ন করে পাওয়া। তবেই না নৈতিক ভিত্তি হবে সুদৃঢ় এবং পাঠকের মনোদ্যান হবে বুদ্ধরূপী সূর্যের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত।

পরিশেষে, গ্রন্থটি ধর্মচারীর জ্ঞানপিপাসা নিবারিত করুক। পুণ্যধারায় সকলে স্নাত হোক, এ শুভ মৈত্রী কামনায় সকলের প্রতি আশীর্বাদ রেখে শেষ করছি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্!

আমাদের নিবেদন

শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় ধর্ম দেশনাকালে প্রায় সময় ত্রিপিটক প্রকাশ করে বৌদ্ধ সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। সেই মহৎ উপদেশ আমাদের শিরোপরি রেখে বিগত কয়েক মাস পূর্বে প্রত্যেকবারের মতো কর্ত্তলা-বেলখাইন ও ঢাকা প্রবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজবন বিহারে সর্বজন পূজ্য দুর্লভ মহাপুরুষ অর্হৎ সশিষ্য বনভন্তের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান, সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান দেয়ার মানসে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম। অতীব সৌভাগ্যের বিষয় যে, সেদিনই বুদ্ধপুত্র বনভন্তে প্রাতঃকালীন ধর্মদেশনাকালে শিষ্যবৃন্দের নিকট "অঙ্গুত্তরনিকায়" প্রকাশনার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। উক্ত সুসংবাদ পেয়েছি পূজনীয় বনভন্তের ধর্মদেশনা সংকলক শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবিরের কাছে। তিনি আমাদেরকে আরও একটা আনন্দের সংবাদ জানালেন যে, ইতোমধ্যে শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণ (বর্তমানে নবীন ভিক্ষু) "অঙ্গুত্তরনিকায় - পঞ্চক নিপাত" মূল পালি থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন এবং উদীয়মান লেখকের প্রশংসা করে উক্ত ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য আমাদের নিকট পরামর্শ দেন। আমরা সানন্দে সাধুবাদের সহিত সম্মতি প্রকাশ করি।

উল্লেখ্য যে, তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের কৃপায় ও মহামানব বনভন্তের আশীর্বাদে আমাদের কর্তৃক রাজবন বিহারে পিণ্ডদান, সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান ও অন্যান্য দানের পাশিপাশি এ যাবৎ দুটি ধর্মীয় গ্রন্থ যথা বিনয়পিটকের অন্তর্গত 'পাচিত্তিয় এবং আর্যশ্রাবক বনভন্তের দেশনা - ৭ম খণ্ড' ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান ধর্মীয় গ্রন্থটির প্রকাশনা আমাদের তৃতীয় অবদান। আর্যশ্রাবক বনভন্তের উপদেশমতে সদ্ধর্মের উন্নতির জন্য ধাপে ধাপে আরও অসংখ্য ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা করার ইচ্ছা রাখি।

"অঙ্গুত্তর নিকায়" সূত্রপিটকের অন্তর্গত ৪র্থ গ্রন্থ। এই নিকায়ে সর্বমোট ২৩০৮টি সূত্র আছে। এগুলো ১১টি নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

"অঙ্গুত্তর নিকায় - পঞ্চক নিপাত" প্রকাশনার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার জন্য শ্রীমৎ ইন্দগুপ্ত বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একই সাথে বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শ্রীমৎ আনন্দমিত্র স্থবিরকে। তিনি গ্রন্থকারের সাথে

সদা যোগাযোগ রক্ষা করে গ্রন্থখানা প্রকাশ করার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন। গ্রন্থকারের মধুর বচনে আমরা বিমুগ্ধ। সশ্রদ্ধ চিত্তে তাকে ভক্তিভরে বন্দনা জানাছি।

বুদ্ধশাসনের ধ্বজাধারী প্রাণপুরুষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের সুস্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘকাল পরমায়ু ভগবৎ সমীপে কামনা করে তার শ্রীচরণে আমাদের বন্দনা জানাচ্ছি।

আমরা 'অঙ্গুত্তরনিকায় - পঞ্চক নিপাত' প্রকাশনার দায়িত্ব পেয়ে সত্যিই আনন্দিত। এই পুণ্যফলে আমাদের সকলের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক!
সকল প্রাণী দুঃখ হতে মুক্ত হোক!

প্রকাশক
কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসী
ও
ঢাকা প্রবাসীবৃন্দ

২৫৫২ বুদ্ধাব্দ, আষাঢ়ী পূর্ণিমা
১৭ জুলাই, ২০০৮
২রা শ্রাবণ, ১৪১৫ বাংলা

প্রাক-কথন

পালি ভাষা হচ্ছে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত ভাষা। এই ভাষাতেই বুদ্ধ তাঁর অমৃতময় ধর্ম দেশনা করেছিলেন। প্রাকৃতিক ভাষার ক্রমোন্নতির পরিণতিতে প্রচলিত কথ্য ভাষাই পালি ভাষা। হস্তলিখিত পালি সাহিত্য রচিত হওয়ার পর একে ভিত্তি করে পণ্ডিতমণ্ডলী ভাষার গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণায় শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয়ে পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ রচিত হয়। পরবর্তীকালে একটি পরিমার্জিত ভাষার উদ্ভব হয়ে লিপিবদ্ধভাবে গৃহীত হয় এই পালি ভাষা হতেই। যেহেতু সংস্কারকৃত সেই অর্থে সংস্কৃত ভাষা নামে তা পরিচিতি লাভ করে। তাই পালি যেমন সাহিত্য ও সাহিত্যরসে আদি, তেমন জননীর ন্যায় সংস্কৃত ভাষার মূল ভিত্তি। ভাষা গবেষণায় পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষা মার্জিত এবং ঐতিহ্যপূর্ণ হলেও সেই প্রাচীন পালি ভাষা তদপেক্ষা অদ্যাবধি শব্দসম্ভারে, ভাবে, গাম্ভীর্যে, মাধুর্যে ও শব্দালংকারে কম ঐতিহ্যপূর্ণ নয়। এই পালি ভাষার মূল প্রাণ হচ্ছে ত্রিপিটক ও তার উপর রচিত ভাষ্য, টীকা, অনুটীকা প্রভৃতিসহ পালি ভাষায় রচিত বিবিধ সংকলন গ্রন্থ। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে কর্তৃক লিখিত ভূমিকায় তার শ্রেণিবিভাগ প্রদত্ত হয়েছে বিধায় পুনরোল্লেখ থেকে বিরত রইলাম।

অঙ্গুত্তরনিকায়ে সন্নিবেশিত সূত্রাদি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, শ্রামণ-শ্রামণেরী ও উপাসক-উপাসিকাদের উপলক্ষ করে দেশিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধ কর্তৃক সূত্রাবলি দেশিত হয়েছে। এর ব্যতিক্রম ঘটেছে গুটিকয়েক হাতে-গোনা সূত্রে। যেমন, এই নিপাতের নারদ সূত্রটি দেশনা করেছেন নারদ ভন্তে। ৪৮ ও ৪৯ নং সূত্রদ্বয়ের মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সূত্রটির মিল থাকলেও দেশনাস্থল, দেশক, শ্রোতা প্রভৃতির বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ১৬২ নং হতে ১৭০ নং সূত্রাদিতেও বুদ্ধের অনুপস্থিতি দৃষ্ট হয়। ৭৯ নং সূত্রের নাম ৩য় অনাগত ভয় সূত্র। এখন এই সূত্র সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার প্রয়োজন বলে মনে করছি। সূত্রটিতে পাঁচটি ভয়ের কথা আলোচিত হয়েছে যা বর্তমানে অনুদিত [বর্তমানে বলতে বুদ্ধের সমসাময়িক কালই জ্ঞাতব্য] কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। ভবিষ্যতে তৎসমস্ত যাতে ত্যাগ করতে ভিক্ষুরা সচেষ্ট হয় তারই উপদেশ এতে ধৃত হয়েছে। প্রথমত এমন এক সময়ের কথা উল্লেখ হয়েছে যখন অধিকাংশ ভিক্ষুরা অভাবিত কায়,

অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। সেইরূপ গুণহীন ভিক্ষুরা অন্যদের উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্বে প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু, অজ্ঞতার কারণে নবপ্রব্রজিতদের অধিশীল, অধিচিত্ত, ও অধিপ্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে না। এরূপে পরবর্তী জনেরাও আবর্তিত হবে। ফলে ধর্মবিনয় হবে দুষিত। ১ম অনুদিত ভয়ের সাথে ২য়টির প্রভেদ হচ্ছে ১ম-টিতে উপসম্পদা এবং পরেরটিতে নিশ্রয় প্রদানের ব্যাপার উল্লেখ হয়েছে। আম্রবৃক্ষে জাম ফলে না। তদ্রুপ অজ্ঞজনের কাছেও অধিশীল, চিত্ত উন্মুক্তকরণে সহায়ক, উচ্চতর ধর্ম শিক্ষা করার আশা অরণ্যে রোদন বৈকি! অজ্ঞের আশ্রয়ে আশ্রিত সমকক্ষ জনও একই আচরণ করবে তা সংগত। ৩য় অনুদিত ভয়ে অজ্ঞ ভিক্ষুর অভিধর্ম, বেদল্য পাঠের কথা আলোচিত হয়েছে। ধর্মবিনয়ে জ্ঞানহীন, শীলপ্রতিপদা অপরিপূর্ণকারী অজ্ঞজনের দ্বারা উচ্চতর বিষয় ভাষিত হলে, তা নিতান্তই হাঁস্য-রসে পরিণত হয়। ফলে ভাষণকারী প্রভূত অকুশল অর্জন করে। ৪র্থ ভয়ে আলোচিত হয়েছে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাহীন ভিক্ষুদের কথা; যারা বুদ্ধকর্তৃক ভাষিত গম্ভীর, লোকোত্তর, উপদেশাদি আবৃত্তিকালে অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে। তৎসমস্ত শিক্ষণীয়, আয়ত্ত করা উচিত এরূপ মনে করে না। কিন্তু, যে-সমস্ত উপদেশাদি ছন্দোবদ্ধভাবে রচিত, চিত্ত-উদ্দীপক, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ভাষিত; তা আবৃত্তিকালে শ্রবণ করে, মনোসংযোগ করে। এরূপে ধর্ম দুষিত হবে, বিনয়ও দুষিত হবে। পঞ্চম ভয়ে উল্লেখ হয়েছে, দীর্ঘ দিন পর ভিক্ষুরা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাহীন হবে। এবং তদ্রুপ অবস্থায় তারা নীতিহীন, নীতিস্খলনের প্রস্তাবক, বিলাসী, নির্জনস্থান ত্যাগকারী হবে। তাদের পরবর্তী শিষ্যরাও একই আচরণ শিক্ষা করবে। পরিণতিতে ধর্ম যাবে রসাতলে। সত্যিই ২৫৫২ বুদ্ধবর্ষের সূচনালগ্নে উপনীত হয়ে স্বতঃই মনে হচ্ছে, আমরা কি এখনো এবম্বিধ শাসনবিধ্বংসী ভয়ের সম্মুখীন হইনি। আমরা বাংলার বৌদ্ধ প্রব্রজিতদের অধিকাংশই কি বুদ্ধ-উপদিষ্ট শ্রেষ্ঠ শীল; যথা : চারি পারাজিকা, ১৩ প্রকার সংঘাদিসেস প্রভৃতিতে বিশুদ্ধ? উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির ধারা কি অব্যাহত আছে? এর সদুত্তর আশা করি শাসনদরদী ভিক্ষু-গৃহীদের জানা। এও জেনে রাখা উচিত যে পারাজিকাগ্রস্ত দুঃশীলদের দ্বারা আর যা-ই হোক অন্তত বুদ্ধশাসনের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি কখনোই সম্ভব নয়। তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা প্রকৃত বুদ্ধের শিক্ষা আচরণে নিবেদিতপ্রাণ। ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা এবং ১ম, ২য় এভাবে উচ্চতর ধ্যানাদি লাভ না করেও পাপেচ্ছায় লাভ করেছি বললে ভিক্ষুর পারাজিকা হয়। আর এই চারটিকেই বলা হয়

‘চারি পারাজিকা’ (ভিক্খুপাতিমোক্খ)। বুদ্ধ যুগে অল্পেচ্ছু, দুঃখমুক্তিকামী, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রদের ন্যায় ত্যাগদীপ্ত হতে হবে জীবনাচরণ। বিলাসিতা ত্যাগপূর্বক শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার ক্রমোন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেই না প্রব্রজিত জীবন হবে ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণময়। এরূপে, বহু সূত্রে গৃহী-ভিক্ষুদের দান-শীল-সমাধি এবং উচ্চতর জ্ঞানসাধনার নানান দিকনির্দেশনা বুদ্ধকর্তৃক ভাষিত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে বুদ্ধের সারগর্ভ ধর্মদেশনা সত্যিই পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নিবে সহজেই যদি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও কৌতূহলের সাথে গ্রন্থটি পাঠ করা যায়।

ইতোপূর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যভাষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বুদ্ধশাসন দরদী উপাসক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক ১, ২, ৩ নিপাত এবং ৭, ৮, ৯ নিপাত যথাক্রমে ১ম ও ৪র্থ খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়েছে। উপাসক সুমঙ্গল বড়ুয়ার সাথে আলাপচারিতায় জানতে পারলাম তিনি ২য় খণ্ডের ৪র্থ নিপাতটি অনুবাদে নিয়োজিত আছেন। তাই অঙ্গুত্তরনিকায়ের ৩য় খণ্ডের এই নিপাতটি পরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রবৃত হই ২০০৬-এর ১৩ নভেম্বর। E.M. HARE মহোদয় কর্তৃক ইংরেজি অনূদিত বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অ্যান্ড বুড্ডিষ্ট স্টাডিজ-এর সহকারী অধ্যাপক শ্রদ্ধাবান উপাসক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া আমাকে দান করে অশেষ পুণ্যের ভাগী হলেন। কেননা তার সেই দানকৃত বই এবং মূল পালির ভিত্তিতেই আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রচেষ্টার কমতি ছিল না যথার্থ ও সাবলীল অনুবাদের। তথাপি, ভাষাজ্ঞানের অনভিজ্ঞতা-হেতু অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েই গেল। ভাব্রু শিলালিপিতে সম্রাট অশোকের উক্তিতে দেখা যায় : ‘ভগবতা বুদ্ধেন ভাসিতে সর্বে সে সুভাসিতে।’ অর্থাৎ ‘ভগবান বুদ্ধ যা ভাষণ করেছেন তা সমস্তই সুভাষিত।’ সত্যিই তথাগত, সম্বুদ্ধের উপদেশাবলি অনন্য। সেই অতুলনীয়, গম্ভীর ভাব-বিমণ্ডিত উপদেশাবলির অনুবাদ কর্ম আমার ন্যায় অর্বাচীনের হাতে পরে কতটুকু সফল হয়েছে তা বিজ্ঞ পণ্ডিত মহলের বিবেচনাধীন।

বালু ছাড়ি চিনি খায় পিপীলিকা গণ,
মন্দ ত্যাজি ভালো নেন বুদ্ধিমান যেজন।

লোকনীতির এই দু-পঙ্ক্তির মর্মার্থ আশা করি সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকারা বুঝতে পারবেন। অনুবাদ জাতীয় পুস্তক শত প্রয়াস সত্ত্বেও ১ম সংস্করণে ত্রুটি-বিচ্যুতি ব্যতীত প্রকাশ করা কত যে দুরূহ তা ভুক্তভোগী জন মাত্রই জানা। ক্রমান্বয়ে একটি পুস্তক পায় পরিপূর্ণতা, আর এ সদিচ্ছা রেখেই ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের পরামর্শ সাদরে আহ্বান

করছি।

যেকোনো কর্মেরই সফলতার জন্য প্রয়োজন প্রেরণা। আর যার উৎসাহ-উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ হয়ে আজ এমনতরো দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হলাম সেই পরমারাধ্য মদীয় উপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় আর্যশ্রাবক বনভন্তের (সাধনানন্দ মহাস্থবির) রাতুল চরণে জানাই আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা। হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে আরও সকৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই মদীয় শিক্ষাচার্য, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়কে। আমার মনোদ্যানে পালি বৃক্ষবীজ রোপিত হয়েছে বনভন্তের দ্বারা এবং সার প্রয়োগে তার উদ্গাম তরান্বিত করেছেন শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে। এই দুই মহৎপ্রাণা শাসনহিতৈষী সাংঘিক ব্যক্তিত্বের প্রতি রইল তাই হৃদয় মন্থন করা কৃতজ্ঞতা।

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে এবং শ্রদ্ধাবান উপাসক ঢাকা নিবাসী শ্রীযুত শ্যামল কান্তি বড়ুয়া সহায়তার হাত প্রসারিত করে শাসনসদ্ধর্মের স্থিতির প্রতি শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ করলেন। সারগর্ভ ভূমিকা লিখে দিয়ে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে মহোদয় গ্রন্থের সৌষ্ঠব্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এই বইটির অনুবাদ, ভূমিকা তথা প্রকাশনা ব্যতীত সব কিছুই শ্রামণাবস্থায় সম্পাদিত হয়েছিল বিধায় ভূমিকায় আমার অনুপসম্পন্নতার কথা উল্লেখ হয়েছে।

কম্পিউটার কম্পোজের প্রাথমিক দায়িত্ব শ্রদ্ধেয় সম্বোধি ভন্তে, করুণাময় ভন্তে, প্রজ্ঞাসেন ভন্তে এবং শাসন জ্যোতি ভন্তে সুসমাধা করে দিয়ে সত্যিই আমাকে যারপরনাই বাধিত করেছেন। আনুষঙ্গিক যথা সেটিং, নির্ঘণ্ট প্রভৃতি সম্পাদনায় শ্রদ্ধেয় মুদিতারত্ন ভন্তের অকুণ্ঠ, অক্লান্ত সহযোগিতা এক নিস্বার্থপূর্ণ শাসনদরদী চিত্তের পরিচায়ক। তাদের প্রতি এবং যে সকল সব্রহ্মচারী আমাকে কায়-মনো-বাক্যে সোৎসাহ জুগিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার বিনম্র অভিবাদন।

ধর্মদান সর্বদানকে জয় করে। এই বাক্যের সত্যতা নিরূপিত হয় প্রজ্ঞার দৃষ্টিকোণ হতে। তাই ধর্মগ্রন্থ লেখা, প্রচার-প্রকাশনা বহুজনের সত্য অধিগমের জন্য এক প্রকৃষ্ট দান। আর এবম্বিধ দান যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করে অশেষ পুণ্যের ভাগী হলেন কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসী ও ঢাকাবাসী। তারা ১,৫০০ কপি বই প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে সদ্ধর্ম প্রচারের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আরও যারা প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের ধর্মদান-হেতু অর্জিত এই পুণ্যরাশি সর্বদুঃখ ক্ষয়ের অবলম্বন হোক। এই পুণ্য কামনা করি। বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের

সার্বিক সহযোগিতা সত্যিই ধর্মদানের এক দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে রইবে। আমার পালি ভাষা শিক্ষার প্রারম্ভ হতে এখন পর্যন্ত ভন্তে মহোদয়ের অকুণ্ঠ সহায়তা সত্যিই আমাকে এবম্বিধ কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। উল্লেখ্য, সদ্ধর্ম প্রচারের মানসে পিটকীয় বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি পুনর্মুদ্রণে নিবেদিত রয়েছেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের একান্ত সেবক ভদন্ত আনন্দমিত্র ভন্তে মহোদয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবপ্রব্রজিত হয়ে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তে মহোদয়ের নিকট পালি ভাষা শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। সেই সূচনাই পরবর্তীকালে আমাকে আরও উৎসাহিত করেছিল গভীর অধ্যয়নের। তাই শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের প্রতি সকৃতজ্ঞ বন্দনা জ্ঞাপন করছি। অতঃপর ২০০৫-এর ২৯ মার্চ আমার প্রব্রজ্যাজীবনের অর্ধবছর অতিক্রান্তে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা ৮জন ভিক্ষু-শ্রামণ শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের নিকট গমন করি। উদ্দেশ্য, পালি ভাষা শিক্ষা। শাস্ত্রমতে, পুণ্যকার্যে মার প্রবল অন্তরায় করে থাকে। এরই কিঞ্চিৎ প্রতিফলন হয়তো বা আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তাই সময়ের পরিক্রমায় প্রায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীই পথভ্রষ্ট হয়েছে বিভ্রান্তি-হেতু। সেই শিক্ষার্থী গ্রুপের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ আমিও বহু প্রতীক্ষার পর এবং গলদঘর্ম শ্রমের মাধ্যমে এই গ্রন্থটির অনুবাদকার্য সমাধা করেছি। এহেন পুণ্যকর্মের সুফল সকল অনুসন্ধিৎসু জনের লাভ হোক। এবং আমার নব উপসম্পদা উপলক্ষে প্রকাশিত এই পিটকীয় খণ্ডটি মূল গ্রন্থ পাঠে সহায়ক হোক, এই কামনায় শেষ করছি।

সাধু! সাধু! সাধু!

ইতি

২৫৫২ বুদ্ধবর্ষের (আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি)
১৪১৫ বাংলা ৩ রা শ্রাবণ

ভিক্ষু প্রজ্ঞাদর্শী
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

ভূমিকা

ত্রিপিটক থেরবাদ, ধর্মগুপ্তিক এবং সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভারত এবং বাংলাদেশের বৌদ্ধদের নিরঙ্কুশ ভাগ থেরবাদী ত্রিপিটক অনুসরণ করেন। এই ত্রিপিটক সর্বমোট ২৭টি গ্রন্থের সমষ্টি এবং এগুলো বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম; এই তিন ভাগে বিভক্ত। বিনয়পিটকে ৫টি গ্রন্থ; যথা : ১) পারাজিক, ২) পাচিত্তিয়, ৩) চূলবগ্গো, ৪) মহাবগ্গো, এবং ৫) পরিবার পাঠো। সূত্রপিটকে ৫টি গ্রন্থ; যথা : ১) দীর্ঘনিকায়, ২) মজ্ঝিমনিকায়, ৩) সংযুক্তনিকায়, ৪) অঙ্গুত্তরনিকায়, এবং ৫) খুদ্দকনিকায়। ইহাদেরকে পঞ্চনিকায় নামে অভিহিত করা হয়। খুদ্দকনিকায়কে পুনঃ ১৬টি খণ্ডে বিভক্ত করে নামকরণ করা হয়েছে; যথা : ১) খুদ্দকপাঠো, ২) ধম্মপদ, ৩) উদান, ৪) ইতিবুত্তক, ৫) সুত্তনিপাতো, ৬) বিমানবত্থু, ৭) পেতবত্থু, ৮) থেরগাথা, ৯) থেরীগাথা, ১০) জাতক, ১১) চূলনিদ্দেস, ১২) মহানিদ্দেস, ১৩) অপদান, ১৪) বুদ্ধবংস, ১৫) চরিয়াপিটক, এবং ১৬) পটিসম্ভিদামগ্গো। অভিধর্মপিটকে ৭টি গ্রন্থ; যথা : ১) ধম্মসঙ্গণী, ২) বিভঙ্গো, ৩) কথাবত্থু, ৪) ধাতুকথা, ৫) পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি, ৬) যমক, ৭) পট্‌ঠানং।

পালি ত্রিপিটকের উপরোক্ত নামের গ্রন্থসংখ্যাকে বলা হয় পালি মূল পিটক। এ সকল মূল পিটকের উপর পরবর্তীকালে আরও বহু ভাষ্য ও সংগ্রহ গ্রন্থ রচিত হয়েছে; এগুলোকে বলা হয় : অট্‌ঠকথা, টীকা, অনুটীকা ইত্যাদি। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ সূত্রপিটকের পঞ্চনিকায়ভুক্ত অঙ্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চক নিপাত। জেনে রাখা ভালো যে, অঙ্গুত্তরনিকায় সর্বমোট ১১টি নিপাতে বিভক্ত। এই ১১টি নিপাতের পঞ্চক নিপাত এক্ষণে আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণ কর্তৃক বঙ্গভাষায় এই প্রথম অনূদিত হলো। বঙ্গভাষায় পালি মূল পিটক অনুবাদের জগতে ১৯ বছর বয়স্ক এই তরুণ অনুবাদকই হবেন হয়তো সবচেয়ে কনিষ্ঠতম জন। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মার্চ গহিরা মহাশ্মশান ভাবনা কেন্দ্রে রাঙামাটি রাজবন বিহার হতে যেই দ্বিতীয় গ্রুপ শিক্ষার্থী আমার নিকটে পালি ভাষা শিক্ষায় আগমন করে, তন্মধ্যে আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণ বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হলেও মেধায় ও উদ্যম-উৎসাহে অগ্রগণ্য ছিল। এক্ষণে তারই হাতে পবিত্র পিটকের মূল গ্রন্থের একটি অংশ বঙ্গভাষায় অনূদিত

হলো। বঙ্গীয় অনুবাদ জগতে তাঁর এ মহা অবদানে সত্যিই আমি আপন শ্রমকে সার্থক জ্ঞান করছি। আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণ চট্টগ্রামের রাউজান থানার পশ্চিম আঁধার মানিক গ্রামের স্বনামধন্য এক বৌদ্ধ পরিবারের সন্তান। তার পিতা শ্যামল বড়ুয়া এবং মাতা যমুনা বড়ুয়ার সংসারে দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের মাঝে বোধিজ্যোতি বড়ুয়া নামের একমাত্র পুত্রসন্তানকে বাবা মায়েরই ঐকান্তিক ইচ্ছায় S.S.C. পাশের পর বুদ্ধশাসনে দান করা হয়। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে বুদ্ধশাসনের সেবায় পুত্রদানের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্তের গৌরবনীয় স্বাক্ষর রাখা হয়েছে; মাতাপিতার আরও একজন মেধাবী পরাক্রমী বীর্যবান সন্তানকে বুদ্ধশাসনে একইভাবে উৎসর্গ করে। তিনি হলেন মহাসাধক, অখিল ভারতীয় ভিক্ষুসংঘের প্রথম সংঘনায়ক ত্রিপিটক বাগ্মীশ্বর ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরো। বঙ্গীয় ভিক্ষুসংঘের এই মহা পুণ্যপ্রতিভা, স্নেহভাজন আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের রক্তসম্পর্কে সম্পর্কিত জ্ঞাতি। প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের গৃহী পিতার আপন দাদু হতেন পুণ্যপ্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মীশ্বর ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরো। প্রয়াত সংঘনায়ক জ্ঞানালোক মহাস্থবির ছিলেন এই অনুবাদকের গর্ভধারিণী মাতার আপন কাকা। বহু গ্রন্থপ্রণেতা বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাথেরোর মতোন পণ্ডিত জনও প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের মাতৃকুলে রক্তসম্পর্কে সম্পর্কিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অ্যান্ড বুড্ডিস্ট স্টাডিজ-এর সহকারী অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া হচ্ছেন প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের গৃহী সম্পর্কীত আপন কাকা। বংশরক্তের এহেন গৌরবনীয় ঐতিহ্যে প্রবুদ্ধ আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শীর মাতাপিতাকে জানাই সুস্বাগতম ও আন্তরিক মৈত্রীময় অভিনন্দন। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে মেধাবী একমাত্র সন্তানকে এদেশে মেধার চরম দুর্ভিক্ষের দিনে ভিক্ষুসংঘে উৎসর্গীত করে বঙ্গীয় বুদ্ধশাসনের শুধু নহে, বিশ্ব বুদ্ধশাসনের প্রভূত কল্যাণ সাধন যেমন করলেন, তেমনি ইতিহাসের বুকে সত্যি সত্যিই উচ্চতম আদর্শে মহাত্যাগে এক অচ্যুতম বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী হলেন। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, শ্রামণ প্রজ্ঞাদর্শীর মতো মেধাবী সন্তানকে এই ঢাকাবাসী মাতাপিতা অনায়াসে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার অথবা পার্থিব যশস্বী বড়ো কোনো ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে পারতেন। তা না করে বুদ্ধশাসনে দান দিলেন, এতে কী তাঁদের লাভ হলো? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, আমাদের এই ক্ষুদ্র সমাজে এমন পরিবারও আছে, যাদের এক ডজন (১২জন) এমবিবিএস, এফআরসিএস, ডাক্তার আছেন। বহু শত রোগীর সাথে তাঁদের পরিচিতি আছে। এই পরিচিতি নিয়ে তারা মৃত্যুবরণের সাথে সাথে এক প্রজন্ম না

যেতেই হারিয়ে যাবেন রোগীর জগৎ হতে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর গবেষণামূলক কোনো গ্রন্থ রচনা করতে না পারলে একইভাবে হারিয়ে যাবেন এমনকি চিকিৎসা-জগৎ হতেও। কিন্তু, একজন শীলবান ধ্যানী ভিক্ষু কোনো গ্রন্থ গবেষণা ছাড়াও অনায়াসে মানুষের হৃদয় জগতে স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে থাকেন অনেক প্রজন্ম ধরে। নিঃস্বার্থ ত্যাগের এই মহনীয়তা, এই সুফল যেই মাতাপিতা বুঝতে সক্ষম, তাঁরাই পারেন নিজেদের সবচেয়ে সেরা সন্তানটিকে বুদ্ধশাসনে দান করতে। আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শীর মাতাপিতা তাঁদের সেরা সন্তান, একমাত্র সন্তান কেবল দানই দেননি, তাঁদের এ চেতনার মহত্ত্ব আরও বিজ্ঞোচিত মহনীয়তা পেয়েছে, পরম পূজ্য বনভন্তের মতো আদর্শস্থানীয় গুরুর সান্নিধ্যে অবস্থান করার জন্যে সন্তানকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে। প্রব্রজিত হয়ে আর্থিক ও পার্থিব লাভজনক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার চেতনায় যদি তাঁদের এই পুত্র প্রব্রজ্যা দানটি হতো, তা হতো বুদ্ধনিন্দিত প্রব্রজ্যা। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার সাধনা, গবেষণা এবং সেই অভিজ্ঞায় বুদ্ধবাণীর প্রচার প্রসারে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমেই হয় বুদ্ধপ্রসংশিত দান এবং প্রব্রজ্যা। এ দুই মহাগুণশালী মাতাপিতার কর্তব্য সম্পাদন করে আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের মাতাপিতারা যে ভুল করেননি তারই বাস্তব প্রমাণ শ্রামণ প্রজ্ঞাদর্শী কর্তৃক ১৯ বছর বয়সে পালি ত্রিপিটকের মূল খণ্ড ‘অঙ্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চক নিপাত’টির বঙ্গানুবাদ কর্ম সম্পাদন করা। বাংলার অনুবাদ জগতে তার এই অবদান কেবল প্রথমই নহে, ত্রিপিটক চর্চার জগতে অবিস্মরণীয়ও বটে। শ্রামণ প্রজ্ঞাদর্শীর মাতাপিতা তাদের এই যথাযোগ্য শ্রেষ্ঠদানের সুদূর প্রসারী সুফলের দ্বারা যুগ যুগ ধরে বহু মাতাপিতার নমস্য ও বন্দনীয় হোক, এ-কামনায় আমি অন্তর ভরে আশীর্বাদ প্রদান করছি। তাঁদের এই মহা দানকর্ম আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শীর জীবনে বুদ্ধের শিক্ষা ও আদর্শকে আরও মহনীয় সমৃদ্ধি দানে সহায় হোক এবং আরও বহু মাতাপিতা ও গুণবান মেধাবী সন্তানেরা এ অনুপম দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হোক, এই প্রার্থনায় আমার প্রব্রজ্যাজীবনের সমুদয় পুণ্যরাশি উৎসর্গ করছি। সাধু! সাধু! সাধু!

এক্ষণে স্নেহভাজন প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের অনূদিত অঙ্গুত্তরনিকায়ে পঞ্চক নিপাতটির উপরে আলোচনায় আসা যাক।

অঙ্গুত্তরনিকায় পঞ্চক নিপাতে মোট ২৬টি বর্গকে পাঁচটি পঞ্চাশকে সাজানো হয়েছে, ৫ম পঞ্চাশকে ৬টি বর্গ এবং অপর চারটিতে ৫টি করে বর্গ আছে। নিম্নে এ সকল বর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হলো :

প্রথম পঞ্চাশকে পাঁচটি বর্গ। যথাক্রমে—১) শৈক্ষ্যবল বর্গ, ২) বল বর্গ, ৩) পঞ্চাঙ্গিক বর্গ, ৪) সুমন বর্গ এবং ৫) মুণ্ডরাজ বর্গ।

শৈক্ষ্যবল বর্গ :

বর্গের ১ম সূত্রটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সূত্র, শ্রাবস্তী নিদান। এই সূত্রে বুদ্ধ শ্রদ্ধা, লজ্জা, পাপে ভয়, বীর্য এবং প্রজ্ঞাবল এই পঞ্চবিধ বল উল্লেখ করে ভিক্ষুদের তা লাভের জন্য শিক্ষা দিচ্ছেন। বিস্তৃত সূত্রে পূর্বোক্ত সূত্রের বিস্তৃতার্থই ধৃত হয়েছে। পরবর্তী দুঃখ সূত্রে বলা হয়েছে যে পাঁচটি গুণে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহ-পরলোকে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যথা : বীতশ্রদ্ধা, নির্লজ্জা, পাপে নির্ভয়তা, আলস্য এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা। আবার এই পাঁচটির বিপরীত গুণ সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহ-পর উভয়লোকেই সুখ প্রাপ্ত হয়। যথাবাহিত সূত্রে পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ গুণের কথাই স্বর্গ ও নরক গমনের কারণ হিসাবে আলোচিত হয়েছে। বর্গের ৫ম সূত্রটি হচ্ছে শিক্ষা সূত্র। এই সূত্রে বলা হয়েছে, কোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাগমনের ফলস্বরূপ পঞ্চবিধ নিন্দনীয় বিষয় তার নিকট উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, সজল নেত্রে যদি কেউ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য উদযাপন করে তবে তার নিকট পঞ্চবিধ প্রশংসনীয় বিষয় আগত হয়। পরবর্তী সমাপত্তি সূত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, কুশল ধর্মে শ্রদ্ধা থাকলে অকুশলের সফলতা হয় না। কিন্তু, শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হলে বীতশ্রদ্ধা প্রাদুর্ভূত হয় তখন অকুশলেরই সফলতা হয়। একইরূপে পাপে লজ্জা, ভয়, উদ্যম, প্রজ্ঞা জ্ঞাতব্য। পরের সূত্রটি হচ্ছে কামসূত্র। আলোচ্য সূত্রে ত্রিবিধ কাম সম্পর্কে আলোকপাত করে তথাগত অপর আকর্ষণীয় উপমাযোগে বুঝালেন যে আত্মরক্ষিত ভিক্ষু ব্যতীত অন্যজনের রক্ষক তিনি স্বয়ং নিজেই। পরবর্তী চ্যুতি সূত্রে পূর্ব সূত্রাদির ন্যায় পঞ্চবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে, পঞ্চবিধ গুণ ধর্মে সমৃদ্ধ জন সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না। বিপরীতে পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ জন সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠা পায় না, চ্যুত হয়। এর পর ১ম ও ২য় অগৌরব সূত্রদ্বয়ের আলোচ্য বিষয়ও একই। সর্বমোট দশটি সূত্রে এই শৈক্ষ্য বল বর্গ সমাপ্ত।

বল বর্গ :

এ বর্গের ১০টি সূত্রের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব, কূট, সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত, দ্রষ্টব্য এবং পুনকূট এই ছয়টি সূত্রের মূল বিষয়বস্তু একই, তবে তা ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। পরের চারটি সূত্র ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ হিত সূত্র নামে ধৃত হয়েছে। ১ম হিতে বলা হয়েছে পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন হয় পরহিতে নহে। যথা : সে নিজে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি

এবং বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন হয় কিন্তু অপরকে সেগুলো লাভে উদ্বুদ্ধ করে না। ২য় হিত সূত্রে বলা হয়েছে পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু পরহিতে প্রতিপন্ন আত্মহিতে নহে। যথা : সে নিজে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন হয় না কিন্তু অপরকে তা লাভে উদ্বুদ্ধ করে না। ৩য় হিতে বলা হয়েছে পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্ম-পর উভয় হিতে প্রতিপন্ন হয় না। যথা : সে নিজে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি এবং বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন হয় না এবং অপরকেও তা লাভে উদ্বুদ্ধ করে না। ৪র্থ হিত সূত্র অর্থাৎ বর্গের শেষ সূত্রে পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর উভয় হিতে প্রতিপন্ন হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চাঙ্গিক বর্গ :

এই বর্গের ১ম দুই সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন যে, অবাধ্য, অশিষ্ট ভিক্ষু শীল-সমাধি লাভ করতে পারে না। এর বিপরীতে, যে ভিক্ষু বাধ্য, শিষ্ট সে শীল, সমাধি অর্জন করতে সক্ষম। পরের উপক্লেশ সূত্রটিতে বুদ্ধ কামছন্দ, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা এই পাঁচ প্রকার চিত্তের উপক্লেশকে স্বর্ণের পাঁচ প্রকার অবিশুদ্ধতার উপমা প্রদানে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সূত্রে আরও আলোচিত হয়েছে বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যকর্ণ, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত-বিজানন এবং আস্রবক্ষয় জ্ঞান। এই বর্গের পরবর্তী সূত্রগুলো যথা : দুঃশীল, অনুগৃহীত, বিমুক্তায়তন, সমাধি, পঞ্চাঙ্গিক, চঙ্ক্রমণ ও নাগিত সূত্রাদিতে বুদ্ধ বিষয়ভিত্তিক ধর্মদেশনা প্রদান করেন।

সুমন বর্গ :

এই বর্গের ১ম-এ সুমন সূত্রে রাজকন্যা সুমনা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ দানের মাহাত্ম্য তথা দান-হেতু পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য তুলে ধরেন। ৫ম নিপাতের অত্র সূত্র হতেই পদ্যের উপস্থিতি দৃষ্ট হয়। পরের চুন্দী সূত্রেও প্রশ্নোত্তরের ধারা অব্যাহত দেখা যায়। এই সূত্রে রাজকন্যা চুন্দী বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন কিরূপে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি প্রসন্ন এবং শীল পালনকারী মৃত্যুর পর স্বর্গগামী হয়, অপায়গামী নহে। উত্তরে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এবং আর্যশীলের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করে বুদ্ধ তার প্রশ্ন খণ্ডন করেন। এর পরের উগ্রহ সূত্রে বুদ্ধকে বিবাহোপযোগী কন্যাদের স্বামীর গৃহে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে দেখা যায়। বর্গের ৪র্থ সূত্রে দানের দর্শনযোগ্য সুফল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এ বর্গের পরবর্তী সূত্রগুলো যথা : দানের সুফল, কাল দান, ভোজন, শ্রদ্ধা, পুত্র এবং মহাশাল সূত্রাদিতে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক

বিভিন্ন উপদেশের সমারোহ। প্রত্যেকটিতে গাথাও যুক্ত আছে।

মুন্ডরাজ বর্গ :

এই বর্গের গ্রহণীয় সূত্রে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে বুদ্ধ ভোগ্য বিষয় লাভের ৫টি উপায় সম্পর্কে বলেন এবং ধন বৃদ্ধি বা হ্রাসের ব্যাপারে মনস্তাপহীনতার বিষয়ে আলোকপাত করেন। পরের সৎপুরুষ সূত্রে বুদ্ধ সৎ ব্যক্তির উপযোগিতা ও পরিবারে তার পুণ্যপূত ভূমিকার কথা বলেন। বর্গের ৩য় সূত্র হচ্ছে ইষ্ট সূত্র। এই সূত্রে পাঁচটি ইষ্ট, কাগু, কিন্তু দুর্লভ বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়। সেই পাঁচটি হচ্ছে দীর্ঘায়ু, বর্ণ, সুখ, যশ ও স্বর্গ, পরবর্তী মনোজ্ঞ বিষয় দাতা সূত্রে আমরা দেখতে পাই শ্রদ্ধাবান গৃহপতি উগ্ন বুদ্ধকে স্বহস্তে আরাধনাপূর্বক দান করছে। এ বর্গের ৫ম সূত্র পুণ্যফল, ৬ষ্ঠ সূত্র সম্পদ এবং ধন সূত্রাদিও বিষয় ভেদে বৈচিত্রময়। বর্গের শেষ ৩টি সূত্র যথাক্রমে অলভ্যনীয় স্থান, কোশল ও নারদ সূত্রাদির আলোচ্য বিষয় একই। পার্থক্য শুধুমাত্র শ্রোতা ও দেশকের মধ্যে। এই দশটি সূত্রের মাধ্যমে মুন্ডরাজ বর্গ তথা ১ম পঞ্চাশক সমাপ্ত হলো।

২য় পঞ্চাশকে ৫টি বর্গ; যথা : নীবরণ বর্গ, সংজ্ঞা বর্গ, যোদ্ধা বর্গ, স্থবির বর্গ, ককুধ বর্গ।

নীবরণ বর্গ :

এই বর্গের ১ম সূত্রের নিদান হচ্ছে শ্রাবস্তী। এতে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা এই পাঁচটি আবরণ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে যা প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে। দুর্বল প্রজ্ঞা-হেতু অর্হত্ত্ব লাভ অসম্ভব তা-ও উপমা যোগে বুদ্ধ এই সূত্রে প্রকাশ করেছেন। ২য় সূত্রেও একই নীবরণের কথা বিধৃত হয়েছে। পরবর্তী সূত্রের নাম প্রধানের অঙ্গ বা প্রচেষ্টার অঙ্গ। সূত্রের নামের সাথে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতা এতে যথেষ্ট। পরের সূত্রে প্রচেষ্টা করার ৫টি অসময় ব্যক্ত হয়েছে। বিপরীতে প্রয়াসের যথার্থ সময়ও কথিত হয়েছে। অবিদ্যা-হেতু মাতা-পুত্রের মিলনকে কেন্দ্র করে বুদ্ধের উপদেশ পরবর্তী সূত্রে ধৃত হয়েছে। বর্গের ৬ষ্ঠ সূত্রটি হচ্ছে উপাধ্যায় সূত্র। এই সূত্রে বুদ্ধকর্তৃক অন্যতর ভিক্ষুকে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। ক্ষেত্রের উর্বরাশক্তি উৎপাদনে যথার্থ সময়ে সার প্রয়োগের ন্যায় বুদ্ধকর্তৃক সেই ভিক্ষু উপদিষ্ট হয়ে অচিরেই অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। এর পর সর্বদা প্রত্যবেক্ষণীয়, লিচ্ছবী কুমার, ১ম ও ২য় বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্রাদি আলোচিত হয়েছে।

সংজ্ঞা বর্গ :

বর্গের ১ম ও ২য় সূত্রের নাম যথাক্রমে ১ম সংজ্ঞা ও ২য় সংজ্ঞা সূত্র। এই সূত্রদ্বয়ে ৫টি সংজ্ঞার কথা উক্ত হয়েছে যা ভাবিত হলে মহাসুফল হয়। ৩য় সূত্রটি হচ্ছে ১ম বৃদ্ধি এবং ৪র্থ সূত্রের নাম ২য় বৃদ্ধি সূত্র। এই সূত্র দ্বয়ে বুদ্ধ শ্রাবক-শ্রাবিকার আর্যোচিত বর্ধন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী সূত্রগুলো; যথা : আলোচনা, সাজীব, ১ম ও ২য় ঋদ্ধিপাদ, নির্বেদ এবং আস্রবক্ষয় সূত্রাদিতে বিষয়ভিত্তিক নাতিদীর্ঘ উপদেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যোদ্ধা বর্গ :

এ বর্গে ১ম দুটি সূত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নামকরণেও একই। যথা : ১ম ও ২য় চিত্তবিমুক্তি ফল সূত্র। সূত্রদ্বয়ে পঞ্চবিধ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা ভাবিত হলে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফল আনিশংস লাভ হয়। পরের দুটি সূত্র হচ্ছে ১ম ও ২য় ধর্মবিহারী সূত্র। এ সূত্রদ্বয়ে দেখা যায় জনৈক ভিক্ষুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ ধর্মবিহারীর সংজ্ঞা দিচ্ছেন। পরবর্তী সূত্র দুটি হচ্ছে ১ম ও ২য় যোদ্ধা সূত্র। যোদ্ধা সূত্রদ্বয়ে যোদ্ধার উপমাতুল্য পাঁচ প্রকার ভিক্ষুর কথা উল্লেখ করেন। এর পর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অনাগত ভয় সূত্রে বুদ্ধ আরণ্যিক ভিক্ষুকে পাঁচটি অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করার উপদেশ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, পঞ্চবিধ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা-হেতু ভিক্ষু অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থানের জন্য প্রয়াসী হবে। এই চারটি অনাগত ভয় সূত্র এবং দুই যোদ্ধা, দুই ধর্মবিহারী ও দুই চিত্তবিমুক্তিফল সূত্রে যোদ্ধা বর্গ সমাপ্ত।

স্থবির বর্গ :

বর্গের ১ম ৫টি সূত্র; যথা : প্রলোভন, বীতরাগ, প্রতারক, অশ্রদ্ধ, অক্ষম সূত্রাদিতে পৃথক পৃথক পঞ্চবিধ বিষয়ের অবতারণা হয়েছে যাতে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয় শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পরবর্তী সূত্র যথা- প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত এবং শীলবান সূত্রদ্বয়ে পাঁচ প্রকার বিষয়ের কথা উল্লেখ হয়েছে যাতে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। বর্গের নামের সাথে ৮ম সূত্রটির নাম একই। এই সূত্রে ৫টি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যে বিষয়ে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু বহুজনের অহিতে, দুঃখে প্রতিপন্ন হয়। এর পরবর্তী সূত্রদ্বয় হচ্ছে ১ম শৈক্ষ্য ও ২য় শৈক্ষ্যসূত্র, দুটিতেই ৫টি পৃথক পৃথক বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির কারণ।

ককুধ বর্গ :

১ম ও ২য় সম্পদ নামক সূত্রদ্বয়ে পাঁচ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সম্পদের কথা উক্ত হয়েছে। পরের ব্যাখ্যা সূত্রে পাঁচ প্রকার ভুল ব্যাখ্যার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হলো; যথা : সুখবিহার, স্থির, শ্রুতধর, কথা, আরণ্যিক, সিংহ ও ককুধ সূত্র। ককুধ সূত্রে মৌদ্গাল্যায়নের সেবক ককুধ নামক কোলিয় পুত্রের দেবত্ব লাভ এবং দেবদত্তের পাপ দৃষ্টি উৎপন্নের বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চাশক—সুখবিহার বর্গ :

সুখ বিহার বর্গের ১ম সূত্রে শৈক্ষ্য ভিক্ষু ৫টি বৈশারদ্যকরণ ধর্মে সমৃদ্ধ হয়; যথা : সে শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, আরব্ধবীর্য ও প্রজ্ঞাবান হয়। শ্রদ্ধাহীন, দুঃশীল, অল্পশ্রুত, হীনবীর্য ও দুষ্প্রাজ্ঞের দুঃখ উৎপন্ন হয় কিন্তু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, বীর্যবান ও প্রজ্ঞাবানের সেই দুঃখ উৎপন্ন হয় না। তাই এই পাঁচ প্রকারই হচ্ছে শৈক্ষ্য ভিক্ষুর বৈশারদ্যকরণ ধর্ম। ২য় সূত্র যথা- সন্দিগ্ধ সূত্রে বেশ্যা, বিধবা, বয়স্কাকুমারী, পন্ডক এবং ভিক্ষুণীর গৃহে যাতায়াতকারী অর্হত্ত্বলাভী ভিক্ষুকে অপরেরা পাপী ভিক্ষু ধারণায় অবিশ্বাস করে; এই বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে। পরবর্তী মহাচোর সূত্রে ৫টি বিষয়ে সমৃদ্ধ পাপী ভিক্ষুর কার্যকলাপ উল্লেখ করেন। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি যথা- সুকোমল শ্রামণ, সুখবিহার আনন্দ, শীল অশৈক্ষ্য, চতুর্দিকস্থ এবং অরণ্য সূত্রাদিতে মূলত ভিক্ষুর আধ্যাত্মিক গুণাবলি আলোচিত হয়েছে এবং আরও সন্নিবেশিত হয়েছে প্রজ্ঞা তথা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের দিক নির্দেশনা।

অন্ধকবিন্দ বর্গ :

কুলগামী সূত্রে ৫টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে যিনি কুলের মধ্যে অপ্রিয়, অগৌরবনীয় হয়। পরের পশ্চাৎ সূত্রেও এমনতরো পশ্চাদ্গামী শ্রামণের কথা বলা হয়েছে যে অগ্রহণযোগ্য। বর্গের ৩য় সূত্রে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস স্পর্শের প্রতি অক্ষম ভিক্ষুর সম্যক সমাধি অধিগত হয় না। বিপরীতে সেই ৫টি বিষয়ে সক্ষম ভিক্ষুর সম্যক সমাধি অধিগত হয়, ইহাই আলোচ্য। বর্গের নামানুসারে ৪র্থ সূত্রটির নামও অন্ধকবিন্দ সূত্র। সূত্রটিতে দেখা যায় যে ভগবান অধুনা প্রব্রজিতদের উদ্দেশ্যে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন। বর্গের অন্যান্য সূত্র; যথা : মৎসরী, প্রশংসা, ঈর্ষাকারিণী, মিথ্যাদৃষ্টিক, মিথ্যাবাক্য ও মিথ্যা প্রচেষ্টা সূত্রাদিতে পৃথক পৃথক পাঁচ প্রকার বিষয়ের কথা বিবৃত হয়েছে। যাতে সমৃদ্ধ জন নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং

বিপরীতে স্বর্গে গমন করে।

গ্লান বর্গ :

বর্গের ১ম সূত্রটি হচ্ছে গ্লান সূত্র। এতে ৫টি বিষয়ের কথা আলোচিত হয়েছে। যাতে সমৃদ্ধ হলে পীড়িত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করে। যথা : সে যদি অশুভদর্শী, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞী, অনিত্যানুদর্শী ও মরণসংজ্ঞী হয়, তাহলে তার চিত্তবিমুক্তি প্রত্যাশিত। ২য় সূত্রে ৫টি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা ভাবিত করলে অর্হত্ত্ব কিংবা অনাগামী যেকোনো ১টি লাভ হবেই। ১ম সেবক সূত্রে বলা হয়েছে ৫টি বিষয়ে সমৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি নিজের অহিতকারী সেবক হয় এবং বিপরীতে ৫টি ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের হিতকারী সেবক হয়। ২য় সেবক সূত্রে ৫টি বিষয়ে সমৃদ্ধ এমনতরো সেবকের কথা উল্লেখিত হয়েছে : যে অসুস্থের সেবা করা অযোগ্য। তদ্বিপরীতে যোগ্য। এরপর ১ম ও ২য় অল্পায়ু সূত্রে আয়ুচ্ছেদের পাঁচটি কারণ এবং দীর্ঘায়ুর উক্ত কারণের বিপরীত কারণ দর্শানো হয়েছে। বর্গের ৬ষ্ঠ সূত্রে ৫টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সংঘ হতে পৃথক হয়ে একাকী অবস্থানের জন্য অনুপযুক্ত এবং বিপরীত ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু একাকী অবস্থানের জন্য উপযুক্ত। পরের সূত্রে পাঁচ প্রকার শ্রামণ্য সুখ ও দুঃখ আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী সূত্রদ্বয় হচ্ছে বিক্ষুব্ধ ও বিনাশ সূত্র।

রাজা বর্গ :

১ম চক্রানুবর্তন সূত্রে অর্থজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ ও পরিষদজ্ঞ এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজা ধর্মত চক্র চালনা করেন যা অন্য কারও দ্বারা সম্ভব নয়। সেই একই পঞ্চবিধ গুণাবলিতে সমৃদ্ধ তথাগত ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন যা অন্যদের দ্বারা অসম্ভব। ২য় চক্রানুবর্তন সূত্রে একই ৫টি অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তথাগতের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রের কথা আলোচিত হয়েছে; যারা শুধুমাত্র পুনঃ ধর্মচক্র প্রবর্তন করতে সক্ষম। বর্গের ৩য় সূত্রটি হচ্ছে ধর্মরাজা সূত্র। ধার্মিক চক্রবর্তী রাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে। রাজ্যবাসীদের ধর্মত রক্ষা করে ইত্যাদি প্রসঙ্গের সাথে তুলনা করে তথাগতের ধর্মচক্র প্রবর্তনের কথাই আলোচিত হয়েছে। বর্গের ৪র্থ সূত্রে ৫টি অঙ্গে সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয়রাজা যথায় অবস্থান করেন তথায় বিজিত হয়েই অবস্থান করেন। পরবর্তী সূত্রদ্বয় যথা ১ম ও ২য় প্রার্থনা সূত্রে ৫টি বিষয় সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য প্রার্থনা করে, এ বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। ৫ প্রকার মানুষেরা রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রা যায়, বহুক্ষণ বিনিদ্র

থাকে। যথা : স্ত্রীলোক পুরুষের আকাঙ্ক্ষায়, পুরুষ স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষায়, চোর চুরির আকাঙ্ক্ষায়, রাজা রাজকার্যে নিযুক্ততার দরুন এবং ভিক্ষু নির্বাণ লাভের অভিপ্রায়ে রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়। পরের সূত্রাদি হচ্ছে, বহুভোগী অক্ষম ও শ্রোত সূত্র, সূত্রত্রয়ে হস্তীর ৫ প্রকার বৈশিষ্ট্যের অবতারণাপূর্বক তাদৃশ ভিক্ষুর কথা আলোচিত হয়েছে।

ত্রিকণ্টকী বর্গ :

দান দিয়ে ঘৃণা করে, সহাবস্থান-হেতু ঘৃণা করে, গ্রহণীয় মুখ, টলায়মান এবং মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। এই ৫ প্রকার পুদ্গালের আলোচনা বর্গের ১ম সূত্রে ধৃত হয়েছে। ২য় সূত্র; যথা : অপরাধ করা সূত্রে অপরাধকারী কিন্তু তজ্জন্য তীব্র অনুতপ্ত, অপরাধকারী কিন্তু তজ্জন্য তীব্র অনুতপ্ত নয় প্রভৃতি ৫ প্রকার পুদ্গালের স্বরূপ প্রকাশ তথা আস্রবাদির ক্ষয় সংশ্লিষ্ট বিষয় আলেচিত হয়েছে। পরের সূত্রে সারান্দদ চৈত্যে লিচ্ছবীদের ধর্মদেশনা করতে ভগবানকে দেখা যায়। বর্গের ৫ম সূত্রটিতে পঞ্চশীল ভঙ্গকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। বিপরীতে পঞ্চশীল পালনকারী স্বর্গে গমন করে, ইহাই আলোচ্য। পরের মিত্র সূত্রে ৫ প্রকার বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার অযোগ্য এবং বিপরীত গুণাবলি সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার যোগ্য। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে, অসৎপুরুষ দান, সৎপুরুষ দান এবং ১ম ও ২য় সময়বিমুক্ত সূত্র।

৪র্থ পঞ্চাশক—সদ্ধর্ম বর্গ :

১ম, ২য় ও ৩য় সম্যক পথ সূত্রাদিতে ৫ প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তির কথা আলোচিত হয়েছে, যে সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। বিপরীতে পঞ্চবিধ গুণ সমৃদ্ধ জন সক্ষম। ১ম, ২য় এবং ৩য় সদ্ধর্ম সমোহ সূত্রাদিতে ৫টি বিষয়ের কথা উক্ত হয়েছে যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। বর্গের ৭ম সূত্রটি হচ্ছে অপালাপ সূত্র। এতে বলা হয়েছে : শ্রদ্ধাহীন, দুঃশীল, অল্পশ্রুত, কৃপণ এবং দুষ্প্রাজ্ঞ; এই ৫ প্রকার ব্যক্তির ভাষণ অপালাপ হয় যখন তারা যোগ্য ব্যক্তির নিকট আগমন করে। পরের দৌর্মনস্য সূত্রে শ্রদ্ধাহীন, দুঃশীল, অল্পশ্রুত, হীনবীর্য এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা—এই ৫ প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় এবং তদ্‌বিপরীত গুণাইল সমৃদ্ধ ভিক্ষু বিশারদ হয়। উদায়ী সূত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ধর্মদেশনা। অপরকে ধর্মদেশনা করার সময় ৫টি গুণ নিজ মধ্যে স্থাপিত করে তবেই দেশনা করা সংগত; যথা : আনুপূর্বিক কথা বলব,

অর্থের কারণদর্শী হয়ে কথা বলব, অনুকম্পাপূর্বক কথা বলব, নিঃস্বার্থপূর্ণ কথা বলব, আত্ম ও পরকে আঘাত না দিয়ে কথা বলব, বর্গের শেষ সূত্রে ৫ প্রকার বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা উৎপন্ন হলে দমন করা দুরূহ; যথা : রাগ, দ্বেষ, মোহ, কথনেচ্ছা এবং ভ্রমণচিত্ত।

আঘাত বর্গ :

১ম ও ২য় আঘাত অপসারণ সূত্রে আঘাত অপসৃত করার জন্য ৫ প্রকার উপায় বাতলে দেয়া হয়েছে যদ্‌দ্বারা ভিক্ষুর উৎপন্ন আঘাত সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা উচিত। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি; যথা : আলোচনা, সাজীব, প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা এবং নিরোধ সূত্রেও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। দোষারোপ সূত্রে দেখা যায় ৫টি ধর্ম নিজ মধ্যে উপস্থাপিত করেই উপদেশ দেয়া উচিত। যথা : যথাসময়ে বলব, সত্য বলব, কোমল স্বরে বলব, অর্থপূর্ণ কথা বলব এবং মৈত্রীচিত্তে বলব। এই ৫ প্রকার ব্যতীতও সূত্রটিতে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয় ধৃত হয়েছে। অপর সূত্রাদি হচ্ছে শীল সূত্র, দ্রুত মনোযোগ এবং ভদ্দজি সূত্র।

উপাসক বর্গ :

বর্গের নামকরণের সাথে সংশিষ্ট সূত্রাদিরও মিল রয়েছে। এই বর্গের সব সূত্রেই উপাসক কেন্দ্রিক আলোচনা ধৃত হয়েছে। দৌর্মনস্য সূত্রটির সাথে সদ্ধর্ম বর্গের 'জ' নং সূত্রটি সামঞ্জস্যতা প্রায় একই শুধুমাত্র এই সূত্রে তা উপাসককে উপলক্ষ করে বলা হয়েছে। বর্গের ২য় সূত্রটি হচ্ছে বিশারদ সূত্র। এতে বলা হয়েছে : পঞ্চশীল ভঙ্গকারী উপাসক বিশারদ না হয়ে গৃহবাস করে। পক্ষান্তরে, পঞ্চশীল পালনকারী উপাসক বিশারদ হয়ে গৃহবাস করে। নিরয় সূত্রে পঞ্চশীল। ভঙ্গকারী উপাসকের কথা উক্ত হয়েছে। যে মৃত্যুর পর নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। বিপরীতে শীল রক্ষাকারী উপাসক স্বর্গে গমন করে। বৈর সূত্রে পঞ্চশীল রক্ষার সুফল এবং ভঙ্গের কুফলই আলোচিত হয়েছে। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে চণ্ডাল, প্রীতি, বাণিজ্য, রাজা, গৃহী এবং গবেসী সূত্র।

অরণ্য বর্গ :

এই বর্গের ১০টি সূত্রই হচ্ছে ১৩ প্রকার ধুতাঙ্গের শীলসংশ্লিষ্ট আলোচনা। সূত্রের নামানুসারেই তা কোন শীলাদির অন্তর্ভুক্ত তা জানা যায়। যথা : আরণ্যিক, চীবর, বৃক্ষমূলিক, শ্মশানিক, অব্ভোকাসিক, নৈশজ্জিক (শয়ন করে না এমন) যথাসন্থতিক, একাসনিক, খলুপচ্ছাভত্তিক সূত্রাদি।

সূত্রাদির নামানুসারে ৫ প্রকার আরণ্যিক প্রভৃতি নির্দেশ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো মূর্খ ও মোহগ্রস্ত আরণ্যিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপ করে আরণ্যিক হয়, উন্মাদ চিত্তবিক্ষেপতার দরুন আরণ্যিক হয়, বুদ্ধ ও শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেউ কেউ আরণ্যিক হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, প্রবিবেক, সমর্থন করে আরণ্যিক হয়। এই ৫ জনের মধ্যে ৫ম জনই অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রবররূপে বুদ্ধ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছেন। একইরূপে বর্গের বাকি ৯টি সূত্র জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ বর্গ :

এই বর্গের কুকুর সূত্রে ভগবান ৫ প্রকার প্রাচীন ব্রাহ্মণ ধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে বিদ্যমান ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে। সূত্রটিতে ব্রাহ্মণদের নীতি স্খলনের উদাহরণ মেলে। দ্রোন ব্রাহ্মণ সূত্রে ভগবানের সাথে ব্রাহ্মণ দ্রোনের আলাপ চারিতায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কিছু বিষয়নির্ভর আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে। ব্রহ্মাসম, দেবসম, মরিয়াদ, ভগ্নমরিয়াদ এবং ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা এতে সুস্পষ্টরূপে ধৃত হয়েছে। সঙ্গারব সূত্রে ভগবান দীর্ঘ সময় অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি প্রতিভাত না হওয়া এবং মাঝে মধ্যে অল্প সময় অধ্যয়নে মন্ত্রাদির প্রতিভাত হওয়ার কারণ বিবৃত করেন। বর্গের অপর সূত্রদ্বয় হচ্ছে কারণপালী ও পিঙ্গিয়ানী সূত্র। বর্গের ৬ষ্ঠ সূত্রে ৫টি মহাস্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। সেই স্বপ্নগুলো ভগবান বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে দেখেছিলেন। মূলত স্বপ্নগুলো হচ্ছে ভবিষ্যতের পূর্ব ইঙ্গিত। বর্ষা সূত্রে বৃষ্টিপাতের ৫ প্রকার অন্তরায় প্রদর্শিত হয়েছে; যা গণনার মাধ্যমেও ভবিষ্যদ্বক্তারা জ্ঞাত হতে পারে না। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে : বাক্য, কুল, নিঃসরণীয় সূত্র।

পঞ্চম পঞ্চাশক—কিমিল বর্গ :

কিমিল সূত্রে আয়ুষ্মান কিমিলের সাথে বুদ্ধের কথোপকথন দৃষ্ট হয়। সূত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সদ্ধর্মের দীর্ঘ ও ক্ষণস্থায়ীত্ব। তথাগতের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকারা বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ, শিক্ষা প্রভৃতির প্রতি সগৌরব এবং মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে। ফলে সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু, তদ্বিপরীতে সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ধর্মশ্রবণ সূত্রে ধর্ম শ্রবণের ৫ প্রকার সুফলের কথা বিবৃত হয়েছে। যথা : অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, শ্রুত বিষয় পরিশুদ্ধ হয়, সন্দেহ দূরীভূত হয় প্রভৃতি। বল সূত্রে ৫ প্রকার বল বা ক্ষমতা; চেতোখিল সূত্রে ৫ প্রকার মানসিক বন্ধ্যাত্ব; চিত্ত বন্ধন সূত্রে

৫ প্রকার চিত্ত বন্ধনের কথা আলোচিত হয়েছে। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে যাগু, দন্তকাষ্ঠ, গীতস্বর, বিস্মরণশীল ইত্যাদি।

আক্রোশকারী বর্গ :

বর্গের ১ম সূত্রে সব্রহ্মচারীদের প্রতি আক্রোশকারী ভিক্ষুর ৫ প্রকার আদীনবের কথা উক্ত হয়েছে। ২য় সূত্রে ঝগড়াকারী, কলহকারী, বিবাদকারী ভিক্ষুর ৫ প্রকার আদীনব প্রত্যাশিত। যথা : তার অনধিগত বিষয় অধিগত হয় না, অধিগত বিষয় হ্রাস পায়, দুর্নাম প্রচার হয়, সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে মারা যায় এবং মৃত্যুর পর নিরয়ে উৎপন্ন হয়। শীল সূত্রে দুঃশীলের ৫ প্রকার আদীনব প্রদর্শিত হয়েছে। যথা : সে প্রমাদ-হেতু ভোগ্যসম্পত্তি নষ্ট করে, তার দুর্নাম প্রচার হয়, সে যেকোনো পরিষদে হতোদ্যম হয়ে গমন করে। সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং মরণে নরকে যায়। শীলবানের ক্ষেত্রে তদ্বিপরীত জ্ঞাতব্য। বর্গের ৪র্থ সূত্রে বহুভাষী ব্যক্তির ৫ প্রকার দোষ উল্লেখিত হয়েছে। সে মিথ্যা, পিশুন, কর্কশ, বৃথা বাক্য ভাষণ করে এবং মরণে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু, যে পরিমিত ভাষী সে স্বর্গে গমন করে। ১ম ও ২য় অক্ষান্তি সূত্রে ক্ষান্তিহীনের ৫ প্রকার আদীনবের কথা আলোচিত হয়েছে। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে ১ম ও ২য় অপ্রাসাদিক, অগ্নি এবং মধুরা সূত্র।

দীর্ঘ পর্যটন বর্গ :

১ম ও ২য় দীর্ঘ পর্যটন সূত্র দ্বয়ে দীর্ঘ পর্যটন এবং উদ্দেশ্যবিহীন পরিভ্রমণে রত অনুদ্যমীর ৫ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আদীনবের কথা উল্লেখিত হয়েছে। বিপরীতে উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের সুফলও হয়েছে আলোচিত। পরের সূত্রে কোনো স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থানের ৫টি আদীনব প্রদর্শিত হয়েছে। বিপরীতে উদ্দেশ্যপূর্ণ অবস্থানের ৫টি সুফল যুক্ত হয়েছে। পরবর্তী সূত্রাদি হচ্ছে মৎসরী ১ম ও ২য় কুলগামী, ভোগ্যসম্পদ, মধ্যাহ্নের পর ভোজন এবং ১ম ও ২য় কৃষ্ণ সাপ সূত্র।

আবাসিক বর্গ :

বর্গের ১ম সূত্রে ৫টি বিষয়ে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে; সে শ্রদ্ধার অযোগ্য। পরের প্রিয় সূত্রে দেখা যায় ৮৭নং সূত্রের উদ্ধৃত গুণাবলিসম্পন্ন আবাসিক ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। বর্গের ৩য় সূত্রটিতে সদাচারময় জীবন এবং বক্তার অপরিহার্য গুণাবলি সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে; যিনি সেই গুণে বিমণ্ডিত

হয়ে আবাসে শোভিত হন। বহুপকার সূত্রে পঞ্চধর্ম সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু আবাসের বহু উপকার এবং অনুকম্পা সূত্রে উক্ত হয়েছে সে গৃহীদের অনুকম্পা করে। ১ম অপবাদের শাস্তি সূত্রে পঞ্চধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় বলে কথিত হয়েছে। ১১৬ নং সূত্রে সাথে এর সাদৃশ্য বিদ্যমান। ২য় ও ৩য় অপরাধের শাস্তি সূত্রটিতে কিছু বৈশাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও বিষয় বস্তু কিন্তু একই। ১ম মাৎসর্য সূত্রে বলা হয়েছে পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। যথা : আবাস, কুল, লাভ, যশ, মৎসরী এবং শ্রদ্ধাদত্ত বিনষ্টকারী। বিপরীত গুণসমৃদ্ধ ভিক্ষু কিন্তু স্বর্গে গমন করে। ২য় মাৎসর্য সূত্রটিও একই তবে পার্থক্য কেবল ৫টি ধর্মের শেষেরটিতে। এই সূত্রে শ্রদ্ধাদত্ত বিনষ্টকারীর স্থলে ধর্ম মৎসরী যুক্ত হয়েছে।

দুশ্চরিত্র বর্গ :

দুশ্চরিত্র বর্গের অন্তর্ভুক্ত সূত্রাদি হচ্ছে ১ম-২য় দুশ্চরিত্র সূত্র, ১ম-২য় কায় দুশ্চরিত্র, ১ম-২য় বাক্য-দুশ্চরিত্র, ১ম-২য় মনোদুশ্চরিত্র, সিবথিকা শ্মশান এবং পুদ্গল প্রসাদ সূত্র, অপরের প্রতি প্রসন্নতা যে ক্ষেত্রবিশেষে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে তা পুদ্গল প্রসাদ সূত্রে দেখা যায়। উপসম্পদা বর্গ, সম্মতি পেয়্যাল, শিক্ষাপদ পেয়্যাল এবং রাগ পেয়্যাল প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেক বর্গে স্মারক গাথা এবং সর্বশেষে বর্গ উদান বা নিপাতের সংশ্লিষ্ট বর্গের একত্রীকরণ হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। শুধু পঞ্চক নিপাতই নয়; বরঞ্চ সমগ্র অঙ্গুত্তর নিকায়ে ক্রমিক বিন্যাস পদ্ধতিতে একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। নামকরণ তথা আভ্যন্তরিক বিন্যাসের সামঞ্জস্যতা একে এনে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা।

এবারে সমগ্র অঙ্গুত্তরনিকায়ের উপরে কিছু আলোকপাত করা যাক :

পালি সুত্তপিটকের অন্তর্গত চতুর্থ নিকায় গ্রন্থটি হচ্ছে অঙ্গুত্তরনিকায়। ইহা বিষয় বৈচিত্র ও বিন্যাসে সমগ্র ত্রিপিটকে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। পালি সুত্তপিটককে পঞ্চ নিকায়ও বলা হয়। কারণ, ইহা ১) দীর্ঘনিকায়, ২) মজ্ঝিমনিকায়, ৩) সংযুক্তনিকায়, ৪) অঙ্গুত্তরনিকায় এবং ৫) খুদ্দকনিকায়; এই পাঁচটি নিকায় নামক গ্রন্থ খণ্ডে সংগৃহীত করা হয়েছে সুত্তপিটকভুক্ত সমস্ত সুত্তগুলোকে। এই পঞ্চনিকায়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপনরীতি ও রচনারীতিতে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়।

দীর্ঘনিকায় ও মজ্ঝিমনিকায়ে বৃহদাকার সুত্তসমূহে বুদ্ধের উপদেশসমূহ যেভাবে দীর্ঘায়িত করে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেই সুত্তসমূহের অনেক

সুত্তকে সংযুক্তনিকায়ের মতো এই অঙ্গুত্তরনিকায়ে ও অতি ক্ষুদ্র পরিসরে, অথচ স্পষ্ট ও পরিশীলিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সুত্তের মূল বিষয়বস্তু হলো : শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এবং এ সমুদয় গুণাবলি ভিক্ষুসংঘ, ভিক্ষুণীসংঘ, উপাসকসংঘ ও উপাসিকাসংঘের সভ্যগণের মধ্যে কীভাবে তাঁদের আচার আচরণে প্রতিষ্ঠা দান সম্ভব হয় সেই লক্ষ্যে বুদ্ধ-আদিষ্ট বিনয়-বিধানসমূহের উপর আলোকপাত করা। তবে এ সকল বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও আলোচনার মধ্যে পর্যায়ক্রমিক শৃঙ্খলাটি রক্ষিত হয়েছে, এমনটি বলা যাবে না।

মহামতি সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধকে সত্যিকার অর্থেই মহামানবরূপে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎ আদেশে উৎকীর্ণ ভাব্রু শিলালিপির এই বাক্যটি হতে “ভগবতা বুদ্ধেন ভাসিতে সব্বে তে সুভাসিতে”; অর্থাৎ ভগবান যাহা ভাষণ করেছেন, তৎসমুদয় সত্যিই সুভাষিত।

অশোক শিলালিপির এই বক্তব্যটি অঙ্গুত্তরনিকায়ের ১৬৪ পৃষ্ঠায় বিধৃত বাক্যটির যেন হুবহু প্রতিধ্বনি। এখানে বলা হয়েছে :

“যং কিঞ্চি সুভাসিতং সব্বং তং তস্স ভগবতো বচনং, অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স”।

নিকায় গ্রন্থসমূহের মধ্যে সংযুক্তনিকায় ও অঙ্গুত্তরনিকায় এ দুই গ্রন্থের সুত্ত সংখ্যার আধিক্য চোখে পড়ার মতো। সেক্ষেত্রে অঙ্গুত্তরনিকায়ের সুত্ত সংখ্যা M. Winternitz- এর মতে ২৩০৮টি এবং E. Hardy- এর মতে ২৩৪৪টি। অপরদিকে অঙ্গুত্তরনিকায় অট্‌ঠকথা সুমঙ্গল বিলাসিনীমতে এই সুত্ত সংখ্যা ৯৫৫৭টি। প্রায় একই কারণে সংযুক্তনিকায়ের সুত্ত সংখ্যা ধরা হয়েছে ২৮৮৯টি।

অঙ্গুত্তরনিকায়ে এ সকল সুত্ত একাদশ নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক নিপাত বা সুত্তগুচ্ছ কয়েকটি বর্গে বিভক্ত। প্রথম নিপাতের নাম—একক নিপাত, দুক নিপাত এভাবে একাদশক নিপাত। নিপাতের সুত্তগুলোর অন্তর্ভুক্তিতে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি; গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সংখ্যার সমতাকে। তাই একক নিপাতভুক্ত সুত্তসমূহের আলোচ্য বিষয় যা-ই হোক না কেন, এখানে প্রত্যেকটি সুত্তের উল্লেখে ‘এক’ শব্দটি অনিবার্যভাবে থাকতে হবে। অনুরূপভাবে ‘একাদশক নিপাতে’ একাদশ শব্দটির উল্লেখই বিধৃত প্রত্যেকটি সুত্তে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কেন এ জাতীয় রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ? শুধু অঙ্গুত্তরনিকায়েই নহে, বলতে গেলে

সমগ্র ত্রিপিটকের প্রায় ক্ষেত্রে পুনরুক্তির ন্যায় এ জাতীয় বিভাজনরীতিও সবিশেষ লক্ষণীয়। আর এ সমুদয় রীতি-পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য একটি, তা হচ্ছে মুখে আবৃত্তির জন্যে স্মৃতিশক্তিতে ধারণের সুবিধার্থে।

সর্বাস্তিবাদীদের ত্রিপিটক সংস্কৃত ভাষায়। চীনা বৌদ্ধগণ এই ত্রিপিটক রক্ষা করেন। এখানে অঙ্গুত্তরনিকায়কে নামকরণ করা হয়েছে 'একোত্তরাগম'। কিন্তু বিষয় বস্তুর দিক থেকে পালি অঙ্গুত্তরনিকায়ের সাথে সংস্কৃত 'একোত্তরাগম'-এর সাদৃশ্য খুবই সামান্য। পালি সুত্তপিটকের চারি নিকায় (দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায় ও অঙ্গুত্তরনিকায়)-কে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে 'সংস্কৃত চারি আগমশাস্ত্র' হতে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে বলে উল্লেখিত হয়েছে। 'একোত্তরাগম' কাশ্মীরী ভিক্ষুসংঘদের কর্তৃক অপর কাশ্মীরী ভিক্ষু সংঘরক্ষিতের মৌখিক পাঠ হতে সংগ্রহকর্ম চীনা ভাষায় সম্পাদন করেছেন ৩৯৭ হতে ৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এই অনুবাদ পাঠে মনে হবে ভদন্ত সংঘদের তোখারীয় ভিক্ষু ধর্মদিন্ন (৩৮৪-৯০ খ্রি.) সংকলিত সংস্করণই সবিশেষ অনুসরণ করেছেন তৎ অনুবাদে।

গবেষকগণের কেউ কেউ মনে করেন অঙ্গুত্তরনিকায়ের সুত্তসমূহ বিনয়পিটকের ঐতিহাসিক পটভূমি (Encyclopacdia of Buddhism; B.C.Law, Chronology of Pali Canon, Page, 33)। কারণ, এই অঙ্গুত্তরনিকায়ে পাতিমোক্খসহ বিনয়পিটকের অন্যান্য গ্রন্থের বহু বিধিবিধানের উল্লেখ আছে। Transaction of the Asiatic Society of Japan, 1908, xxxv, 11, pp. 83f-এর মধ্যে উল্লেখ আছে পালি অঙ্গুত্তরনিকায় এবং চৈনিক একোত্তরাগম যে অন্যান্য নিকায় গ্রন্থগুলোর চেয়ে নবীনতর তার প্রমাণ আছে গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উক্তিতে। বিশেষ করে অঙ্গুত্তরনিকায়ের মধ্যে অন্যান্য নিকায় গ্রন্থের হুবহু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, সংযুক্তনিকায়ের মার্গ সংযুক্তের অন্তর্গত 'মারধাতু' সুত্তের একটি গাথা অঙ্গুত্তরনিকায়ের মহাবগ্গের অন্তর্গত 'কালী সুত্তে' উল্লেখিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সুত্তনিপাতের পরায়ণবগ্গের 'পুন্নকমানব পঞ্হো' এবং 'উদয় মানব পঞ্হ'-এর কয়েকটি গাথা নামোল্লেখসহ অঙ্গুত্তরনিকায়ের একক নিপাতের 'দেবদূতবগ্গে' গ্রহণ করা হয়েছে।

অপরদিকে অঙ্গুত্তরনিকায়ের বহু সুত্তে অভিধর্মপিটকের বেশ কয়েক গ্রন্থের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, অভিধর্মপিটকের ৪র্থ গ্রন্থ পুগ্গলপঞ্ঞত্তির একটি বিভাগ, অঙ্গুত্তরনিকায়ে হুবহু পাওয়া যায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, অভিধর্মপিটকের গ্রন্থগুলোর সূচনা হয়েছে অঙ্গুত্তরনিকায়ের

মাধ্যমে। আর অঙ্গুত্তরনিকায়ের ক্রমিক শ্রেণিবিন্যাসই যেন অভিধর্মপিটকের পরিকাঠামোর ভিত্তি তৈরি করেছিলেন।

সবশেষে বলা যায়, ত্রিপিটকের বহু গ্রন্থের সুত্ত এবং গাথা অঙ্গুত্তরনিকায়ে পাওয়া গেলেও, এ নিকায়ে বিধৃত প্রতিটি উক্তি যে স্বয়ং বুদ্ধের মুখনিঃসৃত এমনটি ধারণা করা যথার্থ নহে। তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে অঙ্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চক নিপাতের অন্তর্গত মুণ্ডরাজ বর্গের সর্বশেষ সুত্তে। এই সুত্তে উল্লেখিত রাজা মুণ্ড বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৬০/৭০ বছর পরবর্তীকালের ব্যক্তি। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় ব্যবধান ও বিতর্কের যত কারণই থাক না কেন সুত্তপিটকের বিষয় বস্তু, ভাষা, ও রচনাশৈলীর বিচারে অঙ্গুত্তরনিকায়ের অবদান গুরুত্বের সাথে অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য।

আমার সময় স্বল্পতার কারণে অঙ্গুত্তরনিকায়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বিস্তারিত পর্যালোচনা এখানে সম্ভব হলো না। তবুও যতটুকু দাঁড় করানো সম্ভব হলো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষা বিভাগের অধ্যাপক শ্রী বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী মহোদয় লিখিত ভূমিকা এবং আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শীর অনূদিত গ্রন্থের সারসংক্ষেপের সহায়তা নিয়ে। আমি উভয়ের নিকটে এ কারণে কৃতজ্ঞ। যেকোনো অনুবাদ কর্মকে সফলতা দানের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত অনিবার্যভাবে পালন করতে হয়। তন্মধ্যে যে ভাষা হতে অনুবাদ করতে হবে, সেই ভাষার উপর দক্ষতা এবং যে ভাষায় অনূদিত হবে সেই ভাষার উপর দক্ষতা থাকা অত্যাবশ্যক। শুধু তা-ই নহে মূলের সৌন্দর্য অনুবাদে ধারণ করতে গেলে সাহিত্যের শৈল্পীক মননশীলতাও একটি অনিবার্য শর্ত। এ সকল গুণাবলি ক্রমান্বয়ে অর্জনের মতো মেধা, ও চর্চার বয়স এই তরুণ অনুবাদকের মাঝে যথেষ্ট আছে। আমি তাঁর সেই সুপ্ত প্রতিভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্!

২৫৫১ বুদ্ধবর্ষের
২৫ বৈশাখ ১৪১৫ বাংলা
৮ মে ২০০৮

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
গহিরা বৈজয়ন্ত শান্তিময় বিহার
রাউজান, চট্টগ্রাম

‘নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স’

সূত্রপিটকে
অঙ্গুত্তরনিকায়
(পঞ্চক নিপাত)

১. প্রথম পঞ্চাশক

১. শৈক্ষ্যবল বর্গ

১. সংক্ষিপ্ত সূত্র

১.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর[১] অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের ‘হে ভিক্ষুগণ’ বলে আহবান করলেন। ‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান বললেন :

২. “ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্যবল[২] পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবল কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্তাপ্য (পাপে ভয়) বল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ, এ সমস্ত হচ্ছে পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবল।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে ‘আমরা শৈক্ষ্যবল যথা : শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবলের অধিকারী হবো।’ ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।”

---

[১]। সবত্থ নামক ঋষির আবাসস্থল কিংবা সমস্ত বস্তু এই নগরে পাওয়া যেত বলে পালি নাম ‘সাবত্থি’। এর বর্তমান নাম সায়েট-মায়েট। বলরামপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে এর ব্যবধান মাত্র ৮ মাইল। অনাথপিণ্ডিক নামে প্রসিদ্ধ ধনকুবের শ্রেষ্ঠী সুদত্ত জেত নামক রাজকুমার হতে ৫৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে উদ্যান ক্রয় করে, সেখানে সুরম্য বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। রাজকুমার জেতের উদ্যানে নির্মিত হয়েছিল বিধায় তা জেতবন আরাম নামে খ্যাত হয়।

[২]। ‘কায়-দুশ্চরিত্র’ বলতে কায় দ্বারা সম্পাদিত হয় এরূপ ত্রিবিধ বিষয়কে বুঝায়; যথা : প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার। ‘বাক্‌দুশ্চরিত্র’ বলতে মিথ্যা, কর্কশ, বৃথা ও ভেদবাক্য এই চতুর্বিধ এবং ‘মনোদুশ্চরিত্র’ বলতে লোভ, দ্বেষ, মোহকে বুঝায়।

ভগবান এরূপ বললে সন্তুষ্ট চিত্তে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করলেন।

সংক্ষিপ্ত সূত্র সমাপ্ত

২. বিস্তৃত সূত্র

২.১. "হে ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্যবল পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবল কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল।

২. হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয়। সে তথাগতের বোধি বা পরম জ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল হয়—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' ভিক্ষুগণ ইহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধাবল।

৩. হে ভিক্ষুগণ, লজ্জাবল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক (পাপে) লজ্জাসম্পন্ন হয়। কায়-দুশ্চরিত্র, বাক্‌দুশ্চরিত্র ও মনোদুশ্চরিত্রে লজ্জিত হয়। এবং পাপ-অকুশলধর্ম সম্পাদনে লজ্জিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় লজ্জাবল।

৪. হে ভিক্ষুগণ, ঔত্তাপ্যবল (পাপে ভয়) কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক (পাপের প্রতি) ভয়সম্পন্ন হয়। কায়-দুশ্চরিত্র, বাক্‌দুশ্চরিত্র ও মনোদুশ্চরিত্রে[১] ভীত হয়। এবং পাপ-অকুশলধর্ম সম্পাদনে ভীত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় ঔত্তাপ্যবল।

৫. হে ভিক্ষুগণ, বীর্যবল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়। অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় বীর্যবল।

৬. হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। উদয়-বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যোচিত্ত নির্বেদ[২]

---

[১]। 'কায়-দুশ্চরিত্র' বলতে কায় দ্বারা সম্পাদিত হয় এরূপ ত্রিবিধ বিষয়কে বুঝায়; যথা : প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার। 'বাক্‌দুশ্চরিত্র' বলতে মিথ্যা, কর্কশ, বৃথা ও ভেদবাক্য এই চতুর্বিধ এবং 'মনোদুশ্চরিত্র' বলতে লোভ, দ্বেষ, মোহকে বুঝায়।

[২]। বিদর্শনের ষোল প্রকার স্তরের মধ্যে এই 'নির্বেদ' একটি। সংস্কারধর্মকে আদীনব দর্শনের ফলে যোগী ত্রিলোকের প্রতি উদাসীন ও উৎকণ্ঠিত হন। বিশুদ্ধ জ্ঞানে যোগী

(তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় প্রজ্ঞাবল।

৭. হে ভিক্ষুগণ, এ সকল হচ্ছে পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবল। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে 'আমরা শৈক্ষ্যবল যথা শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবলের অধিকারী হবো।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

বিস্তৃত সূত্র সমাপ্ত

৩. দুঃখ সূত্র

৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে এবং বিরক্তি, মানসিক-যন্ত্রণা (অনুশোচনা) ও ব্যথিত হয়ে অবস্থান করে। তার নিকট দেহভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতিই প্রত্যাশিত। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী?

যেমন, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীতশ্রদ্ধ, নির্লজ্জী, অনত্তাপী (পাপে ভয়হীন), হীনবীর্য (বা অলস) এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে, বিরক্তি, মানসিক-যন্ত্রণা (অনুশোচনা) ও ব্যথিত হয়ে অবস্থান করে। তার নিকট দেহভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতিই প্রত্যাশিত।

২. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই সুখ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে এবং বিরক্তিহীন, অনুশোচনাহীন ও বেদনাহীন হয়ে অবস্থান করে। তার নিকট দেহভেদে মৃত্যুর পর সুগতি-ভূমিই প্রত্যাশিত। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী?

যেমন, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, লজ্জাসম্পন্ন, পাপে ভয়সম্পন্ন, নিরলস এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই সুখ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে এবং বিরক্তিহীন, অনুশোচনাহীন ও বেদনাহীন হয়ে অবস্থান করে। তার নিকট দেহভেদে মৃত্যুর পর সুগতি-ভূমিই প্রত্যাশিত।"

দুঃখ সূত্র সমাপ্ত

দেহের প্রতি অনাসক্তভাব জাগ্রত করেন। সেহেতু যোগীর মধ্যে নিরানন্দভাব জাগ্রত হয়। এই নিরানন্দ স্বভাবই নির্বেদ-এর নামান্তর।

৪. যথাবাহিত[১] সূত্র

৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু উপযুক্ত সময়ে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী?

যেমন, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীতশ্রদ্ধ, নির্লজ্জী, অনত্তাপী (পাপে ভয়হীন), হীনবীর্য (বা অলস) এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু উপযুক্ত সময়ে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু উপযুক্ত সময়ে স্বর্গে গমন করে। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী?

যেমন, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, লজ্জাসম্পন্ন, পাপে ভয়সম্পন্ন, নিরলস এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু উপযুক্ত সময়ে স্বর্গে গমন করে।"

যথাবাহিত সূত্র সমাপ্ত

৫. শিক্ষা সূত্র

৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহ পরিত্যাগ করে হীন গৃহীজীবনে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে ইহজীবনেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে আত্ম-দোষারোপ ও নিন্দার জন্য পঞ্চবিধ বিষয় তার নিকট উপস্থিত হয়। সেই পাঁচ প্রকার কী কী?

২. (সে চিন্তা করে) তোমার মধ্যে কুশলধর্মরূপ শ্রদ্ধা ছিল না, লজ্জা, ঔত্তাপ্য, বীর্য এবং প্রজ্ঞা ছিল না। ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহ পরিত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করলে ইহজীবনেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে আত্ম-দোষারোপ ও নিন্দার জন্য এই পাঁচটি বিষয় তার নিকট উপস্থিত হয়।

৩. পুনশ্চ, যদি কোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) সহ্য করে অশ্রুপূর্ণ চোখে ক্রন্দন করতে করতে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করে, তাহলে ইহজীবনেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে প্রশংসার জন্য পঞ্চবিধ বিষয় তার নিকট উপস্থিত হয়। সেই পাঁচ প্রকার কী কী?

৪. (সে চিন্তা করে) তোমাতে কুশলধর্মরূপ শ্রদ্ধা ছিল, লজ্জা, ঔত্তাপ্য, বীর্য ও প্রজ্ঞা ছিল। ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী দুঃখ, দৌর্মনস্য

---

[১]। শ্রীলংকা কর্তৃক সম্পাদিত পালি বইয়ে 'কতং'; PTS-এর সম্পাদনায় 'ভতং' থাকলেও আমাদের সম্পাদনায় 'যথাভতং' শব্দটিই গৃহীত হয়েছে।

(বিষাদ) সহ্য করে অশ্রুপূর্ণ চোখে ক্রন্দন করতে করতে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করলে ইহজীবনেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে প্রশংসার জন্য এই পঞ্চবিধ বিষয় তার নিকট উপস্থিত হয়।"

শিক্ষা সূত্র সমাপ্ত

৬. সমাপত্তি বা সাফল্য সূত্র

৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, যাবৎ কুশলধর্মসমূহে শ্রদ্ধা থাকে তাবৎ অকুশলধর্মের সাফল্য বা সমাপত্তি হয় না। কিন্তু যখন শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হয় তখন বীতশ্রদ্ধা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তা স্থিত হয়। অতঃপর অকুশলধর্মের সফলতা হয়।

ভিক্ষুগণ, যাবৎ কুশলধর্মসমূহে (পাপের প্রতি) লজ্জা থাকে তাবৎ অকুশলধর্মের সাফল্য বা সমাপত্তি হয় না। কিন্তু যখন (পাপের প্রতি) লজ্জা অন্তর্হিত হয় তখন নির্লজ্জতা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তা স্থিত হয়। অতঃপর অকুশলধর্মের সফলতা হয়।

ভিক্ষুগণ, যাবৎ কুশলধর্মসমূহে (পাপের প্রতি) ভয় থাকে তাবৎ অকুশলধর্মের সাফল্য বা সমাপত্তি হয় না। কিন্তু যখন (পাপের প্রতি) ভয় অন্তর্হিত হয় তখন নির্ভয়তা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তা স্থিত হয়। অতঃপর অকুশলধর্মের সফলতা হয়।

ভিক্ষুগণ, যাবৎ কুশলধর্মসমূহে উৎসাহ বা উদ্যম থাকে তাবৎ অকুশলধর্মের সাফল্য বা সমাপত্তি হয় না। কিন্তু যখন উৎসাহ বা উদ্যম অন্তর্হিত হয় তখন অনুৎসাহ বা অলসতা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তা স্থিত হয়। অতঃপর অকুশলধর্মের সফলতা হয়।

ভিক্ষুগণ, যাবৎ কুশলধর্মসমূহে প্রজ্ঞা থাকে তাবৎ অকুশলধর্মের সাফল্য বা সমাপত্তি হয় না। কিন্তু যখন প্রজ্ঞা অন্তর্হিত হয় তখন দুষ্প্রাজ্ঞতা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তা স্থিত হয়। অতঃপর অকুশলধর্মের সফলতা হয়।"

সমাপত্তি বা সাফল্য সূত্র সমাপ্ত

৭. কাম সূত্র

৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, প্রায় সকল সত্ত্বই কাম্য বিষয়ে[১] (অনুরক্ত) লালায়িত। ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র কাস্তে ও বহনদণ্ড ত্যাগ করে আগার হতে

---

[১]। 'কামেসু ললিতাতি বা কাম্য বিষয়ে লালায়িত' বলতে বস্তুকাম ও ক্লেশকামে লালায়িত এবং অবিরতিকেই বুঝাচ্ছে। (অর্থকথা)

অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হলে তার প্রতি ইহাই যথার্থ বচন যে, 'সে শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্র।' তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, কারণ যৌবনের দ্বারা যেকোনো কাম লব্ধ হয়। অধিকন্তু, ভিক্ষুগণ, হীন কাম, মধ্যম কাম এবং উৎকৃষ্ট কাম[১] তৎসমস্ত কামই কামরূপে বিবেচিত। যেমন, ভিক্ষুগণ, উত্তানশায়ী অবোধ ছোট বালক গাছের টুক্‌রা বা নুড়ি পাথর ধাত্রীর অজ্ঞাতে নিজ মুখে দিলে অবিলম্বে ধাত্রী তা দ্রুত বিবেচনা করে। তাড়াতাড়ি বিবেচনা করে দ্রুত মুখ হতে তা (গাছের টুকরা বা নুড়ি পাথর) বের করে আনে। যদি দ্রুত মুখগহ্বর হতে তা বের করে আনতে অক্ষম হয়, তখন তা দ্রুত বের করার জন্য নিজ বাম হস্ত দ্বারা বালকটির মস্তক ধারণপূর্বক ডান হস্তের অঙ্গুলি বক্র করে রক্ত নির্গত হলেও তা বের করে আনে। তার কারণ কী? কারণ, ভিক্ষুগণ, আমি বলছি, ইহা বালকটির জন্য বিপদজনক হলেও ক্ষতিকারক নয়। শুভকামী, মঙ্গলকামী ও সমবেদনাময়ী ধাত্রীর নিকট বালকটির উপকারার্থে ইহাই করণীয়। অতঃপর যখন সেই বালকটি প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাজ্ঞ হয়; ভিক্ষুগণ, তখন ধাত্রী সেই বালকটির ব্যাপারে এই ভেবে কর্তব্য কর্মে শিথিলতাভাব গ্রহণ করে যে 'এখন এই আত্মরক্ষিত বালক মোটেই প্রমাদগ্রস্ত হবে না।'

এরূপেই, ভিক্ষুগণ, যাবৎ ভিক্ষু কর্তৃক কুশলধর্মসমূহ শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদিত হয় না, কুশলধর্মসমূহ (পাপের প্রতি) লজ্জার সহিত সম্পাদিত হয় না, কুশলধর্মসমূহ (পাপের প্রতি) ভয়ের সহিত সম্পাদিত হয় না, কুশলধর্মসমূহ উদ্যমের সহিত সম্পাদিত হয় না, কুশলধর্মসমূহ প্রজ্ঞার সহিত সম্পাদিত হয় না; তাবৎ আমার দ্বারা সেই ভিক্ষু রক্ষিত হয়। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু কর্তৃক কুশলধর্মসমূহ শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদিত হয়, কুশলধর্মসমূহ (পাপের প্রতি) লজ্জার সহিত সম্পাদিত হয়, কুশলধর্মসমূহ (পাপের প্রতি) ভয়ের সহিত সম্পাদিত হয়, কুশলধর্মসমূহ উদ্যমের সহিত সম্পাদিত হয়, কুশলধর্মসমূহ প্রজ্ঞার সহিত সম্পাদিত হয়; ভিক্ষুগণ, তখন আমি সেই ভিক্ষুর প্রতি এই ভেবে নিরপেক্ষভাব গ্রহণ করি যে 'এখন এই আত্মরক্ষিত ভিক্ষু মোটেই প্রমাদ গ্রস্ত হবে না।'"

কাম সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। হীনকামাতি—পঞ্চবিধ নীচকুলে জাতদের কামকে হীনকাম বলে। 'মজ্ঝিম কামাতি বা মধ্যম কাম' বলতে মধ্যম স্বত্ত্বগণের কাম এবং 'পণীতা কামাতি' বলতে রাজা, রাজ-আমাত্যদের কামকেই বুঝায় (অর্থকথা)। Dhs. Trst. 43n. দ্রষ্টব্য।

৮. চ্যুতি সূত্র

৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মসম্পন্ন ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, বীতশ্রদ্ধ ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ, নিলজ্জী (পাপে লজ্জাহীন) ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ, ভয়হীন (পাপে ভয়হীন) ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ, অলস ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ, দুষ্প্রাজ্ঞ ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

৩. পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ, (পাপে) লজ্জাসম্পন্ন ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ, (পাপে) ভয়সম্পন্ন ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ, আরব্ধবীর্যসম্পন্ন ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না। এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।"

চ্যুতি সূত্র সমাপ্ত

৯. প্রথম অগৌরব সূত্র

৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, বীতশ্রদ্ধ, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ, (পাপে) নির্লজ্জী, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ, (পাপে) ভয়হীন, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ, অলস, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ, দুষ্প্রাজ্ঞ, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

৩. পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী?

হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ, (পাপে) লজ্জাসম্পন্ন, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ, (পাপে) ভয়সম্পন্ন, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ, আরব্ধবীর্যসম্পন্ন, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবান, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।”

প্রথম অগৌরব সূত্র সমাপ্ত

১০. দ্বিতীয় অগৌরব সূত্র

১০.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অগৌরবকারী, অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।[১]

২. সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী?

ভিক্ষুগণ, বীতশ্রদ্ধ, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।

ভিক্ষুগণ, (পাপে) লজ্জাহীন, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।

ভিক্ষুগণ, (পাপে) ভয়হীন, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।

ভিক্ষুগণ, অলস, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।

---

[১]। তুলনীয়—Cf.A. ii. 26; It 113; Vin. i, 60.

ভিক্ষুগণ, দুষ্প্রাজ্ঞ, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।

৪. সেই পঞ্চবিধ ধর্ম কী কী?

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।

ভিক্ষুগণ, (পাপে) লজ্জাসম্পন্ন, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।

ভিক্ষুগণ, (পাপে) ভয়সম্পন্ন, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।

ভিক্ষুগণ, আরব্ধবীর্যসম্পন্ন, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।

ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবান, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।”

দ্বিতীয় অগৌরব সূত্র সমাপ্ত

শৈক্ষ্যবল বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত, দুঃখ, যথাবাহিত, শিক্ষা,
সমাপত্তি, কাম, চ্যুতি, অগৌরব দুই হলো বিবৃত।

২. বলবর্গ

১. অশ্রুতপূর্ব সূত্র

১১.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি পূর্বে অশ্রুতপূর্ব ধর্মসমূহে অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি, বলে স্বীকার করছি। ভিক্ষুগণ, তথাগতের পাঁচ প্রকার বল (ক্ষমতা) আছে। যে বলের দ্বারা সমৃদ্ধ তথাগত শ্রেষ্ঠ-স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন এবং সিংহ নিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।[১]

২. সেই পঞ্চবিধ বল কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔতাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ, তথাগতের এই পাঁচ প্রকার বল, যে বল বা ক্ষমতার দ্বারা সমৃদ্ধ তথাগত শ্রেষ্ঠ-স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন এবং সিংহ নিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।"

অশ্রুতপূর্ব সূত্র সমাপ্ত

২. কূট সূত্র

১২.১. "হে ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্যবল পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔতাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ এগুলো হচ্ছে পঞ্চ শৈক্ষ্যবল।

২. ভিক্ষুগণ এই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবলের মধ্যে ইহাই অগ্র, ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি যথা প্রজ্ঞাবল। যেমন, ভিক্ষুগণ,[২] চূড়াযুক্ত গৃহের মধ্যে ইহাই অগ্র, ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি; যথা : কূট বা চূড়া। এরূপেই, ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবলের মধ্যে ইহাই অগ্র, ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি; যথা : প্রজ্ঞাবল।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে 'আমরা শৈক্ষ্যবল যথা শ্রদ্ধাবল, (পাপে) লজ্জাবল, (পাপে) ভয়বল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবলের অধিকারী হবো।'

এরূপই, ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা কর্তব্য।"

কূট সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। ইহা M. I. 69; S. II. 27; A.II. 9; V, 33 ইত্যাদিতেও উল্লেখ আছে। তবে সেখানে দশবিধ বলের কথা উল্লেখিত হয়েছে যা এই পাঁচ প্রকার বল হতে ভিন্ন।

[২]। মধ্যমনিকায় ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত উপমা।

৩. সংক্ষিপ্ত সূত্র

১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, বল বা ক্ষমতা পাঁচ প্রকার। কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ, এ সমস্ত হচ্ছে পঞ্চবল।"

সংক্ষিপ্ত সূত্র সমাপ্ত

৪. বিস্তৃত সূত্র

১৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, বল পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার বল কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল।

২. হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয়। সে তথাগতের বোধি বা পরম জ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল হয়—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান।' ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধাবল।

৩. হে ভিক্ষুগণ, বীর্য বা উদ্যমবল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক আরব্ধবীর্যসম্পন্ন হয়। অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় বীর্যবল।

৪. হে ভিক্ষুগণ, স্মৃতিবল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক স্মৃতিমান হয়, পরম স্মৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ এবং অনুস্মরণ করে। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় স্মৃতিবল।

৫. হে ভিক্ষুগণ, সমাধিবল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, আর্যশ্রাবক কামনা ও অকুশলধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক এবং বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় সে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে। যে ধ্যানস্তরে উপনীত হলে আর্যগণ 'উপেক্ষক স্মৃতিমান সুখবিহারী' বলে অভিহিত করে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। এবং আর্যশ্রাবকের শারীরিক সুখ ও দুঃখ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য অস্তগত হয়, সেই না-সুখ, না-দুঃখ 'উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান

করে। ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সমাধি বল।

৬. হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবল কিরূপ? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। উদয়-বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যোচিত্ত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ, এ সমস্ত হচ্ছে পঞ্চবল।”

বিস্তৃত সূত্র সমাপ্ত

৫. দ্রষ্টব্য সূত্র

১৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার বল কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, বীর্য বা উদ্যমবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল।

২. ভিক্ষুগণ, কিরূপে শ্রদ্ধাবলকে দেখা উচিত? এস্থলে চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গরূপে শ্রদ্ধাবলকে দর্শন করা উচিত।

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে বীর্য বা উদ্যমবলকে দেখা উচিত? এস্থলে চার প্রকার সম্যক-প্রধানরূপে বীর্যবলকে দর্শন করা উচিত।

৪. ভিক্ষুগণ, কিরূপে স্মৃতিবলকে দেখা উচিত? এস্থলে চার প্রকার স্মৃতিপ্রস্থানরূপে স্মৃতিবলকে দর্শন করা উচিত।

৫. ভিক্ষুগণ, কিরূপে সমাধিবলকে দেখা উচিত? এস্থলে চতুর্বিধ ধ্যানরূপে[১] সমাধিবলকে দর্শন করা উচিত।

৬. ভিক্ষুগণ, কিরূপে প্রজ্ঞাবলকে দেখা উচিত? এস্থলে চার প্রকার আর্যসত্যরূপে প্রজ্ঞাবলকে দর্শন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, এ সকল হচ্ছে পঞ্চবল।”

দ্রষ্টব্য সূত্র সমাপ্ত

৬. পুনকূট সূত্র

১৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্যবল পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔতাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ, এগুলো হচ্ছে পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবল।

২. হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবলের মধ্যে ইহাই অগ্র, ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি; যথা : প্রজ্ঞাবল।

---

[১]। ১৪ নং সূত্রে আলোচিত চতুর্বিধ ধ্যানের কথাই বলা হচ্ছে।

যেমন, ভিক্ষুগণ,[১] চূড়াযুক্ত গৃহের মধ্যে ইহাই অগ্র ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি; যথা : কূট বা চূড়া। এরূপেই, ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবলের মধ্যে ইহাই অগ্র, ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি যথা প্রজ্ঞাবল।"

পুনকূট সূত্র সমাপ্ত

৭. প্রথম হিত সূত্র

১৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন হয়, পরহিতে নহে। সেই পাঁচ প্রকার ধর্ম কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয়, কিন্তু অপরকে শীল পালনে উদ্বুদ্ধ বা প্ররোচিত করে না। নিজে সমাধিসম্পন্ন হয়, কিন্তু অপরকে সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে না। নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়, কিন্তু অপরকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে না। নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয়, কিন্তু অপরকে বিমুক্তিসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে না। নিজে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয়, কিন্তু অপরকে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন হয়, পরহিতে নহে।"

প্রথম হিত সূত্র সমাপ্ত

৮. দ্বিতীয় হিত সূত্র

১৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু পরহিতে প্রতিপন্ন হয়, আত্মহিতে নহে। সেই পাঁচ প্রকার ধর্ম কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে শীল পালনে উদ্বুদ্ধ বা প্ররোচিত করে। নিজে সমাধিসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে। নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে বিমুক্তিসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু পরহিতে প্রতিপন্ন হয়, আত্মহিতে নহে।"

দ্বিতীয় হিত সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। মধ্যমনিকায় ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত উপমা।

৯. তৃতীয় হিত সূত্র

১৯. ১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন নহে, পরহিতেও প্রতিপন্ন নহে। সেই পাঁচ প্রকার ধর্ম কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও শীল পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে না। নিজে সমাধিসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে না। নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে না। নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও বিমুক্তিসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে না। নিজে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন নহে, পরহিতেও নহে।"

তৃতীয় হিত সূত্র সমাপ্ত

১০. চতুর্থ হিত সূত্র

২০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন হয় এবং পরহিতেও প্রতিপন্ন হয়। সেই পাঁচ প্রকার ধর্ম কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও শীল পালনে উদ্বুদ্ধ করে। নিজে সমাধিসম্পন্ন হয় এবং অপরকে ও সমাধি লাভে উদুদ্ধ করে। নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও বিমুক্তিসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন হয় এবং পরহিতেও প্রতিপন্ন হয়।"

চতুর্থ হিত সূত্র সমাপ্ত

বলবর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

অশ্রুতপূর্ব, কূট, সংক্ষিপ্ত আর বিস্তৃত,
দ্রষ্টব্য, পুনকূট, আর চারিহিত হলো বিবৃত,
দশ সূত্রে বলবর্গ এথায় হলো সমাপ্ত।

৩. পঞ্চাঙ্গিক বর্গ

১. প্রথম অগৌরব সূত্র

২১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু অগৌরবকারী, অবাধ্য ও সব্রহ্মচারীদের সাথে একত্রে মিলেমিশে বাস করতে জানে না, সে গৌণ (ক্ষুদ্র) শীলাদি পালন করবে, তা অসম্ভব। গৌণ শীলসমূহ পালন না করে সে শৈক্ষ্যধর্ম (শীল) পালন করবে, তা অসম্ভব। শৈক্ষ্যধর্ম পালন না করে শীলসমূহ (চারি মহাশীল) পালন করবে, তা অসম্ভব। শীলসমূহ পালন না করে সম্যক দৃষ্টি[১] বা বিদর্শন অর্জন করবে, তা অসম্ভব। সম্যক দৃষ্টির অর্জন ব্যতিরেকে সম্যক সমাধি অর্জন করবে, তা অসম্ভব।

২. হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু গৌরবকারী, বাধ্য ও সব্রহ্মচারীদের সাথে একত্রে মিলেমিশে থাকতে জানে, সে গৌণ (ক্ষুদ্রতর) শীলাদি পালন করবে, তা সম্ভব। গৌণশীলসমূহ পালন করে সে শৈক্ষ্যধর্ম পালন করবে, তা সম্ভব। শৈক্ষ্যধর্ম পালন করে শীলসমূহ পালন করবে, তা সম্ভব। শীলাদি পালন করে সম্যক দৃষ্টি অর্জন করবে, তা সম্ভব। সম্যক দৃষ্টি অর্জন করে সম্যক সমাধি অর্জন করবে, তা সম্ভব।"

প্রথম অগৌরব সূত্র সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় অগৌরব সূত্র

২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু অগৌরবকারী, অবাধ্য এবং সব্রহ্মচারীদের সাথে একত্রে মিলেমিশে বাস করতে জানে না, সে গৌণ শীলাদি পালন করবে, তা অসম্ভব। গৌণ শীলসমূহ পালন না করে শৈক্ষ্যধর্ম পালন করবে, তা অসম্ভব। শৈক্ষ্যধর্ম পালন না করে শীলস্কন্ধ (রাশি) পালন করবে, তা অসম্ভব। শীলস্কন্ধ পালন না করে সমাধিস্কন্ধ অর্জন করবে, তা অসম্ভব। সমাধিস্কন্ধ অর্জন না করে প্রজ্ঞাস্কন্ধ অর্জন করবে, তা অসম্ভব।

২. হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু গৌরবকারী, বাধ্য ও সব্রহ্মচারীদের সাথে একত্রে মিলেমিশে থাকতে জানে; সে গৌণ (ক্ষুদ্রতর) শীলাদি পালন করবে, তা সম্ভব। গৌণ শীলাদি পালন করে শৈক্ষ্যধর্ম পালন করবে, তা সম্ভব। শৈক্ষ্যধর্ম পালন করে শীলস্কন্ধ পালন করবে, তা সম্ভব। শীলস্কন্ধ পালন

---

[১]। পালিতে 'সম্মাদিট্ঠি' অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি বা মতবাদ বা ধারণা ইত্যাদি। অর্থকথানুসারে সম্যক দৃষ্টির বিশ্লেষণ হচ্ছে 'বিপস্সনা সম্মাদিট্ঠি' অর্থাৎ যথাভূতভাবে দর্শনই সম্যক দৃষ্টি।

করে সমাধিস্কন্ধ অর্জন করবে, তা সম্ভব। সমাধিস্কন্ধ অর্জন করে প্রজ্ঞাস্কন্ধ অর্জন করবে, তা সম্ভব।”

দ্বিতীয় অগৌরব সূত্র সমাপ্ত

৩. উপক্লেশ সূত্র

২৩.১. “হে ভিক্ষুগণ,[১] স্বর্ণের পাঁচ প্রকার অবিশুদ্ধতা (খাদ) আছে। যে অবিশুদ্ধতা দ্বারা দুষ্ট হয়ে স্বর্ণ নমনীয় হয় না, কাজের যোগ্য হয় না, উজ্জ্বল হয় না, ভঙ্গুর হয় এবং উত্তম কাজের জন্য ব্যবহারযোগ্য হয় না।

২. সেই পাঁচ প্রকার খাদ কী কী? যথা : লোহা, তামা, টিন, সিসা এবং রূপা। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে স্বর্ণের খাদ। যে অবিশুদ্ধিতা দ্বারা দুষ্ট হয়ে স্বর্ণ নমনীয় হয় না, কাজের যোগ্য হয় না। উজ্জ্বল হয় না, ভঙ্গুর হয় এবং উত্তম কাজের জন্য ব্যবহারযোগ্য হয় না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখন স্বর্ণ এই পাঁচ প্রকার খাদ হতে বিমুক্ত হয়, তখন সেই স্বর্ণ নমনীয়, কাজের যোগ্য, উজ্জল, অভঙ্গুর এবং উত্তম কাজে ব্যবহারযোগ্য হয়। এবং যেকোনো প্রকারের অলঙ্কার যদি কেউ চায়; যেমন : মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরি, কানের দুল, গলার হার বা স্বর্ণের মালা (Chain); ইহা সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

৩. ঠিক এরূপে, হে ভিক্ষুগণ, চিত্তের পাঁচ প্রকার উপক্লেশ আছে। যে উপক্লেশের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়ে চিত্ত অনমনীয় হয়, কাজের অযোগ্য হয়, অপ্রভাস্বর হয়, ভঙ্গুর হয় এবং আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য শান্ত বা কেন্দ্রীভূত হয় না।

৪. সেই পাঁচ প্রকার উপক্লেশ কী কী? যথা : কামছন্দ, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, উদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা।[২] ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে চিত্তের উপক্লেশ। যে উপক্লেশের দ্বারা দুষ্ট হয়ে চিত্ত নমনীয় হয় না, কাজের যোগ্য হয় না, উজ্জ্বল হয় না, ভঙ্গুর হয় এবং আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য শান্ত বা কেন্দ্রীভূত হয় না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখন চিত্ত এই পঞ্চবিধ উপক্লেশ হতে বিমুক্ত হয় তখন সেই চিত্ত নমনীয় হয়, কাজের যোগ্য হয়, প্রভাস্বর ও অভঙ্গুর হয় এবং আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য শান্ত বা কেন্দ্রীভূত হয়। যে সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞা দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত

---

[১]। এই সূত্রটির প্রারম্ভ সংযুক্তনিকায় ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭-এ আংশিকরূপে উল্লেখ হয়েছে এবং অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১-এ সম্পূর্ণই ধৃত হয়েছে।

[২]। তুলনীয়—দীর্ঘনিকায় প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৬; ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০; সংযুক্তনিকায় ৫ম, পৃষ্ঠা ৬০; অঙ্গুত্তরনিকায় চতুর্থ খণ্ড, ৪৫৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

করে, যা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে সে তথায় তথায়ই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি অনেক প্রকার ঋদ্ধি অধিগত করব; যথা : এক হয়েও বহু হবো, বহুসংখ্যক হয়েও এক হবো, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করব; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করব; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসব ও ডুববো, মাটির ন্যায় জলে অনাদ্রভাবে গমন করব; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করব, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করব এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর পর্যন্ত আপন কায়ে বশীভূত করব।' স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি মনুষ্য শক্তির অতীত, বিশুদ্ধ, দিব্য-শ্রোত্রধাতু দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শুনব।' স্মরণের প্রয়োজন উপস্থিত হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি অপরসত্ত্ব ও অপর পুদগলের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানব, সরাগ-চিত্তকে (কাম লালসাসম্পন্ন চিত্ত) সরাগ-চিত্ত হিসাবে জানব, বীতরাগ (কামলালসাহীন)-চিত্তকে বীতরাগ-চিত্ত হিসাবে জানব, সদ্বেষ-চিত্তকে সদ্বেষ-চিত্ত হিসাবে জানব, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন)-চিত্তকে বীতদ্বেষ-চিত্ত হিসাবে জানব, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন)-চিত্তকে সমোহ-চিত্ত হিসাবে জানব, বীতমোহ-চিত্তকে বীতমোহ-চিত্ত হিসাবে জানব, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানব, সংক্ষিপ্ত-চিত্তকে (একাগ্রচিত্ত) সংক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসাবে জানব, মহদ্গত বা অত্যুচ্চ-চিত্তকে মহদ্গত-চিত্ত হিসাবে জানব অমহদ্গত-চিত্তকে অমহদ্গত-চিত্ত হিসাবে জানব, সউত্তর (উচ্চতর)-চিত্তকে সউত্তর-চিত্ত হিসাবে জানব, অনুত্তর (অতুল্য)-চিত্তকে অনুত্তর-চিত্ত হিসাবে জানব, সমাহিত-চিত্তকে সমাহিত-চিত্ত হিসাবে জানব, অসমাহিত-চিত্তকে অসমাহিত-চিত্ত হিসাবে জানব, বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্ত হিসাবে জানব, অবিমুক্তচিত্তকে অবিমুক্তচিত্ত হিসাবে জানব।' স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি অনেকবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত

কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু ছিল, সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি—তথায় এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু ছিল, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি।' স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব—এই সকল সত্ত্ব কায়-বাক্-মনোদুশ্চরিত-সমন্বিত, আর্যগণের প্রতি নিন্দাকারী, মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে। এবং এই সকল সত্ত্ব কায়-বাক্-মন-সুচরিত-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব।' স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করব।' স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।"

উপক্লেশ সূত্র সমাপ্ত

৪. দুঃশীল সূত্র

২৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের শীল ভঙ্গহেতু সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়; সম্যক সমাধি বিনষ্টহেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্টহেতু নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়; নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্টহেতু বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, শাখা ও পল্লবহীন বৃক্ষ। (শাখা-পত্রাদির অপরিপূর্ণতাহেতু) সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল, বহির্ভাগের কাষ্ঠ এবং অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও পরিপূর্ণতা লাভ করে না। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ,

দুঃশীলের শীল ভঙ্গহেতু সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়; সম্যক সমাধি বিনষ্টহেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্টহেতু নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়; নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্টহেতু বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়।

২. হে ভিক্ষুগণ, শীলবানের শীল পালনহেতু সম্যক সমাধি উৎপন্ন হয়, সম্যক সমাধি উৎপন্নহেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্নহেতু নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হয়, নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্নহেতু বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, শাখা ও পত্রাদিসম্পন্ন বৃক্ষ। (শাখা ও পত্রাদির পরিপূর্ণতাহেতু) সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল, বহির্ভাগের কাষ্ঠ এবং অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও পরিপূর্ণতা লাভ করে। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, শীলবানের শীল পালনহেতু সম্যক সমাধি উৎপন্ন হয়, সম্যক সমাধি উৎপন্নহেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্নহেতু নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হয়, নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্নহেতু বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়।”

দুঃশীল সূত্র সমাপ্ত

৫. অনুগৃহীত সূত্র

২৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গের দ্বারা অনুগৃহীত সম্যক দৃষ্টি চিত্তবিমুক্তি ফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস হয়।

২. সেই পঞ্চবিধ অঙ্গ কী কী? যথা : শীলানুগৃহীত, শ্রুতানুগৃহীত, আলোচনানুগৃহীত, সমথ অনুগৃহীত এবং বিদর্শনানুগৃহীত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি অঙ্গের দ্বারা অনুগৃহীত সম্যক দৃষ্টি চিত্তবিমুক্তি ফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস হয়।”

অনুগৃহীত সূত্র সমাপ্ত

৬. বিমুক্তায়তন সূত্র

২৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার বিমুক্ত-আয়তন আছে, যে বিষয়ে অপ্রমত্ত, আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্তচিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আসবসমূহ পরিক্ষয় হয় এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

২. সেই পাঁচ প্রকার বিমুক্ত-আয়তন কী কী? ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা করেন। যতদূর পর্যন্ত

ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা করেন; ঠিক ততদূর পর্যন্ত সে সেই ধর্মের অর্থ অভিজ্ঞাত হয় এবং ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়। তার অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাতহেতু প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয়। প্রমোদিত ভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি উৎপন্নহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ে সুখ উপলব্ধ হয় এবং সুখীজন চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম বিমুক্ত-আয়তন, যাতে অপ্রমত্ত, আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্তচিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আসবসমূহ পরিক্ষয় হয় এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা করেন না, কিন্তু তিনি নিজে যা শুনেছেন এবং হৃদয়স্থ করেছেন তা অন্যদের বিস্তারিতভাবে দেশনা করেন। যতদূর পর্যন্ত, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অপরের নিকট যথানুরূপ শ্রুত ও হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে দেশনা করে; ঠিক ততদূর পর্যন্ত সে সেই ধর্মের অর্থ অভিজ্ঞাত হয় এবং ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়। তার অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাতহেতু প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয়। প্রমোদিত ভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি উৎপন্নহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ে সুখ উপলব্ধ হয় এবং সুখীজন চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় বিমুক্ত-আয়তন, যাতে অপ্রমত্ত, আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্তচিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আসবসমূহ পরিক্ষয় হয় এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা করেন না এবং সেও অপরের নিকট যথানুরূপ শ্রুত এবং হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে দেশনা করে না; অধিকন্তু, সে যথানুরূপ শ্রুত এবং হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে স্বাধ্যয়ন করে। যতদূর পর্যন্ত, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে স্বাধ্যয়ন করে; ঠিক ততদূর পর্যন্ত সে সেই ধর্মের অর্থ অভিজ্ঞাত হয় এবং ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়। তার অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাতহেতু প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয়। প্রমোদিত ভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি উৎপন্নহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ উপলব্ধ হয় এবং সুখীজন চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় বিমুক্ত-আয়তন, যাতে অপ্রমত্ত, আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্তচিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আসবসমূহ পরিক্ষয় হয় এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা

করেন না। সেও অপরের নিকট যথানুরূপ শ্রুত এবং হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে দেশনা করে না; এবং যথানুরূপ শ্রুত ও হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়নও করে না। অধিকন্তু, সে যথানুরূপ শ্রুত, হৃদয়স্থ ধর্ম চিত্তের দ্বারা অনুবির্তক ও বিচার করে এবং মনের দ্বারা উত্তমরূপে বিবেচনা করে। যতদূর পর্যন্ত ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত ও হৃদয়স্থ ধর্ম চিত্তের দ্বারা অনুবির্তক ও বিচার করে এবং মনের দ্বারা উত্তমরূপে বিবেচনা করে; ঠিক ততদূর পর্যন্ত সে সেই ধর্মের অর্থ অভিজ্ঞাত হয় এবং ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়। তার অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাতহেতু প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয়। প্রমোদিত ভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি উৎপন্নহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ে সুখ উপলব্ধ হয় এবং সুখীজন চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ বিমুক্ত-আয়তন, যাতে অপ্রমত্ত আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্তচিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আসবসমূহ পরিক্ষয় হয় এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা করেন না। সেও অপরের নিকট যথানুরূপ শ্রুত এবং হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে দেশনা করে না; এবং যথানুরূপ শ্রুত ও হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়নও করে না। সে যথানুরূপ শ্রুত ও হৃদয়স্থ ধর্ম চিত্তের দ্বারা অনুবির্তক ও বিচার করে না এবং মনের দ্বারা উত্তরূপে বিবেচনাও করে না। অধিকন্তু, তার দ্বারা অন্যতর সমাধি-নিমিত্ত সুগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মননকৃত হয়, উত্তমরূপে উপধারিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। যতদূর পর্যন্ত, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর দ্বারা অন্যতর সমাধি-নিমিত্ত সুগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মননকৃত হয়, উত্তমরূপে উপধারিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; ঠিক ততদূর পর্যন্ত সেই ধর্মের অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়। তার অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাতহেতু প্রমোদিত ভাব উৎপন্ন হয়। প্রমোদিত ভাব উৎপন্নহেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি উৎপন্নহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ উপলব্ধ হয় এবং সুখীজন চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম বিমুক্ত-আয়তন, যাতে অপ্রমত্ত আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্তচিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আসবসমূহ পরিক্ষয় হয় এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই সমস্ত হচ্ছে পাঁচ প্রকার বিমুক্ত-আয়তন। যে বিষয়ে অপ্রমত্ত আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্তচিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আসবসমূহ পরিক্ষয় হয় এবং অলব্ধ অনুত্তর

যোগক্ষেম অধিগত হয়।”

বিমুক্ত-আয়তন সূত্র সমাপ্ত

৭. সমাধি সূত্র

২৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, বিচক্ষণ ও প্রতিস্মৃতা (মনোযোগী) হয়ে সমাধিকে অপ্রমাণরূপে ভাবনা কর। ভিক্ষুগণ, বিচক্ষণ ও মনোযোগী হয়ে সমাধিকে অপ্রমাণরূপে ভাবনা করলে পঞ্চবিধ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

২. সেই পঞ্চবিধ জ্ঞান কী কী? ‘এই সমাধি সত্য সত্যই প্রত্যুৎপন্ন সুখ এবং ভবিষ্যতে সুখবিপাক প্রদায়ী’—এরূপ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ‘এই সমাধি আর্য ও নিরামিষ’—এরূপ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ‘এই সমাধি সৎপুরুষ সেবিত’—এরূপ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ‘এই সমাধি শান্ত, প্রণীত, প্রশান্তি লব্ধ, একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর অধিগত, সংস্কার নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধগত নয়’—এরূপ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ‘সত্য সত্যই আমি সজ্ঞানে এই সমাধিতে নিরত হই এবং সজ্ঞানে উত্থিত হই’—এরূপ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, বিচক্ষণ ও মনোযোগী হয়ে সমাধিকে অপ্রমাণরূপে ভাবনা কর। ভিক্ষুগণ, বিচক্ষণ ও মনোযোগী হয়ে সমাধিকে অপ্রমাণরূপে ভাবনা করলে এই পঞ্চবিধ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।”

সমাধি সূত্র সমাপ্ত

৮. পঞ্চাঙ্গিক সূত্র

২৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধির বৃদ্ধি (ভাবনা) প্রকাশ করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করব।” ‘তথাস্তু ভন্তে’ বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান বললেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধির বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি কত প্রকার?

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামনা ও অকুশলধর্ম হতে বিরত হয়ে বির্তক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে এই কায়কে বিবেকজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যপ্ত করে; কায়ের কোনো এক অংশও বিদ্যমান থাকে না যা বিবেকজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা ব্যপ্ত হয় না।

যেমন ভিক্ষুগণ, নাপিত বা নাপিতের অন্তের্বাসী (সহযোগী) কাঁচের থালায় চূর্ণ (সাবানের গুড়া) বিকীর্ণ করে তাতে সামান্য জল দিতে দিতে দলাই-মলাই করে। সেই মিশ্রিত চূর্ণপিণ্ড জল ও স্নেহ দ্বারা অনুজীবী ও পরিগৃহীত এবং অভ্যন্তর বাহিরে পরিব্যপ্ত, কিন্তু ধীরে ধীরে ক্ষরিত নহে। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই কায়কে বিবেকজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যপ্ত করে; কায়ের কোনো এক অংশও বিদ্যমান থাকে না যা বিবেকজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা ব্যপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধির ইহা প্রথম ভাবনা।

পুনশ্চ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বির্তক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক এবং বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে এই কায়কে সমাধিজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যপ্ত করে; কায়ের কোনো এক অংশ ও বিদ্যমান থাকে না যা সমাধিজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা ব্যপ্ত হয় না।

যেমন, ভিক্ষুগণ, উদ্ভিদ ও জলপূর্ণ গভীর হ্রদ। যদি তার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে জল প্রবেশের দ্বার না থাকে এবং (বৃষ্টি বর্ষণকারী) দেবতাও যদি যথাসময়ে সম্যকরূপে বর্ষণ না করে; তাহলে সেই হ্রদ হতে শীতল জলধারা নির্গত হয়ে সেই হ্রদকে প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যপ্ত করে।হ্রদের কোনোও অংশ বিদ্যমান থাকে না, যা শীতল জল দ্বারা ব্যপ্ত হয় না।

ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই কায়কে সমাধিজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যপ্ত করে; কায়ের কোনো এক অংশও বিদ্যমান থাকে না, যা সমাধিজনিত প্রীতিসুখের দ্বারা ব্যপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধির ইহা দ্বিতীয় ভাবনা।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় সে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে। যে ধ্যানস্তরে উপনীত হলে আর্য্যগণ "উপেক্ষক স্মৃতিমান সুখবিহারী" বলে অভিহিত করে, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।

সে এই কায়কে প্রীতিহীন সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যপ্ত করে; কায়ের কোনো এক অংশও বিদ্যমান থাকে না, যা প্রীতিহীন সুখের দ্বারা ব্যপ্ত হয় না। যেমন, ভিক্ষুগণ, উৎপল, পদুম কিংবা শ্বেতপদ্ম জলে জাত, জলে বর্ধিত, জলের অনুজীবী এবং জলের

গভীরে নিমজ্জিত। সেগুলোর আগা এবং মূল শীতল জল দ্বারা প্লাবিত, পরিসিক্ত, পরিপূর্ণ এবং পরিব্যপ্ত। উৎপল, পদুম, শ্বেতপদ্মের কোনোও অংশ বিদ্যমান থাকে না, যা শীতল জল দ্বারা ব্যপ্ত হয় না।

ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়কে প্রীতিহীন সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যপ্ত করে; কায়ের কোনো এক অংশও বিদ্যমান থাকে না, যা প্রীতিহীন সুখের দ্বারা ব্যপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধির ইহা তৃতীয় ভাবনা।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌর্মনস্য ও দৌর্মনস্য অস্তগত হয়। সেই না সুখ-না দুঃখ 'উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে এই কায়কে পরিশুদ্ধ ও প্রভাস্বর চিত্তের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে উপবিষ্ট হয়। কায়ের কোনোও অংশ নাই যা পরিশুদ্ধ ও প্রভাস্বর চিত্তের দ্বারা ব্যপ্ত হয় না। যেমন, ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ব্যক্তি শ্বেত বস্ত্র দ্বারা মস্তক পর্যন্ত আবৃত করে উপবিষ্ট হয়। তার কায়ের এমন কোনোও অংশ বিদ্যমান থাকে না, যা শ্বেত বস্ত্র দ্বারা অনাবৃত হয়।

ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এই কায়কে পরিশুদ্ধ ও প্রভাস্বর চিত্তের দ্বারা পরিব্যপ্ত করে উপবিষ্ট হয়। কায়ের কোনোও অংশ বিদ্যমান থাকে না, যা পরিশুদ্ধ ও প্রভাস্বর চিত্তের দ্বারা পরিব্যপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক ভাবনার ইহা চতুর্থ ভাবনা।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত সুগৃহীত হয়, উত্তরূপে মননকৃত হয়, উত্তমরূপে উপধারিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি অপরকে নিরীক্ষণ করে। স্থিত হয়ে উপবিষ্টকে এবং উপবিষ্ট হয়ে শায়িতকে নিরীক্ষণ করে। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত সুগৃহীত হয় উত্তরূপে মননকৃত হয়, উত্তমরূপে উপধারিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক ভাবনার ইহা পঞ্চম ভাবনা।

৪. ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আর্য পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত করে যেই যেই অভিজ্ঞা ও সাক্ষাৎকরণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করে; তা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করার জন্যে। স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

যেমন, ভিক্ষুগণ, জলপাত্রে স্থাপিত পূর্ণজল যাতে কাকপেয়্য জল আছে। যদি শীঘ্র কোনো বলবান পুরুষ সেই জলের পাত্রটি পশ্চাৎ দিকে দোলায়,

তাহলে স্থিত জল কি উপচে পরবে ? ‘হ্যাঁ ভন্তে’।

ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আর্য পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত করে যেই যেই অভিজ্ঞা ও সাক্ষাৎকরণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করে; তা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করার জন্যে। স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

ভিক্ষুগণ, সমতল ভূমিতে নির্মিত পুষ্করিণী যেমন চতুর্দিকে বাঁধ বা প্রাকারাবদ্ধ হয়, এবং জল পরিপূর্ণ ও কাকপেয়্য হয়। তথায় যদি কোনো বলবান পুরুষ বাঁধ খুলে দেয়; তাহলে কি স্থিত জল বাইরে প্রবাহিত হবে? ‘হ্যাঁ ভন্তে।’

ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আর্য পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত করে যেই যেই অভিজ্ঞা ও সাক্ষাৎকরণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করে; তা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করার জন্যে। স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

যেমন, ভিক্ষুগণ, উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্বযুক্ত রথ (গাড়ী) সমান চৌরাস্তার সন্ধিস্থলে আছে; যাতে অঙ্কুঁশ বিদ্যমান। তথায় শীঘ্র দক্ষ, অশ্বাচার্য, অশ্বদমনকারী সারথি অভিরোহন করে। সে বাম হস্তে লাগাম গ্রহণপূর্বক ডান হস্তে অঙ্কুঁশ ধারণ করে এবং যথেচ্ছা গমন করে ও প্রত্যাবর্তন করে। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আর্য পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত করে যেই যেই অভিজ্ঞা ও সাক্ষাৎকরণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করে; তা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করার জন্যে। স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—‘আমি অনেক প্রকার ঋদ্ধি অধিগত করব; যথা : এক হয়ে ও বহু হবো, বহুসংখ্যক হয়ে ও এক হবো, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করব; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করব; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসব ও ডুববো, মাটির ন্যায় জলে অনাদ্রভাবে গমন করব; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করব, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করব এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর পর্যন্ত আপন কায়ে বশীভূত করব।’ স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথাই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—‘আমি মনুষ্য শক্তির অতীত, বিশুদ্ধ, দিব্য-শ্রোত্রধাতু দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শুনব।’ স্মরণের

প্রয়োজন উপস্থিত হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি অপর সত্ত্ব ও অপর পুদ্গালের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানব, সরাগ-চিত্তকে (কাম লালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ-চিত্ত হিসাবে জানব, বীতরাগ (কামলালসাহীন)-চিত্তকে বীতরাগ-চিত্ত হিসাবে জানব, সদ্বেষ-চিত্তকে সদ্বেষ-চিত্ত হিসাবে জানব, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন)-চিত্তকে বীতদ্বেষ-চিত্ত হিসাবে জানব, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন)-চিত্তকে সমোহ-চিত্ত হিসাবে জানব, বীতমোহ-চিত্তকে বীতমোহ-চিত্ত হিসাবে জানব, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানব, সংক্ষিপ্ত-চিত্তকে (একাগ্রচিত্ত) সংক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসাবে জানব, মহদ্গত বা অত্যুচ্চ-চিত্তকে মহদ্গত-চিত্ত হিসাবে জানব, অমহদ্গত-চিত্তকে অমহদ্গত-চিত্ত হিসাবে জানব, সউত্তর (উচ্চতর)-চিত্তকে সউত্তর-চিত্ত হিসাবে জানব, অনুত্তর (অতুল্য)-চিত্তকে অনুত্তর-চিত্ত হিসাবে জানব, সমাহিত-চিত্তকে সমাহিত-চিত্ত হিসাবে জানব, অসমাহিত-চিত্তকে অসমাহিত-চিত্ত হিসাবে জানব, বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্ত হিসাবে জানব, অবিমুক্তচিত্তকে অবিমুক্তচিত্ত হিসাবে জানব।' স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি অনেকবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে—অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু ছিল, সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি—তথায় এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু ছিল, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি।' স্মরণ করার প্রয়োজন তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব—এই সকল সত্ত্ব কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিতসমন্বিত; আর্যগণের প্রতি নিন্দাকারী, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে। এবং

এই সকল সত্ত্ব কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত, মনোসুচরিত-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব।' স্মরণের প্রয়োজন হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে—'আমি আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করব।' স্মরণের প্রয়োজন হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।"

পঞ্চাঙ্গিক সূত্র সমাপ্ত

৯. চঙ্ক্রমণ সূত্র

২৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, চঙ্ক্রমণের পাঁচ প্রকার আনিশংস (সুফল) রয়েছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী?

যথা : দীর্ঘপথ ভ্রমণে সক্ষম হয়; প্রচেষ্টাসম্পন্ন হয়; রোগহীন হয়; ভুক্ত খাদ্য-পানীয় উত্তমরূপে পরিপাক হয় এবং চঙ্ক্রমণের মাধ্যমে অধিগত সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা) দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভিক্ষুগণ, এ পাঁচটি হচ্ছে চঙ্ক্রমণের আনিশংস।"

চঙ্ক্রমণ সূত্র সমাপ্ত

১০. নাগিত সূত্র

৩০.১. আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে, একসময় ভগবান মহতী ভিক্ষুসংঘের সাথে কোশলরাজ্যে[১] পরিভ্রমণ করতে করতে যেখানে ইচ্ছানঙ্গল[২] নামক কোশলদের ব্রাহ্মণ গ্রাম তথায় উপনীত হলেন। অতঃপর

---

[১]। কোশলরাজ্য—উত্তর ভারতীয় (বর্তমান উত্তর প্রদেশস্থ) এক প্রাচীন রাজ্যের নাম। এই রাজ্যের তৎকালীন রাজা ছিলেন মহারাজ প্রসেন্দি। এই রাজ্য বর্তমান বলরামপুর শহর হতে প্রায় দশ মাইল দূরবর্তী স্থানে ছিল। বর্তমানে এটা "শায়েত মায়েত" নামে তথায় পরিচিত।

[২]। ইচ্ছানঙ্গল, ইহা কোশলরাজ্যের অর্ন্তগত একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। এর সন্নিকটে অবস্থিত বনষণ্ডে অবস্থানকালীন সময়ে বুদ্ধ অম্বট্ঠ সূত্র দেশনা করেন (প্রথম খণ্ড, দীর্ঘনিকায়)।

ভগবান ইচ্ছানঙ্গলের কুঞ্জবনে অবস্থান করতে লাগলেন। ইচ্ছানঙ্গলের গৃহপতিরা এরূপ শুনলেন যে 'শ্রমণ ভো গৌতম, শাক্যপুত্র, শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত তিনি এখন ইচ্ছানঙ্গলে উপনীত হয়েছেন এবং ইচ্ছানঙ্গলের কুঞ্জবনে অবস্থান করছেন। সেই গৌতমের এরূপ কল্যাণ, কীর্তিশব্দ প্রচার হয়েছে যে 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি এই পৃথিবী, দেবতা, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেবমনুষ্যদের স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মদেশনা করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক, শুধুমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেইরূপ অর্হৎ দর্শনে মঙ্গল।' অতঃপর ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরা সেই রাত্রির অবসানে অনেক খাদ্য-ভোজ্য নিয়ে যেখানে ইচ্ছানঙ্গলের কুঞ্জবন সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে বহির্দ্বারে উচ্চশব্দ-মহাশব্দে স্থিত হলেন।

সেই সময় আয়ুষ্মান নাগিত[১] ভগবানের সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান নাগিতকে ডেকে বললেন, "এরা কারা, হে নাগিত, মৎস ধরার সময় কৈবর্তদের ন্যায় উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করছে?"

"ভন্তে, এরা ইচ্ছানঙ্গলবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতি। এরা বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘের জন্য প্রভূত খাদ্য-ভোজ্য নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"হে নাগিত, আমি যশের দ্বারা সমাগম নই এবং যশও আমার দ্বারা নহে। নাগিত, আমি এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ (নির্জনতার লব্ধ সুখ), উপশম সুখ এবং সম্বোধি সুখ (পারমার্থিক জ্ঞানজনিত সুখ) বিনা বাধায়, বিনাশ্রমে, অনায়াসে অর্জন করতে পারি। কিন্তু যে এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ বিনা বাধায়, বিনাশ্রমে এবং অনায়াসে অর্জন

সূত্রনিপাতে 'ইচ্ছানঙ্গল' শব্দের পরিবর্তে 'ইচ্ছাঙ্কল' শব্দটি ধৃত হয়েছে। সূত্রনিপাত এবং মধ্যমনিকায় ২য় খণ্ড, বাসিট্‌ঠ সূত্র, ৩০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে : এই গ্রামেই তখনকার বিখ্যাত বিখ্যাত বহু ব্রাহ্মণ যথা, চঙ্কী, তারুক্ষ, পোক্ষরসাতি, জানুশ্রেণি তোদেয্য প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন। বুদ্ধ মধ্যমনিকায়ের বাসিট্‌ঠ সূত্রটি বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ নামক দুজন বিদ্যার্থীর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ইচ্ছানঙ্গলের কুঞ্জবনে দেশনা করেছিলেন।

[১]। 'নাগিত স্থবির' কিছু সময়ের জন্য বুদ্ধের ব্যক্তিগত সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সীহ শ্রামণের মাতুল। অঙ্গুত্তরনিকায় পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত; দীর্ঘনিকায় ১ম খণ্ড, ১৫১; জাতক চতুর্থ খণ্ডসহ প্রভৃতিতে এই নাগিত স্থবিরের উপস্থিতি দেখা যায়।

করতে পারে না; সে-ই বিষ্ঠাসুখ, লাভসৎকারজনিত সুখ উপভোগ করুক।”

“ভন্তে, ভগবান তাদের দান গ্রহণ করুন। সুগত তাদের দান গ্রহণ করুন। ভন্তে, ভগবানের জন্য এখন দান গ্রহণের উপযুক্ত সময়। এই সময় হতে যেকোনোও স্থানে ভগবান যদি গমন করেন নগর ও গ্রাম্য ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরাও তথায় গমন করবে। যেমন, ভন্তে, বৃষ্টিদেবতা বৃহৎ ফোটাবিশিষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ করলে পানি নিম্নে প্রবাহিত হয়। ঠিক তদ্রুপ, ভন্তে, এই সময় হতে যেকোনোও স্থানে ভগবান যদি গমন করেন, নগর ও গ্রাম্য ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরাও তথায় গমন করবে। তার কারণ কী? ভন্তে, তথাগতের শীল ও প্রজ্ঞাই তৎকারণ।”

“হে নাগিত, আমি যশের দ্বারা সমাগম নই এবং যশ আমার দ্বারা নহে। আমি এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ বিনা বাধায়, বিনাশ্রমে এবং অনায়াসে অর্জন করতে পারি। কিন্তু যে এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ বিনা বাধায়, বিনাশ্রমে এবং অনায়াসে অর্জন করতে পারে না; সে এই বিষ্ঠাসুখ, লাভসৎকারজনিত সুখ উপভোগ করুক। সত্য সত্যই নাগিত, আহার গ্রহণ, পানীয় পানের পরিণাম হচ্ছে বাহ্য-প্রস্রাব। প্রিয় বা ভালবাসা দরুন বিপরিণাম ও অন্যথাভাব উৎপন্ন হয়। শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস (নিরাশা) উৎপন্ন হয়। ইহাই তার পরিণাম। নাগিত, অশুভ নিমিত্তে অনুযোগ ও অনুযুক্ততার দরুন শুভ নিমিত্তে প্রতিকূলতা উৎপন্ন হয়। ইহাই তার পরিণাম। ছয় প্রকার স্পর্শ আয়তনে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থানের ফলে স্পর্শের প্রতি প্রতিকূলতা উৎপন্ন হয়। ইহাই তার পরিণাম। নাগিত, পঞ্চবিধ উপাদানস্কন্ধে (রাশি) উদয়-ব্যয় দর্শনকারী হয়ে অবস্থানের ফলে উপাদানের প্রতি প্রতিকূলতা উৎপন্ন হয়। ইহাই তার পরিণাম।

নাগিত সূত্র সমাপ্ত

পঞ্চাঙ্গিক বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দুই অগৌরব, উপক্লেশ আর দুঃশীল অনুগ্রহ
বিমুক্তায়তন, সমাধি ও পঞ্চাঙ্গিক হলো বিবৃত;
চঙ্ক্রমণ আর নাগিত সূত্রে দশে সমাপিত।

৪. সুমন বর্গ

১. সুমন সূত্র

৩১.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর রাজকন্যা সুমনা[১] পাঁচশত রাজকুমারী কর্তৃক পরিবৃতা হয়ে পঞ্চশত রথের মাধ্যমে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একান্তে উপবিষ্টা রাজকুমারী সুমনা ভগবানকে এইরূপ বললেন :

"ভন্তে, মনে করুন, ভগবানের দুইজন শ্রাবক (শিষ্য) সমশ্রদ্ধা, সমশীল এবং সমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন; কিন্তু একজন দায়ক, অপর জন নয়। যদি তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়; তাহলে কী ভন্তে, তথায় সেই দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য, বৈসাদৃশ্য থাকবে না?"

ভগবান বললেন, "অবশ্যই থাকবে সুমনা। সুমনা, সেই দেবত্ব প্রাপ্ত দায়ক অপর অদায়ককে সমান পঞ্চবিধ বিষয়ের দ্বারা; যথা : দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ ও দিব্য আধিপত্যের দ্বারা অতিক্রম করবে। সুমনা, সেই দেবত্ব প্রাপ্ত দায়ক অপর অদায়ককে এই একই পঞ্চবিধ বিষয়ের দ্বারা অতিক্রম করবে।"

"যদি ভন্তে, তারা সেখান হতে চ্যুত হয়ে এথায় (ইহলোকে) উৎপন্ন হয়; তাহলে কী ভন্তে, সেই মানুষদের মধ্যে পার্থক্য, বৈসাদৃশ্য থাকবে না?"

ভগবান বললেন, "অবশ্যই থাকবে সুমনা। সুমনা, সেই মানবত্ব প্রাপ্ত দায়ক অপর অদায়ককে সমান পঞ্চবিধ বিষয়ের দ্বারা; যথা : মনুষ্য আয়ু, মনুষ্য বর্ণ, মনুষ্য সুখ, মনুষ্য যশ ও মনুষ্য আধিপত্যের দ্বারা অতিক্রম করবে। সুমনা, সেই মানবত্ব প্রাপ্ত দায়ক অপর অদায়ককে এই একই পঞ্চবিধ বিষয়ের দ্বারা অতিক্রম করবে।"

"যদি ভন্তে, তারা উভয়েই আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়; তাহলে কী ভন্তে, সেই প্রব্রজিতদের মধ্যে পার্থক্য, বৈসাদৃশ্য থাকবে না?"

ভগবান বললেন, "অবশ্যই থাকবে, সুমনা। সুমনা, সেই প্রব্রজিত দায়ক অপর অদায়ক প্রব্রজিতকে সমান একই পঞ্চবিধ বিষয়ে অতিক্রম করবে। যেমন : সে চীবর গ্রহণ করার জন্য পুনঃপুন জিজ্ঞাসিত হয়; কদাচিৎ নহে।

---

[১]। রাজকন্যা সুমনা—ইনি ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর বোন। বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধা উপাসিকাদের মধ্যে ইনিও অন্যতমা। (অঙ্গুত্তরনিকায় চতুর্থ খণ্ড)।

পিণ্ডপাত গ্রহণের জন্য সে পুনঃপুন জিজ্ঞাসিত হয়; কদাচিৎ নহে। গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য, প্রয়োজনীয় বস্তু বা বিষয় গ্রহণের জন্য সে পুনঃপুন জিজ্ঞাসিত হয়; কদাচিৎ নহে। এবং সে যে-সকল সব্রহ্মচারীদের সাথে অবস্থান করে, তারা তার সাথে পুনঃপুন মনোজ্ঞ আচার-আচরণের (কায়-কর্ম) মাধ্যমে মেলামেশা করে; কদাচিৎ মনোজ্ঞ নহে। পুনঃপুন মনোজ্ঞ বাক্‌কর্মের দ্বারা মেলামেশা করে; কদাচিৎ মনোজ্ঞ নহে। তারা তাকে মনোজ্ঞ দানীয়বস্তু দান দেয়; কদাচিৎ মনোজ্ঞ নহে। সুমনা, সেই প্রব্রজিত দায়ক অপর অদায়ক প্রব্রজিতকে এই একই পঞ্চবিধ বিষয়ে অতিক্রম করে।"

"যদি ভন্তে, তারা উভয়েই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হয়। তাহলে কী ভন্তে, সেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে পার্থক্য, বৈসাদৃশ্য থাকবে না?"

"এক্ষেত্রে, সুমনা, আমি বলছি যে, (তাদের মধ্যে) আর কোনো ও বৈসাদৃশ্য থাকবে না। যেহেতু বিমুক্তির সাথে বিমুক্তির তুলনাই বলা হচ্ছে।"

"ভন্তে, আশ্চর্য! অদ্ভুত! ভন্তে, দান এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনহেতু তারা দেবকায় প্রাপ্ত হলেও সাহায্য ও দান পায়, মানবত্ব প্রাপ্ত হলেও সাহায্য ও দান পায় এবং প্রব্রজিত হলেও সাহায্য ও দান পায়।"

"ইহা তদ্রুপ, হে সুমনা, ইহা তদ্রুপই এইমাত্র তুমি যা বললে—দান এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনহেতু তারা দেবকায় প্রাপ্ত হলেও সাহায্য ও দান পায়, মানবত্ব প্রাপ্ত হলেও সাহায্য ও দান পায় এবং প্রব্রজিত হলেও সাহায্য ও দান পায়।"

ভগবান এইরূপ বললেন। এইরূপ বলে সুগত, শাস্তা ইহা বললেন :

"উজ্জল চন্দ্রিমা যথা ঘূর্ণে আকাশ মাধ্যমে,
সর্ব তারা ও লোকে করে প্রভায় অতিক্রমে;
সেইরূপ শীলবান ও শ্রদ্ধান্বিত পুরুষ,
ত্যাগগুণে অতিক্রমে মাৎসর্যমল সবে।
মেঘমালার ঘর্ষণে হয় বজ্র বৃষ্টিপাত,
বিজলী চমক বজ্রধ্বনি হয় প্রতিভাত;
বসুধরায় যদি হয় সেইরূপ বর্ষণ,
ছোট-বড় গর্ত হইবে জলেতে পূরণ।
সেইরূপ দর্শনজ্ঞানী সম্বুদ্ধশ্রাবক,
পণ্ডিত, ধীমান তিনি ত্যাগী ধর্মবাহক;
আয়ু, যশ, সুখাধিপত্য ও উজ্জ্বল বরণ,
এ পঞ্চে করে সে মাৎসর্যকে অতিক্রমন;

ভোগ্য সুখে নিমজ্জিত হয়ে আমোদিত,
মৃত্যু পরে স্বর্গলোকে থাকে প্রমোদিত।"
সুমন সূত্র সমাপ্ত

২. চুন্দী সূত্র

৩২.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের[১] বেলুবনের কলন্দক-নিবাপে[২] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর রাজকুমারী চুন্দী পঞ্চশত কুমারী দ্বারা পরিবৃতা হয়ে পাঁচশত রথের মাধ্যমে যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবেশনের পর রাজকুমারী চুন্দী ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আমাদের ভ্রাতা রাজকুমার চুন্দ সে এরূপ বলে যে—"স্ত্রী কিংবা পুরুষ যে-ই হোক না কেন সে যদি বুদ্ধের শরণগামী হয়, ধর্মের শরণগামী হয়, সংঘের শরণগামী হয় এবং সে যদি প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, চৌর্যবৃত্তি হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা বাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হয় ও মদপান হতে বিরত হয়, (নেশাজাতীয় দ্রব্য সকলও প্রযোজ্য) তাহলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে[৩] পুনর্জন্ম লাভ করে, দুর্গতিতে[৪] নহে। তদ্ধেতু, ভন্তে, আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছি—কীরূপে শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধাবানেরা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে পুনর্জন্ম লাভ করে, দুর্গতিতে নহে? কিরূপে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবানেরা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে পুর্নজন্ম লাভ করে, দুর্গতিতে নহে? এবং কিরূপে শীলসমূহ পরিপূর্ণকারীরা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে পুর্নজন্ম লাভ করে, দুর্গতিতে নহে?"

৩. "হে চুন্দী, যত প্রাণী রয়েছে যেমন—পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, বহুপদী, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, কিংবা নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞীদের

---

[১]। রাজগৃহ—মগধরাজ্যের রাজধানী।

[২]। বেলুবনের কলন্দক-নিবাপ—রাজগৃহের নিকটস্থ বিম্বিসার রাজার প্রমোদ উদ্যান। বুদ্ধ অর্হত্ত্ব লাভের পর এ উদ্যানটি বিম্বিসার রাজা হতে দানস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। এবং কলন্দক-নিবাপ হচ্ছে বেলুবনের অন্তর্ভূক্ত নিকটতম স্থান যেখানে বুদ্ধ অবস্থান করতেন। বুদ্ধ এই আরামে তার দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষাযাপন করেন।

[৩]। সুগতি ভূমি—মনুষ্যলোকসহ স্বর্গ লোককে সুগতি ভূমি বলে।

[৪]। দুর্গতি ভূমি—চারি অপায় যথা, তির্যক, অসুর, প্রেত ও নিরয়কেই দুর্গতি ভূমি বলে।

মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ। চুন্দী, যারা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন তারা শ্রেষ্ঠে প্রসন্ন। শ্রেষ্ঠে প্রসন্নদের শ্রেষ্ঠ ফল (লাভ) হয়।

চুন্দী, যেকোনোও সংস্কৃত ধর্ম হতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই[১] শ্রেষ্ঠ। চুন্দী, যারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রতি প্রসন্ন তারা শ্রেষ্ঠে প্রসন্ন। শ্রেষ্ঠ প্রসন্নদের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়।

চুন্দী, যেকোনোও সংস্কৃত কিংবা অসংস্কৃত ধর্ম হতে বিরাগ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ অহংকারের দমন, আকাঙ্ক্ষার নিবৃতি, তৃষ্ণার মূলোৎপাটন, পুনর্জন্মের উপচ্ছেদ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণ। চুন্দী, যারা বিরাগধর্মে প্রসন্ন তারা শ্রেষ্ঠে প্রসন্ন। শ্রেষ্ঠে প্রসন্নদের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়।

চুন্দী, যেকোনোও সংঘ কিংবা সম্প্রদায় হতে তথাগতের শ্রাবকসংঘই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে আট আর্যপুদ্গল আহুতি লাভের যোগ্য, পূজার যোোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। চুন্দী, যারা সংঘের প্রতি প্রসন্ন তারা শ্রেষ্ঠে প্রসন্ন। শ্রেষ্ঠে প্রসন্নদের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়।

চুন্দী, যেকোনোও শীল হতে আর্যসম্প্রযুক্ত[২] শীলসমূহই শ্রেষ্ঠ। যথা : অখণ্ড, নিচ্ছিদ্র, নির্মল, ক্রটিহীন, মুক্ত, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভের সহায়ক (শীলাদি)। চুন্দী, যারা আর্যসম্প্রযুক্ত শীলাদি পরিপূর্ণকারী তারা শ্রেষ্ঠ বিষয়ই পূর্ণকারী। শ্রেষ্ঠ শীল পরিপূর্ণকারীদের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়।"

"শ্রদ্ধাবান শ্রেষ্ঠ-ধর্ম করিয়া অনুস্মরণ,
অনুত্তর ধর্ম যথা করেন অনুধাবন।
লোকোত্তর তথাগত সদা শ্রেষ্ঠ দক্ষিণার যোগ্য,
শ্রদ্ধাবানের নিকট তিনি শ্রেষ্ঠ পূজনীয়।
ধর্ম মাঝে শ্রেষ্ঠ সদা উপশম সুখ, বিরাগ,
শ্রদ্ধাবানের কাছে শ্রেষ্ঠ বর্জিত এই সরাগ।
ভক্তকুলের দান গ্রহণে আছে শ্রেষ্ঠ পাত্র,
সংঘ নামে উক্ত তারা অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।
প্রবর্ধিত হয় পুণ্য অগ্রেতে দানহেতু,

[১]। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

[২]। অর্থকথানুসারে 'আর্যসম্প্রযুক্ত' বলতে মার্গ-ফলসম্প্রযুক্ত বুঝানো হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ বর্ণ, যশ, কীর্তি আর হয় আয়ু;
সুখ, বল সহযোগে অতীব বিনন্দিত,
প্রাপ্ত হয়ে থাকেন তিনি অতি আনন্দিত।
মেধাবী সতত তিনি অগ্রপাত্রের দাতা,
চিত্ত হয় সমাহিত শ্রেষ্ঠ ধর্মাচারিতা।
দেব কিংবা মানব সদা হয় প্রমোদিত,
অগ্র বিষয় লাভে তারা হয় আমোদিত।"

চুন্দী সূত্র সমাপ্ত

৩. উগ্রহ সূত্র

৩৩.১. একসময় ভগবান ভদ্রিয়ের জাতিয়া বনে[১] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর মেণ্ডকনাতি উগ্রহ যেখানে ভগবান অবস্থান করছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপার্শ্বে উপবিষ্ট মেণ্ডকনাতি উগ্রহ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, অনুগ্রহ করে আপনিসহ চারজন আগামীকালের জন্য আমার গৃহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনভাব অবলম্বনপূর্বক তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। অতপর মেণ্ডকনাতি উগ্রহ ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হয়ে আসন হতে উঠে বুদ্ধকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

অনন্তর ভগবান সেই রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্নসময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে যেখানে মেণ্ডকনাতি উগ্রহের গৃহ সেখানে উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর মেণ্ডকনাতি উগ্রহ ভগবানকে সহস্তে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশনপূর্বক পরিতৃপ্ত করলেন। যখন মেণ্ডকনাতি উগ্রহ ভগবানকে পাত্র হতে হাত সরাতে দেখলেন তখন তিনি একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট মেণ্ডকনাতি ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই কুমারীরা স্বামীর গৃহে গমন করবে। ভন্তে, অনুগ্রহ করে তাদের উপদেশ দিন, ভন্তে, অনুগ্রহ করে তাদের অনুশাসন করুন; যাতে তাদের দীর্ঘজীবনের হিত ও সুখ হয়।"

অতঃপর ভগবান সেই কুমারীদের এইরূপ বললেন, "তদ্ধেতু তোমাদের

---

[১]। ভদ্রিয়ের জাতিয়াবন—'অঙ্গ' নামক রাজ্যের অন্তর্গত শহরের নাম ছিল 'ভদ্রিয়'। ভগবান ভদ্রিয়ায় পরিভ্রমনে আসলে এর নিকটস্থ জাতিয়াবনে অবস্থান করতেন।

এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে ‘আমাদের মঙ্গলকামী, হিতকামী, সহানুভূতিশীল মাতাপিতাগণ আমাদের প্রতি অনুকম্পা করে যে স্বামীদের দিচ্ছেন; আমরা সেই স্বামীদের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করব, রাত্রিতে সবার পরে শয্যা গ্রহণ করব।’ কুমারীগণ, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে—যারা তোমাদের স্বামীদের গুরু; যথা : মাতাপিতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ; তাদের সম্মান করব, শ্রদ্ধা করব, মান্য করব, পূজা করব। এবং তারা গৃহে আগমন করলে তাদের আসন-জল দিয়ে সেবা করব। কুমারীগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে ‘আমরা আমাদের স্বামীদের ঘরে যা কিছু কর্ম আছে, অর্থাৎ ঊর্ণা বা ছাগল, মেষ প্রভৃতির লোম কার্যে, কার্পাস বা সুতার কার্যে দক্ষ ও অনলস হবো। সেই কার্যসমূহে অনলস, নানা উপায় উদ্ভাবন নিজে করতে অথবা অপরের দ্বারা করাতে দক্ষ হবো।’ কুমারীগণ, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে ‘আমরা আমাদের স্বামীর গৃহের অভ্যন্তরিক লোকজন; যথা : দাস, বার্তাবহ, মজুরদের দ্বারা সম্পাদিত কাজকে সম্পাদিত এবং অসম্পাদিত কাজকে অসম্পাদিতরূপে জ্ঞাত থাকব। অসুস্থদের শারীরিক সক্ষমতা এবং অক্ষমতা সম্পর্কেও জ্ঞাত থাকব। এবং যার যার অংশানুযায়ী খাদ্য-ভোজ্য ভাগ করে দিব।’ কুমারীগণ, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে ‘আমাদের স্বামীগণ যে-সমস্ত ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য আহরণ করবে তৎসমস্ত আমরা সযত্নে সংরক্ষণ করব। এবং তৎ বিষয়ে শঠতাহীনা, চৌর্যপ্রবৃত্তিহীনা হবো এবং অমদ্যপায়ী ও কর্মঠ হবো।’ কুমারীগণ, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।

৩. হে কুমারীগণ, এই পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধা স্ত্রী কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনোময় কায়সম্পন্ন দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।”

“স্বামীর সেবায় যে নারী ঔৎসুক সতত,
প্রদানকারী বিষয়াদি সর্বকাম্য যত;
সেইরূপ স্বামীর প্রতি না হয় ঘৃণিত।
ঈর্ষাচারে না রোষিয়া করে স্বামীকে যত্ন,
তাকেই বলে লোকে পতিব্রতা উত্তম রত্ন।
পূজা করে সেরূপ নারী পণ্ডিত সুলক্ষণা,

স্বামী-গুরু, নামে যাদের হচ্ছে আরাধনা।
দক্ষ, অনলস, মনোজ্ঞ আচরণ শীলা,
স্বামীর মানসাচারে নিপুণ হয় সে প্রমীলা;
আহরিত বিষয়াদি রক্ষণে হয় সুশীলা।
স্বামীর অনুবর্তী এরূপ ব্রতশীলা নারী,
কায়ভেদে মরণেতে হয় দেব অনুসারী;
মনোময় দেব নামে পরিচিতদের মাঝে,
প্রমোদিত হয় সদা নিত্য নতুন সাঁজে।"
উগ্রহ সূত্র সমাপ্ত

৪. সিংহসেনাপতি সূত্র

৩৪.১. একসময় ভগবান বৈশালী রাজ্যের[১] মহাবনের কূটাগার শালায়[২] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর সিংহ সেনাপতি[৩] যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সিংহ সেনাপতি ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে ভগবান, দানের দর্শনযোগ্য বিপাক প্রদর্শন করা কি সম্ভব?"

"সিংহ, ইহা সম্ভব" বলে ভগবান বললেন, "সিংহ, দায়ক বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়। সিংহ, এই যে দানপতি দায়ক[৪] বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, ইহা হচ্ছে দর্শনযোগ্য দানের ফল।"

পুনশ্চ, সিংহ, দানপতি দায়ককে ধার্মিক ও সৎপুরুষেরা ভজনা করেন,

১। বৈশালী রাজ্য—লিচ্ছবীদের রাজধানীর নাম ছিল বৈশালী। বুদ্ধ অভিসম্বুদ্ধ লাভের পাঁচ বৎসর পর এখানে আগমনপূর্বক বর্ষাযাপন করেন। বুদ্ধ যুগে বৈশালী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সম্পদশালী ও নয়নাভিরাম নগর।

২। মহাবনের কূটাগারশালা—বৈশালীর নিকটস্থ সুবৃহৎ অরণ্যকে মহাবন বলা হতো। এর কিছু অংশ মনুষ্য রোপিত এবং বাকি অংশ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। এ অরণ্যের মধ্যে নির্মিত শালাকে কূটাগার শালা বলা হতো।

৩। সিংহসেনাপতি—বৈশালীর লিচ্ছবী সেনাপতি। পূর্বে ইনি নির্গ্রন্থদের ভক্ত ছিলেন। যখন বুদ্ধ বৈশালীতে আগমন করেন তখন সিংহ সেনাপতি নির্গ্রন্থ নাথপুত্রের বাঁধা সত্ত্বেও বুদ্ধ দর্শনে যান এবং বুদ্ধের নিকট ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ হয়ে শরণাগত উপাসকরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।

৪। অর্থকথানুসারে—দায়ক তিন প্রকার; যথা : দানপতি, দানসহায় ও দান দাস। এই সূত্রে বুদ্ধ দানপতির ন্যায় উত্তম দায়ককেই বুঝাচ্ছেন।

ইহাও হচ্ছে দর্শনযোগ্য দানের ফল।

পুনশ্চ, সিংহ, দানপতি দায়কের কল্যাণ-কীর্তি শব্দ প্রচার হয়। এই যে দানপতি দায়কের কল্যাণ-কীর্তি শব্দ প্রচার হয়, ইহা ও হচ্ছে দর্শনযোগ্য দানের ফল।

পুনশ্চ, সিংহ, দানপতি দায়ক যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হয়; যথা : ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ কিংবা শ্রমণ পরিষদে উপস্থিত হয় তথায় বিশারদের ন্যায় উৎকণ্ঠাহীন হয়ে উপস্থিত হন। এই যে দানপতি দায়ক যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হয়; যথা : ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ কিংবা শ্রমণ পরিষদে উপস্থিত হয় তথায় বিশারদের ন্যায় উৎকণ্ঠাহীন হয়ে উপস্থিত হন। ইহাও হচ্ছে দর্শনযোগ্য দানের ফল।

পুনশ্চ, সিংহ, দানপতি দায়ক কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এই যে দানপতি দায়ক কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন, ইহা ও হচ্ছে দর্শনযোগ্য দানের ফল।"

এরূপ ব্যক্ত হলে সিংহ সেনাপতি ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভগবান কর্তৃক যে চার প্রকার সন্দৃষ্টিক দানফল আখ্যাত হয়েছে, তৎ বিষয়াদির জন্য আমি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই; আমি তা পূর্বেই জ্ঞাত আছি। ভন্তে, আমি দানপতি দায়ক, আমি বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ। ভন্তে, আমি দানপতি দায়ক। তাই আমাকে ধার্মিক ও সৎপুরুষেরা ভজনা করেন। ভন্তে আমি দানপতি দায়ক। আমার কীর্তিশব্দ প্রচার হয়েছে যে 'সিংহ সেনাপতি দায়ক, কর্মসম্পাদক[১] ও সংঘের উপস্থায়ক (সেবক)।' ভন্তে, আমি দানপতি দায়ক, আমি যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হই; যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি কিংবা শ্রমণ পরিষদে উপস্থিত হই বিশারদের ন্যায় উৎকণ্ঠাহীন হয়ে উপস্থিত হই। ভন্তে, এই যে চার প্রকার সন্দৃষ্টিক দানফল ভগবান কর্তৃক আখ্যাত হয়েছে, তৎ বিষয়াদির জন্য আমি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। আমি তা পূর্বেই জ্ঞাত আছি। কিন্তু ভন্তে, ভগবান যখন আমাকে এরূপ বললেন যে 'সিংহ, দানপতি দায়ক কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।' তখন আমি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হই। কারণ তা আমি পূর্বে জানতাম না।"

'হে সিংহ, ইহা তদ্রুপই, সিংহ, ইহা তদ্রুপই যে, দানপতি দায়ক

---

[১]। 'কর্মসম্পাদক' বলতে এখানে ধর্মীয় কর্ম সম্পাদনার কথাই গ্রহণীয়।

কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।”

‘দানপতি হয় প্রিয় ভজেন বহু জনে,
কীর্তি হয় প্রবর্ধিত যশ ক্ষণে ক্ষণে।
বিশারদ দানপতি নর অমৎসরী,
প্রবেশ করেন পরিষদে হয়ে উদ্যমী।
সেইহেতু দান কার্য করেন পণ্ডিত,
মাৎসর্যমল ত্যাগে হয় সুখে প্রতিষ্ঠিত।
দীর্ঘকাল থাকেন তারা স্বর্গে অধিষ্ঠিত,
দেবমাঝে রমিত হয়ে থাকে পুলকিত।
অবকাশ ও কৃত-কুশলে চ্যুত হয়ে তারা,
নিজ প্রভায় ভ্রমেন সদা নন্দনে[১] ওরা।
পঞ্চ কামগুণে তারা হয়ে সমর্পিত,
নন্দিত ও রমিত হয় অতি প্রমোদিত।
সুগতের সেরূপ বাক্য করে স্মরণ,
রমিত হয় স্বর্গলোকে বুদ্ধ শিষ্যগণ।’

সিংহসেনাপতি সূত্র সমাপ্ত

৫. দানের সুফল সূত্র

৩৫.১. ‘হে ভিক্ষুগণ, দানের আনিশংস পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়; ধার্মিক ও সৎপুরুষেরা ভজনা করেন; কল্যাণ-কীর্তি শব্দ প্রচার হয়; সে গৃহীধর্ম[২] হতে চ্যুত হয় না; এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে দানের আনিশংস।”

‘যথাযথ মার্গ সদা করে অনুস্মরণ;
দানকারী প্রিয় হয় শ্রেষ্ঠ অনুস্মরণ।
আত্মজয়ী সৎপুরুষেরা ভজেন তাকে;
দুঃখক্ষয়ী ধর্মদেশনা করেন তাকে।

---

[১]। ‘নন্দন’ বলতে এখানে সুগতি স্বর্গলোকের ‘নন্দনকানন’ নামক প্রমোদ উদ্যানকেই বুঝানো হচ্ছে।

[২]। অর্থকথামতে, ‘গৃহীধর্ম’ বলতে পঞ্চশীলকে বুঝানো হয়েছে।

আসববিহীন হয় সে জ্ঞাত হয়ে ধর্ম;
নির্বাপিত হয়ে বুঝে লোকোত্তরের মর্ম।'
দানের সুফল সূত্র সমাপ্ত

৬. কালদান সূত্র

৩৬.১. 'হে ভিক্ষুগণ, উপযুক্ত সময়ে দান পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. আগন্তুককে দান দেয়া, গমিক বা গমনকারীকে দান দেয়া, অসুস্থকে দান দেয়া, দুর্ভিক্ষের সময়ে দান দেয়া এবং যে-সকল নতুন শস্য ও অগ্রফল আছে, তা প্রথমে শীলবানদের প্রদান করা। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে উপযুক্ত সময়ে দান।"

'যথাকালে করেন দান অতি প্রজ্ঞাবান,
অমৎসরী বদান্য নামে তাই হন বাখান।
প্রসন্নচিত্তে যারা দান করে আর্যদের,
বিপুলত্ব প্রাপ্ত হয় দানফল তাদের।
অনুমোদন কর্তব্যাদি করে যারা সম্পাদন,
দক্ষিণা না কমে বাড়ে তাদের পুণ্য বিনোদন।
অকুণ্ঠিত চিত্তে তাই করহ সম্প্রদান,
যে পাত্রে দানহেতু ফল লভে অপ্রমাণ।
সেইরূপ কার্য যদি হয় সম্পাদিত,
পরলোকের জন্য পুণ্য হয় হস্তে প্রতিষ্ঠিত।'
কালদান সূত্র সমাপ্ত

৭. ভোজন সূত্র

৩৭.১. 'হে ভিক্ষুগণ, ভোজন দানকারী দায়ক প্রতিগ্রাহককে পঞ্চবিধ বিষয় দান করে। সেই পঞ্চবিধ বিষয় কী কী? যথা :

২. সে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল এবং প্রতিভান (বুদ্ধিমত্তা) দান করে। আয়ু দান করে সে দিব্য ও মনুষ্য আয়ু লাভ করে; বর্ণ দান করে সে দিব্য ও মনুষ্য বর্ণ লাভ করে; সুখ দান করে সে দিব্য ও মনুষ্য সুখ লাভ করে; বল দান করে সে দিব্য ও মনুষ্যবল লাভ করে; প্রতিভান দান করে সে দিব্য ও মনুষ্য প্রতিভান লাভ করে।

ভিক্ষুগণ, ভোজন দানকারী দায়ক প্রতিগ্রাহককে এই পঞ্চবিধ বিষয় দান

করে।”

‘আয়ু, বল, বর্ণ, সুখ, আর প্রতিভান,
পঞ্চ বিষয় সদা যিনি করেন দান;
সেরূপ মেধাবী দাতা লভে সুখত্রাণ।
আয়ু, বল, বর্ণ যিনি করেন অর্পণ,
সুখ ও প্রতিভান করিয়া সমর্পন;
হয় তিনি দীর্ঘায়ু যশবান অতি,
স্বর্গে জন্ম হয় তার পুণ্যপূত গতি।’

ভোজন সূত্র সমাপ্ত

৮. শ্রদ্ধা সূত্র

৩৮.১. ‘হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রদের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে যে-সকল ধার্মিক ও সৎপুরুষ আছেন, তারা অনুকম্পাকালে প্রথমেই শ্রদ্ধান্বিত হয়ে অনুকম্পা করে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে নহে; তারা উপস্থিত হওয়ার সময় প্রথমেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উপস্থিত হয়, বীতশ্রদ্ধ হয়ে নয়; তারা দান গ্রহণের সময় প্রথমেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে গ্রহণ করে, অশ্রদ্ধ হয়ে নহে; তারা ধর্মদেশনা করার সময় প্রথমেই শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ধর্মদেশনা করে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে নহে; শ্রদ্ধাবান কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ বিষয়ই হচ্ছে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রদের আনিশংস।

যেমন, ভিক্ষুগণ, পল্লী অঞ্চলের চতুর্মহাপথের সন্ধিস্থলে বৃহৎ নিগ্রোধবৃক্ষ (বটবৃক্ষ) থাকলে তা চর্তুদিকের সমস্ত পক্ষীদের প্রতিস্মরণ (আশ্রয়স্থল) হয়। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহুজন; যথা : ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাদের জন্য প্রতিস্মরণ হয়।”

‘শাখা, পত্র, ফল, মূল, অতি শোভনীয়,
বৃহৎ কাণ্ডযুক্ত দ্রুম হয় রমনীয়;
সেরূপ মহাবৃক্ষ নিশ্রয় হয় সদা,
চর্তুদিকের পক্ষী যত উড়ে সর্বদা।
ছায়াকামী, ফলকামী যত আছে পাখি,
ছায়া-ফল লাভে তারা হয় সদা সুখী;
মনোরম সম্মিলনে চিত্তানন্দময়,

মহাবৃক্ষ তাই পাখিদের মিলনালয়।
সেরূপই শীলবান শ্রদ্ধান্বিত নর,
নম্র, ভদ্র হয় সে দয়ার্দ্রময় ধীর;
কোমলমতি হয় আর বাক্যে সদাশয়,
পুণ্যপূত গুণে শ্রেষ্ঠ হয় অতিশয়।
সেইরূপ নরকে করে ভজনা তারা,
বীতরাগ-দ্বেষ-মোহ হয়েছেন যারা;
পুণ্যক্ষেত্র, আসবহীন, মার্গলাভীগণ,
দুঃখক্ষয়ী ধর্মকথা করে তাকে বর্ণন।
আসববিহীন হয় সে জ্ঞাত হয়ে ধর্ম,
নির্বাপিত হয়ে বুঝে লোকোত্তরের মর্ম।'

শ্রদ্ধা সূত্র সমাপ্ত

৯. পুত্র সূত্র

৩৯.১. 'হে ভিক্ষুগণ, পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করে মাতাপিতা পরিবারের মধ্যে পুত্র সন্তানের জন্ম ইচ্ছা করে। সেই পাঁচটি বিষয় কী কী? যথা :

২. সে আমাদের ভরণ-পোষণ করবে; আমাদের জন্য করণীয়াদি সম্পাদন করবে; কুলবংশ দীর্ঘদিন রক্ষা করবে; পৈতৃক সম্পত্তি যোগ্যতাবশে প্রাপ্ত হবে; এবং আমাদের মৃত্যুর পর প্রেতদের উদ্দেশ্যে দান করবে।

৩. ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করে মাতাপিতা পরিবারে পুত্র সন্তানের জন্ম ইচ্ছা করে।"

'পণ্ডিতগণ করে চিন্তা পঞ্চ বিষয় অতি,
পুত্র লাভের তরে তাই চিত্ত পায় গতি।
পুত্র মোদের করবে পরে ভরণ-পোষণ,
প্রয়োজনীয় কর্ম নিত্য করবে সম্পাদন।
কুলবংশ করবে রক্ষা দীর্ঘদিন ধরে,
পিতৃসম্পদ প্রাপ্ত হবে মোদের মৃত্যু পরে।
সর্বোপরি করবে পুত্র প্রেতোদ্দেশে দান,
সেই হেতুতে তখন মোরা লভিব সুখ ত্রাণ।
পণ্ডিতগণ করে চিন্তা উক্ত পঞ্চ বিষয়,
পুত্র লাভের তরে চিত্ত বেগ প্রাপ্ত হয়।
সেই কারণে শান্ত আর সৎপুরুষগণ,

কৃতজ্ঞ ও বাধিত থাকেন পুণ্যপূত মন।
মাতাপিতার গুণ তারা করে অনুস্মরণ,
নিত্য করে সেবা পূজা তাদের আমরণ;
উপকারীর প্রত্যুপকার করে নিরন্তন।
সেইরূপ মান্যকারী পালিত পুত্রগণ,
মাতাপিতাকে করে পোষণ অক্ষুণ্ণ মন;
যথাসময়ে করে তারা কুলবংশ রক্ষণ।
সেরূপ শীলবান, শ্রদ্ধাবান পুত্র যত আছে,
প্রশংসিত হয় তারা এ জগৎ মাঝে।'

পুত্র সূত্র সমাপ্ত

১০. মহাশাল সূত্র

৪০.১. 'হে ভিক্ষুগণ, পর্বতরাজ হিমালয়কে নিশ্রয় করে মহাশাল বৃক্ষাদি পঞ্চ বিষয়ে বর্ধনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. শাখা, পাতা, পল্লবগুচ্ছের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; বাকলের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; অঙ্কুর উদ্গামের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তরুমজ্জার বহির্ভাগের কাঠের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মূল সারাংশের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, পর্বতরাজ হিমালয়কে নিশ্রয় করে মহাশাল বৃক্ষাদি এই পঞ্চ বিষয়ে বর্ধনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

৩. ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রকে নিশ্রয় করে পরিবারের সদস্যেরা পঞ্চ বিষয়ে বর্ধনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই পঞ্চ কী কী? যথা : শ্রদ্ধার মাধ্যমে বর্ধিত হয়; শীলের মাধ্যমে বর্ধিত হয়; শ্রুত বা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বর্ধিত হয়; বদান্যতার মাধমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এবং প্রজ্ঞার দ্বারা বর্ধিত হয়। ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রকে নিশ্রয় করে পরিবারের সদস্যেরা এই পঞ্চ বিষয়ে বর্ধনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।"

'শিলাময় পর্বত যেমন উচ্চ অতিশয়;
অবস্থিত আছে তা মহারণ্যে মহাশয়,
বৃক্ষরাজি আছে অনেক সেই অরণ্যেতে;
বর্ধিত হয় সেসব অরণ্যের আশ্রয়েতে।
ঠিক সেরূপে— শীলবান কুলপুত্র হয় শ্রদ্ধান্বিত অতি;
তার ছায়াতে বর্ধিত হয় স্ত্রী, পুত্র-জ্ঞাতি,
আছে যত পোষ্য আর বন্ধু-বান্ধবগণ;

সকলে হয় পালিত তার পুণ্যপূত মন।
সেরূপ শীলবানের শীল আর ত্যাগগুণ,
সুচরিত কর্মাদি যারা দেখে সর্বক্ষণ;
তাদৃশ বিচক্ষণেরা আচরিয়া সেই ধর্ম,
নন্দিত হয় দেবলোকে পুণ্যপূত কর্ম;
সুগতি মার্গগামী ধর্ম করে অনুস্মরণ,
মোদিত হয় তথায়, সুখ লভে অনুক্ষণ।”

মহাশাল সূত্র সমাপ্ত

সুমন বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

সুমন, চুন্দী, উগ্রহ আর সিংহ সেনাপতি,
দান, অনিশংস আর কালদানাদি;
ভোজন সূত্র, শ্রদ্ধা সূত্র হলো বিবৃত,
পুত্র এবং মহাশাল মিলে দশে নিবদ্ধ;
এরূপে সুমন বর্গ হলো সমাপিত।

৫. মুণ্ডরাজ বর্গ

১. গ্রহণীয় সূত্র

৪১.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২. ‘হে গৃহপতি, ভোগ্য বিষয় লাভের জন্য পাঁচটি কারণ বিদ্যমান। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? এক্ষেত্রে, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক উত্থানশক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মত লাভ করে। সে নিজেকে সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকভাবে সুখকে ধারণ করে। মাতাপিতাকে সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকভাবে সুখকে ধারণ

করে। এবং সে স্বীয় পুত্র, স্ত্রী, দান, শ্রমিক ও লোকদের সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকভাবে সুখকে ধারণ করে। ইহা হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের প্রথম কারণ।

পুনশ্চ, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক উত্থানশক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মত লাভ করে। সে মিত্র-অমাত্যদের সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকভাবে সুখকে ধারণ করে। ইহা হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের দ্বিতীয় কারণ।

পুনশ্চ, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক উত্থানশক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মত লাভ করে। যে-সকল আপদ; যথা : অগ্নি, জল, রাজা, চোর, শত্রু এবং ধনাধিকারী জ্ঞাতি (দায়াদ) হতে সম্ভাব্য বিপদ হতে নিরাপদ হয়। এবং সে নিরাপদে নিজ বিষয়াদি সংরক্ষণ করে। ইহা হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের তৃতীয় কারণ।

পুনশ্চ, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক উত্থানশক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মত লাভ করে। সে পঞ্চবিধ উদ্দেশ্যে দানকারী হয়। যথা : জ্ঞাতি, অতিথি, পূর্বপ্রেত, রাজা এবং দেবতার উদ্দেশ্যে দানকারী হয়। ইহা হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের চতুর্থ কারণ।

পুনশ্চ, গৃহপতি, আর্যশ্রাবক উত্থানশক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মত লাভ করে। যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আত্মাভিমান ও প্রমাদ হতে প্রতিবিরত; ক্ষান্তি ও অমায়িকতায় প্রতিষ্ঠিত; যারা প্রত্যেকে আত্মদমন করে, নিজেকে শান্ত ও নির্বাপিত করে সেইরূপ স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ক ও স্বর্গলাভে সহায়ক শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের আর্যশ্রাবক শ্রেষ্ঠ দানে স্থাপিত করে। ইহা হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের পঞ্চম কারণ। গৃহপতি, এই পাঁচটি হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের কারণ।

৩. হে গৃহপতি, যদি পাঁচটি কারণ রক্ষণকালে আর্যশ্রাবকের ভোগ্য বিষয় পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তখন তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—'আদৌ ভোগ্য বিষয় লাভের জন্য আমি সেসব কারণ রক্ষা করছি। তবুও আমার ধন পরিক্ষয় হচ্ছে।' এরূপে সে মনস্তাপ প্রাপ্ত হয় না।

৪. হে গৃহপতি, যদি পাঁচটি কারণ রক্ষণকালে আর্যশ্রাবকের ভোগ্য বিষয় অভিবৃদ্ধি হয়; তখন তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—'সত্যিই, ভোগ্য বিষয় লাভের জন্য আমি সেসব কারণ রক্ষা করছি এবং আমার ধনও বর্ধিত হচ্ছে।' এরূপে সে উভয় ঘটনায় মনস্তাপহীন হয়।"

'ভুক্ত, ভোগ্য, দাস, ভৃত্য আরও বিভাজন,
এই পঞ্চ আপদ মম তাই ম্লান বদন;
পূজিত, শীলবান,আর ব্রহ্মচারী যত,
পঞ্চ দান ও ঊর্ধ্বাগ্র দক্ষিণা হয় প্রাপ্ত।
ভোগ্য বিষয় আছে যত জগৎ কান্তারে,
গৃহপতি পণ্ডিতগণ যাহা কামনা করে;
সে বিষয় অর্জিত হয় অনায়াসে মম,
অনুতাপহীন রই তাতে হয়ে অসম।
আর্যধর্মে স্থিত জন এরূপে করে মূল্যায়ণ,
ইহধামে প্রশংসিত হয় সুখীত মন;
পরলোকে প্রমোদিত থাকে প্রফুল্ল বদন।"

গ্রহণীয় সূত্র সমাপ্ত

২. সৎপুরুষ সূত্র

৪২.১. 'হে ভিক্ষুগণ, যখন পরিবারে সৎপুরুষ জন্মগ্রহণ করে তা বহুজনের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়। তা মাতাপিতাদের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়। পুত্র-স্ত্রীর মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়। দাস, শ্রমিক ও লোকদের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়। মিত্র-অমাত্যদের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয় এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়।

২. যেমন ভিক্ষুগণ, উত্তমরূপে বৃষ্টিপাত হলে তা সকল প্রকার শস্যের পরিপক্কতা আনয়ন করে। যা বহুজনের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, যখন পরিবারে কোনো সৎপুরুষ জন্মগ্রহণ করে তা বহুজনের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়।"

'সৎপুরুষ আছে যত জগৎ কান্তারে,
বহুজনের তরে ধন অন্বেষণ করে।
বহুশ্রুত, ধার্মিক সেতো যশস্বী সর্বথা,
সেরূপ ধর্মাচারীকে করে রক্ষা দেবতা।
ধর্মে কর্মে হয় সে নিপুণ অতিশয়,

ধর্মেতে হয় স্থিত আর শীলাচারময়।
সত্যবাদী, ধর্মভীরু, পুণ্যেতে মতি তার,
জম্বুনদ স্বর্ণ তুল্য সে পুণ্যপুরুষ সার;
ত্রিলোকেতে আছে কে দোষ দিবার তাহার।
দেবগণ আছে যত করে প্রশংসা,
ব্রহ্মারাও করে তাকে নন্দিত সদা।"

সৎপুরুষ সূত্র সমাপ্ত

৩. ইষ্ট সূত্র

৪৩.১. অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২. 'হে গৃহপতি, জগতের মধ্যে এই পাঁচটি বিষয় ইষ্ট (আনন্দদায়ক), কান্ত (প্রিয়) ও মনোজ্ঞ; কিন্তু দুর্লভ। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৩. গৃহপতি, জগতের মধ্যে আয়ু (দীর্ঘায়ু) হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ; কিন্তু দুর্লভ। জগতে বর্ণ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ; কিন্তু দুর্লভ। জগতে সুখ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ; কিন্তু দুর্লভ। জগতে যশ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ; কিন্তু দুর্লভ। জগতে স্বর্গ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ; কিন্তু দুর্লভ। গৃহপতি, জগতের মধ্যে এই পাঁচটি বিষয় ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ; কিন্তু দুর্লভ।

৪. গৃহপতি, আমি বলি—জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ; কিন্তু দুর্লভ এই পঞ্চবিধ বিষয় যাচঞাকরণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে লাভ করা যায় না। গৃহপতি, জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ; কিন্তু দুর্লভ এই পাঁচটি বিষয় যদি যাঞ্চা বা প্রার্থনার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব হতো, তাহলে কে-ই বা এখানে (এ জগতে) শুধুশুধু ক্ষয়প্রাপ্ত হবে?

৫. গৃহপতি, আয়ুকামী অর্হৎ আর্যশ্রাবকের পক্ষে আয়ু যাচঞা করা, অভিনন্দন করা কিংবা আয়ুসংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করা অনুচিত। গৃহপতি, আয়ুকামী অর্হৎ আর্যশ্রাবকের দ্বারা আয়ু লাভের সহায়ক পন্থা অনুস্মরণ করা কর্তব্য। আয়ু লাভের সহায়ক পন্থা অনুসৃত হলে তখন তা আয়ু প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। এবং সে দিব্য কিংবা মনুষ্য আয়ু লাভী হয়।

গৃহপতি, বর্ণকামী অর্হৎ আর্যশ্রাবকের পক্ষে বর্ণ যাচঞা করা, অভিনন্দন করা কিংবা বর্ণসংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করা অনুচিত। গৃহপতি, বর্ণকামী অর্হৎ আর্যশ্রাবকের দ্বারা বর্ণ লাভের সহায়ক পন্থা অনুস্মরণ করা কর্তব্য। বর্ণ

লাভের সহায়ক পন্থা অনুসৃত হলে তখন তা বর্ণ প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। এবং সে দিব্য কিংবা মনুষ্য বর্ণ লাভী হয়।

গৃহপতি, সুখকামী অর্হৎ আর্যশ্রাবকের পক্ষে সুখ যাচঞা করা, অভিনন্দন করা কিংবা সুখসংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করা অনুচিত। গৃহপতি, সুখকামী অর্হৎ আর্যশ্রাবকের দ্বারা সুখ লাভের সহায়ক পন্থা অনুস্মরণ করা কর্তব্য। সুখ লাভের সহায়ক পন্থা অনুসৃত হলে তখন তা সুখ প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। এবং সে দিব্য কিংবা মনুষ্যসুখ লাভী হয়।

গৃহপতি, যশকামী অর্হৎ আর্যশ্রাবকের পক্ষে যশ যাচঞা করা, অভিনন্দন করা কিংবা যশসংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করা অনুচিত। গৃহপতি, যশকামী অর্হৎ আর্যশ্রাবকের দ্বারা যশ লাভের সহায়ক পন্থা অনুস্মরণ করা কর্তব্য। যশ লাভের সহায়ক পন্থা অনুসৃত হলে তখন তা যশ প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। এবং সে দিব্য কিংবা মনুষ্য যশ লাভী হয়।

গৃহপতি, স্বর্গকামী অর্হৎ আর্যশ্রাবকের পক্ষে স্বর্গ যাচঞা করা, অভিনন্দন করা কিংবা স্বর্গসংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করা অনুচিত। গৃহপতি, স্বর্গকামী অর্হৎ আর্যশ্রাবকের দ্বারা স্বর্গ লাভের সহায়ক পন্থা অনুস্মরণ করা কর্তব্য। স্বর্গ লাভের সহায়ক পন্থা অনুসৃত হলে তখন তা স্বর্গ প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। এবং সে দিব্য কিংবা মনুষ্য স্বর্গ লাভী হয়।"

'আয়ু, বর্ণ, যশ, কীর্তি আর স্বর্গ কুলীনতা;
পুনঃপুন প্রার্থনাতে চায় শ্রেষ্ঠত্ব সদা।
অপ্রমাদ ও পুণ্যকার্য যা জগতে স্থিত;
পণ্ডিতেরা সদা তাতে, প্রশংসায় মুখরিত।
অপ্রমত্ত পণ্ডিতজন লভে সদা উন্নত,
উভয় অর্থে মহত্ত্ব যা হয়েছে প্রকাশিত;
ইহ ও পরলোকে তার মঙ্গল সুনিশ্চিত।
পণ্ডিত ও ধীর সে জন, জ্ঞানী অতিশয়;
হিতানুধারীরূপে উক্ত সে এ জগৎময়।'

ইষ্ট সূত্র সমাপ্ত

৪. মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী সূত্র

৪৪.১. একসময় ভগবান বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনে কূটাগার শালায় অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্নসময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-

চীবর নিয়ে যেখানে গৃহপতি উগ্গের[১] আবাস সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর গৃহপতি ভগবান সকাশে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি উগ্গ ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে, শালপুষ্প দ্বারা তৈরীকৃত যাগু[২] আমার মনোজ্ঞ খাদ্য। তাই ভগবান, আমাকে অনুকম্পাপূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পাপূর্বক গ্রহণ করলেন।

"ভন্তে, আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে, মিষ্টিরস দ্বারা রন্ধিত (সম্পূর্ণ কালো) শুকরের মাংস আমার প্রিয় খাদ্য। তাই ভগবান, আমাকে অনুকম্পাপূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পাপূর্বক গ্রহণ করলেন।

"ভন্তে, আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে, তৈলাক্ত নালি শাক আমার প্রিয় খাদ্য। তাই ভগবান, আমাকে অনুকম্পাপূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পাপূর্বক গ্রহণ করলেন।

"ভন্তে, আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে, বহু প্রকার সূপ ও ব্যঞ্জনসহ কালো দানামুক্ত শালীভাত আমার প্রিয়। তাই ভগবান, আমাকে অনুকম্পাপূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পাপূর্বক গ্রহণ করলেন।

"ভন্তে, আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে, কাশীতে[৩] প্রস্তুতকৃত বস্ত্রসমূহ আমার মনোজ্ঞ। তাই ভগবান, আমাকে অনুকম্পাপূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পাপূর্বক গ্রহণ করলেন।

---

[১]। ইনি বৈশালীর গৃহপতি। মনোজ্ঞ দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে ইনি বুদ্ধকর্তৃক ঘোষিত হয়েছিলেন। অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

[২]। শালপুষ্প দ্বারা তৈরীকৃত যাগু—শালপুষ্পের বৃন্ত, পাতা, আঁশ এবং ঘি-এর মধ্যে জিরা দিয়ে ইহা তৈরি করা হয়। বর্তমানে শ্রীলংকায় শাল বৃক্ষের বাকল বা ছাল ব্যবহার করতে দেখা যায়; তবে যাগু তৈরিতে নয়।

[৩]। কাশী—ষোলোটি মহাজনপদের মধ্যে এটি একটি। এর রাজধানী ছিল বারাণসী। সিল্ক কাপড়ের জন্য কাশী সুপ্রসিদ্ধ ছিল এবং কাশীবস্ত্র উপহার হিসাবে ছিল অত্যন্ত মূল্যবান।

"ভন্তে, আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে, মেষলোমের ন্যায় পশমী, পুষ্প-পরিশোভিত, কদলিমৃগচর্মের কম্বল, উপরে চাঁদোয়াযুক্ত এবং উভয়দিকে লোহিত কুশনযুক্ত পালঙ্ক আমার মনোজ্ঞ। অধিকন্তু, ভন্তে, আমরা ইহাও জানি যে 'ইহা ভগবানের উপযুক্ত (কপ্পিয়) নয়।' ভন্তে, ইহা আমার শত সহস্রাধিক মূল্যের উপযুক্ত চন্দনফলক। তাই ভগবান, আমাকে অনুকম্পাপূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পা করে গ্রহণ করলেন। অতঃপর ভগবান বৈশালীর গৃহপতি উগ্গকে এইরূপ অনুমোদনের মাধ্যমে আশীর্বাদ করলেন।

"মনোজ্ঞ, মনোরম যা করে দান পণ্ডিত;
সেহেতু লভে সে উত্তম, হয় সুখ বর্ধিত।
প্রত্যয়াদি নানাবিধ আর শয্যা-আচ্ছাদন;
অন্ন-পানীয় প্রদানে হয়, প্রফুল্ল মন।
নিষ্ঠ হয়ে দেয় দান আর প্রণোদিত চিত্তে;
উৎসর্গীকৃত, সুমুক্ত ও অগৃহীত চিত্তে।
জ্ঞাত হয়ে করে দান উত্তম অতিশয়;
ক্ষেত্রোপম অর্হৎ, মোহ করেছে যারা ক্ষয়।
এরূপ মনোরম দান করেন সুপণ্ডিত;
সেহেতু লভে উত্তম, হয় সুখে অধিষ্ঠিত।"

অতঃপর ভগবান গৃহপতি উগ্গকে এই অনুমোদন বাক্য দ্বারা আশীর্বাদ করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

অনন্তর বৈশালীর গৃহপতি উগ্গ অপর সময়ে কালগত হলেন। কালগত হয়ে গৃহপতি উগ্গ এক মনোময় কায় (দেবত্ব) প্রাপ্ত হলেন। সেই সময়ে ভগবান শ্রাবস্তীর সন্নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামের অবস্থান করছিলেন। অনন্তর দেবপুত্র উগ্গ রাত্রির অন্তিম যামে দিব্যজ্যোতিতে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত উগ্গ দেবপুত্রকে ভগবান এরূপ বললেন :

"হে উগ্গ, পূর্বের সেই আকাঙ্ক্ষা[১] আছে কি?"

"ভন্তে, আমার অভিপ্রায় সেরূপই আছে।"

---

[১]। 'পূর্বের সেই আকাঙ্ক্ষা' বলতে অর্হত্ত্ব লাভের বাসনাকে বুঝানো হচ্ছে।

অতঃপর ভগবান দেবপুত্র উগ্গকে এই গাথাটি ভাষণ করলেন :

"মনোময় দানকারী পায় মনোজ্ঞ সদা;
অগ্র বিষয় দানে লভে পুনগ্র সর্বদা।
সমদানে করে লাভ সদা উত্তম ফল;
শ্রেষ্ঠ-স্থান লভে তাতো শ্রেষ্ঠ দানের বল।
অগ্র আর উত্তম দাতা, শ্রেষ্ঠ দাতা যিনি;
দীর্ঘায়ু ও যশস্বী হন, জন্মে জন্মে তিনি।"

মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী সূত্র সমাপ্ত

৫. পুণ্যফল সূত্র

৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক; যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবতিত হয় (চালিত হয়)।

২. সেই পাঁচ প্রকার কী কী?

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু চীবর পরিভোগকালে অপ্রমাণ চিত্তের সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে; অপরিমেয় হয় তার পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক; যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পিণ্ডপাত পরিভোগকালে অপ্রমাণ চিত্তের সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে; অপরিমেয় হয় তার পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক; যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু বিহারে অবস্থানকালে অপ্রমাণ চিত্তের সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে; অপরিমেয় হয় তার পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক; যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু বিছানা ও কেদারা (চেয়ার) ব্যবহারকালে অপ্রমাণ চিত্তের সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে; অপরিমেয় হয় তার পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক; যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু রোগের সময় ওষুধ-পথ্যাদি পরিভোগকালে অপ্রমাণ

চিত্তের সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে; অপরিমেয় হয় তার পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক; যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।

৩. এই পঞ্চবিধ পুণ্যফল, কুশলফলে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের পক্ষে পুণ্যফল পরিমাপ করা সহজ নহে, যেমন : এই পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক; যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।' কিন্তু অসংখ্য ও অপ্রমেয় মহাপুণ্যফলও পরিমাপ করা সম্ভব।

যেমন, ভিক্ষুগণ, এরূপে মহাসমুদ্রের জল পরিমাপ করা সহজ নয়; যথা : 'এত পরিমাণ জলপাত্র, এত শত পরিমাণ জলপাত্র, এত সহস্র পরিমাণ জলপাত্র কিংবা এত শত সহস্র (লক্ষ) পরিমাণ জলপাত্র।' কিন্তু অসংখ্য, অপ্রমেয় মহাজলরাশিও পরিমাপ করা সম্ভব। ঠিক সেরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক; যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।' কিন্তু অসংখ্য ও অপ্রমেয় মহাপুণ্যফলও পরিমাপ করা সম্ভব।"

সুবৃহৎ, গভীর আর পরিমাপ অযোগ্য,
ভৈরব সাগরে আছে, ধনালয় অসংখ্য।
বহুজনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে;
ধাবমান হয় নদী তথা সমুদ্রালয়ে।
এরূপে যেবা করে দান, অন্ন, বস্ত্র, আসন;
শয্যা, আস্তরণ দিয়ে করে নর-কে ভজন।
সেইরূপ পণ্ডিত হয় পুণ্যধারা প্রাপ্ত;
নদী যেমন সাগরেতে সদা হয় যুক্ত।"

পুণ্যফল সূত্র সমাপ্ত

৬. সম্পদ সূত্র

৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, সম্পদ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা : শ্রদ্ধাসম্পদ, শীলসম্পদ, শ্রুতসম্পদ, ত্যাগসম্পদ এবং প্রজ্ঞাসম্পদ। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে পঞ্চবিধ সম্পদ।"

সম্পদ সূত্র সমাপ্ত

৭. ধন সূত্র

৪৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, ধন পাঁচ প্রকার। সেই পঞ্চ কী কী? যথা : শ্রদ্ধাধন, শীলধন, শ্রুতিধন, ত্যাগধন এবং প্রজ্ঞাধন।

২. হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাধন কিরূপ?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয়। সে তথাগতের বোধি বা পরম জ্ঞানের আস্থাশীল হয়—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধাধন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শীলধন কিরূপ?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়; অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়; মিথ্যাকামাচার হতে প্রতিবিরত হয়; মিথ্যা বাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হয়; এবং সুরা মেরেয় (পুষ্প ও ফলাসব) ও মদ্যাদি সেবন দ্বারা প্রমাদের কারণ হতে প্রতিবিরত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শীলধন।

৪. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতিধন কিরূপ?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়। যে-সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে, সেরূপ ধর্ম তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রুতধন।

৫. হে ভিক্ষুগণ, ত্যাগধন কিরূপ?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক মাৎসর্যমলহীন চিত্তে গৃহে বাস করে; মুক্তদানশীল, মুক্তহস্ত, অনুদানেরত, যাঞ্চাকারীর অনুনয়ে দান করতে প্রস্তুত এবং দান বিভাগে রত থাকে। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় ত্যাগধন।

৬. হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাধন কিরূপ?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। উদয়-বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যোচিত্ত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলা হয় প্রজ্ঞাধন। ভিক্ষুগণ, এ সকলই হচ্ছে পঞ্চবিধ ধন।"

'তথাগতের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা অবিচল;
প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা তাদের বিগত হয় মল।
আর্যগণের প্রশংসিত, মনোজ্ঞ তারা;

নির্মল শীল পালনে রত আছেন যারা।
যথাযথভাবে যে করে সংঘকে দর্শন;
সেহেতু লভে সে প্রসাদ, হয় পুণ্য বর্ধন।
অদরিদ্ররূপে তাকে করা যায় অভিহিত;
অব্যর্থ তার জীবনধারণ, এ লোকে সতত।
সেহেতু জ্ঞানীজন পালন করে অনুক্ষণ,
বুদ্ধের শাসন সদা করে অনুস্মরণ;
শ্রদ্ধা, শীল পালনে আর ধর্মে প্রসাদিত,
নিত্য থাকে যুক্ত তারা সে এ তিনে অবিরত।'

ধন সূত্র সমাপ্ত

৮. অলভ্যনীয় স্থান সূত্র

৪৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা লাভ করা সম্ভব নয়।

২. সেই পঞ্চ কী কী? যথা : 'জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ না করুক'—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত না করুক'—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন না করুক'—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত না করুক'—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ না করুক'—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।"

৩. ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে জরাধর্ম জীর্ণ করে। সে জরাধর্মে জীর্ণ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও জরাধর্ম জীর্ণ করছে। এবং যদি জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি

করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে জরাধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনকে ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করছে।' এবং যদি ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথ্‌গজনকে মরণধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণধর্মে মরণাপন্ন হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও মরণধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে মরণধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনকে ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে,

চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করছে। এবং যদি ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনকে নশ্বরধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও নশ্বরধর্ম বিনাশ করছে। এবং যদি নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

৪. হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে জরাধর্ম জীর্ণ করে। সে জরাধর্মে জীর্ণ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও জরাধর্ম জীর্ণ করছে। এবং যদি জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে জরাধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য

দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করছে। এবং যদি ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে মরণধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণধর্মে মরণাপন্ন হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও মরণধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে মরণধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে

ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করছে। এবং যদি ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে নশ্বরধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও নশ্বরধর্ম বিনাশ করছে। এবং যদি নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

হে ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।"

'শোক ও পরিদেবনে নাইতো কোনো ফল,
বিন্দুমাত্র লাভ নাই খরচ হয় বল।
শোককারীর দুঃখ জ্ঞাত হয়ে শত্রুগণ,

আনন্দিত হয় তারা থাকে প্রফুল্ল বদন।
কিন্তু যখন পণ্ডিত উত্তম বিচারজ্ঞ,
অকম্পিত থাকেন দুঃখে হয়ে অপ্রমত্ত।
নির্বিকার মুখচ্ছবি তার দেখে তখন,
দুঃখিত, দুর্মনা হয়ে শত্রুরা করে বিহরণ।
জপ, মন্ত্র, সুভাষণ ও দান প্রবেণী (রীতি-নীতি) দ্বারা
যত্র উত্তম তত্র উচিত পরাক্রম করা।
যদি সে হয় জ্ঞাত অতি উত্তমরূপে,
মম কিংবা অপরের ইহা সুলভ্য নহে।
তাহলে এরূপ চিন্তায় ধৈর্য ধরা উচিত,
কেন আমি কর্মাদিতে দিচ্ছি শ্রম তড়িৎ?'

অলভ্যনীয় স্থান সূত্র সমাপ্ত

৯. কোশল সূত্র

৪৯.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ[১] যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। (সেই সময়ে নাকি মল্লিকা দেবী[২] কালগত হলেন)। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি যেখানে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর কানের কাছে চুপি চুপি বললেন, 'দেব, মল্লিকা দেবী মৃত্যুবরণ করেছেন।' এরূপ বলার পর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দুঃখী, দুর্মনা, পতিতস্কন্ধ, অধোবদন এবং চিন্তা করতে করতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বসে রইলেন।

অতঃপর, ভগবান কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে দুঃখী, দুর্মনা, পতিতস্কন্ধ অধোবদন এবং চিন্তা করতে করতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে জ্ঞাত হয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে এরূপ বললেন :

২. "মহারাজ, এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য

---

[১]। ইনি ছিলেন কোশলরাজ্যের রাজা এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি মহাকোশল রাজার পুত্র ছিলেন। লিচ্ছবী মহালি ও মল্ল যুবরাজ বন্ধুলসহ প্রসেনজিৎ তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষা করেন।

[২]। মল্লিকাদেবী ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর প্রধান রাণী। তিনি ছিলেন কোশলের প্রধান বাগানমালীর সুদর্শনা ও গুণবতী কন্যা।

কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা লাভ করা সম্ভব নয়। সেই পঞ্চবিধ কী কী? যথা :

৩. 'জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ না করুক'—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত না করুক'—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন না করুক'—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত না করুক'—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ না করুক'—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।"

৪. "হে মহারাজ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনকে জরাধর্ম জীর্ণ করে। সে জরাধর্মে জীর্ণ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও জরাধর্ম জীর্ণ করছে। এবং যদি জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে জরাধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনকে ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করছে। এবং যদি ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত

হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনকে মরণধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণধর্মে আক্রান্ত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও মরণধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে মরণধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনকে ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করছে। এবং যদি ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনকে নশ্বরধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও নশ্বরধর্ম বিনাশ

করছে। এবং যদি নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

৫. হে মহারাজ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে জরাধর্ম জীর্ণ করে। সে জরাধর্মে জীর্ণ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও জরাধর্ম জীর্ণ করছে। এবং যদি জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে জরাধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করছে। এবং যদি ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো

(বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না,

পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে মরণধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণধর্মে মরণাপন্ন হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও মরণধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে মরণধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করছে।' এবং যদি ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন,

শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে নশ্বরধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও নশ্বরধর্ম বিনাশ করছে। এবং যদি নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

হে মহারাজ, জগতের মধ্যে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।"

'শোক ও পরিদেবনে নাইতো কোনো ফল,
বিন্দুমাত্র লাভ নাই খরচ হয় বল।
শোককারীর দুঃখ জ্ঞাত হয়ে শত্রুগণ,
আনন্দিত হয় তারা থাকে প্রফুল্ল বদন।
কিন্তু যখন পণ্ডিত উত্তম বিচারজ্ঞ,
অকম্পিত থাকেন দুখে হয়ে অপ্রমত্ত।
নির্বিকার মুখচ্ছবি তার দেখে তখন,
দুঃখিত, দুর্মনা হয়ে শত্রুরা করে বিহরণ।
জপ, মন্ত্র, সুভাষণ ও দান প্রবেণী দ্বারা,
যত্র উত্তম তত্র উচিত পরাক্রম করা।
যদি সে হয় জ্ঞাত অতি উত্তমরূপে,
মম কিবা অপরের ইহা সুলভ্য নহে।
তাহলে এরূপ চিন্তায় ধৈর্য ধরা উচিত,
কেন আমি কর্মাদিতে দিচ্ছি শ্রম তড়িৎ?,

কোশল সূত্র সমাপ্ত

১০. নারদ সূত্র

৫০.১. একসময় আয়ুষ্মান নারদ পাটলিপুত্রে[১] কুক্কুট আরামে[২] অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে মুণ্ডরাজার[৩] প্রিয়া ও আনন্দদায়িনী রাণী ভদ্রাদেবী মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে তার প্রিয়া ও মনোজ্ঞা ভদ্রাদেবীর মৃত্যুর দরুন স্নান না করে, মর্দন না করে, আহার গ্রহণ না করে এবং কর্মাদিতে নিযুক্ত না হয়ে রাত-দিন ভদ্রাদেবীর শরীরোপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইলেন। অতঃপর মুণ্ডরাজ কোষাধ্যক্ষ পিয়ককে ডেকে বললেন, "সৌম পিয়ক, ভদ্রাদেবীর শরীরকে লৌহময় তেলদ্রোণিতে (তৈলপাত্রে) রেখে অন্য একটি লৌহ পাত্র দ্বারা আবৃত্ত করো, তাহলে আমরা ভদ্রাদেবীকে দীর্ঘদিনব্যাপী দেখতে পারব।"

"তথাস্তু দেব," এরূপ বলে কোষাধ্যক্ষ পিয়ক রাজার নিকট সম্মতি জ্ঞাপন করে ভদ্রাদেবীর শরীরটি লৌহময় তেলদ্রোণিতে রেখে অপর একটি লৌহপাত্র দ্বারা আবৃত করলেন।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ পিয়ককের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো—'এখন মুণ্ডরাজার প্রিয়া ও মনোজ্ঞা ভদ্রাদেবী কালগত হয়েছেন। সে তার প্রিয়া ও মনোজ্ঞা ভদ্রাদেবীর মৃত্যুর দরুন স্নান না করে, মর্দন না করে, আহার গ্রহণ না করে এবং কর্মাদিতে নিযুক্ত না হয়ে রাত-দিন ভদ্রাদেবীর শরীরোপরে মূর্ছিত হয়ে পরে আছেন। যদি মুণ্ডরাজা শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হন, তাহলে ধর্মকথা শ্রবণ করে হয়তো তার শোকশল্য উৎপাটিত হবে!'

অতঃপর পুনঃ কোষাধ্যক্ষ পিয়কের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো—'আয়ুষ্মান নারদ নিকটস্থ পাটলিপুত্রে কুক্কুট আরামে অবস্থান করছেন। সেই আয়ুষ্মান নারদের নাকি এরূপ কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচারিত হয়েছে যে 'তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান, মেধাবী, বহুশ্রুত, বিচিত্র বক্তা, কল্যাণ উৎসুক, জ্ঞানী এবং

---

[১]। পাটলিপুত্র মগধরাজ্যের অন্তর্গত ছিলেন এবং এর অবস্থান ছিল আধুনিক পাটনার সন্নিকটে। বুদ্ধ তার পরিনির্বাণের পূর্বে এখানে এসেছিলেন। ইহা ছিল পাটলিগ্রাম নামে সুপরিচিত কেবল একটিমাত্র গ্রাম।

[২]। কুক্কুট আরামে—ইহা পাটলিপুত্রের অন্তর্গত কানন। বহুপূর্ব হতে ইহা ভিক্ষুদের আবাসস্থলরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। মহাবর্গে উল্লেখ আছে : নিলবাসি, সানবাসি গোপাক, ভৃগু, ফলিকসণ্ড প্রমুখ স্থবিরগণ এই স্থানে বাস করতেন।

[৩]। মুণ্ডরাজা—ইনি ছিলেন মগধের রাজা অজাতশত্রুর প্রপৌত্র এবং অনুরুদ্ধের পুত্র। ইনি নিজ পিতা অনুরুদ্ধকে হত্যা করে সিংহাসনে আসেন। কিন্তু পরিণতিতে নিজ পুত্র নাগদাসক কর্তৃক হত হন।

অর্হত্ত্বলাভী।' যদি তাই হয়, তাহলে মুণ্ডরাজা যদি আয়ুষ্মান নারদ ভন্তের নিকট গমন করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আয়ুষ্মান নারদ ভন্তের ধর্মকথায় স্বীয় শোকশল্য পরিত্যাগ করতে পারবেন।'

অনন্তর কোষাধ্যক্ষ পিয়ক যেখানে মুণ্ডরাজা সেখানে উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে মুণ্ডরাজাকে এরূপ বললেন, "আয়ুষ্মান নারদ নিকটস্থ পাটলিপুত্রে কুক্কুট আরামে অবস্থান করছেন। সেই আয়ুষ্মান নারদের নাকি এরূপ কল্যাণ, কীর্তিশব্দ প্রচারিত হয়েছে যে 'তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান, মেধাবী, বহুশ্রুত, বিচিত্র বক্তা, কল্যাণ উৎসুক, জ্ঞানী এবং অর্হত্ত্বলাভী।' যদি দেব আয়ুষ্মান নারদ ভন্তের নিকট গমন করেন, তাহলে নিশ্চয়ই দেব আয়ুষ্মান নারদ ভন্তের ধর্মকথা শুনে শোকশল্য উৎপাটিত করতে পারবেন।"

"তাহলে সৌম্য পিয়ক, আয়ুষ্মান নারদ ভন্তেকে জ্ঞাপন কর। এবং তিনি চিন্তা করলেন—'মাদৃশ রাজার পক্ষে পূর্বে না জানিয়ে রাজ্যে বসবাসরত একজন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট গমন করা কী উচিত!'"

"তথাস্তু দেব," বলে কোষাধ্যক্ষ পিয়ক মুণ্ডরাজাকে সম্মতি জানিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান নারদকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কোষাধ্যক্ষ পিয়ক আয়ুষ্মান নারদকে এরূপ বললেন, মুণ্ডরাজার প্রিয়া ও মনোজ্ঞা ভদ্রাদেবী কালগত হয়েছেন। সে তার প্রিয়া ও মনোজ্ঞা ভদ্রাদেবীর মৃত্যুর দরুন স্নান না করে, মর্দন না করে, আহার গ্রহণ না করে এবং কর্মাদিতে নিযুক্ত না হয়ে রাত-দিন ভদ্রাদেবীর শরীরোপরে মূর্ছিত হয়ে পরে আছেন। ইহা উত্তম হয়, ভন্তে, যদি আপনি মুণ্ডরাজাকে সেইরূপ ধর্মদেশনা করেন যাতে মুণ্ডরাজা আপনার নিকট ধর্মকথা শুনে স্বীয় শোকশল্য উৎপাটিত করতে পারেন।"

"হে পিয়ক, রাজামুণ্ড যদি মনে করেন তাহলে এখনই যথোপযুক্ত সময়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ পিয়ক আসন হতে উঠে আয়ুষ্মান নারদকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে মুণ্ডরাজার সমীপে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে মুণ্ডরাজাকে এরূপ বললেন, "দেব, আয়ুষ্মান নারদ ভন্তের সাথে মিলিত হওয়ার অবকাশ আছে। এখন আপনি যদি যথাযথ সময় মনে করেন।"

"তাহলে, সৌম্য পিয়ক, উত্তম উত্তম বাহন প্রস্তুত কর।"

"তথাস্তু দেব," বলে কোষাধ্যক্ষ পিয়ক মুণ্ডরাজাকে সম্মতি প্রকাশ করে উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত করায়ে মুণ্ডরাজাকে এরূপ বললেন :

"দেব, উত্তম উত্তম যান যুক্ত করা হয়েছে। এখন দেব যথাসময় মনে

করেন।”

অতঃপর মুণ্ডরাজ উত্তম যানে অভিরোহণ করে অন্যান্য উত্তম উত্তম যানের সাথে আয়ুষ্মান নারদ ভন্তেকে দর্শনের জন্য মহতী রাজানুভবে কুক্কুটারামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অতঃপর যতদূর যানে যাওয়া সম্ভব ততদূর যান দ্বারা গমন করে, যান হতে অবতরণপূর্বক পদব্রজে আরামে প্রবেশ করলেন। তার পর মুণ্ডরাজা যেখানে আয়ুষ্মান নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান নারদকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মুণ্ডরাজাকে আয়ুষ্মান নারদ এরূপ বললেন :

২. “হে মহারাজ, এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা লাভ করা সম্ভব নয়। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

৩. ‘জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ না করুক’—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

‘ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত না করুক’—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

‘মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন না করুক’—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

‘ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত না করুক’—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

‘নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ না করুক’—এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।”

৪. “হে মহারাজ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনকে জরাধর্ম জীর্ণ করে। সে জরাধর্মে জীর্ণ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে ‘শুধুমাত্র জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও জরাধর্ম জীর্ণ করছে। এবং যদি জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।’ সেহেতু সে জরাধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—‘অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে

নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করছে। এবং যদি ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে মরণধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণধর্মে আক্রান্ত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও মরণধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে মরণধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করছে। এবং যদি ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত

হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে নশ্বরধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে 'শুধুমাত্র নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও নশ্বরধর্ম বিনাশ করছে। এবং যদি নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহপ্রাপ্ত হয়। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

৫. হে মহারাজ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে জরাধর্ম জীর্ণ করে। সে জরাধর্মে জীর্ণ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও জরাধর্ম জীর্ণ করছে। এবং যদি জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে জরাধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করে। সে

ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ব্যাধিধর্ম আক্রান্ত করছে। এবং যদি ব্যাধিধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ব্যাধিধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে মরণধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণধর্মে মরণাপন্ন হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও মরণধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে মরণধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও ক্ষয়ধর্ম ক্ষয়িত করছে।' এবং যদি ক্ষয়ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো,

পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ক্ষয়ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে নশ্বরধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা : 'শুধুমাত্র নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে-সকল সত্ত্ব আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরও নশ্বরধর্ম বিনাশ করছে। এবং যদি নশ্বরধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হবো, পরিশ্রান্ত হবো, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হবো (বুদ্ধিভ্রষ্ট হবো), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হবো না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে নশ্বরধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না এবং সম্মোহপ্রাপ্ত হয় না। মহারাজ, ইহাকে বলা হয়—'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

হে মহারাজ, জগতের মধ্যে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।"

'শোক ও পরিদেবনে নাইতো কোনো ফল,
বিন্দুমাত্র লাভ নাই খরচ হয় বল।
শোককারীর দুঃখ জ্ঞাত হয়ে শত্রুগণ,
আনন্দিত হয় তারা থাকে প্রফুল্ল বদন।
কিন্তু যখন পণ্ডিত উত্তম বিচারজ্ঞ,
অকম্পিত থাকেন দুঃখে হয়ে অপ্রমত্ত।
নির্বিকার মুখচ্ছবি তার দেখে তখন,

দুঃখিত, দুর্মনা হয়ে শত্রুরা করে বিহরণ।
জপ, মন্ত্র, সুভাষণ ও দান প্রবেণী দ্বারা,
যত্র উত্তম তত্র উচিত পরাক্রম করা।
যদি সে হয় জ্ঞাত অতি উত্তমরূপে,
মম কিবা অপরের ইহা সুলভ্য নহে।
তাহলে এরূপ চিন্তায় ধৈর্য ধরা উচিত,
কেন আমি কর্মাদিতে দিচ্ছি শ্রম তড়িৎ?'

এই রূপ উক্ত হলে মুণ্ডরাজা আয়ুষ্মান নারদ ভন্তেকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, এই ধর্মপর্যায়ের কী নাম?"

"মহারাজ, এই ধর্মপর্যায়ের নাম হচ্ছে শোকশল্য উৎপাদন।"

"নিঃসন্দেহে, ভন্তে, শোকশল্য উৎপাটন, ভন্তে, এই ধর্মপর্যায় শ্রবণ করে আমার শোকশল্য প্রহীন হয়েছে।"

অনন্তর মুণ্ডরাজা কোষাধ্যক্ষ পিয়ককে বললেন, "তাহলে, সৌম্য পিয়ক, ভদ্রাদেবীর শরীরকে দাহ কর এবং স্মৃতিস্তূপ তৈরি কর। এখন হতে আমরা স্নান করব, পরিমর্দন করব, আহার গ্রহণ করব এবং কর্মাদিতে নিযুক্ত হবো।"

নারদ সূত্র সমাপ্ত

মুণ্ডরাজ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

গ্রহণীয়, সৎপুরুষ ও ইষ্ট, মনাপদায়ী,
পুণ্যফল, সম্পদ, ধন, অলভ্য বিষাদি,
অষ্টসহ কোশল, নারদ হলো বিবৃত,
দশে মিলে মুণ্ডরাজ বর্গ হলো সমাপ্ত।

প্রথম পঞ্চাশক সমাপ্ত।

*** ***

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

(৬) ১. নীবরণ বর্গ

১. আবরণ সূত্র

৫১.১. আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার আবরণ-নীবরণ যা চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বলতর করে। পঞ্চ কী কী? যথা :

৩. ভিক্ষুগণ, কামচ্ছন্দরূপ আবরণ-নীবরণ চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে; ব্যাপাদ রূপ আবরণ-নীবরণ চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে; আলস্য-তন্দ্রারূপ আবরণ-নীবরণ চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে; ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যরূপ আবরণ-নীবরণ চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে; বিচিকিৎসা বা সন্দেহরূপ আবরণ-নীবরণ চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার আবরণ-নীবরণ যা চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে।

৪. ভিক্ষুগণ, চিত্তের উপর আরূঢ় ও প্রজ্ঞাকে দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ আবরণ-নীবরণ হতে যে ভিক্ষু মুক্ত নহে; সে বলহীন ও দুর্বল প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে আত্মহিত করবে, পরহিত করবে কিংবা উভয় হিতে প্রতিপন্ন হবে এবং লোকোত্তর ধর্ম তথা অর্হত্ত্বজ্ঞান দর্শন করবে, তা অসম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বত হতে সৃষ্ট নদী দূরগামী, স্রোতস্বিনী এবং হরণকারীনি হয়। তথায় যদি কোনো ব্যক্তি জলস্রোতের মুখ উভয় পার্শ্ব হতে (লাঙ্গল দ্বারা) খনন করে; তাহলে ভিক্ষুগণ, জলস্রোত মধ্য নদীতে বিক্ষিপ্ত হবে, ছড়িয়ে পড়বে, পার্শ্ব পরিবর্তিত হবে, তা দূরগামী হবে না, স্রোতের বেগ কমে যাবে এবং অন্য কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম হবে। ঠিক সেরূপেই, ভিক্ষুগণ, চিত্তের উপর আরূঢ় ও প্রজ্ঞাকে দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ আবরণ-নীবরণ হতে যে ভিক্ষু মুক্ত নহে; সে বলহীন ও দুর্বল প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে আত্মহিত করবে, পরহিত করবে কিংবা উভয় হিতে প্রতিপন্ন হবে এবং লোকোত্তর ধর্ম তথা অর্হত্ত্বজ্ঞান দর্শন করবে, তা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, চিত্তের উপর আরূঢ় ও প্রজ্ঞাকে দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ আবরণ-নীবরণ হতে যে ভিক্ষু মুক্ত, সে বলবতী প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে আত্মহিত করবে, পরহিত করবে, কিংবা উভয় হিতে প্রতিপন্ন হবে এবং লোকোত্তর ধর্ম তথা অর্হত্ত্বজ্ঞান দর্শন করবে, তা সম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বত হতে সৃষ্টি নদী দূরগামী, স্রোতস্বিনী এবং হরণকারীনি হয়। তথায় যদি কোনো ব্যক্তি জলস্রোতের মুখ উভয় পার্শ্ব হতে আবৃত করে; তাহলে, ভিক্ষুগণ, জলস্রোত মধ্য নদীতে বিক্ষিপ্ত হবে না, ছড়িয়ে পড়বে না, পার্শ্ব পরিবর্তিত হবে না, তা দূরগামী, স্রোতস্বিনী এবং হরনকারীনি হবে। ঠিক সেরূপে, ভিক্ষুগণ, চিত্তের উপর আরূঢ় ও প্রজ্ঞাকে দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ আবরণ-নীবরণ হতে যে ভিক্ষু মুক্ত, সে বলবতী প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে আত্মহিত করবে, পরহিত করবে, কিংবা উভয় হিতে প্রতিপন্ন হবে এবং লোকোত্তর ধর্ম তথা অর্হত্ত্বজ্ঞান দর্শন করবে, তা সম্ভব।"

আবরণ সূত্র সমাপ্ত

২. অকুশলরাশি সূত্র

৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ নীবরণের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে 'ইহা অকুশলরাশি।' প্রকৃতপক্ষে, ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণ অকুশলরাশি হচ্ছে এই পঞ্চ নীবরণ।

২. সেই পঞ্চ কী কী? যথা : কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, আলস্য-তন্দ্রা নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ এবং বিচিকিৎসা নীবরণ।

ভিক্ষুগণ, পঞ্চ নীবরণের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে 'ইহা অকুশলরাশি।' প্রকৃতপক্ষে, ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণ অকুশলরাশি হচ্ছে এই পঞ্চ নীবরণ।"

অকুশলরাশি সূত্র সমাপ্ত

৩. প্রধানের অঙ্গ সূত্র

৫৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে প্রধান বা প্রচেষ্টার অঙ্গ। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়। সে তথাগতের বোধি বা পরম জ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল হয়—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।'

সে নীরোগ ও দুঃখহীন হয়, হজম শক্তিসম্পন্ন হয় এবং অত্যধিক শীতোষ্ণ নহে অধিকন্তু মধ্যম শীতোষ্ণ হয়।

সে শঠতাহীন এবং অমায়াবী হয়। এবং শাস্তা কিংবা বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদের নিকট নিজেকে যথাযথরূপে প্রকাশ করে।

সে আরব্ধবীর্য বা উদ্যোগী হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণের ও কুশলধর্ম অর্জনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে।

সে প্রজ্ঞাবান হয়। উদয়-বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন হয় এবং সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়গামীনি আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে প্রচেষ্টার অঙ্গ।"

প্রধানের অঙ্গ সূত্র সমাপ্ত

৪. সময় সূত্র

৫৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য অসময়। পঞ্চ কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জীর্ণ ও জরায় পরাভূত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য প্রথম অসময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ব্যাধিগ্রস্ত এবং ব্যাধি দ্বারা পরাভূত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য দ্বিতীয় অসময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দুর্ভিক্ষ হয়। শস্য মন্দা হয়, পিণ্ড লাভ করাও কঠিন হয়। এবং উঞ্ছাবৃত্তির[১] মাধ্যমে জীবনধারণ করাও দুষ্কর হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য তৃতীয় অসময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দস্যুদের আক্রমণে ভয় উৎপন্ন হয় এবং রাজবাসী তাই তাদের যানে আরূঢ় হয়ে অন্যত্র গমন করে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য চতুর্থ অসময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘ ভিন্ন হয়। সংঘ ভিন্ন হওয়ায় একে অপরকে আক্রোশ করে, পরিভাষণ বা নিন্দা করে, অবরোধ করে এবং পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করে। সেহেতু অপ্রসন্নরা প্রসাদিত হয় না এবং প্রসন্নদের কারও কারও মনে বিপরীতভাব উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য পঞ্চম অসময়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য অসময়।

---

[১]। 'উঞ্ছবৃত্তি' বলতে পিণ্ডচরণকে বুঝানো হয়েছে। (অর্থকথা)।

২. হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে বীর্যারম্ভ বা প্রচেষ্টা করার জন্য উপযুক্ত সময়। **পঞ্চ কী কী? যথা :**

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বালক হয়, পূর্ণ যুবক, কালকেশধারী, উত্তম যৌবনে সমৃদ্ধ এবং যৌবনের প্রথম বয়সে উপনীত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য প্রথম সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নীরোগী ও অল্পাতঙ্ক হয়, হজমশক্তিসম্পন্ন হয় এবং অত্যধিক শীতোষ্ণ নহে, অধিকন্তু মধ্যম শীতোষ্ণে প্রধানক্ষম (অধিক সহনশীল) হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য দ্বিতীয় সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সুভিক্ষ হয়, সুশস্য হয়, পিণ্ডও সুলভ্য হয় এবং উঞ্ছাবৃত্তির মাধ্যমে জীবনধারণ সুখকর হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য তৃতীয় সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, জনগণেরা একতাবদ্ধ হয়, প্রীতি-সম্ভাষণে রত হয়, অবিবাদের রত হয় এবং ক্ষীর ও জলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে প্রিয়দৃষ্টিতে দেখে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য চতুর্থ সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘ একতাবদ্ধ হয়, প্রীতি-সম্ভাষণে রত হয়, একই শিক্ষানুসারী হয়ে সুখে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘের একতার দরুন একে অপরকে আক্রোশ করে না, পরিভাষণ করে না, অবরোধ করে না এবং পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগও করে না। সেহেতু অপ্রসন্নরা প্রসাদিত হয় এবং প্রসন্নরাও অত্যধিক প্রসন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য পঞ্চম সময়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে বীর্যারম্ভ বা প্রচেষ্টা করার জন্য উপযুক্ত সময়।”

সময় সূত্র সমাপ্ত

৫. মাতাপুত্র সূত্র

৫৫.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে ভিক্ষুণী এবং ভিক্ষুরূপে মাতা ও পুত্র শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করছিলেন। তারা একে অপরকে সর্বদা দর্শনকামী ছিলেন। মাতাও পুত্রকে সর্বদা দর্শনকামী ছিলেন; পুত্রও মাতাকে সদা দর্শনকামী ছিলেন। এভাবে একে অপরকে সর্বদা দর্শনহেতু সংসর্গ সৃষ্টি হলো। সংসর্গ হতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হতে অনুরাগ উৎপন্ন হলো। তারা প্রেমাসক্ত চিত্ত হয়ে শিক্ষা ত্যাগ না করে দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ

করে মৈথুনধর্মে রত হলেন।

অতঃপর ভিক্ষুরা যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এরূপ বললেন, "এখানে, ভন্তে, ভিক্ষুণী এবং ভিক্ষুরূপে মাতা ও পুত্র শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করছিলেন। তারা একে অপরকে সর্বদা দর্শনকামী ছিলেন। মাতাও পুত্রকে সর্বদা দর্শনকামী ছিলেন; পুত্রও মাতাকে সদা দর্শনকামী ছিলেন। এভাবে একে অপরকে সর্বদা দর্শনহেতু সংসর্গ সৃষ্টি হলো। সংসর্গ হতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হতে অনুরাগ উৎপন্ন হলো। তারা প্রেমাসক্ত চিত্ত হয়ে শিক্ষা ত্যাগ না করে দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে মৈথুনধর্মে রত হলেন।"

"কী কারণে, ভিক্ষুগণ, সেই মোঘপুরুষ মনে করতে পারল যে 'মাতা পুত্রেতে অনুরক্ত হবে না এবং পুত্রও মাতার প্রতি অনুরক্ত হবে না?' ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রূপও দেখছি না, যা এরূপ প্রলোভনকারী, কমনীয়, আসক্তিকারক, বন্ধনকারী, মোহাচ্ছন্নকারী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের জন্য অন্তরায়কর, যা হচ্ছে স্ত্রীরূপ। ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ স্ত্রীরূপের প্রতি কামান্ধ, আকুল আকাঙ্ক্ষী, গ্রথিত, মূর্ছিত ও সংশ্লিষ্ট হয়। তারা স্ত্রী রূপের প্রতি অনুরক্ততার দরুন দীর্ঘদিন ধরে অনুশোচনা করে।

ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক শব্দও দেখছি না, যা এরূপ প্রলোভনকারী, কমনীয়, আসক্তিকারক, বন্ধনকারী, মোহাচ্ছন্নকারী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের জন্য অন্তরায়কর, যা হচ্ছে স্ত্রী শব্দ। ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ স্ত্রী শব্দের প্রতি কামান্ধ, আকুল আকাঙ্ক্ষী, গ্রথিত, মূর্ছিত ও সংশ্লিষ্ট হয়। তারা স্ত্রী শব্দের প্রতি অনুরক্ততার দরুন দীর্ঘদিন ধরে অনুশোচনা করে।

ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক গন্ধও দেখছি না, যা এরূপ প্রলোভনকারী, কমনীয়, আসক্তিকারক, বন্ধনকারী, মোহাচ্ছন্নকারী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের জন্য অন্তরায়কর, যা হচ্ছে স্ত্রী গন্ধ। ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ স্ত্রী গন্ধের প্রতি কামান্ধ, আকুল আকাঙ্ক্ষী, গ্রথিত, মূর্ছিত ও সংশ্লিষ্ট হয়। তারা স্ত্রী গন্ধের প্রতি অনুরক্ততার দরুন দীর্ঘদিন ধরে অনুশোচনা করে।

ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক রসও দেখছি না, যা এরূপ প্রলোভনকারী, কমনীয়, আসক্তিকারক, বন্ধনকারী, মোহাচ্ছন্নকারী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের জন্য অন্তরায়কর, যা হচ্ছে স্ত্রী রস। ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ স্ত্রী রসের প্রতি কামান্ধ, আকুল আকাঙ্ক্ষী, গ্রথিত, মূর্ছিত ও সংশ্লিষ্ট হয়। তারা স্ত্রী রসের প্রতি অনুরক্ততার দরুন দীর্ঘদিন ধরে অনুশোচনা করে।

ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক স্পর্শও দেখছি না, যা এরূপ প্রলোভনকারী, কমনীয়, আসক্তিকারক, বন্ধনকারী, মোহাচ্ছন্নকারী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের জন্য অন্তরায়কর, যা হচ্ছে স্ত্রী স্পর্শ। ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ স্ত্রী স্পর্শের প্রতি কামান্ধ, আকুল আকাঙ্ক্ষী, গ্রথিত, মূর্ছিত ও সংশ্লিষ্ট হয়। তারা স্ত্রী স্পর্শের প্রতি অনুরক্ততার দরুন দীর্ঘদিন ধরে অনুশোচনা করে।

ভিক্ষুগণ, স্ত্রী গমনকালে পুরুষের চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়, স্থিত হওয়ার সময় পুরুষের চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়, উপবেশনকালে পুরুষের চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়, শয়নকালে পুরুষের চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়, হাসার সময় পুরুষের চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়, কথা বলার সময় পুরুষের চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়, গান গাওয়ার সময় পুরুষের চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়, রোদনকালে পুরুষের চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়, উদ্ঘাতিত (আহত) হওয়ার সময় পুরুষের চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়; কিংবা মুত্যুকালে পুরুষের চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, মন্তব্য করার সময় একজন যথাযর্থই বলে যে 'ইহা সম্পূর্ণই মারের পাশ (ফাঁদ)' সত্যিই হে ভিক্ষুগণ, একজন মাতৃজাতির প্রতি মন্তব্য করার সময় যথাযর্থই বলে যে 'ইহা সম্পূর্ণ মারের পাশ।'

"অসিধারীর সাথে হও আলাপ রত;
ভয়ানক পিশাচকে কর প্রশ্ন সতত।
দংশনে মৃত্যু সদা নিশ্চিত যে সাপে;
নির্ভয়ে উপবিষ্ট হও তারই পাশেতে।
তবুও করো না বাক্য, ভাষণ দীর্ঘক্ষণ;
একাকী নারীর সাথে, শূন্যস্থানে অনুক্ষণ।
চিত্তের সমাধিভাব ও শান্ত একাগ্রতা;
অলব্ধ এখনো যার চিত্তে আছে অস্থিরতা,
অপলক দৃষ্টি, হাসি আর আলাপ সুমধুর;
অসংলগ্ন বস্ত্রে দেখে, আবিষ্ট হয় সে মূঢ়।
আহত আর মৃত্যুরকালে স্ত্রীলোক যত;
অসমাহিতের চিত্তকে করে অভিভূত।
রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও মনোময়;
এই পঞ্চ কামগুণ, নারীতে দৃষ্ট হয়।
কামরূপ স্রোত হতেই, হয় তা প্রসূত;
সত্ত্বগণ সদা তাই, কামে অপরিজ্ঞাত।

পূর্বে সম্পাদিত যা, হয়েছে এর সংসারে;
চক্রের ন্যায় পায় গতি তা, ভব-ভবান্তরে।
কামাদি পরিজ্ঞাত হয়ে কামহীন যারা;
অকুতোভয়ী সদা তাই, ত্রাসহীন তারা।
আসবরাশি হয় তাদের, বিনাশ প্রাপ্ত;
পারগত জগতে তারা, মারপাশ মুক্ত।"
মাতা-পুত্র সূত্র সমাপ্ত

৬. উপাধ্যায় সূত্র

৫৬.১. অনন্তর জনৈক ভিক্ষু যেখানে নিজ উপধ্যায় সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে নিজ উপাধ্যায়কে এরূপ বললেন, "ভন্তে, বর্তমানে আমার কায়ে গুরুভাব উৎপন্ন হয়েছে। দিক-অনুদিক আমার দ্বারা দৃষ্ট নহে। ধর্মাদিও আমার নিকট প্রতিভাত নয়। আলস্য-তন্দ্রা আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। আমি নিরানন্দ মনে ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন করছি এবং ধর্মসমূহে আমার বিচিকিৎসা (সন্দেহ) আছে।"

অতঃপর সেই ভিক্ষু তার সহবিহারী ভিক্ষুকে নিয়ে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই ভিক্ষু আমাকে এরূপ বললেন যে, 'ভন্তে, বর্তমানে আমার কায়ে গুরুভাব উৎপন্ন হয়েছে। দিক-অনুদিক আমার দ্বারা দৃষ্ট নহে। ধর্মাদিও আমার নিকট প্রতিভাত নয়। আলস্য-তন্দ্রা আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। আমি নিরানন্দ মনে ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন করছি এবং ধর্মসমূহে আমার বিচিকিৎসা (সন্দেহ)আছে।'"

(বুদ্ধ বললেন,) "ইহা তদ্রুপই, যখন ভিক্ষু ইন্দ্রিয়াদি রক্ষণে অগুপ্তদ্বার হয়, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ হয়, জাগরণে অননুযুক্ত হয়, কুশলধর্মসমূহ দর্শন করে না এবং রাত্রির পূর্বে ও পরে বোধিপক্ষীয় ধর্মরূপ ধ্যানে আত্মনিয়োগ না করে অবস্থান করে, তখন তার কায়ে গুরুভাব উৎপন্ন হয়। দিক-অনুদিক দৃষ্ট হয় না। ধর্মসমূহও তার নিকট প্রতিভাত হয় না। আলস্য-তন্দ্রা তার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। সে উৎকণ্ঠিত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে এবং ধর্মসমূহে তার বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়।

তদ্ধেতু ভিক্ষু, তোমার এইরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে 'আমি ইন্দ্রিয়াদি রক্ষণে গুপ্তদ্বার হবো, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হবো, জাগরণে অনুযুক্ত হবো,

কুশলধর্মসমূহ দর্শনকারী হবো এবং রাত্রির পূর্বে ও পরে বোধিপক্ষীয় ধর্মরূপ ধ্যানে আত্মনিয়োগ করে অবস্থান করব।' ভিক্ষু, তোমার এইরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

২. অতঃপর সেই ভিক্ষু ভগবানের নিকট এরূপ উপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থান করলেন। তার পর সেই ভিক্ষু একাকী, নিরালায় অপ্রমত্তভাবে উদ্যমের সাথে তন্ময় চিত্তে শ্রমণধর্ম পালনে নিরত হয়ে অচিরেই যে কারণে কুলপুত্রেরা আগার ত্যাগ করে সম্যকরূপে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের অনুত্তর পর্যাবসান ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে এবং সম্প্রাপ্ত হয়ে বাস করতে লাগলেন। জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য আর যে কিছু বাকি রইল না তা তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত হলেন। সেই আয়ুষ্মানও একজন অর্হত্ত্বফললাভী হলেন।

অনন্তর সেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু নিজ উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে উপাধ্যায়কে এরূপ বললেন, "ভন্তে, বর্তমানে আমার কায়ে গুরুভাব উৎপন্ন হয় না। দিক-অনুদিক আমার দ্বারা দৃষ্ট। ধর্মাদিও আমার নিকট প্রতিভাত হয়। আলস্য-তন্দ্রা আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হতে পারে না। আমি প্রফুল্ল মনে ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন করছি এবং ধর্মসমূহে আমার বিচিকিৎসা নাই।"

অতঃপর তার উপাধ্যায় তাকে সাথে নিয়ে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবান করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুটি ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই ভিক্ষু আমাকে এরূপ বললেন যে 'ভন্তে, বর্তমানে আমার কায়ে গুরুভাব উৎপন্ন হয় না। দিক-অনুদিক আমার দ্বারা দৃষ্ট। ধর্মাদিও আমার নিকট প্রতিভাত হয়। আলস্য-তন্দ্রা আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হতে পারে না। আমি প্রফুল্ল মনে ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন করছি এবং ধর্মসমূহে আমার বিচিকিৎসা নাই।'"

(অতঃপর বুদ্ধ বললেন) "ইহা তদ্রুপই, যখন ভিক্ষু ইন্দ্রিয়াদি রক্ষণে গুপ্তদ্বার হয়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হয়, জাগরণে অনুযুক্ত হয়, কুশলধর্মসমূহ দর্শন করে এবং রাত্রির পূর্বে ও পরে বোধিপক্ষীয় ধর্মরূপ ধ্যানে আত্মনিয়োগ করে অবস্থান করে, তখন তার কায়ে গুরুভাব উৎপন্ন হয় না। দিক-অনুদিক দৃষ্ট হয়। ধর্মসমূহও তার নিকট প্রতিভাত হয়। আলস্য-তন্দ্রা তার চিত্তকে

অভিভূত করে স্থিত হতে পারে না। সে প্রফুল্ল মনে ব্রহ্মচর্য পালন করে এবং ধর্মসমূহে তার বিচিকিৎসা থাকে না।

তদ্ধেতু, হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে 'আমরা ইন্দ্রিয়াদি রক্ষণে গুপ্তদ্বার হবো, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হবো, জাগরণে অনুযুক্ত হবো, কুশলধর্মসমূহ দর্শনকারী হবো এবং রাত্রির পূর্বে ও পরে বোধিপক্ষীয় ধর্মরূপ ধ্যানে আত্মনিয়োগ করে অবস্থান করব।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এইরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

উপাধ্যায় সূত্র সমাপ্ত

৭. বারংবার প্রত্যবেক্ষণীয় বিষয় সূত্র

৫৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের পাঁচটি বিষয় সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. 'আমি জরাধর্মশীল (নিয়তক্ষয়শীল), জরাধর্ম হতে আমি মুক্ত নই।' ইহা স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

'আমি ব্যাধিধর্মশীল। ব্যাধিধর্ম হতে আমি মুক্ত নই।' ইহা স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। 'আমি মরণধর্মশীল, মৃত্যু হতে আমি মুক্ত নই।' ইহা স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

'আমার যে-সকল প্রিয় এবং মনোজ্ঞ আছে তা সবই অনিত্য এবং বিচ্ছেদশীল।' ইহা স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

'কর্মই নিজের, আপন কর্মই পরিণতি বা ফলের জন্য দায়ী, কর্মই পুনর্জন্ম ধারণের আদি কারণ, কর্মই বন্ধু এবং কর্মই শরণ। আমি কল্যাণ কিংবা পাপ যে কর্মই সম্পাদন করব; সেই কর্মের ফল বা পরিণতিরই ভাগী হবো।' ইহা স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

৩. ভিক্ষুগণ, কোন অর্থবশে, কী কারণে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যে, 'আমি জরাধর্মশীল, জরাধর্ম হতে আমি মুক্ত নই?'

ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের যৌবনে যৌবনমদ বা যৌবনের অহংকার (গর্ব) থাকে। যে মদে প্রমত্ত হয়ে তারা কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক অন্যায় কর্ম

সম্পাদন করে। তাই সেই বিষয়[১] সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ দরুন (সত্ত্বগণের) যৌবনে যৌবনমদ সর্বতোভাবে প্রহীন হয় অথবা ক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই কারণেই, এই অর্থবশেই স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যে, 'আমি জরাধর্মশীল, জরাধর্ম হতে আমি মুক্ত নই।'

পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন অর্থবশে, কী কারণে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যে, 'আমি ব্যাধিধর্মশীল, ব্যাধিধর্ম হতে আমি মুক্ত নই?'

ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের আরোগ্যবশত অহংকার হয়। যে অহংকারে মত্ত হয়ে তারা কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক অন্যায় কর্ম সম্পাদন করে। তাই সেই বিষয় সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ দরুন (সত্ত্বগণের) আরোগ্যবশত অহংকার সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় অথবা ক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই কারণেই, অর্থবশেই স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যে, 'আমি ব্যাধিধর্মশীল, ব্যাধিধর্ম হতে আমি মুক্ত নই।'

পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন অর্থবশে, কী কারণে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যে, 'আমি মরণধর্মশীল, মরণধর্ম হতে আমি মুক্ত নই?'

ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের পূর্ণজীবন লাভের দরুন অহংকার উৎপন্ন হয়। যে অহংকারে মত্ত হয়ে তারা কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক অন্যায় কর্ম সম্পাদন করে। তাই সেই বিষয় সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ দরুন (সত্ত্বগণের) পূর্ণজীবন লাভহেতু উৎপন্ন অহংকার সর্বতোভাবে প্রহীন হয় অথবা ক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই কারণেই, অর্থবশেই স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যে, 'আমি মরণধর্মশীল, মরণধর্ম হতে আমি মুক্ত নই।'

পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন অর্থবশে, কী কারণে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যে, 'আমার যে-সকল প্রিয় এবং মনোজ্ঞ আছে তা সবই অনিত্য এবং বিচ্ছেদশীল?'

ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের প্রিয় এবং মনোজ্ঞ বিষয়েতে ছন্দরাগ (ইচ্ছামূলক অনুরাগ) আছে। যে অনুরাগের দ্বারা অনুরক্ত হয়ে তারা কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক অন্যায় কর্ম সম্পাদন করে। তাই সেই বিষয় সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ দরুন (সত্ত্বগণের) প্রিয় এবং মনোজ্ঞ বিষয়েতে ছন্দরাগ

---

[১]। 'সেই বিষয়' বলতে পূর্বে উল্লিখিত—'আমি জরা ধর্মশীল' ইত্যাদি নির্দেশ করছে।

সর্বতোভাবে প্রহীন হয় অথবা ক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই কারণেই, অর্থবশেই স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যে, 'আমার যে-সকল প্রিয় এবং মনোজ্ঞ আছে তা সবই অনিত্য এবং বিচ্ছেদশীল।'

পুনঃ ভিক্ষুগণ, কোন অর্থবশে, কী কারণে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যে, 'কর্মই নিজের, আপন কর্মই পরিণতি বা ফলের জন্য দায়ী, কর্মই পুনর্জন্ম ধারণের আদি কারণ, কর্মই বন্ধু এবং কমই শরণ। আমি কল্যাণ কিংবা পাপ যেই কর্মই সম্পাদন করব; সেই কর্মের ফল বা পরিণতিরই ভাগী হবো?'

ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক দুশ্চরিত্র বা অসদাচরণ আছে, তাই সেই বিষয় সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ দরুন (সত্ত্বগণের) সর্বতোভাবে দুশ্চরিত্রাদি প্রহীন হয় অথবা ক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই কারণেই, অর্থবশেই স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যে, 'কর্মই নিজের, আপন কর্মই পরিণতি বা ফলের জন্য দায়ী, কর্মই পুনর্জন্ম ধারণের আদি কারণ, কর্মই বন্ধু এবং কর্মই শরণ। আমি কল্যাণ কিংবা পাপ যেই কর্মই সম্পাদন করব; সেই কর্মের ফল বা পরিণতিরই ভাগী হবো।'

৪. ভিক্ষুগণ, সেই আর্যশ্রাবক এইরূপ বিবেচনা করে যে 'শুধুমাত্র আমিই জরাধর্মশীল; জরাধর্ম হতে আমি মুক্ত নই, তা নহে। অধিকন্তু, যতদূর পর্যন্ত সত্ত্বগণের উপস্থিতি, গতি, চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম, ততদূর পর্যন্ত সকল সত্ত্ব জরাধর্মশীল এবং জরাধর্ম হতে অবিমুক্ত। তার সেই বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে প্রত্যবেক্ষণ দরুন মার্গ[১] উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অনুস্মরণ করে, তাতে মনোনিবেশ করে এবং বারংবার অনুশীলন করে। তার সেই মার্গ অনুস্মরণ, মনোনিবেশ এবং বহুলীকরণের দরুন সংযোজনাদি সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় ও অনুশয়সমূহের বিলোপ সাধিত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, সেই আর্যশ্রাবক এই রূপ বিবেচনা করে যে 'শুধুমাত্র আমিই ব্যাধিধর্মশীল; ব্যাধিধর্ম হতে আমি মুক্ত নই, তা নহে। অধিকন্তু, যতদূর পর্যন্ত সত্ত্বগণের উপস্থিতি, গতি, চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম, ততদূর পর্যন্ত সকল সত্ত্ব ব্যাধিধর্মশীল এবং ব্যাধিধর্ম হতে অবিমুক্ত তার সেই বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে প্রত্যবেক্ষণ দরুন মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অনুস্মরণ করে, তাতে মনোনিবেশ করে এবং বারংবার অনুশীলন করে। তার সেই

---

[১]। লোকোত্তরমার্গ।

মার্গ অনুস্মরণ, মনোনিবেশ এবং বহুলীকরণের দরুন সংযোজনাদি সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় ও অনুশয়সমূহের বিলোপ সাধিত হয়।

ভিক্ষুগণ, সেই আর্যশ্রাবক এইরূপ বিবেচনা করে যে 'শুধুমাত্র আমিই মরণধর্মশীল, মরণধর্ম হতে আমি মুক্ত নই, তা নহে। অধিকন্তু, যতদূর পর্যন্ত সত্ত্বগণের উপস্থিতি, গতি, চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম, ততদূর পর্যন্ত সকল সত্ত্ব মরণশীল এবং মরণধর্ম হতে অবিমুক্ত। তার সেই বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে প্রত্যবেক্ষণ দরুন মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অনুস্মরণ করে, তাতে মনোনিবেশ করে এবং বারংবার অনুশীলন করে। তার সেই মার্গ অনুস্মরণ, মনোনিবেশ এবং বহুলীকরণের দরুন সংযোজনাদি সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় ও অনুশয়সমূহের বিলোপ সাধিত হয়।

ভিক্ষুগণ, সেই আর্যশ্রাবক এইরূপ বিবেচনা করে যে 'শুধুমাত্র আমার যে-সকল প্রিয় ও মনোজ্ঞ আছে তা সবই অনিত্য এবং বিচ্ছেদশীল, তা নহে। অধিকন্তু, যতদূর পর্যন্ত সত্ত্বগণের উপস্থিতি, গতি, চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম, ততদূর পর্যন্ত সকল সত্ত্বের যে-সকল প্রিয় ও মনোজ্ঞ আছে তা সবই অনিত্য এবং বিচ্ছেদশীল।' তার সেই বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে প্রত্যবেক্ষণ দরুন মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অনুস্মরণ করে, তাতে মনোনিবেশ করে এবং বারংবার অনুশীলন করে। তার সেই মার্গ অনুস্মরণ, মনোনিবেশ এবং বহুলীকরণের দরুন সংযোজনাদি সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় ও অনুশয়সমূহের বিলোপ সাধিত হয়।

ভিক্ষুগণ, সেই আর্যশ্রাবক এইরূপ বিবেচনা করে যে 'শুধুমাত্র আমার কর্মই নিজের আপন কর্মই পরিণতির জন্য দায়ী, কর্মই পুনর্জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু এবং কর্মই শরণ। আমি কল্যাণ কিংবা পাপ যেই কর্মই সম্পাদন করব; সেই কর্মেই পরিণতিরই ভাগী হবো—তা নহে। অধিকন্তু, যতদূর পর্যন্ত সত্ত্বগণের উপস্থিতি, গতি, চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম, ততদূর পর্যন্ত সকল সত্ত্বের কর্মই নিজের, আপন কর্মই পরিণতির জন্য দায়ী, কর্মই পুনর্জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু এবং কর্মই শরণ।' তার সেই বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে প্রত্যবেক্ষণ দরুন মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অনুস্মরণ করে, তাতে মনোনিবেশ করে এবং বারংবার অনুশীলন করে। তার সেই মার্গ অনুস্মরণ, মনোনিবেশ এবং বহুলীকরণের দরুন সংযোজনাদি সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় ও অনুশয়সমূহের বিলোপ সাধিত হয়।"

ব্যাধি, জরা, আরও মরণধর্ম মিলে ত্রয়,
পৃথগ্‌জনের নিকট তা ঘৃণ্য অতিশয়;

সে ধর্মের হাতও ঘৃণ্য আমার মহাশয়,
মম সদৃশ বিহারীর তা যথাযোগ্য নয়।
উপধিহীন নিষ্কলুষ, আর্যধর্ম কান্ত,
এরূপ বিহরণকালে হই তাতে বিজ্ঞাত;
আরোগ্য, যৌবন, জীবিতরূপ অহংকার যত,
অভিভূ তাতে আমি নৈষ্ক্রম্যে দেখে নিয়ত।
উৎসাহ তাই আমার মাঝে করে বিহরণ,
নির্বাণ যেন করিতে পারি আমি সন্দর্শন;
সেহেতু এখন ভোগ্য সুখে নইতো নিমজ্জিত,
ব্রহ্মচারী হয়ে হবো নির্বাণগামী সুদান্ত।"
বারংবার প্রত্যবেক্ষণীয় বিষয় সূত্র সমাপ্ত

৮. লিচ্ছবী কুমার সূত্র

৫৮.১. একসময় ভগবান বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনে কূটাগার শালায় অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্নসময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে বৈশালীতে পিণ্ডচরণের উদ্দেশ্যে প্রবিষ্ট হলেন। বৈশালীতে পিণ্ডচরণ করে আহারকৃত্য সমাপনে মহাবনে প্রবেশ করে এক বৃক্ষতলে দিবাবিহারের নিমিত্ত উপবেশন করলেন।

সেই সময়ে বহুসংখ্যক লিচ্ছবী কুমার আরোপিত ধনু নিয়ে, শিকারী কুকুর দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহাবনে ইতস্তত বিচরণ করতে করতে ভগবানকে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্টাবস্থায় দেখলেন। ভগবানকে দেখে ধনুকসমূহ একপাশে রেখে কুকুরগুলোকে একপাশে যেতে দিয়ে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক নিরবে নিরবে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ভগবানকে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন।

২. সেই সময়ে মহানাম লিচ্ছবী মহাবনে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বিচরণ করতে করতে সেই লিচ্ছবী কুমারদের নিরবে নিরবে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ভগবানকে সম্মান প্রদর্শন করতে দেখলেন। সেরূপ দেখে তিনি ভগবানের নিকট গেলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট মহানাম লিচ্ছবী আবেগোক্তি উচ্চারণ করলেন—"তারা বর্জি হবে! তারা বর্জি হবে!"

৩. "মহানাম, কী কারণে তুমি এরূপ বলছ—'তারা বর্জি হবে, তারা

বর্জি হবে?”

“ভন্তে, এই লিচ্ছবী কুমারেরা চণ্ড, নির্দয় এবং লোভের বশবর্তী। অন্যান্য কুলবংশে প্রেরণোপযোগী উপহার; যথা : আখ, কুল, পিষ্টক (পিঠা), বটিকাকৃতির মিঠাই এবং বাতাসা; তৎসমস্তই লুট করে, লুট করে খায়। কুলস্ত্রী ও কুমারীদেরও পেছন হতে চাপড় মারে। তারাই এখন নিরবে নিরবে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ভগবানকে সম্মান প্রদর্শন করছে।”

“মহানাম, যেকোনোও স্থানে কুলপুত্রের, কিংবা যৎপরোনাস্তিভাবে প্রতিনিধি বলে পরিগণিত ক্ষত্রিয় রাজার, অথবা রাজ্যস্থ ব্যক্তি যে পৈত্রিক সম্পত্তির উপর জীবনযাপন করে, কিংবা সেনাপ্রধানের অথবা গ্রামপ্রধানের, কিংবা সমাজপ্রধানের অথবা যারা কুলের মধ্যে পৃথক আধিপত্য করে, তাদের মধ্যে যদি পাঁচটি ধর্ম বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাদের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে। সেই পাঁচটি কী কী?

৪. “মহানাম, এক্ষেত্রে কুলপুত্র উত্থান-শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মত লাভ করে নিজ মাতাপিতাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এবং মর্যাদা প্রদান করে। তার মাতাপিতা সম্মান্বিত, শ্রদ্ধান্বিত, মানিত এবং পূজিত হয়ে কল্যাণচিত্তে তাকে এরূপ অনুকম্পা করে; যথা : ‘দীর্ঘজীবী হও এবং তোমার দীর্ঘজীবন সুরক্ষিত হোক।’ মহানাম, মাতাপিতার অনুকম্পাপ্রাপ্ত কুলপুত্রের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।

পুনশ্চ, মহানাম, এক্ষেত্রে কুলপুত্র উত্থান-শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মত লাভ করে নিজ পুত্র, স্ত্রী, দাস, শ্রমিক ও লোকদের সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এবং মর্যাদা প্রদান করে। তার পুত্র, স্ত্রী, দাস, শ্রমিক ও লোকেরা সম্মান্বিত, শ্রদ্ধান্বিত, মানিত ও পূজিত হয়ে কল্যাণচিত্তে এরূপ অনুকম্পা করে; যথা : ‘দীর্ঘজীবী হোন এবং আপনার দীর্ঘজীবন সুরক্ষিত হোক।’ মহানাম, পুত্র-স্ত্রী, দাস, শ্রমিক ও লোকদের অনুকম্পাপ্রাপ্ত কুলপুত্রের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।

পুনশ্চ, মহানাম, এক্ষেত্রে কুলপুত্র উত্থান-শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মত লাভ করে তার

ক্ষেত্রাদিতে শ্রমদানকারীদের এবং সীমান্তের ক্ষেত্র পরিমাপকারীদের সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এবং মর্যাদা প্রদান করে। তারা সম্মান্বিত, শ্রদ্ধান্বিত, মানিত ও পূজিত হয়ে কল্যাণচিত্তে তাকে এরূপ অনুকম্পা করে; যথা : 'দীর্ঘজীবী হোন এবং আপনার দীর্ঘজীবন সুরক্ষিত হোক'। মহানাম, ক্ষেত্রে শ্রমদানকারী এবং সীমান্তের ক্ষেত্র পরিমাপকদের অনুকম্পাপ্রাপ্ত কুলপুত্রের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।

পুনশ্চ, মহানাম, এক্ষেত্রে কুলপুত্র উত্থান-শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মত লাভ করে বলি বা আহুতি প্রতিগ্রাহক দেবতাদের সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এবং মর্যাদা প্রদান করে। তারা সম্মান্বিত, শ্রদ্ধান্বিত, মানিত ও পূজিত হয়ে কল্যাণচিত্তে তাকে এরূপ অনুকম্পা করে; যথা : 'দীর্ঘজীবী হোন এবং আপনার দীর্ঘজীবন সুরক্ষিত হোক।' মহানাম, বলি বা আহুতি প্রতিগ্রাহক দেবতাদের অনুকম্পা প্রাপ্ত কুলপুত্রের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।

পুনশ্চ, মহানাম, এক্ষেত্রে কুলপুত্র উত্থান-শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মত লাভ করে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এবং মর্যাদা প্রদান করে। তারা সম্মান্বিত, শ্রদ্ধান্বিত, মানিত ও পূজিত হয়ে কল্যাণচিত্তে তাকে এরূপ অনুকম্পা করে; যথা : 'দীর্ঘজীবী হোন এবং আপনার দীর্ঘজীবন সুরক্ষিত হোক।' মহানাম, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অনুকম্পাপ্রাপ্ত কুলপুত্রের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।

৫. মহানাম, যেকোনোও স্থানে কুলপুত্রের, কিংবা যৎপরোনাস্তিভাবে প্রতিনিধি বলে পরিগণিত ক্ষত্রিয় রাজার, অথবা রাজ্যস্থ ব্যক্তি যে পৈত্রিক সম্পত্তির উপর জীবনযাপন করে, কিংবা সেনাপ্রধানের অথবা গ্রামপ্রধানের, কিংবা সমাজপ্রধানের অথবা যারা কুলের মধ্যে পৃথক আধিপত্য করে, তাদের মধ্যে যদি এই পাঁচটি ধর্ম বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাদের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।"

'মাতাপিতার কৃত্য যত করে সম্পাদন,
স্ত্রী-পুত্রের হিতে হয় প্রতিপন্ন মন।
অনুজীবী অন্তজনের হিতসাধন তরে,
যাবতীয় কর্ম সবই সম্পাদন করে।

ইহলোক ও পরলোকে জ্ঞাতি আছে যত,
উভয় হিতে শীলবান দান করে সতত।
শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা আছে জগৎ কান্তারে,
হিতসাধন তরে পণ্ডিত পুণ্যকর্ম করে।
ধর্মত সে করে তাই গৃহেতে বসবাস,
তৃপ্তি সুখে বিহরণ করে পায় উল্লাস।
কল্যাণকর্ম করিয়া সে হয় প্রশংসিত,
পূজ্য হয় এই লোকেতে থাকে আমোদিত।
ইহধামে এইরূপে সে হয়ে প্রশংসিত,
মৃত্যু পরে সুগতি স্বর্গে থাকে প্রমোদিত।'

লিচ্ছবী কুমার সূত্র সমাপ্ত

৯. প্রথম বৃদ্ধ-প্রব্রজিত সূত্র

৫৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বৃদ্ধ-প্রব্রজিত দুর্লভ। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, নিপুণ, সদাচারসম্পন্ন, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং বিনয়ধর বৃদ্ধ-প্রব্রজিত দুর্লভ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ বৃদ্ধ-প্রব্রজিত দুর্লভ।"

প্রথম বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্র সমাপ্ত

১০. দ্বিতীয় বৃদ্ধ-প্রব্রজিত সূত্র

৬০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বৃদ্ধ-প্রব্রজিত দুর্লভ। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, সুবাধ্য, সুগৃহীতগ্রাহী, প্রদক্ষিণগ্রাহী, ধর্মকথিক এবং বিনয়ধর বৃদ্ধ-প্রব্রজিত দুর্লভ। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ বৃদ্ধ-প্রব্রজিত দুর্লভ।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্র সমাপ্ত

নিবরণ বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

আবরণ, অকুশলরাশি ও প্রধান অঙ্গ;
সময়, মাতা-পুত্র, উপাধ্যায় যুক্তে ষড়বিধ,
সদা প্রত্যবেক্ষণীয় আর লিচ্ছবি কুমার;
দ্বে বৃদ্ধ-প্রব্রজিত সূত্র দশের সমাহার।

(৭) ২. সংজ্ঞা বর্গ

১. প্রথম সংজ্ঞা সূত্র

৬১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহৎ ফল, মহানিশংস (সুফল) হয় এবং তা অমৃত বিজরিত ও অমৃতেই পর্যবসিত হয়। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. অশুভ-সংজ্ঞা, মরণ-সংজ্ঞা, আদীনব (দোষ)-সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা এবং সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহৎ ফল, মহানিশংস (সুফল) হয় এবং তা অমৃত বিজরিত ও অমৃতেই পর্যবসিত হয়।"

প্রথম সংজ্ঞা সূত্র সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় সংজ্ঞা সূত্র

৬২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহৎ ফল, মহানিশংস (সুফল) হয় এবং তা অমৃত বিজরিত ও অমৃতেই পর্যবসিত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. অনিত্য-সংজ্ঞা, অনাত্ম-সংজ্ঞা, মরণ-সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা এবং সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ সংজ্ঞা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহৎ ফল, মহানিশংস (সুফল) হয় এবং তা অমৃত বিজরিত ও অমৃতেই পর্যবসিত হয়।"

দ্বিতীয় সংজ্ঞা সূত্র সমাপ্ত

৩. প্রথম বৃদ্ধি সূত্র

৬৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয় বর্ধনের মাধ্যমে বর্ধমান আর্যশ্রাবক আর্যবর্ধনে বর্ধিত হয় এবং কায়ের সারদায়ী (সারবস্তু প্রদানকারী) ও পরমোৎকৃষ্ট প্রদায়ী (শ্রেষ্ঠতা প্রদানকারী) হয়। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. (আর্যশ্রাবক) শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞার দ্বারা বর্ধিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ বিষয় বর্ধনের মাধ্যমে বর্ধমান আর্যশ্রাবক আর্যবর্ধনে বর্ধিত হয় এবং কায়ের সারদায়ী (সারবস্তু প্রদানকারী) ও পরমোৎকৃষ্ট প্রদায়ী (শ্রেষ্ঠতা প্রদানকারী) হয়।"

"শ্রদ্ধা, শীলে প্রবর্ধিত হয় যে নর সতত,
প্রজ্ঞা, ত্যাগ, শ্রুতিতেও হয় সদা প্রবর্ধিত।
সেইরূপ সৎপুরুষ, বিচক্ষণ, ধীমান,

নিজ হিতে করে গ্রহণ যাহা সারবান।”

প্রথম বৃদ্ধি সূত্র সমাপ্ত

৪. দ্বিতীয় বৃদ্ধি সূত্র

৬৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয় বর্ধনের মাধ্যমে বর্ধমান আর্যশ্রাবিকা আর্যবর্ধনে বর্ধিত হয় এবং কায়ের সারদায়িনী (সারবস্তু প্রদায়িকা) ও পরমোৎকৃষ্ট প্রদায়িনী (শ্রেষ্ঠতা প্রদায়িকা) হয়। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. আর্যশ্রাবিকা শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞার দ্বারা বর্ধিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ বিষয় বর্ধনের মাধ্যমে বর্ধমান আর্যশ্রাবিকা আর্যবর্ধনে বর্ধিত হয় এবং কায়ের সারদায়িনী (সারবস্তু প্রদায়িকা) ও পরমোৎকৃষ্ট প্রদায়িনী (শ্রেষ্ঠতা প্রদায়িকা) হয়।”

“শ্রদ্ধা, শীলে প্রবর্ধিত হয় যে নারী সতত,
প্রজ্ঞা, ত্যাগ, শ্রুতিতেও হয় সদা প্রবর্ধিত।
সেইরূপ শীলবতী উপাসিকা ধীমতি,
নিজ হিতে করে গ্রহণ যাহা সার অতি।”

দ্বিতীয় বৃদ্ধি সূত্র সমাপ্ত

৫. আলোচনা সূত্র

৬৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মের দ্বারা সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের উত্তম কথা বলার উপযুক্ত। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং শীলসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে সমাধিসম্পন্ন হয় এবং সমাধিসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং প্রজ্ঞাসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তিসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের উত্তম কথা বলার উপযুক্ত।”

আলোচনা সূত্র সমাপ্ত

৬. সাজীব সূত্র

৬৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট একটি

প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং শীলসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে সমাধিসম্পন্ন হয় এবং সমাধিসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং প্রজ্ঞাসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তিসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাজীব সূত্র সমাপ্ত

৭. প্রথম ঋদ্ধিপাদ সূত্র

৬৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী পঞ্চধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত করলে তার নিকট দ্বিবিধ পরিণতির একটি পরিণতি অবশ্যই প্রত্যাশিত; যথা : 'সে ইহজীবনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করবে অথবা জীবনের কিছু ইন্ধন অবশিষ্ট রেখে অনাগামীফল লাভ করবে।' সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে; সে সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে; সে সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কারসমৃদ্ধ চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে; সে সমাধি, প্রচেষ্ট এবং সংস্কারসমৃদ্ধ বীমাংসা (গবেষণা)-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। পঞ্চমত সে অধিক মাত্রায় পরাক্রমশালী হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী এই পঞ্চধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত করলে তার নিকট দ্বিবিধ পরিণতির একটি পরিণতি অবশ্যই প্রত্যাশিত; যথা : 'সে ইহজীবনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করবে অথবা জীবনের কিছু ইন্ধন অবশিষ্ট রেখে অনাগামীফল লাভ করবে।"

প্রথম ঋদ্ধিপাদ সূত্র সমাপ্ত

৮. দ্বিতীয় ঋদ্ধিপাদ সূত্র

৬৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বাবস্থায় সমানভাবে পাঁচটি ধর্ম অনুশীলন করেছিলাম এবং পাঁচটি ধর্ম বহুলীকৃত করেছিলাম। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, আমি সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কারসমৃদ্ধ ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করেছিলাম; সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কারসমৃদ্ধ বীর্য-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করেছিলাম; সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কারসমৃদ্ধ চিত্ত-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করেছিলাম; সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কারসমৃদ্ধ বীমাংসা (গবেষণা)-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করেছিলাম। পঞ্চমত অধিক মাত্রায় পরাক্রমশালী ছিলাম। ভিক্ষুগণ, সেই আমি এই পঞ্চবিধ ধর্ম উৎসাহের সাথে ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞা দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করেছিলাম। যা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। স্মরণের প্রয়োজন বোধ হওয়া মাত্রই তথায় তথায়ই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে 'আমি অনেক প্রকার ঋদ্ধি অধিগত করব; যথা : এক হয়েও বহু হবো, বহুসংখ্যক হয়েও এক হবো, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করব; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করব; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসব ও ডুববো, মাটির ন্যায় জলে অনাদ্রভাবে গমন করব; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করব, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করব এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর পর্যন্ত আপন কায়ে বশীভূত করব।' স্মরণের প্রয়েজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে 'আমি মনুষ্য শক্তির অতীত, বিশুদ্ধ, দিব্য-শ্রোত্রধাতু দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শুনব।' স্মরণের প্রয়োজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে 'আমি অপরসত্ত্ব ও অপর পুদগলের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানব, সরাগ-চিত্তকে (কাম লালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ-চিত্ত হিসাবে জানব, বীতরাগ (কামলালসাহীন)-চিত্তকে বীতরাগ-চিত্ত হিসাবে জানব, সদ্বেষ-চিত্তকে সদ্বেষ-চিত্ত হিসাবে জানব, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন)-চিত্তকে বীতদ্বেষ-চিত্ত হিসাবে জানব, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে সমোহ-চিত্ত হিসাবে জানব, বীতমোহ-চিত্তকে বীতমোহ-চিত্ত হিসাবে জানব, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানব, সংক্ষিপ্ত-চিত্তকে (একাগ্র চিত্ত) সংক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসাবে জানব, মহদ্‌গত বা অত্যুচ্চ-চিত্তকে মহদ্‌গত-চিত্ত হিসাবে জানব, অমহদ্‌গত-চিত্তকে অমহদ্‌গত-চিত্ত হিসাবে জানব, সউত্তর

(উচ্চতর)-চিত্তকে সউত্তর-চিত্ত হিসাবে জানব, অনুত্তর (অতুল্য)-চিত্তকে অনুত্তর-চিত্ত হিসাবে জানব, সমাহিত-চিত্তকে সমাহিত-চিত্ত হিসাবে জানব, অসমাহিত-চিত্তকে অসমাহিত-চিত্ত হিসাবে জানব, বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্ত হিসাবে জানব, অবিমুক্তচিত্তকে অবিমুক্তচিত্ত হিসাবে জানব। স্মরণের প্রয়োজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে 'আমি অনেকবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি; যথা : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে—অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু ছিল, সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি—তথায় এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু ছিল, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি।' স্মরণের প্রয়েজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে 'আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব—এই সকল সত্ত্ব কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মনোদুশ্চরিত-সমন্বিত; আর্যগণের প্রতি নিন্দাকারী, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে। এবং এই সকল সত্ত্ব কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত, মনোসুচরিত-সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এইরূপে বিশুদ্ধ লোকতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব।' স্মরণের প্রয়েজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে 'আমি আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করব।' স্মরণের প্রয়েজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।”

দ্বিতীয় ঋদ্ধিপাদ সূত্র সমাপ্ত

৯. নির্বেদ সূত্র

৬৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি বিষয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা একান্তরূপে নির্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, উপশমের জন্য, অভিজ্ঞার জন্য, সম্বোধির জন্য এবং নির্বাণের জন্যই সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়।

২. সেই পাঁচটি কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু কায়ের প্রতি অশুভানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়; সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী হয়; সর্ব সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয় এবং মরণ-সংজ্ঞা দ্বারা তার আধ্যাত্মভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি বিষয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা একান্তরূপে নির্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, উপশমের জন্য, অভিজ্ঞার জন্য, সম্বোধির জন্য এবং নির্বাণের জন্যই সংবতিত বা পরিচালিত হয়।”

নির্বেদ সূত্র সমাপ্ত

১০. আসবক্ষয় সূত্র

৭০.১. হে ভিক্ষুগণ, পাঁচটি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।

২. সেই পঞ্চ কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু কায়ের প্রতি অশুভানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়; সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী হয়; সর্ব সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয় এবং মরণসংজ্ঞা দ্বারা তার আধ্যাত্মভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।”

আসবক্ষয় সূত্র সমাপ্ত

সংজ্ঞা বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দুই সংজ্ঞা, বৃদ্ধি দুই, আলোচনা, সাজীব,
ঋদ্ধিপাদ দ্বিবিধ ও নির্বেদ, আসবক্ষয়;
দশে মিলে সংজ্ঞা বর্গ সমাপিত হয়।

(৮) ৩. যোদ্ধা বর্গ

১. প্রথম চিত্তবিমুক্তিফল সূত্র

৭১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চিত্তবিমুক্তিফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তিফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস লাভ হয়।

২. সেই পঞ্চ কী কী? যথা : এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ের প্রতি অশুভানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়; সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী হয়; সর্ব সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয় এবং মরণসংজ্ঞা দ্বারা তার আধ্যাত্মভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চিত্তবিমুক্তিফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তিফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস লাভ হয়। যেহেতু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত হয়, তাই তাকে বলা যায়—'ইনি প্রতিবন্ধকহীন; পরিপূর্ণ দুর্গ পরিখা (ঘাত); ওনার নগর দ্বারে প্রোথিত দৃঢ়স্তম্ভ উৎপাটিত; ইনি অর্গলহীন (বাধাহীন); আর্য, নিম্ন পতিত ধ্বজা; বোঝা অবনমিত; এবং ইনি বিসংযুক্ত। (কোনো কিছু হতে বিচ্ছিন্ন।)

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু প্রতিবন্ধকহীন হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু প্রতিবন্ধকহীন হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পরিপূর্ণ দুর্গ-পরিখা হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর পুনর্জন্ম গ্রহণের অধীনতা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু পরিপূর্ণ দুর্গ-পরিখা হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুর নগরদ্বারে প্রোথিত দৃঢ় স্তম্ভ উৎপাটিত হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর তৃষ্ণা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নগরদ্বারে প্রোথিত দৃঢ় স্তম্ভ উৎপাটিত হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু অর্গলহীন হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়,

উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অর্গলহীন হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু আর্য, নিম্নে পতিত ধ্বজা, বোঝা অবনমিত এবং বিসংযুক্ত হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আমিত্বরূপ মান প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আর্য, নিম্নে পতিত ধ্বজা, বোঝা অবনমিত এবং বিসংযুক্ত হয়।"

প্রথম চিত্তবিমুক্তিফল সূত্র সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় চিত্তবিমুক্তিফল সূত্র

৭২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চিত্তবিমুক্তিফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তিফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস লাভ হয়।

২. পঞ্চ কী কী? যথা : অনিত্যসংজ্ঞা, দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা এবং বিরাগসংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চিত্তবিমুক্তিফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তিফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস লাভ হয়। যেহেতু ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত হয়, তাই তাকে বলা যায়—'ইনি প্রতিবন্ধকহীন; পরিপূর্ণ দুর্গ-পরিখা (ঘাত); ওনার নগরদ্বারে প্রোথিত দৃঢ়স্তম্ভ উৎপাটিত; ইনি অর্গলহীন (বাধাহীন); আর্য, নিম্নে পতিত ধ্বজা; বোঝা অবনমিত; এবং বিসংযুক্ত (কোনো কিছু হতে বিচ্ছিন্ন)।

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু প্রতিবন্ধকহীন হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু প্রতিবন্ধকহীন হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু পরিপূর্ণ দুর্গ-পরিখা হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর পুনর্জন্ম গ্রহণের অধীনতা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে ভিক্ষু পরিপূর্ণ দুর্গ-পরিখা হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষুর নগরদ্বারে প্রোথিত দৃঢ়স্তম্ভ উৎপাটিত হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর তৃষ্ণা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নগরদ্বারে প্রোথিত দৃঢ়স্তম্ভ উৎপাটিত হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু অর্গলহীন হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অর্গলহীন হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু আর্য, নিম্নে পতিত ধ্বজা, বোঝা অবনমিত এবং বিসংযুক্ত হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আমিত্বরূপ মান প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আর্য, নিম্নে পতিত ধ্বজা, বোঝা অবনমিত এবং বিসংযুক্ত হয়।”

দ্বিতীয় চিত্তবিমুক্তিফল সূত্র সমাপ্ত

৩. প্রথম ধর্মবিহারী সূত্র

৭৩.১. অনন্তর অন্যতর ভিক্ষু যেখানে ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, এই যে, ‘ধর্মবিহারী’ (ধর্মত অবস্থানকারী) বলা হয়; কিরূপে ভিক্ষু ধর্মবিহারী হয়?”

২. “হে ভিক্ষু, এক্ষেত্রে ভিক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল শিক্ষা করে। সে সেই পরিয়ত্তিধর্মের মাধ্যমে দিবস ব্যয় করে; নির্জনতা উপেক্ষা করে এবং আধ্যাত্মচিত্তের শমথভাব অনুসন্ধান করে না। ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয়—‘ভিক্ষু পরিয়ত্তিবহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।’

পুনশ্চ, ভিক্ষু, ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তিধর্ম (কণ্ঠস্থ বিষয়) বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট প্রকাশ করে। সে সেই প্রজ্ঞপ্তিধর্মের মাধ্যমে দিবস ব্যয় করে; নির্জনতা উপেক্ষা করে এবং আধ্যাত্মচিত্তের শমথভাব অনুসন্ধান করে না। ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয়—‘ভিক্ষু প্রজ্ঞপ্তিবহুল কিন্তু

ধর্মবিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু, ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তিধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করে। সে সেই অধ্যয়নের মাধ্যমে দিবস ব্যয় করে; নির্জনতা উপেক্ষা করে এবং আধ্যাত্মচিত্তের শমথভাব অনুসন্ধান করে না। ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু অধ্যয়নবহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু, ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তিধর্ম মনোযোগের সাথে চিন্তা করে, বিচার করে এবং মনোযোগের সাথে সাবধানে বিবেচনা করে। সে সেই ধর্ম চিন্তার দ্বারা দিবস ব্যয় করে; নির্জনতা উপেক্ষা করে এবং আধ্যাত্মচিত্তের শমথভাব অনুসন্ধান করে না। ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু বিতর্কবহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

ভিক্ষু, এক্ষেত্রে ভিক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম ও বেদল্ল শিক্ষা করে। সে সেই পরিয়ত্তিধর্মের মাধ্যমে দিবস ব্যয় করে না; নির্জনতা উপেক্ষা করে না এবং আধ্যাত্মচিত্তের শমথভাব অনুসন্ধান করে। ভিক্ষু, এরূপেই ভিক্ষু ধর্মবিহারী হয়।

৩. ভিক্ষু, এই প্রকারে আমার দ্বারা পরিয়ত্তিবহুল, প্রজ্ঞপ্তিবহুল, অধ্যয়নবহুল এবং ধর্মবিহারী দেশিত হলো। ভিক্ষু, শাস্তা কর্তৃক শ্রাবকদের হিতের জন্য ও অনুকম্পার জন্য যা করণীয় তা আমার দ্বারা তোমাদের জন্য সম্পাদিত হয়েছে। ভিক্ষু, (দেখ,) এইখানে বৃক্ষ ও শূন্যগৃহ আছে। ভিক্ষু, ভাবনা কর। প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না; পরে অনুশোচনার দরুন নিজেকে নিজেই ভর্ৎসনা করো না, ইহাই হচ্ছে আমাদের (সম্যকসম্বুদ্ধগণের) অনুশাসন।"

প্রথম ধর্মবিহারী সূত্র সমাপ্ত

৪. দ্বিতীয় ধর্মবিহারী সূত্র

৭৪.১. অনন্তর জনৈক ভিক্ষু যেখানে ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই যে, 'ধর্মবিহারী' (ধর্মত অবস্থানকারী) বলা হয়; কিরূপে ভিক্ষু ধর্মবিহারী হয়?"

২. "এক্ষেত্রে, ভিক্ষু, ভিক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল শিক্ষা করে; কিন্তু প্রজ্ঞার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অর্থ জ্ঞাত হয় না। ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু পরিয়ত্তিবহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু, ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তিধর্ম (কণ্ঠস্থ বিষয়)

বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট প্রকাশ করে; কিন্তু প্রজ্ঞার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অর্থ জ্ঞাত হয় না। ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু প্রজ্ঞপ্তিবহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু, ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তিধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করে। কিন্তু প্রজ্ঞার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অর্থ জ্ঞাত হয় না। ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু অধ্যয়নবহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু, ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তিধর্ম মনোযোগের সাথে চিন্তা করে, বিচার করে এবং মনোযোগের সাথে সাবধানে বিবেচনা করে। কিন্তু প্রজ্ঞার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অর্থ জ্ঞাত হয় না। ভিক্ষু, ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু বিতর্কবহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

ভিক্ষু, এক্ষেত্রে ভিক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খনুরূপে সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল শিক্ষা করে এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অর্থ জ্ঞাত হয়। ভিক্ষু, এরূপেই ভিক্ষু ধর্মবিহারী হয়।'

৩. ভিক্ষু, এই প্রকারে আমার দ্বারা পরিয়ত্তিবহুল, প্রজ্ঞপ্তিবহুল, অধ্যয়নবহুল এবং ধর্মবিহারী দেশিত হলো। ভিক্ষু, শাস্তা কর্তৃক শ্রাবকদের হিতের জন্য ও অনুকম্পার জন্য যা করণীয় তা আমার দ্বারা তোমাদের জন্য সম্পাদিত হয়েছে। হে ভিক্ষু, (দেখ,) এইখানে বৃক্ষ ও শূন্যগৃহ আছে। হে ভিক্ষু, ভাবনা কর। প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না; পরে অনুশোচনার দরুন নিজেকে নিজেই ভর্ৎসনা করো না, ইহাই হচ্ছে আমাদের (সম্যকসম্বুদ্ধগণের) অনুশাসন।"

দ্বিতীয় ধর্মবিহারী সূত্র সমাপ্ত

৫. প্রথম যোদ্ধা সূত্র

৭৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে পাঁচ প্রকার যোদ্ধা বিদ্যমান। পঞ্চ কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো যোদ্ধা ধূম্ররাশি দেখতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম উতরাতে অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো যোদ্ধা ধুম্ররাশি দেখে অবিচলিত থাকে। অধিকন্তু ধ্বজাগ্র দেখতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম উতরাতে অক্ষম হয়।

ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো যোদ্ধা ধূম্ররাশি ও ধ্বজাগ্র দেখে অবিচলিত থাকে। কিন্তু শোরগোল শুনতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম উতরাতে অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো যোদ্ধা ধূম্ররাশি, ধ্বজাগ্র এবং শোরগোলেও অবিচলিত থাকে। কিন্তু যুদ্ধে হত হয়, ব্যর্থ হয়। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো যোদ্ধা ধূম্ররাশি-ধ্বজাগ্র দেখে, শোরগোল শুনে এবং যুদ্ধে অবিচলিত থাকে সে সেই সংগ্রামে বিজিত হয়ে সংগ্রাম বিজয়ী হয় এবং সংগ্রামশীর্ষে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ যোদ্ধা জগতে বিদ্যমান।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে পঞ্চবিধ যোদ্ধা পুদ্গালের ন্যায় ভিক্ষুদের মধ্যেও বিদ্যমান। পঞ্চ কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু ধূম্ররাশি দেখতে পেয়ে মনের জোর হারায়; টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। কিরূপ ধূম্ররাশি? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শুনে যে 'অমুক নামক গ্রাম বা শহরের স্ত্রী বা কুমারী অভিরূপা, দর্শনীয়া প্রসাদিকা ও পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা।' সে তা শ্রবণ করে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে, শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। ইহা হচ্ছে তার জন্য ধূম্ররাশি।

ভিক্ষুগণ, যেমন যে যোদ্ধা ধূম্ররাশি দেখে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম উতরাতে সক্ষম হয় না। ভিক্ষুগণ, আমি বলি—এই ব্যক্তি তার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় প্রথম পুদ্গাল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধূম্ররাশি দেখে অবিচলিত থাকে। কিন্তু ধ্বজাগ্র দেখতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। কিরূপ ধ্বজাগ্র? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ শুনে যে, 'অমুক নামক গ্রাম বা শহরের স্ত্রী বা কুমারী অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রসাদিকা ও পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা।' অধিকন্তু স্বয়ং অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রসাদিকা ও পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় সমন্নাগতা স্ত্রী বা কুমারী দর্শন করে। সে তা দেখে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। ইহা হচ্ছে তার জন্য ধ্বজাগ্র।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে যোদ্ধা ধূম্ররাশি দেখে অবিচলিত থাকে; কিন্তু ধ্বজাগ্র দেখে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম উতরাতে সক্ষম হয় না। ভিক্ষুগণ, আমি বলি—এই ব্যক্তি তার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় দ্বিতীয় পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধূম্ররাশি ও ধ্বজাগ্র দেখে অবিচলিত থাকে; কিন্তু শোরগোল শুনে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। কিরূপ শোরগোল? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, অরণ্যে, বৃক্ষমূলে শূন্য-আগারে গত ভিক্ষুর নিকট স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়ে উপহাস করে, প্রশংসাসূচক কথা বলে, উচ্চশব্দে হাঁস্য করে এবং ঠাট্টা করে। সে স্ত্রীলোকের দ্বারা উপহাসরত, প্রশংসাসূচক কথায়রত, উচ্চশব্দে হাঁস্যমান ও ঠাট্টায় রত হয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। ইহা হচ্ছে তার জন্য শোরগোল।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে যোদ্ধা ধূম্ররাশি ও ধ্বজাগ্র দেখে অবিচলিত থাকে; কিন্তু শোরগোল শুনে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম উতরাতে সক্ষম হয় না। ভিক্ষুগণ, আমি বলি—এই ব্যক্তি তার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় তৃতীয় পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধূম্ররাশি, ধ্বজাগ্র এবং শোরগোল শুনে অবিচলিত থাকে। কিন্তু যুদ্ধে হত হয়, ব্যর্থ হয়। কিরূপ যুদ্ধ? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, শূন্যগৃহে গত ভিক্ষুর নিকট স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়ে উপবেশন করে, শয়ন করে এবং অভিভূত করে। সে স্ত্রীলোকের দ্বারা উপবেশনে রত, শয়নে রত এবং অভিভূত হওয়ার সময় শিক্ষা ত্যাগ না করে, দুর্বলতা প্রকাশ না করে মৈথুনধর্ম সেবন করে। ইহা হচ্ছে তার জন্য যুদ্ধ।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে যোদ্ধা ধূম্ররাশি, ধ্বজাগ্র দেখে এবং শোরগোল শুনে অবিচলিত থাকে। কিন্তু যুদ্ধে হত হয়, ব্যর্থ হয়। ভিক্ষুগণ, আমি বলি—এই ব্যক্তি তার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় চতুর্থ পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধূম্ররাশি, ধ্বজাগ্র, শোলগোল এবং যুদ্ধে অবিচলিত থাকে। সে সেই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সংগ্রাম বিজয়ী হয় এবং সংগ্রামশীর্ষে অবস্থান করে। কিরূপ সংগ্রামশীর্ষ? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, শূন্য-আগারে গত ভিক্ষুর নিকট স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়ে উপবেশন করে, শয়ন করে এবং অভিভূত করে। সে স্ত্রীলোকের দ্বারা উপবেশনে রত, শয়নে রত এবং অভিভূত হওয়ার সময় নিজেকে উদ্ধার করে, মুক্ত করে অন্যত্র চলে যায়। সে অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রান্তে, খোলাস্থান ও খড়ের নির্জন শয়নস্থানে গমন করে।

৫. সে অরণ্য, বৃক্ষমূল কিংবা শূন্যাগারে গিয়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে ঋজুকায়ে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপন করে। সে জগতে অভিধ্যা ত্যাগ করে বিগত অভিধ্যাচিত্তে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা হতে নিজ চিত্তকে পরিশোধন করে। সে ব্যাপাদ-প্রদোষ ত্যাগ করে দ্বেষমুক্ত চিত্তে সর্বপ্রাণী ও ভূতের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে। সে ব্যাপাদ-দোষ হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে আলস্য-তন্দ্রা ত্যাগ করে বিগত আলস্য-তন্দ্রা, আলোকসংজ্ঞী, স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী হয়। সে আলস্য-তন্দ্রা হতে চিত্তকে পরিশোধন করে। সে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ত্যাগ করে অনুদ্ধত ও নিজ চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে বিচিকিৎসা (সন্দেহ) ত্যাগ করে সন্দেহোত্তীর্ণ ও কুশলধর্মসমূহে সন্দেহমুক্ত হয়ে অবস্থান করে। সে বিচিকিৎসা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে।

সে চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ নীবরণ পরিহার করে যাবতীয় কামসম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে এবং অকুশল-চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে

অবস্থান করে। বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে বিচরণ করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।

৬. এইরূপ সমাহিত-চিত্ত, পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (পরিষ্কৃত), অনঞ্জন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থিত আনেঞ্জা প্রাপ্ত (নিষ্কম্প) অবস্থায় সে আসবসমূহ ক্ষয়কর জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্তকে নিয়োজিত করে। সে ইহা 'দুঃখসত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'দুঃখ-সমুদয় সত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'দুঃখ-নিরোধসত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য' বলে যথার্থরূপে জানে। ইহা 'আসব' বলে যথাভূতরূপে জানে; ইহা 'আসব উৎপত্তির কারণ' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'আসব নিরোধ' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'আসব নিরোধের উপায়' বলে যথার্থরূপে জানে। এই প্রকারে অবগত হওয়ার দরুন এবং দর্শনের দরুন কামাসব হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়; ভবাসব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয় এবং অবিদ্যাসব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়। 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত' তার এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তার পুনর্জন্ম ক্ষয়, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত ও করণীয় সমাপ্ত হয় এবং সে এ জীবনের (আসবক্ষয়ের) নিমিত্ত আর অপর কোনো কর্তব্য নাই, ইহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে। ইহা হচ্ছে তার জন্য সংগ্রাম বিজয়।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে যোদ্ধা ধূম্ররাশি ও ধ্বজাগ্র দেখে, শোরগোল শুনে এবং যুদ্ধে অবিচলিত থাকে। সে সেই সংগ্রাম বিজয়ী হয়ে সংগ্রামজয়ী হয় এবং সংগ্রামশীর্ষে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, আমি বলি—এই ব্যাক্তি তার (সেই যোদ্ধার) ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো ব্যাক্তি আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধায় ন্যায় পঞ্চম পুদ্গল। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ যোদ্ধার ন্যায় পুদ্গল ভিক্ষুদের মধ্যেও বিদ্যমান।"

প্রথম যোদ্ধা সূত্র সমাপ্ত

৬. দ্বিতীয় যোদ্ধা সূত্র

৭৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে পাঁচ প্রকার যোদ্ধা বিদ্যমান। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুন শত্রুরা তাকে আঘাত করে ও পরাভূত করে। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো যোদ্ধাও আছে। ইহা হচ্ছে প্রথম যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুন শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা নীত হওয়ার সময় অপর জ্ঞাতিদের নিকট পৌঁছানোর পূর্বেই পথিমধ্যে কালগত হয়। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো যোদ্ধাও আছে। ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুন শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। যথাশীঘ্র জ্ঞাতিগণ তাকে শুশ্রুষা করে, পরিচর্যা করে। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা শুশ্রুষা ও পরিচর্যাকালে সেই ক্ষতের দরুন মৃত্যুবরণ করে। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো যোদ্ধাও আছে। ইহা হচ্ছে তৃতীয় যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুন শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। যথাশীঘ্র জ্ঞাতিগণ তাকে শুশ্রুষা করে, পরিচর্যা করে। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা শুশ্রুষা ও

পরিচর্যা পেতে পেতে সেই আঘাত হতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠে। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো যোদ্ধাও আছে। ইহা হচ্ছে চতুর্থ যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে সংগ্রাম জয়ী হয় এবং সংগ্রাম-শীর্ষে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ যোদ্ধা জগতে বিদ্যমান।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপ পঞ্চবিধ যোদ্ধায় ন্যায় পুদ্গল ভিক্ষুদের মধ্যেও বিদ্যমান। কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোনো গ্রাম বা শহরকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে। সে পূর্বাহ্নসময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে অরক্ষিত কায়-বাক্-চিত্তের দ্বারা, অনুপস্থিত স্মৃতি দ্বারা এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ে সেই গ্রাম বা নগরে পিণ্ডচরণের জন্য প্রবেশ করে। সে তথায় অসংলগ্ন বস্ত্র ও অল্পবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রীলোককে দেখতে পায়। সেই স্ত্রীলোকটিকে অসংলগ্ন বস্ত্র এবং অল্প বস্ত্রে দেখে কামরাগে তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়। সে কামাসক্তিতে আচ্ছন্ন চিত্তে মৈথুনধর্ম চরিতার্থ করে।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুন শত্রুরা তাকে আঘাত করে ও পরাভূত করে। ভিক্ষুগণ, আমি বলি এই ব্যক্তি সেই যোদ্ধার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধা ন্যায় প্রথম পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোনো গ্রাম বা শহরকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে। সে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে অরক্ষিত কায়-বাক্-চিত্তের দ্বারা, অনুপস্থিত স্মৃতি দ্বারা এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ে সেই গ্রাম বা নগরে পিণ্ডচরণের জন্য প্রবেশ করে। সে তথায় অসংলগ্ন বস্ত্র ও অল্পবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রীলোককে দেখতে পায়। সেই স্ত্রীলোকটিকে অসংলগ্ন বস্ত্র এবং অল্প বস্ত্রে দেখে কামরাগে তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়। সে কামাসক্তিতে আচ্ছন্ন চিত্তে কায় ও মনে দগ্ধ

হয়। তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—'নিশ্চয়ই আমি আরামে গিয়ে ভিক্ষুদের বলব যে—আমি কামরাগে পর্যুদস্ত। আবুসোগণ, কামরাগে উৎপীড়িত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে সক্ষম হচ্ছি না। তাই শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশপূর্বক তা ত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করব।' সে আরামে গমনকালে আরামে পৌঁছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা প্রত্যাখ্যানপূর্বক হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুন শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা নীত হওয়ার সময় অপর জ্ঞাতিদের নিকট পৌঁছানোর পূর্বেই পথিমধ্যে কালগত হয়। ভিক্ষুগণ, আমি বলি এই ব্যক্তি সেই যোদ্ধার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধা ন্যায় দ্বিতীয় পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোনো গ্রাম বা শহরকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে। সে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে অরক্ষিত কায়-বাক্-চিত্তের দ্বারা, অনুপস্থিত স্মৃতি দ্বারা এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ে সেই গ্রাম বা নগরে পিণ্ডচরণের জন্য প্রবেশ করে। সে তথায় অসংলগ্ন বস্ত্র ও অল্পবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রীলোককে দেখতে পায়। সেই স্ত্রীলোকটিকে অসংলগ্ন বস্ত্র এবং অল্পবস্ত্রে দেখে কামরাগে তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়। সে কামাসক্তিতে আচ্ছন্ন চিত্তে কায় ও মনে দগ্ধ হয়। তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—'নিশ্চয়ই আমি আরামে গিয়ে ভিক্ষুদের বলব যে—আমি কামরাগে পর্যুদস্ত। আবুসোগণ, কামরাগে উৎপীড়িত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে সক্ষম হচ্ছি না। তাই শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশপূর্বক তা ত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করব।'

যথাশীঘ্র সব্রহ্মচারীরা তাকে উপদেশ দেয় এবং অনুশাসন করে—'হে বন্ধু, ভগবান কর্তৃক কাম অল্পমাত্র ভোগরূপে, বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম অস্থি-কঙ্কালের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম মাংসপেশীর উপমাস্বরূপ, বহু দুঃখ, বহু উপায়াস

(কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম তৃণমশালের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম অঙ্গারপূর্ণ গর্তের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম স্বপ্নের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম ঋণের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম বৃক্ষফলের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম বধ্যকাষ্ঠের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম বল্লমের, শূলের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম ফণাসম্পন্ন বিষধর সর্পের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে। আয়ুষ্মান, ব্রহ্মচর্যায় অভিরমিত হোন। আয়ুষ্মান, শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশপূর্বক শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করবেন না।'

সে সব্রহ্মচারীদের দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হওয়ার সময় এইরূপ বলে—'বন্ধুগণ, যদিওবা ভগবান কর্তৃক কাম অল্পমাত্র ভোগরূপে; বহুদুঃখ বহু উপায়াস এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে উক্ত হয়েছে; তথাপি আমি ব্রহ্মচর্য পালন করতে অক্ষম। তাই শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে, শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করব।' সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে, শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুন শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। যথাশীঘ্র জ্ঞাতিগণ তাকে শুশ্রুষা করে, পরিচর্যা করে। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা শুশ্রুষা ও পরিচর্যাকালে

সেই ক্ষতের দরুন মৃত্যুবরণ করে। ভিক্ষুগণ, আমি বলি এই ব্যক্তি সেই যোদ্ধার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধা ন্যায় তৃতীয় পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোনো গ্রাম বা শহরকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে। সে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে অরক্ষিত কায়-বাক্-চিত্তের দ্বারা, অনুপস্থিত স্মৃতি দ্বারা এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ে সেই গ্রাম বা নগরে পিণ্ডচরণের জন্য প্রবেশ করে। সে তথায় অসংলগ্ন বস্ত্র ও অল্পবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রীলোককে দেখতে পায়। সেই স্ত্রীলোকটিকে অসংলগ্ন বস্ত্র এবং অল্প বস্ত্রে দেখে কামরাগে তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়। সে কামাসক্তিতে আচ্ছন্ন চিত্তে কায় ও মনে দগ্ধ হয়। তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—'নিশ্চয়ই আমি আরামে গিয়ে ভিক্ষুদের বলব যে—আমি কামরাগে পর্যুদস্ত। আবুসোগণ, কামরাগে উৎপীড়িত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে সক্ষম হচ্ছি না। তাই শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশপূর্বক তা ত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করব।'

যথাশীঘ্র সব্রহ্মচারীরা তাকে উপদেশ দেয় এবং অনুশাসন করে—'হে বন্ধু, ভগবান কর্তৃক কাম অল্পমাত্র ভোগরূপে, বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম অস্থি-কঙ্কালের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম মাংসপেশীর উপমাস্বরূপ, বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম তৃণেরমশালের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম অঙ্গারপূর্ণ গর্তের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম স্বপ্নের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম ঋণের উপমস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম বৃক্ষেরফলের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম বধ্যকাষ্ঠের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস

(কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম বল্লমের, শূলের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম ফণাসম্পন্ন বিষধর সর্পের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) উক্ত হয়েছে। আয়ুষ্মান, ব্রহ্মচর্যায় অভিরমিত হোন। আয়ুষ্মান, শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করবেন না।'

সে সব্রহ্মচারীদের দ্বারা এভাবে উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হওয়ার সময় এরূপ বলে : 'আবুসো, আমি চেষ্ঠা করব, আমি কঠোরভাবে প্রচেষ্ঠা করব। আবুসো, আমি অভিরমিত হবো! আবুসো, এখন আমি শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশপূর্বক শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করব না।'

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুন শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। যথাশীঘ্র জ্ঞাতিগণ তাকে শুশ্রুষা করে, পরিচর্যা করে। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা শুশ্রূষা ও পরিচর্যা পেতে পেতে সেই আঘাত হতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠে। ভিক্ষুগণ, আমি বলি এই ব্যক্তি সেই যোদ্ধার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধা ন্যায় চতুর্থ পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোনো গ্রাম বা নিগমকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে। সে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে সুরক্ষিত কায়-বাক্-চিত্তে, উপস্থিত স্মৃতির দ্বারা এবং সংযত ইন্দ্রিয়ে সেই গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডচরণের জন্য প্রবেশ করে। সে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে কর্ণ-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের

নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে কর্ণ-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে নাসিকা-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে নাসিকা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং নাসিকা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে কায়-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে কায়-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কায়-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্তগ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে মন-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারী অভিধ্যা দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে মনেন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং মনেন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হতে প্রত্যাবর্তন করে ভোজনের পর অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরিগুহায়, শ্মাশনে, বনপ্রান্তে, উন্মুক্ত স্থানে ও পলালপুঞ্জে (শস্যহীন তৃণরাশিতে), নির্জন-শয়ন স্থানে গমন করে। সে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে গিয়ে দেহকে সোজা করে লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পর্যঙ্কাবদ্ধ হয়ে (পদ্মাসনে) উপবেশন করে। সে জগতে অভিধ্যা ত্যাগ করে বিগত অভিধ্যা চিত্তে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা হতে নিজ চিত্তকে পরিশোধন করে। সে ব্যাপাদ-প্রদোষ ত্যাগ করে দ্বেষমুক্ত চিত্তে সর্বপ্রাণী ও ভূতের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে। সে ব্যাপাদ-দোষ চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে আলস্য-তন্দ্রা ত্যাগ করে বিগত আলস্য-তন্দ্রা, আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী হয়। সে আলস্য-তন্দ্রা হতে চিত্তকে পরিশোধন করে। সে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ত্যাগ করে অনুদ্ধত ও নিজ চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে বিচিকিৎসা (সন্দেহ) ত্যাগ করে সন্দেহোত্তীর্ণ ও কুশলধর্মসমূহে সন্দেহমুক্ত হয়ে অবস্থান করে। সে বিচিকিৎসা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে।

সে চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞা দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ নীবরণ পরিহার করে যাবতীয় কামসম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে এবং অকুশল-চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন

হয়ে সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বির্তক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বির্তক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে বিচরণ করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না-দুঃখ-না-সুখ 'উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধ' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।

৬. এইরূপ সমাহিত-চিত্ত, পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (পরিষ্কৃত), অনঞ্জন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থিত আনেঞ্জাপ্রাপ্ত (নিষ্কম্প) অবস্থায় সে আসবসমূহ ক্ষয়কর জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্তকে নিয়োজিত করে। সে ইহা 'দুঃখসত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'দুঃখ-সমুদয়সত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'দুঃখ-নিরোধসত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য' বলে যথার্থরূপে জানে। ইহা 'আসব' বলে যথাভূতরূপে জানে; ইহা 'আসব উৎপত্তির কারণ' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'আসব-নিরোধ' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'আসব নিরোধের উপায়' বলে যথার্থরূপে জানে। এই প্রকারে অবগত হওয়ার দরুন এবং দর্শনের দরুন কামাসব হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়; ভবাসব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয় এবং অবিদ্যাসব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়। 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত' তার এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তার পুনর্জন্ম ক্ষয়, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত ও করণীয় সমাপ্ত হয় এবং এ জীবনের (আসবক্ষয়ের) নিমিত্ত আর অপর কোনো কর্তব্য নাই, ইহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে।

যেমন, ভিক্ষুগণ, যে যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে সংগ্রাম জয়ী হয় এবং সংগ্রাম-শীর্ষে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, আমি বলি এই ব্যক্তি সেই যোদ্ধার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ, এখানে এরূপ কোনো কোনো ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় পঞ্চম পুদ্গল। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধা সদৃশ পুদ্গল।

দ্বিতীয় যোদ্ধা সূত্র সমাপ্ত

৭. প্রথম অনাগত ভয় সূত্র

৭৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য পঞ্চবিধ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, আরণ্যিক ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'আমি বর্তমানে একাকী অরণ্যে অবস্থান করছি। আমার অরণ্যে একাকী অবস্থানকালে সাপ আমাকে দংশন করতে পারে। বৃশ্চিকও আমাকে দংশন করতে পারে; শতপদীও আমাকে দংশন করতে পারে। তার ফলে আমার মৃত্যুও হতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর। সেহেতু অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব।' ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই প্রথম অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আরণ্যিক ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'আমি বর্তমানে একাকী অরণ্যে অবস্থান করছি। আমার অরণ্যে একাকী অবস্থানকালে আমি হোচট খেতে পারি এবং পতিতও হতে পারি। আমার দ্বারা ভুক্ত আহারের মাধ্যমেও আমি অসুস্থ হতে পারি। আমার পিত্তরস কুপিত হতে পারে, শ্লেষ্মা কুপিত হতে পারে, শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চিত বায়ুও[১] কুপিত হতে পারে। তার ফলে আমার মৃত্যুও হতে পারে। তা আমার জন্য অন্তরায়কর। সেহেতু অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব।' ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই দ্বিতীয় অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'আমি বর্তমানে একাকী অরণ্যে অবস্থান করছি। আমার অরণ্যে একাকী অবস্থানকলে আমার সাথে

---

[১]। এই বায়ু ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি শস্ত্র দ্বারা কাটার ন্যায় দেহে বিদ্ধ করতে থাকে।

মূর্খদের সাক্ষাৎ হতে পারে; সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, ভাল্লুক, হায়েনার সাথেও সাক্ষাৎ হতে পারে। তারা আমার জীবননাশও করতে পারে এবং মৃত্যুর কারণও হতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর। সেহেতু অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব।' ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই তৃতীয় অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'আমি বর্তমানে একাকী অরণ্যে অবস্থান করছি। আমার অরণ্যে একাকী অবস্থানকালে আমার সাথে কৃতকর্মা বা অকৃতকর্মা[১] চোরদের সাক্ষাৎ হতে পারে। তারা আমার জীবন হনন করতে পারে এবং মৃত্যুর কারণও হতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর। সেহেতু অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব।' ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই চতুর্থ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'আমি বর্তমানে একাকী অরণ্যে অবস্থান করছি। এই অরণ্যে মূর্খ-অমনুষ্য আছে। তারা আমার জীবন হনন করতে পারে এবং মৃত্যুর কারণও হতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর। সেহেতু অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব।' ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই পঞ্চম অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

৩. হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত

---

[১]। 'কৃতকর্মা' বলতে চুরি করে ফিরে আসা এবং 'অকৃতকর্মা' বলতে চুরি করে নাই এরূপ অর্থই অভিপ্রেত।

এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই পঞ্চবিধ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

প্রথম অনাগত ভয় সূত্র সমাপ্ত

৮. দ্বিতীয় অনাগত ভয় সূত্র

৭৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যমরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর পঞ্চবিধ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'আমি বর্তমানে অল্পবয়স্ক যুবক, কালকেশধারী, যৌবনের শুভক্ষণ প্রথম বয়সে উপনীত। কিন্তু সময় হলে জরা এই দেহকে স্পর্শ করবে। জরা-জীর্ণতার দ্বারা অভিভূত হয়ে বুদ্ধের শাসনে মনোসংযোগ করা সহজসাধ্য নহে। অরণ্যে, বনপ্রান্তে, শয়নস্থান অভ্যাস করাও সহজ নয়। আমার মধ্যে সেই অনিষ্টকর, অকান্ত, অমনোজ্ঞ ধর্ম আগমনের পূর্বে অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব। এবং আমি সেই ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে জীর্ণাবস্থায়ও সুখে অবস্থান করতে পারব।' ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই প্রথম অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'আমি বর্তমানে নীরোগী অল্পাতঙ্ক, হজম শক্তিসম্পন্ন এবং অত্যধিক শীতোষ্ণ নহে; অধিকন্তু, মধ্যম শীতোষ্ণে প্রধানক্ষম (অধিক সহনশীল)। কিন্তু সময় হলে ব্যাধি এই দেহকে স্পর্শ করবে। রোগাক্রান্ত ও ব্যাধির দ্বারা অভিভূত হয়ে বুদ্ধের শাসনে মনোসংযোগ করা সহজসাধ্য নহে। অরণ্যে, বনপ্রান্তে, শয়নস্থান অভ্যাস করাও সহজ নয়। আমার মধ্যে সেই অনিষ্টকর, অকান্ত, অমনোজ্ঞ ধর্ম আগমনের পূর্বে অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব। এবং আমি সেই ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে রোগাক্রান্ত হলেও সুখে অবস্থান করতে পারব।' ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের

নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যমরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই দ্বিতীয় অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'বর্তমানে সুভিক্ষ, সুশস্য, পিণ্ডও সুলভ্য এবং পিণ্ডচরণের মাধমে জীবনধারণ করাও সহজসাধ্য। এমন সময়ও হয় যখন দুর্ভিক্ষ, শস্যমন্দা, পিণ্ডলাভ করাও কঠিন এবং পিণ্ডচরণের মাধমে জীবনধারণ করা ও দুষ্কর হয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষেরা যেখানে সুভিক্ষ সেখানে গমন করে। তথায় সামাজিক বিহার আকীর্ণ বিহারে পরিণত হয়। সেইরূপ অবস্থায় বুদ্ধের শাসনে মনোসংযোগ করা সহজসাধ্য নহে। অরণ্যে, বনপ্রান্তে, শয়নস্থান অভ্যাস করাও সহজ নয়। আমার মধ্যে সেই অনিষ্টকর, অকান্ত, অমনোজ্ঞ ধর্ম আগমনের পূর্বে অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব। এবং আমি সেই ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে দুর্ভিক্ষের সময়েও সুখে অবস্থান করতে পারব।' ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই তৃতীয় অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'বর্তমানে জনগণেরা একতাবদ্ধ, প্রীতি-সম্ভাষণে রত, অবিবাদে রত এবং ক্ষীর ও জলের ন্যায় একে অপরকে প্রিয়দৃষ্টিতে দেখে অবস্থান করছে। কিন্তু এমন সময়ও চলে আছে যখন দস্যুদের আক্রমনের ভয় উৎপন্ন হয়, ফলে রাজ্যবাসীরা তাদের যানে আরূঢ় হয়ে অন্যত্র গমন করে। মানুষেরা সেই ভয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। তথায় সামাজিক বিহারও আকীর্ণ বিহারে পরিণত হয়। সেইরূপ অবস্থায় বুদ্ধের শাসনে মনোসংযোগ করা সহজসাধ্য নহে। অরণ্যে, বনপ্রান্তে, শয়নস্থান অভ্যাস করাও সহজ নয়। আমার মধ্যে সেই অনিষ্টকর, অকান্ত, অমনোজ্ঞ ধর্ম আগমনের পূর্বে অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব। এবং আমি সেই ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে ভয়ের সময়েও সুখে অবস্থান করতে পারব।' ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক

ভিক্ষুর এই চতুর্থ অনগাত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।"

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'বর্তমানে সংঘ একতাবদ্ধ, প্রীতি-সম্ভাষণে রত, অবিবাদে রত এবং একই শিক্ষানুসারী হয়ে সুখে অবস্থান করে। কিন্তু এমন সময় হয় যখন সংঘে ভাঙন ধরে। ভাঙন ধরা সংঘের মধ্যে থেকে বুদ্ধের শাসনে মনঃসংযোগ করা সহজসাধ্য নহে। অরণ্যে, বনপ্রান্তে, শয়নস্থান অভ্যাস করাও সহজ নয়। আমার মধ্যে সেই অনিষ্টকর, অকান্ত, অমনোজ্ঞ ধর্ম আগমনের পূর্বে অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব। এবং আমি সেই ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে ভাঙ্গন ধরা সংঘের মধ্যেও সুখে অবস্থান করতে পারব।' ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই পঞ্চম অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

৩. ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যমরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই পঞ্চ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।"

দ্বিতীয় অনাগত ভয় সূত্র সমাপ্ত

৯. তৃতীয় অনাগত ভয় সূত্র

৭৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার অনাগত ভয় বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যৎ-এ উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত ত্যাগের নিমিত্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। পঞ্চ কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে সমকক্ষ অপরকে উপসম্পদা প্রদান করবে (ভিক্ষুরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে)। এবং সত্যি তারা উপসম্পন্নদের অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে না। ফলে তারাও হবে অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে সমকক্ষ অপরকে উপসম্পদা প্রদান

করবে। এবং তারাও উপসম্পন্নদের অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে না। ফলে তারাও হবে অভাবিত কায়, অভাবিত শীল ও অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ধর্ম-দূষণের দ্বারা বিনয় দূষিত হবে। বিনয়-দূষণের দ্বারা ধর্ম দূষিত হবে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে সমকক্ষ অপরকে নিশ্রয় প্রদান করবে। এবং সত্যিই তারা তাদের (নিশ্রয় প্রাপ্তদের) অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে না। ফলে তারাও হবে অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে সমকক্ষ অপরকে নিশ্রয় প্রদান করবে। এবং তারাও নিশ্রয় প্রাপ্তদের অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে না। ফলে তারাও হবে অভাবিত কায়, অভাবিত শীল ও অভাবিত প্রজ্ঞারসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, এইরূপে ধর্ম দূষণের দ্বারা বিনয় দূষিত হবে। বিনয় দূষণের দ্বারা ধর্ম দূষিত হবে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে অভিধর্ম, বেদল্ল ভাষণকালে যথাযথ অর্থ জ্ঞাত হবে না। অধিকন্তু কৃষ্ণধর্মে (পাপ) প্রবিষ্টমান হবে। ভিক্ষুগণ, এরূপে ধর্ম-দূষণের দ্বারা বিনয় দূষিত হবে। বিনয়-দূষণের দ্বারা ধর্ম দূষিত হবে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। তারা

অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে যে-সমস্ত উপদেশাদি তথাগত কর্তৃক ভাষিত, গম্ভীর, গম্ভীর অর্থ, লোকোত্তর, শূন্যতাসংযুক্ত; তা আবৃত্তিকালে শ্রবণ করবে না, শ্রোত্রে মনোসংযোগ করবে না, অপর চিত্ত উপস্থাপিত করবে না এবং সেই ধর্মাদি শিক্ষা করা উচিত, আয়ত্ত আনা উচিত বলে মনে করবে না। কিন্তু যে-সমস্ত উপদেশাদি ছন্দোবদ্ধভাবে রচিত, কাব্য, ভাব সৌন্দর্যপূর্ণ, চিত্তব্যঞ্জন, অন্যতীর্থিয় শ্রাবকদের কর্তৃক ভাষিত, তা আবৃত্তিকালে শ্রবণ করবে; শ্রোত্রে মনোসংযোগ করবে, অপর চিত্ত উপস্থাপিত করবে এবং সেই ধর্মাদি শিক্ষা করা উচিত, আয়ত্তে আনা উচিত বলে মনে করবে। ভিক্ষুগণ, এরূপে ধর্ম-দূষণের দ্বারা বিনয় দূষিত হবে। বিনয়-দূষণের দ্বারা ধর্ম দূষিত হবে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে স্থবির ভিক্ষুরা বিলাসী হবে, নীতিহীন, নীতিস্খলনের প্রস্তাবক, প্রবিবেকধুর ত্যাগকারী হবে। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ (প্রচেষ্টা) করবে না। তাদের পরবর্তী জনেরাও ভ্রান্ত দর্শনের দরুন একই পথে প্রবিষ্ট হবে। তারাও বিলাসী হবে, নীতিহীন, নীতিস্খলনের প্রস্তাবক, প্রবিবেকধুর ত্যাগকারী হবে। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ (প্রচেষ্টা) করবে না। ভিক্ষুগণ, এরূপে ধর্ম দূষণের দ্বারা বিনয় দূষিত হবে। বিনয় দূষণের দ্বারা ধর্ম দূষিত হবে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার অনাগত ভয় বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।”

তৃতীয় অনাগত ভয় সূত্র সমাপ্ত

১০. চতুর্থ অনাগত ভয় সূত্র

৮০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার অনাগত ভয় বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা উত্তম চীবরকামী হবে। তারা উত্তম চীবরকামী হয়ে পাংশুকুলিক চীবর পরিত্যাগ করবে। অরণ্যে, বনপ্রান্তের নির্জন আবাস স্থান পরিত্যাগ করে গ্রাম-নিগম-রাজধানীতে একত্রিত হয়ে তাদের আবাস স্থাপন করবে। এবং চীবরের কারণে নানা প্রকার অকুশল পথে ও অনুপযুক্তভাবে অপরাধ করবে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা উত্তম পিণ্ডপাতকামী হবে। তারা উত্তম পিণ্ডপাত আকাঙ্ক্ষী হয়ে পিণ্ডচরণ পরিত্যাগ করবে। অরণ্যে, বনপ্রান্তের নির্জন আবাস স্থান পরিত্যাগ করে গ্রাম-নিগম-রাজধানীতে একত্রিত হয়ে তাদের আবাস স্থান নির্মাণ করবে। জিহ্বাগ্রের দ্বারা রস আস্বাদনের এবং উত্তম পিণ্ডপাতের নিমিত্ত নানা প্রকার অকুশল পথে ও অনুপযুক্তভাবে অপরাধ করবে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ সময় পর অনাগত ভিক্ষুরা উত্তম শয্যাসন কামী হবে। তারা উত্তম শয্যাসন আকাঙ্ক্ষী হয়ে বৃক্ষমূলিক আসন পরিত্যাগ করবে। অরণ্যে, বনপ্রান্তের নির্জন আবাস স্থান পরিত্যাগ করে গ্রাম-নিগম-রাজধানীতে একত্রিত হয়ে তাদের আবাস স্থান নির্মাণ করবে। এবং শয্যাসনের কারণে নানা প্রকার অকুশল পথে ও অনুপযুক্তভাবে অপরাধ করবে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণদের সাথে একত্রিত হয়ে অবস্থান করবে। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা ও শ্রামণদের সাথে ভিক্ষুদের সংসর্গের দরুন ইহাই প্রত্যশিত যে 'তারা

অনুৎসুক হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করবে। অন্যতর বা সংক্লিষ্ট অপরাধ প্রাপ্ত হবে কিংবা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা আরামিক (বিহারের আবাসিক) ও শ্রামণদের সাথে একত্রিত হয়ে অবস্থান করবে। আরামিক ও শ্রামণদের সাথে ভিক্ষুদের সংসর্গের দরুন ইহাই প্রত্যাশিত যে 'তারা নানা প্রকার সঞ্চিত বিষয় পরিভোগে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থান করবে, এবং ভূমি ও উদ্ভিদ-বিষয়ক স্থূল বা লজ্জাজনক নিমিত্ত কর্ম করবে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।"

চতুর্থ অনাগত ভয় সূত্র সমাপ্ত

যোদ্ধা বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

চিত্তবিমুক্তিফল দুই, ধর্মবিহারী দ্বিবিধ;
যোদ্ধা সূত্র দুই আর অনাগত ভয় চতুর্বিধ।

(৯) ৪. স্থবির বর্গ

১. প্রলোভন সূত্র

৮১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে প্রলোভনের মাধ্যমে প্রলুব্ধ, দূষণের মাধ্যমে দূষিত, সম্মোহনের মাধ্যমে মোহাচ্ছন্ন, ক্রোধের মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ এবং উন্মত্ততার মাধ্যমে প্রমত্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে প্রলোভনের মাধ্যমে প্রলুব্ধ হয় না, দূষণের মাধ্যমে দূষিত হয় না, সম্মোহনের মাধ্যমে মোহাচ্ছন্ন হয় না, ক্রোধের মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ হয় না এবং উন্মত্ততার মাধ্যমে প্রমত্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

প্রলোভন সূত্র সমাপ্ত

২. বীতরাগ সূত্র

৮২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে অবীতরাগসম্পন্ন হয়, অবীতদ্বেষসম্পন্ন হয়, অবীতমোহসম্পন্ন হয়, ম্রক্ষী (গুণবিনাশী) এবং বিদ্বেষপরায়ণ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চবিধ কী কী?

৪. সে বীতরাগ-বীতদ্বেষ-বীতমোহসম্পন্ন, অম্রক্ষী ও বিদ্বেষহীন হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

বীতরাগ সূত্র সমাপ্ত

৩. প্রতারক সূত্র

৮৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে প্রতারক হয়, লাভ-সন্নিশ্রিত বাক্যভাষী হয়, ভাগ্য-গণক হয়, নিষ্পেষক (ফাঁকিবাজ) হয় এবং লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে প্রতারক হয় না, লাভ সন্নিশ্রিত বাক্যভাষী হয় না, ভাগ্য গণনা করে না, নিষ্পেষক হয় না এবং লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।”

প্রতারক সূত্র সমাপ্ত

৪. অশ্রদ্ধ সূত্র

৮৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে অশ্রদ্ধাবান হয়, লজ্জাহীন হয় (পাপের প্রতি), ভয়হীন হয় (পাপের প্রতি), অলস এবং দুপ্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে শ্রদ্ধাবান হয়, পাপের প্রতি লজ্জাশীল হয়, পাপের প্রতি ভয়দর্শী হয়, বীর্যবান এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।”

অশ্রদ্ধ সূত্র সমাপ্ত

৫. অক্ষম সূত্র

৮৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে রূপের প্রতি অক্ষম (অসহনশীল) হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয়, স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয় এবং স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।”

অক্ষম সূত্র সমাপ্ত

৬. প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত সূত্র

৮৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে অর্থ-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয় এবং সব্রহ্মচারীদের যে-সমস্ত ছোটো-বড়ো কর্তব্য কর্ম আছে তাতে দক্ষ ও কর্মঠ হয়; সেই কার্যসমূহে অনলস, নানা উপায় উদ্ভাবন নিজে করতে অথবা অপরের দ্বারা করাতে দক্ষ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয় মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় ও শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।”

প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত সূত্র সমাপ্ত

৭. শীলবান সূত্র

৮৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত হয়, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি (দর্শন) দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ (জ্ঞাত) হয়। সে কল্যাণভাষী ও আন্তরিকভাবে আলোচনা করে। বাচনিক শিষ্টতায়, স্পষ্ট উচ্চারণে, পরিষ্কার কণ্ঠে এবং অর্থের উপস্থাপনায় সে সমন্নাগত হয়। সে ইহজীবনে সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হয়। এবং সে আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অধিগত হয়ে অবস্থান করে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের

নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।”

শীলবান সূত্র সমাপ্ত

৮. স্থবির সূত্র

৮৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখে, বহুজনের অনর্থে এবং দেবমনুষ্যদের অহিত ও দুঃখে প্রতিপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী?

২. স্থবির বহুরাত্রি পারকারী ও দীর্ঘদিন ধরে প্রব্রজিত হয়; সে সুপরিচিত ও যশস্বী হয় এবং বহু গৃহী ও প্রব্রজিত তার অনুসারী হয়; সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভী হয়; সে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক, যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত হয়; কিন্তু দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয় না, সে মিথ্যাদৃষ্টি ও বিপরীত দর্শনকারী হয়। সে বহুজনকে সদ্ধর্ম হতে বিচ্যুত করে অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করায়। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু বহুরাত্রি পারকারী ও দীর্ঘদিন ধরে প্রব্রজিত, তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু সুপরিচিত ও যশস্বী এবং বহু গৃহী ও প্রব্রজিত তার অনুসারী, তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ও গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভী, তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখে, বহুজনের অনর্থে এবং দেবমনুষ্যদের অহিত ও দুঃখে প্রতিপন্ন হয়।

৪. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু বহুজনের হিতে, বহুজনের সুখে, বহুজনের মঙ্গলে এবং দেবমনুষ্যের হিত ও সুখে প্রতিপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী?

৫. স্থবির বহুরাত্রি পারকারী ও দীর্ঘদিন ধরে প্রব্রজিত হয়, সে সুপরিচিত ও যশস্বী হয় এবং বহু গৃহী ও প্রব্রজিত তার অনুসারী হয়, সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ও গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভী হয়; সে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ,

পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক, যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ও যথাযথ দর্শনকারী হয়। সে বহুজনকে অসদ্ধর্ম হতে চ্যুত করে সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করায়। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু বহুরাত্রি পারকারী ও দীর্ঘদিন ধরে প্রব্রজিত, তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু সুপরিচিত ও যশস্বী এবং বহুগৃহী ও প্রব্রজিত তার অনুসারী, তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভী, তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু বহুজনের হিতে, বহুজনের সুখে, বহুজনের মঙ্গলে এবং দেব মনুষ্যের হিত ও সুখে প্রতিপন্ন হয়।”

স্থবির সূত্র সমাপ্ত

৯. প্রথম শৈক্ষ্য সূত্র

৮৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে কর্মাসক্ত হয়, বাজে আলাপে আসক্ত, নিদ্রার প্রতি আসক্ত, সামাজিক সঙ্গানন্দপ্রিয় এবং সে বিমুক্তচিত্তকে প্রত্যবেক্ষণ করে না। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির নিমিত্ত সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে কর্মাসক্ত হয় না, বাজে আলাপে আসক্ত হয় না, নিদ্রার প্রতি আসক্ত হয় না, সামাজিক সঙ্গানন্দপ্রিয় হয় না এবং বিমুক্তচিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানীয় নিমিত্ত সংবর্তিত হয়।”

প্রথম শৈক্ষ্য সূত্র সমাপ্ত

১০. দ্বিতীয় শৈক্ষ্য সূত্র

৯০.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য

সংবর্তিত (চালিত) হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু বহু কৃত্য ও বহু করণীয়সম্পন্ন হয় এবং করণীয় কর্মে দক্ষ হয়। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু অল্পমাত্র কর্মের দ্বারা দিবস ক্ষেপন করে। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু গৃহী-প্রব্রজিত এবং শাসনের অনুপযুক্ত গৃহীদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করে। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু অকালে (প্রত্যুষে) গ্রামে গমন করে এবং দেরী করে প্রত্যাবর্তন করে। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু যে-সমস্ত কথা কঠোর, সংযমের এবং চিত্ত উন্মুক্তকরণে সহায়ক; যেমন : অল্পেচ্ছা কথা, সন্তুষ্টি কথা, প্রবিবেক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যারম্ভ কথা, সমাধি কথা, প্রজ্ঞা কথা, বিমুক্তি কথা, বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন কথা। এরূপ কথায় যথেচ্ছালাভী, অনায়সলাভী এবং অক্লেশলাভী হয় না। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাচটি ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু বহু কৃত্য ও বহু করণীয়সম্পন্ন হয় না এবং করণীয় কর্মে দক্ষ হয় না। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক শমথভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু অল্পমাত্র কর্মের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত

করে না। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক শমথভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু গৃহী-প্রব্রজিত এবং শাসনের অনুপযুক্ত গৃহীদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করে না। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক শমথভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু অতি প্রত্যুষে গ্রামে প্রবেশ করে না এবং দেরীতে ফিরে আসে না। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক শমথভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য ভিক্ষু যে-সমস্ত কথা কঠোর সংযমের ও চিত্ত উন্মুক্তকরণে সহায়ক তাদৃশ কথা; যেমন—অল্পেচ্ছাকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যারম্ভ কথা, শীল কথা, সমাধি কথা, প্রজ্ঞা কথা, বিমুক্তি কথা, বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন কথায় যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী এবং অক্লেশলাভী হয়। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক শমথভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।”

দ্বিতীয় শৈক্ষ্য সূত্র সমাপ্ত

স্থবির বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

প্রলোভন, বীতরাগ আর প্রতারক সূত্র,
অশ্রদ্ধ, অক্ষম এবং প্রতিসম্ভিদা সূত্র।
শীলবান সূত্র আর স্থবির সূত্র দ্বয়,
দ্বিবিধ শৈক্ষ্যসহ দশে থের বর্গ হয়।

(১০) ৫. ককুধ বর্গ

১. প্রথম সম্পদ সূত্র

৯১.১. "হে ভিক্ষুগণ, সম্পদ পাঁচ প্রকার। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. যথা : শ্রদ্ধাসম্পদ, শীলসম্পদ, শ্রুতিসম্পদ, ত্যাগ-সম্পদ এবং প্রজ্ঞাসম্পদ। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার সম্পদ।"

প্রথম সূত্র সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় সম্পদ সূত্র

৯২.১. "হে ভিক্ষুগণ, সম্পদ পাঁচ প্রকার। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. যথা : শীলসম্পদ, সমাধিসম্পদ, প্রজ্ঞাসম্পদ, বিমুক্তিসম্পদ এবং বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন-সম্পদ। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার সম্পদ।"

দ্বিতীয় সম্পদ সূত্র সমাপ্ত

৩. ব্যাখ্যা সূত্র

৯৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ভুল ব্যাখ্যা আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. কেউ কেউ মূর্খ ও মোহগ্রস্ত হয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে; পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপ হয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে; উন্মাদ, চিত্ত-বিক্ষেপতার দরুন ভুল ব্যাখ্যা করে; কেউ কেউ অত্যধিক মানবশে ভুল ব্যাখ্যা করে এবং জ্ঞাতসারে ভুল ব্যাখ্যা করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ভুল ব্যাখ্যা আছে।"

ব্যাখ্যা সূত্র সমাপ্ত

৪. সুখবিহার সূত্র

৯৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার সুখবিহার বা অবস্থান আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামসম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে এবং অকুশল-চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবির্তক সবিচার ও বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বির্তক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বির্তক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতিনিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ

করে বিচরণ করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে নাদুঃখ-নাসুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে এবং সে আসবরাশি ক্ষয় করে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে, অধিগত করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে সুখবিহার।”

সুখবিহার সূত্র সমাপ্ত

৫. স্থির সূত্র

৯৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অচিরেই স্থিরতা (অর্হত্ত্বফল) গভীরভাবে উপলব্ধি করে। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অর্থ-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয় এবং বিমুক্তচিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অচিরেই স্থিরতা (অর্হত্ত্বফল) গভীরভাবে উপলব্ধি করে।

স্থির সূত্র সমাপ্ত

৬. শ্রুতিধর সূত্র

৯৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপানস্মৃতি অনুশীলনে রত হয়ে অচিরেই স্থিরতা (অর্হত্ত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অল্প দায়িত্বসম্পন্ন, অল্পকৃত, মিতব্যয়ী এবং জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকে। সে স্বল্পাহারী ও উদর পূর্তিকরণে অনুযুক্ত হয় না। জাগরণে অনুযুক্ত ও অল্প তন্দ্রাসম্পন্ন হয়। সে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ ও পর্যবসানকল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক, যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার দ্বারা শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ (জ্ঞাত বা অর্জিত) হয়। সে যথাবিমুক্তচিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপানস্মৃতি অনুশীলনে রত হয়ে অচিরেই স্থিরতা (অর্হত্ত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে।”

শ্রুতিধর সূত্র সমাপ্ত

৭. কথা সূত্র

৯৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপানস্মৃতি ভাবনারত হয়ে অচিরেই স্থিরতা (অর্হত্ত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অল্প দায়িত্বসম্পন্ন, অল্পকৃত, মিতব্যয়ী এবং জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকে। সে স্বল্পাহারী ও উদর পূর্তিকরণে অনুযুক্ত হয় না। জাগরণে অনুযুক্ত ও অল্প তন্দ্রাসম্পন্ন হয়। যে-সমস্ত কথা কঠোর সংযমের ও চিত্ত উন্মুক্তকরণের সহায়ক তাদৃশ কথা; যেমন : অল্পেচ্ছা কথা, সন্তুষ্ট কথা, প্রবিবেক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যারম্ভ কথা, শীল কথা, সমাধি কথা, প্রজ্ঞা কথা, বিমুক্তি কথা, বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন কথায় যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী এবং অক্লেশলাভী হয়। সে যথাবিমুক্তচিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপানস্মৃতি ভাবনারত হয়ে অচিরেই স্থিরতা (অর্হত্ত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে।"

কথা সূত্র সমাপ্ত

৮. আরণ্যিক সূত্র

৯৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপানস্মৃতি বহুলীকৃত করতে করতে অচিরেই স্থিরতা (অর্হত্ত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে। পঞ্চ কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু অল্প দায়িত্বসম্পন্ন, অল্পকৃত, মিতব্যয়ী এবং জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকে। সে স্বল্পাহারী ও উদর পূর্তিকরণে অনুযুক্ত হয় না। জাগরণে অনুযুক্ত ও অল্প তন্দ্রাসম্পন্ন হয়। সে আরণ্যিক ও বনপ্রান্তে শয়নস্থান পরিভোগকারী হয়। সে যথাবিমুক্তচিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপানস্মৃতি বহুলীকৃত করতে করতে অচিরেই স্থিরতা (অর্হত্ত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে।"

আরণ্যিক সূত্র সমাপ্ত

৯. সিংহ সূত্র

৯৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পশুরাজ সিংহ সায়াহ্নকালে আবাস হতে নিষ্ক্রান্ত হয়। আবাস হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে জৃম্ভণ করে চতুর্দিকের সমস্তকিছু অবলোকন করে, তিনবার সিংহনিনাদ করে শিকার করার জন্য গমন করে। সে যদি হস্তীকে আঘাত করে তাহলে সর্তকতার সহিত আঘাত করে অসর্তক হয়ে

আঘাত করে না। সে যদি মহিষকে আঘাত করে তাহলে সর্তকতার সহিত আঘাত করে অসর্তক হয়ে আঘাত করে না; সে যদি গরুকে আঘাত করে তাহলে সর্তকতার সহিত আঘাত করে অসর্তক হয়ে আঘাত করে না; চিতাবাঘকে আঘাত করলে সর্তকতার সহিত আঘাত করে অসর্তক হয়ে আঘাত করে না; সে যদি ক্ষুদ্র প্রাণীদের আঘাত করে; অন্তত তা যদি খরগোশ বা বিড়ালও হয় তাহলে সে সর্তকতার সহিত আঘাত করে, অসর্তক হয়ে আঘাত করে না। তার কারণ কী? (সে চিন্তা করে যে) 'আমার যোগ্যতা আমাকেই বিনাশ না করুক।'

২. ভিক্ষুগণ, সিংহ শব্দটি হচ্ছে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের অপর একটি নাম। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত পরিষদের মধ্যে ধর্মদেশনা করে; তা হচ্ছে তথাগতের সিংহনিনাদ। ভিক্ষুগণ, তথাগত যদি ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা করে তাহলে সর্তকতার সহিত ধর্মদেশনা করে অসর্তক হয়ে নহে; তথাগত যদি ভিক্ষুণীদের ধর্মদেশনা করে তাহলে সর্তকতার সহিত ধর্মদেশনা করে অসর্তক হয়ে নহে; উপাসকদের ধর্মদেশনা করে তাহলে সর্তকতার সহিত ধর্মদেশনা করে অসর্তক হয়ে নহে; উপাসিকাদের ধর্মদেশনা করে তাহলে সর্তকতার সহিত ধর্মদেশনা করে অসর্তক হয়ে নহে। তথাগত যদি পৃথগ্‌জনদের ধর্মদেশনা করে অন্তত তারা যদি অন্ন-ভিখারী বা ব্যাধও হয় তাহলেও তথাগত সর্তকতার সহিত ধর্মদেশনা করে অসর্তক হয়ে নহে। তা কী কারণবশে? তার কারণ, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত ধর্মের প্রতি গৌরবসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধাশীল।"

সিংহ সূত্র সমাপ্ত

১০. ককুধ স্থবির সূত্র

১০০.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান কৌশাম্বীর[১] ঘোষিত আরামে[২] অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের[১]

---

[১]। কৌশাম্বী—বত্‌স বা বংসস এর অন্তর্গত নগর। বুদ্ধের জীবদ্দশায় এর রাজা ছিলেন পরন্তপ এবং পরবর্তীকালে তার অবসরের পর পুত্র উদেনের রাজ্যাভিষেক হয়।

[২]। ঘোষিত আরামে—কৌশাম্বীর অন্তর্গত ভিক্ষু নিবাস। ইহা ঘোষিত (বা ঘোষক) নামক ব্যাক্তি কর্তৃক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের অবস্থানের নিমিত্তে প্রদত্ত হয়েছিল। বুদ্ধ কৌশাম্বীতে আগমন করলে এই আরামে প্রায় অবস্থান করতেন। বিনয় ও ধর্মধর খেতাবী দুজন সশিষ্য ভিক্ষুদের মধ্যে কলহ উৎপন্ন হলে বুদ্ধ সেখান হতে পারিলেয়্য বনে প্রস্থান করেন। বিস্তারিত ধর্মপদ অর্থকথার যমক বর্গে দ্রষ্টব্য।

উপস্থায়ক ককুধ নামক কোলিয় পুত্র অধুনা কালগত হয়ে অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হলেন (দেবত্ব লাভ করলেন)। তার এরূপ আত্মভাব (অস্তিত্ব) লাভ হয়েছিল; যেমন, মগধরাজ্যের অন্তর্গত দুই বা তিনটি গ্রাম্য ক্ষেত্র। সে সেই আত্মভাব লাভের দ্বারা নিজের এবং অপরের কারও ক্ষতিসাধন করতো না।

২. অনন্তর, ককুধ দেবপুত্র যেখানে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত ককুধ দেবপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, দেবদত্তের এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল—'আমি ভিক্ষুসংঘকে পরিচালনা করব।' ভন্তে, এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন করার সাথে সাথে দেবদত্ত তার ঋদ্ধি হতে চ্যুত হয়।" ককুধ দেবপুত্র এরূপ বলল। এরূপ বলে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক তথায়ই অন্তর্হিত হল।

৩. অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ভগবানকে এরূপ বললেন :

৪. "ভন্তে, ককুধ নামক কোলিয়পুত্র আমার উপস্থায়ক অধুনা কালগত হয়ে অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়েছে। তার এরূপ আত্মভাব (অস্তিত্ব) লাভ হয়েছিল; যেমন, মগধরাজ্যের অন্তর্গত দুই বা তিনটি গ্রাম্য ক্ষেত্র। সে সেই আত্মভাব লাভের দ্বারা নিজের এবং অপরের কারও ক্ষতিসাধন করতো না। অনন্তর ভন্তে, ককুধ দেবপুত্র যেখানে আমি অবস্থান করছিলাম সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হল। একপার্শ্বে স্থিত ককুধ দেবপুত্র আমাকে এরূপ বলল, "ভন্তে, দেবদত্তের এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল—'আমি ভিক্ষুসংঘকে পরিচালনা করব।' ভন্তে, এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন করার সাথে সাথে দেবদত্ত তার ঋদ্ধি হতে চ্যুত হয়।" ভন্তে, ককুধ দেবপুত্র এরূপ বলল। এরূপ বলে আমাকে অভিবাদন করে তথায়ই অন্তর্ধান হল।"

৫. "হে মৌদ্গাল্লায়ন, ককুধ দেবপুত্র যা বিদিত আছে তা তুমি কি

---

[১]। মহামৌদ্গাল্লায়ন—ইনি ছিলেন বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক ও মহাঋদ্ধিশালী। রাজগৃহের নিকটস্থ কোলিত গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। একই দিবসে অপর প্রথম অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রও জন্মগ্রহণ করেন। (এরা উভয়েই বুদ্ধ হতে বয়সে বড় ছিলেন) মৌদ্গাল্লায়ন-এর গৃহী নাম কোলিত, মাতার নাম মোগ্গলী (মৌগ্গলানী) এবং তার পিতা ছিলেন গ্রামপ্রধান।

তোমার চিত্তের দ্বারা জ্ঞাত আছ; যেমন : ‘ককুধ দেবপুত্র যা কিছু বলেছে তৎসমস্ত সেরূপই অন্যথা নহে?”

“ভন্তে, ককুধ দেবপুত্র যা বিদিত আছে। আমিও তা নিজ চিত্তে অবগত আছি—‘ককুধ দেবপুত্র যা কিছু বলেছে তৎসমস্ত সেরূই, অন্যথা নহে।”

“মৌদ্গাল্লায়ন, তোমার বাক্য সামলাও। হে মৌদ্গাল্লায়ন, তোমার বাক্য সামলাও। বর্তমানে সেই মূর্খপুরুষ (দেবদত্ত) নিজেই নিজেকে বিপথে চালিত করবে।

৬. মৌদ্গাল্লায়ন, পাঁচ প্রকার শাস্তা জগতে বিদ্যমান। পাঁচ প্রকার কী কী?

৭. এক্ষেত্রে, মৌদ্গাল্লায়ন, কোনো কোনো শাস্তা শীলে অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে ‘আমি পরিশুদ্ধ শীলধারী, আমার শীল পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।’ কিন্তু তার শ্রাবকেরা এরূপ জানে যে ‘এই শাস্তা শীলে অপরিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ ও সংক্লিষ্ট।’ আমরা যদি তা গৃহীদের বলি তাহলে সে তা পছন্দ করবে না। সে যা পছন্দ করবে না তা আমার কিভাবে সম্পাদন করি? এবং সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য পরিষ্কার দানাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তার দ্বারা নিজেই প্রকটিত হবে। মৌদ্গাল্লায়ন, এরূপ শাস্তাকে শ্রাবকেরা শীলাদি হতে রক্ষা করে। এবং এরূপ শাস্তা শ্রাবকদের শীল হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

পুনশ্চ, মৌদ্গাল্লায়ন, কোনো কোনো শাস্তা জীবিকায় অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে ‘আমি পরিশুদ্ধ জীবিকাধারী, আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।’ কিন্তু তার শ্রাবকেরা এরূপ জানে যে ‘এই শাস্তা জীবিকায় অপরিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ ও সংক্লিষ্ট।’ আমরা যদি তা গৃহীদের বলি তাহলে সে তা পছন্দ করবে না। সে যা পছন্দ করবে না তা আমরা কীভাবে সম্পাদন করি? এবং সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য-পরিষ্কার-দানাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তার দ্বারা নিজেই প্রকটিত হবে। মৌদ্গাল্লায়ন, এরূপ শাস্তাকে শ্রাবকেরা জীবিকা হতে রক্ষা করে। এবং এরূপ শাস্তা শ্রাবকদের জীবিকা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

পুনশ্চ, মৌদ্গাল্লায়ন, কোনো কোনো শাস্তা ধর্মদেশনায় অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে ‘আমি পরিশুদ্ধ ধর্মদেশনাকারী, আমার ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।’ কিন্তু তার শ্রাবকেরা এরূপ জানে যে ‘এই শাস্তা ধর্মদেশনায় অপরিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ ও সংক্লিষ্ট।’ আমরা যদি তা গৃহীদের বলি তাহলে সে তা পছন্দ করবে না। সে যা পছন্দ করবে না তা আমরা কীভাবে সম্পাদন করি? এবং সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য-পরিষ্কার-

দানাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তার দ্বারা নিজেই প্রকটিত হবে। মৌদ্গাল্লায়ন, এরূপ শাস্তাকে শ্রাবকেরা ধর্মদেশনা হতে রক্ষা করে। এবং এরূপ শাস্তা শ্রাবকদের ধর্মদেশনা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

পুনশ্চ, মৌদ্গাল্লায়ন, কোনো কোনো শাস্তা অপরিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকারী হয়েও মনে করে যে 'আমি পরিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকারী, আমার ব্যাখ্যা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' কিন্তু তার শ্রাবকেরা এরূপ জানে যে 'এই শাস্তা ব্যাখ্যায় অপরিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ ও সংক্লিষ্ট।' আমরা যদি তা গৃহীদের বলি তাহলে সে তা পছন্দ করবে না। সে যা পছন্দ করবে না তা আমরা কিভাবে সম্পাদন করি? এবং সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য-পরিষ্কার-দানাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তার দ্বারা নিজেই প্রকটিত হবে। মৌদ্গাল্লায়ন, এরূপ শাস্তাকে শ্রাবকেরা ব্যাখ্যা হতে রক্ষা করে। এবং এরূপ শাস্তা শ্রাবকদের ব্যাখ্যা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

পুনশ্চ, মৌদ্গাল্লায়ন, কোনো কোনো শাস্তা জ্ঞানদর্শনে অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে 'আমি পরিশুদ্ধ জ্ঞানদর্শনধারী, আমার জ্ঞানদর্শন পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' কিন্তু তার শ্রাবকেরা এরূপ জানে যে 'এই শাস্তার জ্ঞানদর্শন অপরিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ ও সংক্লিষ্ট।' আমরা যদি তা গৃহীদের বলি তাহলে সে তা পছন্দ করবে না। সে যা পছন্দ করবে না তা আমরা কিভাবে সম্পাদন করি? এবং সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য-পরিষ্কার-দানাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তার দ্বারা নিজেই প্রকটিত হবে। মৌদ্গাল্লায়ন, এরূপ শাস্তাকে শ্রাবকেরা জ্ঞানদর্শন হতে রক্ষা করে। এবং এরূপ শাস্তা শ্রাবকদের জ্ঞানদর্শন হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে। মৌদ্গাল্লায়ন, এই পাঁচ প্রকার শাস্তা জগতে বিদ্যামন।

৮. হে মৌদ্গাল্লায়ন, আমি শীলে পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে 'আমি পরিশুদ্ধ শীলধারী, আমার শীল পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' আমাকে শ্রাবকেরা শীলদির মাধ্যমে রক্ষা করে না; এবং আমিও শ্রাবকদের শীল হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না। আমি জীবিকায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে 'আমি পরিশুদ্ধ জীবিকাসম্পন্ন, আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' আমাকে শ্রাবকেরা জীবিকার মাধ্যমে রক্ষা করে না; এবং আমিও শ্রাবকদের জীবিকা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না। আমি ধর্মদেশনায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে 'আমি ধর্মদেশনায় পরিশুদ্ধ, আমার ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' আমাকে শ্রাবকেরা ধর্মদেশনার মাধ্যমে রক্ষা করে না; এবং আমিও শ্রাবকদের ধর্মদেশনা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না। আমি ব্যাখ্যায়

পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে 'আমি পরিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকারী, আমার ব্যাখ্যা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' আমাকে শ্রাবকেরা ব্যাখ্যার মাধ্যমে রক্ষা করে না; এবং আমিও শ্রাবকদের ব্যাখ্যা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না। আমি জ্ঞানদর্শনে পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে 'আমি জ্ঞানদর্শনে পরিশুদ্ধ, আমার জ্ঞানদর্শন পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' আমাকে শ্রাবকেরা জ্ঞানদর্শনের মাধ্যমে রক্ষা করে না; এবং আমিও শ্রাবকদের জ্ঞানদর্শন হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না।"

ককুধ স্থবির সূত্র সমাপ্ত

ককুধ বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দ্বে সম্পদ, ব্যাখ্যা ও সুখবিহার হলো উল্লেখিত,
স্থির শ্রুতিধর, কথা, আরণ্যিক হয়েছে বিবৃত;
সিংহ ও ককুধ থের সূত্রে বর্গ হলো সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত

*** ***

৩. তৃতীয় পঞ্চাশক

(১১) ১. সুখবিহার বর্গ

১. দৌর্মনস্য সূত্র

১০১.১. "হে ভিক্ষুগণ, শৈক্ষ্য বা শিক্ষার্থীর পঞ্চবিধ বৈশারদ্যকরণ ধর্ম আছে। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়, শীলবান হয়, বহুশ্রুত হয়, আরব্ধবীর্য এবং প্রজ্ঞাবান হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাহীনের দৌর্মনস্য বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রদ্ধাবানের সেই দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু, ইহা হচ্ছে শৈক্ষ্যের বৈশারদ্যকরণ ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, দুঃশীলের দৌর্মনস্য বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শীলবানের সেই দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু, ইহা হচ্ছে শৈক্ষ্যের বৈশারদ্যকরণ ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, অল্পশ্রুতের দৌর্মনস্য বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বহুশ্রুতের সেই দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু, ইহা হচ্ছে শৈক্ষ্যের বৈশারদ্যকরণ ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, হীনবীর্যের দৌর্মনস্য বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আরব্ধবীর্যের সেই দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু, ইহা হচ্ছে শৈক্ষ্যের বৈশারদ্যকরণ ধর্ম।

ভিক্ষুগণ, দুষ্প্রাজ্ঞের দৌর্মনস্য বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রজ্ঞাবানের সেই দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু, ইহা হচ্ছে শৈক্ষ্যের বৈশারদ্যকরণ ধর্ম।"

দৌর্মনস্য সূত্র সমাপ্ত

২. সন্দিগ্ধ সূত্র

১০২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু স্থিরধর্মী (অর্হত্ত্বলাভী) হলেও (অন্যদের নিকট) সে পাপী ভিক্ষুর ন্যায় সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বেশ্যার গৃহে যাতায়াত করে; বিধবা স্ত্রীলোকের গৃহে যাতায়াত করে; বয়স্কা কুমারীর গৃহে যাতায়াত করে; পণ্ডকের (নপুংসকের) গৃহে যাতায়াত করে এবং ভিক্ষুণীর গৃহে যাতায়াত

করে।

৩. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু স্থিরধর্মী (অর্হত্ত্বলাভী) হলেও (অন্যদের নিকট) সে পাপী ভিক্ষুর ন্যায় সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী হয়।”

সন্দিগ্ধ সূত্র সমাপ্ত

৩. মহাচোর সূত্র

১০৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ মহাচোর (বা দস্যুপ্রধান) চুরির উদ্দেশ্যে গৃহের সন্ধিস্থল ছেদন করে, জোরপূর্বক পরদ্রব্য হরণ করে, লুটের জন্য নির্জন গৃহের চতুর্দিকে বিচরণ করে এবং প্রতিবন্ধকস্বরূপ স্থিত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, মহাচোর বিষম স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়; গহীন স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়; বলবানদের প্রতি নির্ভরশীল হয়; উৎকোচ দাতা এবং একাচারী হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, মহাচোর কিরূপ বিষম স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়? এক্ষেত্রে, মহাচোর দুরতিক্রম নদী ও বিষম পর্বতকে নিশ্রয় করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, মহাচোর বিষম স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, মহাচোর কিরূপ গহীন স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, মহাচোর গহীন তৃণজঙ্গল, গহীন বৃক্ষ-অরণ্য, গুহা ও গহনারণ্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, মহাচোর গহীন স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, মহাচোর কিরূপ বলবান বা ক্ষমতাধরের প্রতি নির্ভরশীল হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, মহাচোর রাজা বা রাজ-অমাত্যদের প্রতি নির্ভরশীল হয়। সে এরূপ চিন্তা করে—‘যদি আমাকে কেউ কিছু বলে তাহলে এই রাজারা বা রাজ-অমাত্যরা আমাকে সুরক্ষার নিমিত্ত (অন্য) অর্থ ভাষণ করবে।’ যদি তাকে কেউ কিছু বলে তাহলে তার সুরক্ষার্থে রাজারা বা রাজ-অমাত্যরা (অন্য) অর্থ ভাষণ করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, মহাচোর বলবানদের প্রতি নির্ভরশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, মহাচোর কিরূপ উৎকোচ দাতা হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, মহাচোর আঢ্য, মহাধনী ও মহাভোগশালী হয়। তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—‘যদি আমাকে কেউ কিছু বলে তাহলে তখন হতে এই ভোগ্যাদি দ্বারা তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সাদর সংবর্ধনা করব।’ যদি তাকে কেউ কিছু বলে তাহলে সে তখন হতে ভোগ্য বিষয় দ্বারা তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ আপ্যায়ন করে। এরূপে,

ভিক্ষুগণ, মহাচোর উৎকোচ দাতা হয়।

ভিক্ষুগণ, মহাচোর কিরূপ একাচারী হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, মহাচোর একাকীই লুণ্ঠিত মাল অধিকার করে। তার কারণ কী? কারণ সে চিন্তা করে- 'আমার দ্বারা লুক্কায়িত স্থানের নকশা কেউ বুঝতে না পারুক এবং তা আমাকে ঝামেলায় জড়িয়ে না ফেলুক।' এরূপে, ভিক্ষুগণ, মহাচোর একাচারী হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ মহাচোর চুরির উদ্দেশ্যে গৃহের সন্ধিস্থল ছেদন করে, জোরপূর্বক পরদ্রব্য হরণ করে, লুটের জন্য নির্জন গৃহের চতুর্দিকে বিচরণ করে এবং প্রতিবন্ধকস্বরূপ স্থিত হয়।

৫. ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাপী ভিক্ষু গর্ত খনন করে নিজেরই ক্ষতি সাধিত করে। সে বিজ্ঞজন কর্তৃক দোষী ও নিন্দিত হয়। এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। পঞ্চ কী কী?

৬. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু বিষম নিশ্রিত হয়, গহীন নিশ্রিত, বলবানদের প্রতি নির্ভরশীল, উৎকোচ দাতা এবং একাচারী হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু কিরূপ বিষম নিশ্রিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু বিষম কায়কর্ম, বাচনিক কর্ম ও মনোকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু বিষম নিশ্রিত হয়।

ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু কিরূপ গহীন নিশ্রিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন ও সদ্ধর্ম বিরোধী দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু গহীন নিশ্রিত হয়।

ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু কিরূপ বলবান বা ক্ষমতাধরের প্রতি নির্ভরশীল হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু রাজা বা রাজ-অমাত্যদের প্রতি নির্ভরশীল হয়। সে এরূপ চিন্তা করে—'যদি আমাকে কেউ কিছু বলে তাহলে এই রাজারা বা রাজ-অমাত্যরা আমাকে সুরক্ষার নিমিত্ত (অন্য) অর্থ ভাষণ করবে।' যদি তাকে কেউ কিছু বলে তাহলে তার সুরক্ষার্থে রাজারা বা রাজ-অমাত্যরা (অন্য) অর্থ ভাষণ করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, এরূপে পাপী ভিক্ষু বলবানদের প্রতি নির্ভরশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু কিরূপ উৎকোচ দাতা হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি লাভী হয়। তার এরূপ চিত্তোদয় হয়—'যদি কেউ আমাকে কিছু বলে তাহলে তখন তাকে এই লব্ধ বিষয়াদির দ্বারা বন্ধুত্বপূর্ণ আপ্যায়ন করব।' যদি তাকে কেউ কিছু বলে তাহলে সে তখন হতে ভোগ্য বিষয় দ্বারা তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ

আপ্যায়ন করে। এরূপে ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু উৎকোচ দাতা হয়।

ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু কিরূপ একাচারী হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, পাপী ভিক্ষু একাকী প্রত্যন্ত জনপদে আবাস নির্মাণ করে। সে তথায় কুলগৃহে গমন করে করে নানা কিছু উপার্জন করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, পাপাচারী ভিক্ষু একাচারী হয়।

৮. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ পাপী ভিক্ষু গর্ত খনন করে নিজেরই ক্ষতি সাধিত করে। সে বিজ্ঞজন কর্তৃক দোষী ও নিন্দিত হয় এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে।"

মহাচোর সূত্র সমাপ্ত

৪. সুকোমল শ্রমণ সূত্র

১০৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণদের মধ্যে সুকোমল শ্রমণ হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পুনঃপুন প্রার্থিত হয়েই চীবর পরিভোগ করে; কদাচিৎ জিজ্ঞাসিত হয়ে নহে। ভিক্ষু পুনঃপুন প্রার্থিত হয়েই পিণ্ডপাত পরিভোগ করে; কদাচিৎ জিজ্ঞাসিত হয়ে নহে। ভিক্ষু পুনঃপুন প্রার্থিত হয়েই শয্যাসন পরিভোগ করে; কদাচিৎ জিজ্ঞাসিত হয়ে নহে। ভিক্ষু পুনঃপুন প্রার্থিত হয়েই গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিভোগ করে; কদাচিৎ জিজ্ঞাসিত হয়ে নহে। সে যে-সকল সব্রহ্মচারীদের সাথে অবস্থান করে, তারা তার সাথে পুনঃপুন মনোজ্ঞ কায়-বাক্‌কর্ম ও মনোজ্ঞ মনোকর্মের মাধ্যমে মেলামেশা করে; তারা তাকে মনোজ্ঞ বস্তু উপহার দেয়, কদাচিৎ মনোজ্ঞ নহে। যে-সমস্ত ব্যাথ্যা; যথা : পিত্তরস, শ্লেষ্মা, বাত বা বায়ু, শারীরিক সংযোগ হতে, ঋতুর পরিবর্তনের দরুন, অযথার্থ যত্নের দরুন, হঠাৎ আক্রান্ততার দরুন এবং কর্মবিপাকজনিত কারণ হতে উৎপন্ন সে-সমস্ত ব্যাথ্যা তার নিকট নিদারুণরূপে উৎপন্ন হয় না। সে অল্প ব্যাধিসম্পন্ন হয়। সে ইহজীবনেই সুখবিহারস্বরূপ উৎপন্ন অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয়। এবং সে আসবসমূহ ক্ষয় করে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে, অধিগত করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণদের মধ্যে সুকোমল শ্রমণ হয়।"

৩. "ভিক্ষুগণ, তার প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে 'শ্রমণদের মধ্যে (ইনি) সুকোমল শ্রামণ।' ভিক্ষুগণ, সত্য সত্যই আমার প্রতি

মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে ‘শ্রমণদের মধ্যে ইনি সুকোমল শ্রমণ।’ ভিক্ষুগণ, আমিই পুনঃপুন প্রার্থিত হয়ে চীবর পরিভোগ করি; কদাচিৎ প্রার্থিত হয়ে নহে। আমিই পুনঃপুন প্রার্থিত হয়ে পিণ্ডপাত পরিভোগ করি; কদাচিৎ প্রার্থিত হয়ে নহে। আমিই পুনঃপুন প্রার্থিত হয়ে শয্যাসন পরিভোগ করি; কদাচিৎ প্রার্থিত হয়ে নহে। আমিই পুনঃপুন প্রার্থিত হয়ে গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিভোগ করি; কদাচিৎ প্রার্থিত হয়ে নহে। আমি যে-সকল সব্রহ্মচারীদের সাথে অবস্থান করি, তারা আমার সাথে পুনঃপুন মনোজ্ঞ কায়-বাক্‌কর্ম ও মনোজ্ঞ মনোকর্মের মাধ্যমে মেলামেশা করে; তারা আমাকে মনোজ্ঞ বস্তু উপহার দেয়, কদাচিৎ মনোজ্ঞ নহে। যে-সমস্ত ব্যাথ্যা; যথা : পিত্তরস, শ্লেষ্মা, বাত বা বায়ু, শারীরিক সংযোগ হতে, ঋতুর পরিবর্তনের দরুন, অযথার্থ যত্নের দরুন, হঠাৎ আক্রান্ততার দরুন এবং কর্মবিপাকজনিত কারণ হতে উৎপন্ন সে-সমস্ত ব্যাথ্যা আমার নিকট নিদারুণরূপে উৎপন্ন হয় না। আমি অল্প ব্যাধিসম্পন্ন। আমি ইহজীবনেই সুখবিহারস্বরূপ উৎপন্ন অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হই। এবং আমি আসবসমূহ ক্ষয় করে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে, অধিগত করে অবস্থান করি।”

“ভিক্ষুগণ, তার প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে ‘শ্রমণদের মধ্যে (ইনি) সুকোমল শ্রমণ।’ ভিক্ষুগণ, সত্য সত্যই আমার প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে ‘শ্রমণদের মধ্যে ইনি সুকোমল শ্রমণ।’”

সুকোমল শ্রমণ সূত্র সমাপ্ত

৫. সুখবিহার সূত্র

১০৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার সুখবিহার আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি প্রকাশ্যে ও পশ্চাতে (গোপন) উভয় ক্ষেত্রেই কায়িক-বাচনিক-মানসিক মৈত্রী (কর্ম) বিদ্যমান থাকে। যে-সমস্ত শীলাদি অখণ্ড, নিচ্ছিদ্র, নির্মল, ত্রুটিহীন, মুক্ত, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদুষিত এবং সমাধি লাভের সহায়ক সেইরূপ শীলের দ্বারা সে সব্রহ্মচারীদের সম্মুখে এবং গোপনেও শীলানুগত হয়ে অবস্থান করে। এবং যে-সমস্ত দৃষ্টি আর্য, মুক্তিদাতা (বা প্রদর্শক), তত্রস্থকর্মী ও সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য চালিত হয়, সেইরূপ দৃষ্টির দ্বারা সে

সব্রহ্মচারীদের সম্মুখে এবং গোপনেও দৃষ্টানুগত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ সুখবিহার আছে।"

সুখবিহার সূত্র সমাপ্ত

৬. আনন্দ সূত্র

১০৬.১. "একসময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ[১] যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, কিরূপে ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে?"

"যেহেতু, আনন্দ, ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরের অধিশীলের প্রতি নিন্দাকারী হয় না। এরূপেই, আনন্দ, ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে।"

"ভন্তে, অন্য কোনো পর্যায় আছে কী যে অনুসারে ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে?"

"যেহেতু, আনন্দ, ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরের অধিশীলের প্রতি নিন্দাকারী হয় না। সে নিজেকে বিবেচনা করে অপরকে নয়। এরূপেই, আনন্দ, ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে।"

"ভন্তে, অপর কোনো পর্যায় আছে কী যে অনুসারে ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে?"

"যেহেতু, আনন্দ, ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরের অধিশীলের প্রতি নিন্দাকারী হয় না। সে নিজেকে বিবেচনা করে অপরকে নয়। সে প্রকটিত বা সুপরিচিত হয় না এবং অপ্রকটতার দ্বারা উদ্বিগ্ন হয় না। এরূপেই, আনন্দ, ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে।"

"ভন্তে, অপর কোনো পর্যায় আছে কি যে অনুসারে ভিক্ষু সংঘমধ্যে

---

[১]। আনন্দ—বুদ্ধের মহাশ্রাবকদের একজন। তিনি বুদ্ধের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং আত্মীয়তার দিক হতে বুদ্ধের কাকাতো ভাই হতেন । তিনি তুষিত স্বর্গলোক হতে ধরাধামে জন্ম নেন বুদ্ধের জন্মদিবসেই। রাজা শুদ্ধোধনের ভ্রাতা অমিতোধন শাক্য ছিলেন আনন্দ ভন্তের পিতা। মহানাম ও অনুরুদ্ধ হলেন তার ভাই (সম্ভবত সৎভাই)। আনন্দ অন্যান্য শাক্য যুবরাজদের সাথে বুদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হন; যথা : ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, ভৃগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত। স্বয়ং বুদ্ধ তাকে প্রব্রজিত করেন এবং তার উপাধ্যায় হন বেলট্‌ঠশীষ।

অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে ?”

“যেহেতু, আনন্দ, ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরের অধিশীলের প্রতি নিন্দাকারী হয় না। সে নিজেকে বিবেচনা করে অপরকে নয়। সে প্রকটিত বা সুপরিচিত হয় না এবং অপ্রকটতার দ্বারা উদ্বিগ্ন হয় না। সে ইহজীবনেই সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয়। এরূপেই, আনন্দ, ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে।”

“ভন্তে, অপর কোনো পর্যায় আছে কী যে অনুসারে ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে ?”

“যেহেতু, আনন্দ, ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরের অধিশীলের প্রতি নিন্দাকারী হয় না। সে নিজেকে বিবেচনা করে অপরকে নয়। সে প্রকটিত বা সুপরিচিত হয় না এবং অপ্রকটতার দ্বারা উদ্বিগ্ন হয় না। সে ইহজীবনেই সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয়। এবং সে আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, অধিগত করে অবস্থান করে। এরূপেই, আনন্দ, ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে। আনন্দ, আমি ঘোষণা করছি যে—এই সুখবিহার হতে উত্তরোত্তর, প্রণীততর অন্য কোনো সুখবিহার নাই।”

আনন্দ সূত্র সমাপ্ত

৭. শীল সূত্র

১০৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু জগতে আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হয়, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিমুক্তিসম্পন্ন এবং বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু জগতে আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়।”

শীল সূত্র সমাপ্ত

৮. অশৈক্ষ্য সূত্র

১০৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু জগতে আহ্বানীয়,

আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, সমাধিস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, প্রজ্ঞাস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, বিমুক্তিস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু জগতে আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

অশৈক্ষ্য সূত্র সমাপ্ত

৯. চতুর্দিকস্থ সূত্র

১০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু চতুর্দিকে অবস্থানকারী হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যাবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়।

সে যেকোনো চীবর-পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। সে ইহজীবনেই সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয় এবং সে আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, অধিগত করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু চতুর্দিকে অবস্থানকারী হয়।"

চতুর্দিকস্থ সূত্র সমাপ্ত

১০. অরণ্য সূত্র

১১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অরণ্যে, বনপ্রান্তে শয়ন-স্থান পরিভোগের জন্য উপযুক্ত। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত,

আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যাবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। সে শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। সে ইহজীবনেই সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয় এবং সে আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, অধিগত করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অরণ্যে, বনপ্রান্তে শয়ন-স্থান পরিভোগের জন্য উপযুক্ত।”

অরণ্য সূত্র সমাপ্ত

সুখবিহার বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দৌর্মনস্য, সন্দিগ্ধ, আর চোর সূত্র ত্রয়,
সুকোমল ও সুখসহ আনন্দ উক্ত হয়;
শীল, অশৈক্ষ্য, চতুর্দিকস্থ হলো বিবৃত,
অরণ্য সূত্র যোগে হলো বর্গ সমাপিত।

(১২) ২. অন্ধকবিন্দ বর্গ

১. কুলগামী সূত্র

১১১.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ কুলে গমনকারী ভিক্ষু কুলের মধ্যে অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, অগৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে অপরিচিতদের সাথে অন্তরঙ্গ হয়, ক্ষমতাহীন হয়েও মধ্যস্থতাকারী হয়, ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাজকে পুনঃপুন সংগঠিত করে, কানে চুপি চুপি গোপন কথা বলে এবং অত্যধিক যাচঞাকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ সমাজে গমনকারী ভিক্ষু কুলের মধ্যে অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, অগৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ কুলে গমনকারী ভিক্ষু কুলের মধ্যে প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে অপরিচিতদের সাথে অন্তরঙ্গ হয় না, ক্ষমতাহীন হয়েও মধ্যস্থতকারী হয় না, ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাজকে পুনঃপুন সংগঠিত করে না, কানে চুপি চুপি কথা বলে না এবং অত্যাধিত যাচঞাশীল হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ কুলে গমনকারী ভিক্ষু কুলের মধ্যে প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। ”

কুলগামী সূত্র সমাপ্ত

২. পশ্চাদ্গামী শ্রমণ সূত্র

১১২.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পশ্চাদ্গামী শ্রমণ গ্রহণযোগ্য হয় না। পঞ্চ কী কী?

২. সে অতি দূরে কিংবা অতি নিকটে গমন করে, সে পিণ্ডপাত্র পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে না, সীমাতিক্রান্ত অপরাধ প্রদর্শনকালেও সংযত হয় না, ভাষণকারীর কথা বলার সময় মধ্যপথে বাধা দেয় এবং সে দুষ্প্রাজ্ঞ, স্থূলবুদ্ধি ও নির্বোধ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ধর্মে সমৃদ্ধ পশ্চাদ্গামী শ্রমণ গ্রহণযোগ্য হয় না।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পশ্চাদ্গামী শ্রমণ গ্রহণযোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে অতিদূরে কিংবা অতি নিকটে গমন করে না, সে পিণ্ডপাত পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে, সীমাতিক্রান্ত অপরাধ প্রদর্শনকালে সংযত হয়, ভাষণকারীর কথা বলার সময় মধ্যপথে বাধা দেয় না এবং সে স্থূলবুদ্ধি ও নির্বোধ না হয়ে প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ধর্মে সমৃদ্ধ পশ্চাদ্গামী শ্রমণ গ্রহণযোগ্য হয়।”

পশ্চাদ্গামী শ্রমণ সূত্র সমাপ্ত

৩. সম্যক সমাধি সূত্র

১১৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সম্যক সমাধি অধিগত করে অবস্থান করতে অক্ষম। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয় ও স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সম্যক সমাধি অধিগত করে

অবস্থান করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সম্যক সমাধি অধিগত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয় ও স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সম্যক সমাধি অধিগত করে অবস্থান করতে সক্ষম।”

সম্যক সমাধি সূত্র সমাপ্ত

৪. অন্ধকবিন্দ সূত্র

১১৪.১. একসময় ভগবান মগধ রাজ্যের অন্ধকবিন্দে[১] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন :

২. “হে আনন্দ, যে-সকল ভিক্ষু নবীন, অচির প্রব্রজিত এবং এই ধর্ম-বিনয়ে অধুনা আগত; আনন্দ, সেসকল ভিক্ষুদের পঞ্চবিধ ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য। পঞ্চ কী কী?

৩. আবুসোগণ, এক্ষেত্রে তোমরা শীলবান হও। প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান কর এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন কর। এরূপে প্রাতিমোক্ষ সংবর হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

আবুসোগণ, এক্ষেত্রে তোমরা ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার, স্মৃতিরক্ষক, স্মৃতিতে বিচক্ষণ, সুরক্ষিত চিত্তের দ্বারা এবং জাগ্রত ও রক্ষিত চিত্তের দ্বারা সমন্নাগত হয়ে অবস্থান কর। এরূপে ইন্দ্রিয়-সংবর হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

আবুসোগণ, এক্ষেত্রে তোমরা অল্পভাষী ও পরিমিত ভাষী হও। এরূপে সীমিত ভাষণ হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের

---

[১]। অন্ধকবিন্দ—মগধের অন্তর্গত গ্রাম। ইহা রাজগৃহ হতে ৩ গবুত দূরে অবস্থিত। রাজগৃহ এবং এই অন্ধকবিন্দ গ্রামের মধ্যে গৃধকূট পর্বত হতে উৎপন্ন সপ্পিনী নামক নদী ছিল।

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

আবুসোগণ, এক্ষেত্রে তোমরা আরণ্যিক হও। অরণ্যে-বনপ্রান্তে শয়ন স্থান পরিভোগ কর। এরূপে কায়িক নির্জনতা হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

আবুসোগণ, এক্ষেত্রে তোমরা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সম্যক দর্শনের দ্বারা সমন্নাগত হও। এরূপে সম্যক দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

৪. আনন্দ, যে-সকল ভিক্ষু নবীন, অচির প্রব্রজিত এবং এই ধর্ম-বিনয়ে অধুনা আগত; আনন্দ, সেসকল ভিক্ষুদের এই পঞ্চবিধ ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।”

অন্ধকবিন্দ সূত্র সমাপ্ত

৫. মৎসরী সূত্র

১১৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে আবাস-মৎসরী, কুল-মৎসরী, লাভ-মৎসরী, বর্ণ-মৎসরী এবং ধর্ম-মৎসরী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয় বা গমন করে। পঞ্চ কী কী?

৪. সে আবাস-মৎসরী হয় না, কুলমৎসরী হয় না, লাভমৎসরী হয় না, বর্ণ-মৎসরী হয় না এবং ধর্ম-মৎসরী হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয় বা গমন করে।”

মৎসরী সূত্র সমাপ্ত

৬. প্রশংসা সূত্র

১১৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, অপ্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদ উৎপন্ন করে, প্রসাদনীয় স্থানে অপ্রসাদ উৎপন্ন করে এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, অপ্রসাদনীয় স্থানে অপ্রসাদ উৎপন্ন করে, প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদ উৎপন্ন করে এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।”

প্রশংসা সূত্র সমাপ্ত

৭. ঈর্ষাকারিণী সূত্র

১১৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, ঈর্ষাকারিণী হয়, মৎসরী হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সে ঈর্ষাকারিণী হয় না, অমৎসরী হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনিষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।”

ঈর্ষাকারিণী সূত্র সমাপ্ত

৮. মিথ্যাদৃষ্টিক সূত্র

১১৮.১. “ হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা-সংকল্পসম্পন্ন হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।

পঞ্চ কী কী?

৪. সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পসম্পন্ন হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।”

মিথ্যাদৃষ্টিক সূত্র সমাপ্ত

৯. মিথ্যা বাক্য সূত্র

১১৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, মিথ্যাভাষী হয়, মিথ্যাকর্মকারী হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সম্যক বাক্যভাষী হয়, সম্যক কর্ম সম্পাদন করে এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।”

মিথ্যা বাক্য সূত্র সমাপ্ত

১০. মিথ্যা প্রচেষ্টা সূত্র

১২০.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাকারিণী হয়, মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্না হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের

অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সম্যক প্রচেষ্টাকারিণী হয়, সম্যক স্মৃতিসম্পন্না হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।”

মিথ্যা প্রচেষ্টা সূত্র সমাপ্ত

অন্ধকবিন্দ বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

কুল, পশ্চাদ্গামী, সমাধি ও অন্ধকবিন্দ,
মৎসরী, প্রশংসা, ঈর্ষা, দৃষ্টিক হলো বিবৃত;
মিথ্যা বাক্য আর প্রচেষ্টা সূত্র হয়ে প্রযুক্ত,
দশ সূত্রে অন্ধকবিন্দ বর্গ হয়েছে উক্ত।

(১৩) ৩. গ্লান বর্গ

১. গ্লান সূত্র

১২১.১. একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে নির্মিত কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে যেখানে গ্লানশালা বা চিকিৎসালয় সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে দুর্বল, অসুস্থ দেখে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবেশন করে ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করলেন :

২. “হে ভিক্ষুগণ, যদি কোনো দুর্বল, অসুস্থ ভিক্ষু পঞ্চবিধ ধর্ম পরিত্যাগ না করে তাহলে তার নিকট ইহাই প্রত্যাশিত যে ‘সে অচিরেই আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে তা অর্জন করে অবস্থান করবে।’ পঞ্চ কী কী?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে অবস্থান করে, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে, সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে, সর্ব সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং মরণসংজ্ঞা দ্বারা তার আধ্যাত্মিক ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, যদি কোনো দুর্বল, অসুস্থ ভিক্ষু পঞ্চবিধ ধর্ম পরিত্যাগ না করে তাহলে তার নিকট ইহাই প্রত্যাশিত যে ‘সে অচিরেই আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে তা অর্জন করে অবস্থান করবে।’”

গ্লান সূত্র সমাপ্ত

২. স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্র

১২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী পঞ্চ ধর্ম ভাবিত করলে, বহুলীকৃত করলে তার নিকট দ্বিবিধ পরিণতির একটি পরিণতি প্রত্যাশিত; যথা : 'সে ইহজীবনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করবে অথবা জীবনের কিছু ইন্ধন অবশিষ্ট রেখে অনাগামীফল লাভ করবে।' পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ধর্মাদির উদয়-ব্যয়গামী প্রজ্ঞার দ্বারা ভিক্ষুর আধ্যাত্মিক স্মৃতি উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে কায়ের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে অবস্থান করে, আহারের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সর্বলোকের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সর্ব সংস্কারের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, যেকোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী এই পঞ্চ ধর্ম ভাবিত করলে, বহুলীকৃত করলে তার নিকট দ্বিবিধ পরিণতির একটি পরিণতি প্রত্যাশিত; যথা : 'সে ইহজীবনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করবে অথবা জীবনের কিছু ইন্ধন অবশিষ্ট রেখে অনাগামীফল লাভ করবে।'"

স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্র সমাপ্ত

৩. প্রথম সেবক সূত্র

১২৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি (নিজের) অহিতকারী সেবক হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে ওষুধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে না, চিকিৎসার মাত্রা জানে না, ওষুধ বা ভৈষজ্য সেবন করে না, তার কল্যাণকামী পরিচর্যাকারীর নিকট অসুখ সম্পর্কে এরূপে বিস্তারিত খুলে বলে না যে 'ইহা গমনকালে গমন করে, আগমনকালে ফিরে আসে এবং স্থিত থাকার সময় স্থিতই হয়।' সে উৎপন্ন তীব্র, তীক্ষ্ণ, নিদারুণ, পীড়নকর, যন্ত্রণাদায়ক, অমনোজ্ঞ ও প্রাণ হরণকারী শারীরিক দুঃখবেদনা সহিষ্ণু প্রকৃতির ব্যক্তি হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ধর্মে সমৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি (নিজের) অহিতকারী সেবক হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি (নিজের) হিতকারী সেবক হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে ওষুধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে, চিকিৎসার মাত্রা জানে, ভৈষজ্য সেবনকারী হয়, তার কল্যাণকামী পরিচর্যাকারীর নিকট অসুখ সম্পর্কে এরূপে বিস্তারিত খুলে বলে যে 'ইহা গমনকালে গমন করে, আগমনকালে ফিরে আসে এবং স্থিত থাকার সময় স্থিতই হয়।' সে উৎপন্ন তীব্র, তীক্ষ্ণ, নিদারুণ, পীড়নকর, যন্ত্রণাদায়ক, অমনোজ্ঞ ও প্রাণ হরণকারী

শারীরিক দুঃখবেদনা সহিষ্ণু প্রকৃতির ব্যক্তি হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি (নিজের) হিতকারী সেবক হয়।"

প্রথম সেবক সূত্র সমাপ্ত

৪. দ্বিতীয় সেবক সূত্র

১২৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ রোগীর সেবক অসুস্থকে সেবা করার জন্য উপযুক্ত নয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে ভৈষজ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয় না, ভৈষজ্য-অভৈষজ্য নির্ণয় করতে না পেরে যা ওষুধ নয় তা প্রদান করে এবং যা ওষুধ তা অপসারিত করে; লোভচিত্তে (পাওয়ার বাসনায়) রোগী সেবা করে মৈত্রীচিত্তে নহে; পায়খানা, প্রস্রাব, বমি, থুথু, পরিষ্কার করতে অতিশয় ঘৃণা করে এবং রোগীকে যথাসময়ে ধর্মকথার দ্বারা বর্ণনা করতে, প্ররোচিত করতে, সমুত্তেজিত করতে এবং পুলকিত করতে অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ রোগীর সেবক অসুস্থকে সেবা করার জন্য উপযুক্ত নয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ রোগীর সেবক অসুস্থকে সেবা করার জন্য উপযুক্ত। পঞ্চ কী কী?

৪. সে ভৈষজ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়, ভৈষজ্য-অভৈষজ্য নির্ণয় করে যা ভৈষজ্য নয় তা অপসারিত করে এবং যা ভৈষজ্য তা প্রদান করে; মৈত্রীচিত্তে রোগীকে সেবা করে লোভচিত্তে নহে; পায়খানা, প্রস্রাব, বমি, থুথু পরিষ্কার করতে ঘৃণাবোধ করে না এবং রোগীকে যথাসময়ে ধর্মকথার দ্বারা বর্ণনা করতে, প্ররোচিত করতে, সমুত্তেজিত করতে এবং পুলকিত করতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ রোগীর সেবক অসুস্থকে সেবা করার জন্য উপযুক্ত।"

দ্বিতীয় সেবক সূত্র সমাপ্ত

৫. প্রথম অল্পায়ু সূত্র

১২৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, অল্পায়ুর (আয়ুচ্ছেদের) পাঁচটি ধর্ম আছে। পাঁচটি কী কী?

২. সে ওষুধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে না, চিকিৎসার মাত্রা জানে না, অপক্বখাদ্য ভোজী, অসময়ে ভ্রমণকারী এবং অব্রহ্মচারী হয়। ভিক্ষুগণ, অল্পায়ুর এই পাঁচটি ধর্ম আছে।

৩. ভিক্ষুগণ, দীর্ঘায়ুর পাঁচটি ধর্ম আছে। পঞ্চ কী কী?

৪. সে ওষুধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে, চিকিৎসার মাত্রা জানে, পক্ব খাদ্যভোজী হয়, সময়ে ভ্রমণ করে এবং ব্রহ্মচারী হয়। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘায়ুর এই পাঁচটি ধর্ম আছে।"

প্রথম অল্পায়ু সূত্র সমাপ্ত

৬. দ্বিতীয় অল্পায়ু সূত্র

১২৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, অল্পায়ুর (আয়ুচ্ছেদের) পাঁচটি ধর্ম আছে। পাঁচটি কী কী?

২. সে ওষুধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে না, চিকিৎসার মাত্রা জানে না, অপক্বখাদ্য ভোজী, দুঃশীল এবং পাপমিত্র হয়। ভিক্ষুগণ, অল্পায়ু এই পাঁচটি ধর্ম আছে।

৩. ভিক্ষুগণ, দীর্ঘায়ুর পাঁচটি ধর্ম আছে। পঞ্চ কী কী?

৪. সে ওষুধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে, চিকিৎসার মাত্রা জানে, পক্ব খাদ্যভোজী হয়, শীলবান এবং কল্যাণমিত্র হয়। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘায়ুর এই পাঁচটি ধর্ম আছে।"

দ্বিতীয় অল্পায়ু সূত্র সমাপ্ত

৭. বপকাশ (একাকী অবস্থান) সূত্র

১২৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সংঘ হতে পৃথক হয়ে একাকী অবস্থান করার অনুপযুক্ত। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যেকোনো চীবরের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যথালব্ধ পিণ্ডপাতের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যেকোনো শয়ন-স্থানের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যেকোনো গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সন্তষ্ট হয় না এবং কামসংকল্পবহুল হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সংঘ হতে পৃথক হয়ে একাকী অবস্থান করার অনুপযুক্ত।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সংঘ হতে পৃথক হয়ে একাকী অবস্থান করার উপযুক্ত। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যেকোনো চীবরের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যেকোনো পিণ্ডপাতের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যেকোনো শয়ন-স্থানের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যেকোনো গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হয় এবং নৈষ্ক্রম্য সংকল্পবহুল হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সংঘ হতে পৃথক হয়ে একাকী অবস্থান করার উপযুক্ত।"

বপকাশ (একাকী অবস্থান) সূত্র সমাপ্ত

৮. শ্রামণ্য সুখ সূত্র

১২৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার শ্রমণ্য দুঃখ আছে। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যেকোনো চীবরের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যথালব্ধ পিণ্ডপাতের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যেকোনো শয়ন-স্থানের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যেকোনো গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সন্তষ্ট হয় না এবং অনভিরতি হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার শ্রমণ্য দুঃখ আছে।

৩. ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার শ্রামণ্য সুখ আছে পাঁচটি কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যেকোনো চীবরের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যেকোনো পিণ্ডপাতের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যেকোনো শয়ন-স্থানের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যেকোনো গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হয় এবং অভিরত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ শ্রামণ্য সুখ আছে।"

শ্রামণ্য সুখ সূত্র সমাপ্ত

৯. বিক্ষুব্ধ সূত্র

১২৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার অপায়গামী, নিরয়গামী, বিক্ষুব্ধ এবং অচিকিৎস্য আছে। পঞ্চ কী কী?

২. মাতৃ হত্যাকারী হয়, পিতৃ হত্যাকারী হয়, অর্হৎ হত্যাকারী হয়, প্রদুষ্টচিত্তে তথাগতের দেহ হতে রক্তপাত করে এবং সংঘভেদ করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার অপায়গামী, নিরয়গামী, বিক্ষুব্ধ এবং অচিকিৎস্য আছে।"

বিক্ষুব্ধ সূত্র সমাপ্ত

১০. বিনাশ সূত্র

১৩০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার বিনাশ আছে। পাঁচটি কী কী?

২. জ্ঞাতি বিনাশ, ভোগ বিনাশ, রোগের দ্বারা বিনাশ, শীল বিনাশ এবং দৃষ্টি (সম্যক) বিনাশ। ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ জ্ঞাতি বিনাশ, ভোগ বিনাশ, রোগের দ্বারা বিনাশহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয় না। অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ শীল বিনাশ ও (সম্যক) দৃষ্টির বিনাশহেতু কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার বিনাশ আছে।

৩. ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার সম্পদ আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

৪. জ্ঞাতিসম্পদ, ভোগের সম্পদ, আরোগ্যসম্পদ, শীলসম্পদ এবং (সম্যক) দৃষ্টিসম্পদ। ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ জ্ঞাতিসম্পদ, ভোগসম্পদ, আরোগ্যসম্পদহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ শীলসম্পদ ও দৃষ্টিসম্পদহেতু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার সম্পদ আছে।”

বিনাশ সূত্র সমাপ্ত

গ্লান বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

গ্লান, স্মৃতি, দুই সেবক আর অল্পায়ু সূত্র;
বপকাস, শ্রামণ্যসুখ, বিক্ষুব্ধ, বিনাশ সূত্র,
দশ সূত্র সহযোগে গ্লান বর্গ হলো সমাপ্ত।

(১৪) ৪. রাজা বর্গ

১. প্রথম চক্রানুবর্তন সূত্র

১৩১.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজা ধর্মত চক্র চালনা করে। যেই চক্র কোনো মানুষ বা প্রতিপক্ষ শত্রুদের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজা অর্থজ্ঞ হয়, ধর্মজ্ঞ হয়, মাত্রাজ্ঞ হয়, কালজ্ঞ হয় এবং পরিষদজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজা ধর্মত চক্র চালনা করে। যেই চক্র কোনো মানুষ বা প্রতিপক্ষ শত্রুদের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।

৩. এরূপেই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ধর্মত অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করে। সেই চক্র জগতে কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার কিংবা ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অর্থজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, মনোজ্ঞ, কালজ্ঞ এবং পরিষদজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজা ধর্মত চক্র চালনা করে। যেই চক্র কোনো মানুষ বা প্রতিপক্ষ শত্রুদের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।”

প্রথম চক্রানুবর্তন সূত্র সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় চক্রানুবর্তন সূত্র

১৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতা কর্তৃক প্রবর্তিত চক্র ধর্মত পুনঃ প্রবর্তন করে। সেই চক্র কোনো মানুষ প্রতিপক্ষ শত্রুর দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থজ্ঞ ধর্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ এবং পরিষদজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতা কর্তৃক প্রবর্তিত চক্র ধর্মত পুনঃ প্রবর্তন করে। সেই চক্র কোনো মানুষ প্রতিপক্ষ শত্রুর দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।

৩. এরূপেই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ সারিপুত্র তথাগতের দ্বারা প্রব্রর্তিত অনুত্তর ধর্মচক্র সম্যকরূপেই পুনঃ প্রবর্তন করে। সেই চক্র জগতে কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা মার কিংবা ব্রহ্মাণের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। সেই পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র অর্থজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ এবং পরিষদজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ সারিপুত্র তথাগত কর্তৃক প্রবর্তিত চক্র ধর্মত পুনঃ প্রবর্তন করে। সেই চক্র কোনো মানুষ প্রতিপক্ষ শত্রুর দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।"

দ্বিতীয় চক্রানুবর্তন সূত্র সমাপ্ত

৩. ধর্মরাজা সূত্র

১৩৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে চক্রবর্তী রাজা ধার্মিক, ধর্মরাজ; সে অরাজক চক্র প্রবর্তন করে না। এরূপ উক্ত হলে অন্যতর ভিক্ষু ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন :

"ভন্তে, চক্রবর্তী ধার্মিক ধর্মরাজার রাজা কে?"

"হে ভিক্ষু, 'ধর্ম'।

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষু, চক্রবতী, ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজা, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা নিজ রাজ্যের মধ্যে জনগণদের জন্য ধর্মত রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, চক্রবতী, ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজা, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা নিজ রাজ্যের মধ্যে অধঃস্তন ক্ষত্রিয়, সৈন্যবাহিনী, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, নিগম-জনপদবাসী, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং পশু-পক্ষীদের জন্য ধর্মত রক্ষাবরণ ও গুপ্তির

সুব্যবস্থা করে।

৩. ভিক্ষু, সেই চক্রবর্তী ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজ, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা নিজ রাজ্যের মধ্যে জনগণদের জন্য ধর্মত রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে অধস্তন ক্ষত্রিয়, সৈন্যবাহিনী, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, নিগম-জনপদবাসী, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং পশু-পক্ষীদের জন্য ধর্মত রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে করে চক্র প্রবর্তন করে; সেই চক্র কোনো মানুষ বা প্রতিপক্ষ শত্রুর দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।

৪. এরূপেই, ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজা, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা ভিক্ষুদের জন্য ধর্মত রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে যে 'এরূপ কায়কর্ম সেবিতব্য, এরূপ কায়কর্ম সেবিতব্য নয়, এরূপ বাচনিককর্ম সেবিতব্য, এরূপ বাচনিককর্ম সেবিতব্য নয়; এরূপ মনোকর্ম সেবিতব্য, এরূপ মনোকর্ম সেবিতব্য নয়; এরূপ জীবিকা নির্বাহ করা কর্তব্য, এরূপ জীবিকা নির্বাহ করা অকর্তব্য; এরূপ গ্রাম-শহর সেবিতব্য, এরূপ গ্রাম-নিগম সেবিতব্য নয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজ, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদের জন্য ধর্মত রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে যে 'এরূপ কায়কর্ম সেবিতব্য, এরূপ কায়কর্ম সেবিতব্য নয়; এরূপ বাচনিককর্ম সেবিতব্য, এরূপ বাচনিককর্ম সেবিতব্য নয়; এরূপ মনোকর্ম সেবিতব্য, এরূপ মনোকর্ম সেবিতব্য নয়; এরূপ জীবিকা নির্বাহ করা কর্তব্য, এরূপ জীবিকা নির্বাহ করা অকর্তব্য; এরূপ গ্রাম-শহর সেবিতব্য, এরূপ গ্রাম-নিগম সেবিতব্য নয়।

৫. ভিক্ষু, সেই তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজা, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা ভিক্ষুর জন্য রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাদের জন্যও ধর্মত রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করে। সেই চক্র জগতে কোনো শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার কিংবা ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।"

ধর্মরাজা সূত্র সমাপ্ত

৪. যেই দিক সূত্র

১৩৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যেই যেই দিকে অবস্থান করেন তথায় নিজে বিজিত হয়েই অবস্থান করেন। সেই পঞ্চবিধ অঙ্গ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেই সুজাত হয় ও পবিত্র গর্ভজাত হয়; সপ্ত পিতামহকাল পর্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা অঘৃণিত, অনিন্দনীয় হয়; সে আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী এবং কোষ ও ভাণ্ডারাগার পরিপূর্ণ হয়, চতুরঙ্গী সৈন্যের দ্বারা শক্তিশালী হয় এবং তারা রাজভক্ত ও নির্দেশ মোতাবেক সর্তক থাকেন; তার পরিনায়ক পণ্ডিত, বিদ্বান, মেধাবী এবং অতীত ঘটনা হতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নতিকল্পে চিন্তা করতে সক্ষম হয়। এই চতুর্বিধ বিষয় তার যশকে পূর্ণতায় আনয়ন করে। সে (রাজা) এই পঞ্চবিধ ধর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে যেই যেই দিকে অবস্থান করেন তথায় নিজে বিজিত হয়েই অবস্থান করেন। তার কারণ কী? ইহা ঠিক তদ্রুপই যে, ভিক্ষুগণ, সে বিজয়ের বিজয়ী হয়।

৩. এরূপেই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু যেই যেই দিকে অবস্থান করে তথায় বিমুক্তচিত্ত হয়েই অবস্থান করে। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। ঠিক যেন প্রধানরূপে অভিষিক্ত, জাতিসম্পন্ন ক্ষত্রিয় রাজার ন্যায়।

'সে বহুশ্রুত শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যাবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়। ঠিক যেন প্রধানরূপে অভিষিক্ত আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, কোষ ও ভাণ্ডারাগার পরিপূর্ণ ক্ষত্রিয় রাজার ন্যায়।'

'সে আরব্ধবীর্য হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। ঠিক যেন প্রধানরূপে অভিষিক্ত শক্তিশালী ক্ষত্রিয় রাজা।'

'সে প্রজ্ঞাবান হয়, উদয়-ব্যয়গামী জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখক্ষয়কারী আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়।—ঠিক যেন প্রধানরূপে অভিষিক্ত পরিনায়কসম্পন্ন ক্ষত্রিয় রাজা।'

এই চর্তুবিধ বিষয় তার বিমুক্তিকে পূর্ণতায় আনয়ন করে। সে এই পঞ্চবিধ বিমুক্তিধর্মের দ্বারা সমন্নাগত হয়ে যেই যেই দিকে অবস্থান করে তথায় বিমুক্তচিত্ত হয়েই অবস্থান করে। তার কারণ কী? ইহা ঠিক তদ্রুপই যে, ভিক্ষুগণ, সে বিমুক্তচিত্তসম্পন্ন হয়।”

যেই দিক সূত্র সমাপ্ত

৫. প্রথম প্রার্থনা সূত্র

১৩৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য প্রার্থনা করে। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেই সুজাত হয় ও পবিত্র গর্ভজাত হয়; সপ্ত পিতামহকাল পর্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা অঘৃণিত, অনিন্দনীয় হয়। সে অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় সমৃদ্ধ হয়; সে মাতাপিতাদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, শহর ও জনপদবাসীদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয় এবং অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাদের যে-সমস্ত শিল্প নৈপুণ্যতা আছে; যথা : হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনু ও তরবারি চালনাতে নিপুণ ও শিক্ষিত হয়।

তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—‘আমিই মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেই সুজাত এবং পবিত্র গর্ভজাত; আমার সপ্ত পিতামহকাল পর্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা অঘৃণিত ও অনিন্দনীয়। তাহলে কী হেতু আমি রাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় সমৃদ্ধ। তাহলে কী হেতু আমি রাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি মাতা ও পিতাদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ। তাহলে কী হেতু আমি রাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি নিগম-জনপদবাসীদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ। তাহলে কী হেতু আমি রাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজারদের যে-সমস্ত শিল্প নৈপুণ্যতা আছে; যথা : হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনু ও তরবারি চালনাতে নিপুণ ও শিক্ষিত। তাহলে কী হেতু আমি রাজ্য প্রার্থনা করব না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য প্রার্থনা করে।

৩. ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আসবসমূহ ক্ষয়ের প্রার্থনা করে। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়। তথাগতের পরম জ্ঞান বা বোধিতে আস্থাশীল হয়—‘ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ,

বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান।' সে নীরোগী, সুস্থ, হজমশক্তিসম্পন্ন এবং অত্যধিক শীতোষ্ণ নহে অধিকন্তু মধ্যম শীতোষ্ণে প্রধানক্ষম (অধিক সহনশীল) হয়; সে শঠতাহীন ও অমায়াবী হয় এবং শাস্তা কিংবা বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদের নিকট নিজেকে যথার্থরূপে প্রকাশ করে; সে আরব্ধবীর্য হয়। অকুশলধর্ম প্রহাণের এবং কুশলধর্ম অর্জনের জন্য শক্তিমান দৃঢ়পরাক্রমশালী ও কুশলধর্মে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। এবং সে প্রজ্ঞাবান, নির্বেদ-বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন এবং সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়।

তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—'আমি শ্রদ্ধাবান, তথাগতের বোধিতে আস্থাশীল—'ইনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান।' তাহলে কী হেতু আমি আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি নীরোগী, সুস্থ, হজমশক্তিসম্পন্ন এবং অত্যধিক শীতোষ্ণ নহে অধিকন্তু মধ্যম শীতোষ্ণে প্রধানক্ষম (অধিক সহনশীল)। তাহলে কী হেতু আমি আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি শঠতাহীন, অমায়াবী এবং শাস্তা কিংবা বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদের নিকট নিজেকে যথার্থরূপে প্রকাশকারী। তাহলে কী হেতু আমি আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি আরব্ধবীর্য অকুশলধর্ম প্রহাণের এবং কুশলধর্ম অর্জনের জন্য শক্তিমান দৃঢ়পরাক্রমশালী ও কুশলধর্মে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করি। তাহলে কী হেতু আমি আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি প্রজ্ঞাবান, নির্বেদ বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন এবং সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়গামিনী আর্যোচিত নির্বেদ-জ্ঞানসম্পন্ন। তাহলে কী হেতু আমি আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করে।"

প্রথম প্রার্থনা সূত্র সমাপ্ত

৬. দ্বিতীয় প্রার্থনা সূত্র

১৩৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপরাজ্য প্রার্থনা করে। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেই সুজাত হয় ও পবিত্র গর্ভজাত হয়; সপ্ত পিতামহকাল পর্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা অঘৃণিত, অনিন্দনীয় হয়। সে অভিরূপ,

দর্শনীয়, প্রসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় সমৃদ্ধ হয়। সে মাতাপিতাদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়; সৈন্যদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয় এবং পণ্ডিত বিদ্ধান মেধাবী ও অতীত ঘটনা হতে বর্তমান ভবিষ্যতের উন্নতি কল্পে চিন্তা করতে সক্ষম হয়।

তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—'আমি মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেই সুজাত এবং পবিত্র গর্ভজাত; আমার সপ্ত পিতামহকাল পর্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা অঘৃণিত ও অনিন্দনীয়। তাহলে কী হেতু আমি উপরাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় সমৃদ্ধ। তাহলে কী হেতু আমি উপরাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি মাতাপিতাদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ; তাহলে কী হেতু আমি উপরাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি সৈন্যদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ। তাহলে কী হেতু আমি উপরাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি পণ্ডিত, বিদ্ধান, মেধাবী এবং অতীত ঘটনা হতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নতির কল্পে চিন্তা করতে সক্ষম; তাহলে কী হেতু আমি উপরাজ্য প্রার্থনা করব না? ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপরাজ্য প্রার্থনা করে।

৩. ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করে। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যাবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানে[১] উত্তমরূপে চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। সে আরব্ধবীর্য হয়, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। সে প্রজ্ঞাবান হয়; উদয়-ব্যয়গামী জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখক্ষয়কারী আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ)-জ্ঞানসম্পন্ন হয়।

তার এরূপ চিন্তার উদয় হয় যে 'আমি শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরে

---

[১]। চারি স্মৃতিপ্রস্থান; যথা : কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন এবং ধর্মানুদর্শন। এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান নিয়ে দেশিত সূত্রটি দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত মহাবর্গে ধৃত হয়েছে।

সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করি। তাহলে কী হেতু আমি আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যাবসান কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষনা করে; সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ আমার দ্বারা শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ। তাহলে কী হেতু আমি আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমার চিত্ত চারি স্মৃতিপ্রস্থানে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাহলে কী হেতু আমি আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি আরব্ধবীর্য, অকুশলধর্ম প্রহাণে এবং কুশলধর্ম উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশলধর্মসমূহে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করি। তাহলে কী হেতু আমি আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি প্রজ্ঞাবান, উদয়-ব্যয়গামী জ্ঞানসম্পন্ন, সম্যক দুঃখক্ষয়কারী আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ)-জ্ঞানসম্পন্ন। তাহলে কী হেতু আমি আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আসবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করে।"

দ্বিতীয় প্রার্থনা সূত্র সমাপ্ত

৭. অল্প নিদ্রাগত সূত্র

১৩৭.১ "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচজন রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয় বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে। পঞ্চ কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোক পুরুষের আকাঙ্ক্ষায় রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।

ভিক্ষুগণ, পুরুষ স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষায় রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।

ভিক্ষুগণ, চোর চুরির আকাঙ্ক্ষায় রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।

ভিক্ষুগণ, রাজা রাজকার্যে নিযুক্ততার দরুন রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিসংযোগ বা নির্বাণ লাভের অভিপ্রায়ে রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়; বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।

৩. ভিক্ষুগণ, এই পাঁচজন রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।"

অল্প নিদ্রাগত সূত্র সমাপ্ত

৮. বহুভোজী সূত্র

১৩৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার হস্তী বহুভোজী, উন্মুক্ত স্থানব্যাপী বিষ্ঠা ত্যাগকারী, (হস্তী গণনাকালে) হঠাৎ শলাকা (তৃণাদি) গ্রহণকারী এবং শুধুমাত্র রাজার হস্তীরূপে বিবেচিত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী রূপাদির প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয়, স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার হস্তী বহুভোজী; উন্মুক্ত স্থানব্যাপী বিষ্ঠা ত্যাগকারী, (হস্তী গণনাকালে) হঠাৎ শলাকা গ্রহণকারী এবং শুধুমাত্র রাজার হস্তীরূপে বিবেচিত হয়।

৩. ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু বহুভোজী, অবকাশ পূর্ণকারী, মঞ্চপীঠ মর্দনকারী, শলাকাগ্রাহী (খাদ্য টিকেট গ্রহণকারী) এবং ভিক্ষুরূপে শুধুমাত্র বিবেচিত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপাদির প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয়, স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু বহুভোজী, অবকাশ পূর্ণকারী, মঞ্চপীঠ মর্দনকারী, শলাকাগ্রাহী এবং ভিক্ষুরূপে শুধুমাত্র বিবেচিত হয়।"

বহুভোজী সূত্র সমাপ্ত

৯. অক্ষম সূত্র

১৩৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার হস্তী রাজার যোগ্য হয় না, রাজভোগ্য হয় না এবং রাজ-অংশরূপে বিবেচিত হয় না। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী রূপের প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয়,স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজার হস্তী রূপের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী সংগ্রামে গমন করে হস্তী, অশ্ব, রথ কিংবা পদাতিক সৈন্য দেখে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুয়ে হয় না এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী রূপের প্রতি অক্ষম হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজার হস্তী শব্দের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী সংগ্রামে গমন করে হস্তীশব্দ, অশ্বশব্দ, রথশব্দ, পদাতিক সৈন্যদের শব্দ, কিংবা ভেরী, ঢাক-ঢোল, শাঁখের শব্দ শুনতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে একগুয়ে হয় না এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী শব্দের প্রতি অক্ষম হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজার হস্তী গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী সংগ্রামে গমন করে যে-সমস্ত রাজ হস্তী অভিজাত ও বারংবার সংগ্রামে আগমিত তাদের মল-মূত্রের গন্ধ আঘ্রাণ করে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুয়ে হয় না এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজার হস্তী রসের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী সংগ্রামে গমন করে একবার অল্প পরিমাণ ঘাস ও জল পেয়ে বিরক্ত হয়; দুই, তিন, চার, পাঁচবার অল্প পরিমাণ তৃণ ও জল পেয়ে বিরক্ত হয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুয়ে হয় না এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী রসের প্রতি অক্ষম হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজার হস্তী স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী সংগ্রামে গমন করে যখন একবার ধনুর্দ্ধরের দ্বারা তীরবিদ্ধ হয়, এভাবে দুই, তিন, চার ও পাঁচবার ধনুদ্ধরের দ্বারা তীরবিদ্ধ হলে সে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুয়ে হয় না এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজার হস্তী স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার হস্তী রাজার যোগ্য হয় না, রাজভোগ্য হয় না এবং রাজ-অংশরূপে বিবেচিত হয় না।

৫. ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানীয় হয় না, আতিথেয়তার যোগ্য হয় না, দক্ষিণার যোগ্য হয় না, অঞ্জলিকরণীয় হয় না এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয় না। পঞ্চ কী কী?

৬. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয়, স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রূপের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে প্রলোভনকারী রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে চিত্তকে সংযত করতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি অক্ষম হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু শব্দের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রোত্রে শব্দ শুনে প্রলোভনকারী শব্দের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শব্দের প্রতি অক্ষম হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে প্রলোভনকারী গন্ধের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রসের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করে প্রলোভনকারী রসের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রসের প্রতি অক্ষম হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু কায়ের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ের দ্বারা স্পর্শ পেয়ে প্রলোভনকারী স্পর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়।

৮. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানীয় হয় না, আতিথেয়তার যোগ্য হয় না, দক্ষিণার যোগ্য হয় না, অঞ্জলিকরণীয় হয় না এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয় না।

৯. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ-অংশরূপে বিবেচিত হয়। পঞ্চ কী কী?

১০. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

১১. ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজহস্তী রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী সংগ্রামে গমনপূর্বক হস্তী, অশ্ব, রথ কিংবা পদাতিক সৈন্য দেখে মনের জোর হারায় না, টলিতে টলিতে চলে না, একগুয়ে হয় এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ,

রাজহস্তী রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজহস্তী শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী সংগ্রামে গমন করে হস্তীশব্দ, অশ্বশব্দ, রথশব্দ, পদাতিক সৈন্যের শব্দ, কিংবা ভেরী, ঢাক-ঢোল, শাঁখের শব্দ শুনে মনের জোর হারায় না, টলিতে টলিতে চলে না, একগুয়ে হয় এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজহস্তী গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী সংগ্রামে গমন করে যে-সমস্ত রাজহস্তী অভিজাত, বারংবার যুদ্ধে আগমিত তাদের মল-মূত্রের গন্ধ আঘ্রাণ করে মনের জোর হারায় না, টলিতে টলিতে চলে না, একগুয়ে হয় এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজহস্তী রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী সংগ্রামে গমন করে একবার অল্প পরিমাণ তৃণ-জল পেয়ে বিরক্ত হয়; দুই, তিন, চার, পাঁচবার ও অল্প তৃণ ও জল পেয়ে বিরক্ত হয়েও মনের জোর হারায় না, টলিতে টলিতে চলে না, একগুয়ে হয় এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজহস্তী স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী সংগ্রামে গমন করে একবার ধনুর্দ্ধরের দ্বারা তীরবিদ্ধ হয়; এভাবে দুইবার, তিনবার, চারবার ও পাঁচবার ধনুর্দ্ধরের দ্বারা তীরবিদ্ধ হলেও সে মনের জোর হারায় না, টলিতে টলিতে চলে না, একগুয়ে হয় এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

১২. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ-অংশরূপে বিবেচিত হয়।

১৩. ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তার যোগ্য, দাক্ষিণেয়্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়। পঞ্চ কী কী?

১৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, স্পর্শের

প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

১৫. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে প্রলোভনকারী রূপের প্রতি অনুরক্ত হয় না। সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে, ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে প্রলোভনকারী শব্দের প্রতি অনুরক্ত হয় না। সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ নিয়ে প্রলোভনকারী গন্ধের প্রতি অনুরক্ত হয় না। সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করে প্রলোভনকারী রসের প্রতি অনুরক্ত হয় না। সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ের দ্বারা স্পর্শ পেয়ে প্রলোভনকারী স্পর্শের প্রতি অনুরক্ত হয় না। সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

১৬. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।”

অক্ষম সূত্র সমাপ্ত

১০. শ্রোত্র সূত্র

১৪০.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ-অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী শ্রোতা, হত্যাকারী, রক্ষক, সহ্যশীল ও গমনকারী হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজহস্তী শ্রোতা হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তীকে যথাশীঘ্র হস্তী দমনকারী সারথী কার্য করাতে প্রচেষ্টা করে—তা পূর্বে কৃত বা অকৃত হওয়া সত্ত্বেও সে তা কার্যে পরিণত করে, মনসংযোগ করে এবং সম্পূর্ণরূপে চিত্তকে একীভূত করে কান পেতে শ্রবণ করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী শ্রোতা হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজহস্তী হত্যাকারী হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী সংগ্রামগত হয়ে হস্তী হত্যা করে, হস্ত্যারোহীকে হত্যা করে, রথ ধ্বংস করে, রথারোহীকেও হত্যা করে এবং পদাতিক সৈন্যও হত্যা করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী হত্যাকারী হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজহস্তী রক্ষক হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী সংগ্রামে গমন করে নিজ কায়ের পুরোভাগ রক্ষা করে, পশ্চাৎভাগ রক্ষা করে, সম্মুখের পাদ রক্ষা করে, পশ্চাৎভাগের পাদ রক্ষা করে, মস্তক রক্ষা করে, কর্ণ রক্ষা করে, দন্ত রক্ষা করে, শুঁড় রক্ষা করে, লেজ রক্ষা করে এবং আরোহীকেও রক্ষা করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী রক্ষক হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজহস্তী সহ্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী সংগ্রামে গমনপূর্বক বর্শার আঘাত, তলোয়ালের আঘাত, তীরের আঘাত, কুঠারাঘাত এবং ভেরী, ঢাক-ঢোল, শাঁখের শব্দ ও গোলমাল সহ্য করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী সহ্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে রাজহস্তী গমনকারী হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজহস্তীকে যথাশীঘ্র আরোহী যে দিকে প্রেরণ করে—সেই দিকে যদি সে পূর্বে গিয়ে থাকে কিংবা না গিয়ে থাকলেও সে তথায় দ্রুত গমন করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, রাজহস্তী গমনকারী হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ-অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়।

৫. ঠিক তদ্রুপই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়। পঞ্চ কী কী?

৬. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রোতা, হত্যাকারী, রক্ষক, সহ্যশীল এবং গমনকারী হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু শ্রোতা হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু তথাগত কর্তৃক ঘোষিত ধর্ম-বিনয় দেশনাকালে

তা কার্যে পরিণত করে, মনসংযোগ করে এবং সম্পূর্ণরূপে চিত্তকে একীভূত করে কান পেতে শ্রবণ করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রোতা হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু হত্যাকারী হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু উৎপন্ন কাম-বিতর্কে অবস্থান করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন (বা হত্যা) করে, অপসৃত করে এবং তৎসমস্তের চরম নিবৃত্তি সাধিত করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ-বিতর্কে অবস্থান করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন (বা হত্যা) করে, অপসৃত করে এবং তৎসমস্তের চরম নিবৃত্তি সাধিত করে। উৎপন্ন বিহিংসা-বিতর্কে অবস্থান করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন (বা হত্যা) করে, অপসৃত করে এবং তৎসমস্তের চরম নিবৃত্তি সাধিত করে। সে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্মে অবস্থান করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন (বা হত্যা) করে, অপসৃত করে এবং তৎসমস্তের চরম নিবৃত্তি সাধিত করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু হত্যাকারী হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু রক্ষক হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে চক্ষু-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে কর্ণ-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে কর্ণ-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে নাসিকা-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে নাসিকা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং নাসিকা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে জিহ্বা-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে কায়-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে কায়-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কায়-ইন্দ্রিয়ে

সংযত হয়। সে মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না। যে কারণে মন-ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ-অকুশলধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে মন-ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং মন-ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। এরূপেই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রক্ষক হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু সহ্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, পিপাসা, ডাঁশ-মশক, বাতাস-তাপ, সরীসৃপাদির সংস্পর্শে সহ্যশীল হয়। সে দুর্বাক্য, অসম্ভাষণ এবং উৎপন্ন শারীরিক তীব্র, তীক্ষ্ণ, নিদারুণ পীড়নকর, যন্ত্রণাদায়ক, অমনোজ্ঞ ও প্রাণ হরণকারী দুঃখবেদনা সহিষ্ণু প্রকৃতির হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সহ্যশীল হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু গমনকারী হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যে দিকে পূর্বে যায় নি কিন্তু সেই দীর্ঘ ভ্রমণের দ্বারা সর্ব সংস্কারের শান্তি, সর্ব উপধির (পুনর্জন্মের মূল) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণ লাভ হয়, সেথায় দ্রুত গমন করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গমনকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

শ্রোত্র সূত্র সমাপ্ত

রাজবর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

চক্রানুবর্তন দুই, ধর্মরাজ আর চতুর্দিক সূত্র;
প্রার্থনা দুই, অল্প নিদ্রাগত আর বহুভোজী সূত্র,
অক্ষম, শ্রোত্রসহ দশে বর্গ সমাপিত ॥

(১৫) ৫. ত্রিকণ্টকী বর্গ

১. অবজ্ঞা সূত্র

১৪১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। পঞ্চ কী কী?

২. দান দিয়ে ঘৃণা করে, সহ-অবস্থানহেতু ঘৃণা করে, গ্রহণীয় মুখ হয়, টলায়মান হয় এবং মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, কিরূপে পুদ্গল প্রদান করে ঘৃণা করে?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি (বা পুদ্গল) অন্য ব্যক্তিকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য-পরিষ্কার দেয়। তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—'আমি প্রদান করি আর এই ব্যক্তি প্রতিগ্রহণ করে!' তাই সে প্রদান করে তাকে ঘৃণা করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, পুদ্গল প্রদান করে ঘৃণা করে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে পুদ্গল সহ-অবস্থানের দ্বারা ঘৃণা করে?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে দুই অথবা তিন বৎসর সহ-অবস্থান করে। তাই সে তাকে সহ-অবস্থানহেতু ঘৃণা করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ, পুদ্গল সহ-অবস্থানের দরুন ঘৃণা করে।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে পুদ্গল গ্রহণীয় মুখ হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল অপরের দোষ-গুণ ভাষণকালে সহসা তাতে অনুরক্ত হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ব্যক্তি গ্রহণীয় মুখ হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে পুদ্গল টলায়মান হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি অল্প শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, অল্প ভক্তিসম্পন্ন হয় এবং অল্প প্রসাদসম্পন্ন হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ব্যক্তি টলায়মান হয়।

ভিক্ষুগণ, কিরূপে ব্যক্তি মূর্খ ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি কুশল-অকুশল ধর্ম জানে না, নিন্দনীয়-অনিন্দনীয় ধর্ম জানে না, হীন-প্রণীত ধর্ম জানে না, কৃষ্ণ-শুক্লানুরূপ ধর্মও জানে না। এরূপে, ভিক্ষুগণ, ব্যক্তি বা পুদ্গল মূর্খ ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ পুদ্গল বা ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।"

অবজ্ঞা সূত্র সমাপ্ত

২. অপরাধ করা সূত্র

১৪২.১. "হে ভিক্ষুগণ, জগতে পাঁচ প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল অপরাধ করে এবং (তজ্জন্য) তীব্র অনুতপ্ত হয়। যাতে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গল অপরাধ করে কিন্তু অনুতপ্ত হয় না। যাতে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্ত বিমুক্তি ও

প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল অপরাধ করে না কিন্তু অনুতপ্ত হয়, যাতে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল অপরাধ করে না এবং অনুতপ্তও হয় না। যাতে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না।

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল অপরাধ করে না এবং অনুতপ্তও হয় না। যাতে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে।

৩. ভিক্ষুগণ, তথায় যে পুদ্গল অপরাধ করে এবং তীব্র অনুতপ্ত হয়। যাতে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না। তাকে এরূপ বলার উচিত যে 'আয়ুষ্মানের অপরাধজনিত আসবসমূহ বিদ্যমান আছে এবং অনুতাপজনিত আসবাদিও প্রবর্ধিত হচ্ছে। সত্যিই, হে আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি অপরাধজনিত আসবাদি ত্যাগ করে এবং অনুতাপজনিত আসবাদি দূরীভূত করে চিত্ত ও প্রজ্ঞানুশীলন করেন। এরূপে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুদ্গালের সহিত সদৃশ হবে।'

ভিক্ষুগণ, তথায় যে পুদ্গল অপরাধ করে কিন্তু অনুতপ্ত হয় না। যাতে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না। তাকে এরূপ বলা উচিত যে 'আয়ুষ্মানের অপরাধজনিত আসবাদি বিদ্যমান আছে এবং অনুতাপজনিত আসবাদি প্রবর্ধিত হচ্ছে না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি অপরাধজনিত আসবাদি ত্যাগ করে চিত্ত ও প্রজ্ঞানুশীলন করেন। এরূপে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুদ্গালের সহিত সদৃশ হবে।'

ভিক্ষুগণ, তথায় যে পুদ্গল অপরাধ করে না কিন্তু অনুতপ্ত হয়। যাতে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না। তাকে এরূপ বলা উচিত যে 'আয়ুষ্মানের অপরাধজনিত আসবাদি বিদ্যমান নাই কিন্তু অনুতাপজনিত আসবসমূহ প্রবর্ধিত হচ্ছে। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি অনুতাপজনিত আসবাদি দূরীভূত করে চিত্ত ও প্রজ্ঞানুশীলন করেন। এরূপে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুদ্গালের সহিত সদৃশ হবে।'

ভিক্ষুগণ, তথায় যে পুদ্গল অপরাধ করে না এবং অনুতাপ করে না। যাতে উৎপন্ন পাপ-অকুশলধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না। তাকে এরূপ বলা উচিত যে ‘আয়ুষ্মানের অপরাধজনিত আসবসমূহ বিদ্যমান নাই এবং অনুতাপজনিত আসবাদিও প্রবর্ধিত হচ্ছে না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি চিত্ত ও প্রজ্ঞানুশীলন করেন। এরূপে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুদ্গালের সহিত সদৃশ হবে।’

৪. এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই চারজন ব্যক্তি অমুক পঞ্চম ব্যক্তির মাধ্যমে উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হয়ে অনুক্রমে আসবাদির ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।”

অপরাধ করা সূত্র সমাপ্ত

৩. সারন্দদ সূত্র

১৪৩.১. একসময় ভগবান বৈশালীর সন্নিকটস্থ মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্নসময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে বৈশালীতে পিণ্ডচরণের জন্য প্রবিষ্ট হলেন। সেই সময়ে পঞ্চশত লিচ্ছবী সারন্দদ চৈত্যে[১] একত্রিত হয়ে উপবিষ্ট হলে এইরূপ আলাপ-আলোচনার উৎপন্ন হলো—‘জগতে পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব দুর্লভ। পঞ্চ কী কী? যথা : হস্তীরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, অশ্বরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, মনিরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, স্ত্রীরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ এবং গৃহপতিরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ। এই পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ।’

২. অনন্তর সেই লিচ্ছবীরা পথমধ্যে একজন ব্যক্তি স্থাপন করে বলল, ‘ওহে ব্যক্তি, তুমি ভগবানকে আগমনরত দেখলে আমাদের জ্ঞাপন করিও।’ সেই পুরুষ ভগবানকে দূর হতে আগমনরত দেখলেন। দেখার পর যেখানে সেই লিচ্ছবীগণ সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সেই লিচ্ছবীদের এরূপ বললেন, ‘মহাশয়গণ, সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ গমন করছেন। এখন আপনারা যথাসময় মনে করেন।’

৩. অতঃপর সেই লিচ্ছবীরা যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন।

---

[১]। সারন্দদ চৈত্য—বুদ্ধ পূর্ব যুগে এই চৈত্যটি বৈশালিতে পূজার নিমিত্তে তৈরি করা হয়েছিল। ইহা উৎসর্গীত হয় সারন্দদ নামক যক্ষকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু পরে ইহার পাশে বুদ্ধ ও সংঘের জন্য বিহার নির্মিত হয়েছিল। D.ii.75,102; Ud.vi.1; DA.ii.521; Ud A.323; AA.ii.701.

উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত সেই লিচ্ছবীরা ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, সত্যিই তা উত্তম হয় যদি ভগবান অনুকম্পাপূর্বক সারন্দদ চৈত্যে গমন করেন।' ভগবান মৌনাবলম্বনপূর্বক সম্মত হলেন। অনন্তর ভগবান যেখানে সারন্দদ চৈত্য সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয় প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট হয়ে ভগবান সেই লিচ্ছবীদের এরূপ বললেন :

৪. "হে লিচ্ছবীগণ, এস্থলে তোমরা উপবিষ্ট হয়ে এইমাত্র কোন বিষয়ে কথা বলছিলে? আমি আসায় তোমাদের কোন কথায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে?"

৫. "এস্থলে, ভন্তে, আমরা একত্রিত হয়ে উপবিষ্ট হলে এরূপ কথার সূত্রপাত হলো—'জগতে পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব দুর্লভ। পঞ্চ কী কী? যথা : হস্তীরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, অশ্বরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, মনিরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, স্ত্রীরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ এবং গৃহপতিরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ। এই পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ।'

৬. "সত্যিই ওহে বন্ধুগণ, কামে অনুরক্ত লিচ্ছবীগণের মধ্যে কামসম্বন্ধীয় কথাই উৎপন্ন হয়েছিল। লিচ্ছবীগণ, পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ। পঞ্চ কী কী? যথা : তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দেশনাকারী ব্যক্তি জগতে দুর্লভ, তথাগত কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দেশনাকারী বিজ্ঞাত ব্যক্তি জগতে দুর্লভ, তথাগত কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দেশনাকারী বিজ্ঞাত ও ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন ব্যক্তি জগতে দুর্লভ এবং কৃতজ্ঞ, উপকার স্বীকারকারী ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। লিচ্ছবীগণ, এই পাঁচ প্রকার রত্নের প্রাদুর্ভাব দুর্লভ।"

সারন্দদ সূত্র সমাপ্ত

২. ত্রিকণ্টকী সূত্র

১৪৪.১. একসময় ভগবান সাকেতের[১] নিকটস্থ ত্রিকন্টকী বনে[২] অবস্থান

---

[১]। সাকেত—ইহা কোশলরাজ্যের অন্তর্গত এক নগরী। বুদ্ধের সময়ে ভারতে ছয়টি সুপ্রসিদ্ধ নগরীর মধ্যে এইটি অন্যতম। অন্য পাঁচটি নগরী হচ্ছে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী ও বারাণসী। সম্ভবত ইহা কোশলরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। নন্দিয় মিগ জাতকে (জাতক, তৃতীয় খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ আছে।

[২]। ত্রিকণ্টকী বন—সাকেতের অন্তর্গত কুঞ্জবন। প্রকৃতপক্ষে কণ্টকী বনের সাথে এই বনের পার্থক্য নাই। এই দুইটি বনই অভিন্ন।

করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, তা উত্তম হয় যদি ভিক্ষু সময়ে সময়ে অপ্রতিকূল (আলম্বনের) প্রতি প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, তা উত্তম হয় যদি ভিক্ষু সময়ে সময়ে প্রতিকূলের প্রতি অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, তা-ও উত্তম হয় যদি ভিক্ষু সময়ে সময়ে অপ্রতিকূল ও প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, তা উত্তম হয় যদি ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, তা উত্তম হয় যদি ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল তৎ উভয়ই পরিত্যাগ করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে।

৩. ভিক্ষুগণ, কোন অর্থবশে, কোন কারণে ভিক্ষু অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে? 'প্রলোভনকারী ধর্মাদিতে আমার রাগ (আসক্তি) উৎপন্ন না হউক!' ভিক্ষুগণ, এই অর্থবশে, এই কারণেই ভিক্ষু অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, কোন অর্থবশে, কোন কারণে ভিক্ষু প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে? 'দোষনীয় ধর্মাদিতে আমার দ্বেষ উৎপন্ন না হউক!' ভিক্ষুগণ, এই অর্থবশে, এই কারণেই ভিক্ষু প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, কোন অর্থবশে, কোন কারণে ভিক্ষু অপ্রতিকূল ও প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে? 'প্রলোভনকারী ধর্মাদিতে আমার রাগ উৎপন্ন না হউক এবং দোষনীয় ধর্মাদিতে আমার দ্বেষ উৎপন্ন না হউক!' ভিক্ষুগণ, এই অর্থবশে, এই কারণেই ভিক্ষু অপ্রতিকূল ও প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, কোন অর্থবশে, কোন কারণে ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে? 'দোষনীয় ধর্মাদিতে আমার দ্বেষ উৎপন্ন না হউক এবং প্রলোভনকারী ধর্মাদিতে আমার রাগ উৎপন্ন না হউক!' ভিক্ষুগণ, এই অর্থবশে, এই কারণেই ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, কোন অর্থবশে, কোন কারণে ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল তৎউভয়ই পরিত্যাগ করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে? 'কোথাও, যেকোনো স্থানে, কিঞ্চিৎমাত্র প্রলোভনকারী ধর্মাদিতে

আমার রাগ উৎপন্ন না হউক; এবং কোথাও, যেকোনো স্থানে কিঞ্চিৎমাত্র দোষনীয় ধর্মাদিতে আমার দ্বেষ উৎপন্ন না হউক; এবং কোথাও যেকোনো স্থানে কিঞ্চিৎমাত্র মোহনীয় ধর্মাদিতে আমার মোহ উৎপন্ন না হউক!' ভিক্ষুগণ, এই অর্থবশে, এই কারণেই ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল তৎ উভয়ই পরিত্যাগ করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে।"

ত্রিকন্টকী সূত্র সমাপ্ত

৫. নিরয় সূত্র

১৪৫. ১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (জন) নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়, মিথ্যাকামাচারী হয়, মিথ্যাবাদী হয় এবং সুরা-মদ সেবনকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (জন) নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) নিঃসন্দেহে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাভাষণ হতে প্রতিবিরত হয় এবং সুরা-মেরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ (জন) নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।"

নিরয় সূত্র সমাপ্ত

৬. মিত্র সূত্র

১৪৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী?

২. সে সরেজমিনে কর্ম করে, অভিযোগ গ্রহণ করে, বিশিষ্ট ভিক্ষুদের বিরুদ্ধ হয়, উদ্দেশ্যবিহীন দীর্ঘ-ভ্রমণে অবস্থান করে এবং সময়ে সময়ে অন্য কাকেও ধর্মকথার দ্বারা বর্ণনা করতে, প্ররোচিত করতে, সমুত্তেজিত করতে এবং পুলকিত করতে সক্ষম হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার অযোগ্য।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার যোগ্য। পঞ্চ কী কী?

৪. সে সরেজমিনে কর্ম করে না, অভিযোগ মীমাংসায় রত থাকে না,

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের বিরুদ্ধ হয় না, উদ্দেশ্যবিহীন দীর্ঘ-ভ্রমণে অবস্থান করে না এবং সময়ে সময়ে ধর্মকথার দ্বারা অন্য কাকে বর্ণনা করতে, প্ররোচিত করতে, সমুত্তেজিত করতে এবং পুলকিত করতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার যোগ্য।”

মিত্র সূত্র সমাপ্ত

৭. অসৎপুরুষ দান সূত্র

১৪৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, অসৎপুরুষ দান পাঁচ প্রকার। কী কী?

২. অসুন্দররূপে দান দেয়, মন হতে (বা গৌরব করে) দান দেয় না, নিজ হস্তে দেয় না, উচ্ছিষ্ট দেয় এবং কর্মফল বিশ্বাস না করে দান দেয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে অসৎপুরুষ দান।

৩. ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ দান পাঁচ প্রকার। পাঁচ কী কী?

৪. সুন্দররূপে দান দেয়, মন হতে দান দেয়, নিজ হস্তে দান দেয়, অনুচ্ছিষ্ট দেয় এবং কর্মফল বিশ্বাস করে দান দেয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে সৎপুরুষ দান।”

অসৎপুরুষ দান সূত্র সমাপ্ত

৮. সৎপুরুষ দান সূত্র

১৪৮. “হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষ দান পাঁচ প্রকার। পাঁচ কী কী?

২. যথা : শ্রদ্ধা করে দান দেয়, সুন্দররূপে দান দেয়, যথাসময়ে দান দেয়, অনুগৃহীত চিত্তে দান দেয় এবং আত্ম ও পরকে মর্মাঘাত না দিয়ে দান দেয়।

৩. ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধায় দান দিলে যেকোনো স্থানেই সেই দানের পূর্ণবিপাক উদ্ভূত হয়। সে আঢ্য হয়, মহাধনী, মহাভোগী, অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রসাদিক হয় এবং পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় সমৃদ্ধ হয়।

ভিক্ষুগণ, সুন্দররূপে দান দিলে যেকোনো স্থানেই সেই দানের পূর্ণবিপাক উদ্ভূত হয়। সে আঢ্য হয়, মহাধনী, মহাভোগী হয়। তার যে-সমস্ত পুত্র, স্ত্রী, দাস পেস্য ও কর্মকার আছে, তারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করে তৎপ্রতি পরিশ্রমী হয়। কান পেতে শুনে তা হৃদয়ঙ্গম করে তাকে সাহায্য করে।

ভিক্ষুগণ, যথাসময়ে দান দিলে যেকোনো স্থানেই সেই দানের পূর্ণবিপাক উদ্ভূত হয়। সে আঢ্য হয়, মহাধনী, মহাভোগী হয়। এবং বিপুল ধনসম্পদ যথাসময়ে আগত হয়।

ভিক্ষুগণ, অনুগৃহীত চিত্তে দান দিলে যেকোনো স্থানেই সেই দানের পূর্ণবিপাক উদ্ভূত হয়। সে আঢ্য হয়, মহাধনী, মহাভোগী হয় এবং বিপুল পঞ্চ কামগুনাদি ভোগে তার চিত্ত নমিত হয়।

ভিক্ষুগণ, আত্ম ও পরকে মর্মাঘাত না দিয়ে দান করার দরুন যেকোনো স্থানেই সেই দানের পূর্ণবিপাক উদ্ভূত হয়। সে আঢ্য হয়, মহাধনী, মহাভোগী হয়। এবং অগ্নি-জল, রাজা-চোর ও অপ্রিয় উত্তরাধিকারীর দ্বারা তার ভোগ্য-সম্পত্তাদির অন্য কোনো প্রকার উপঘাত (বা ক্ষতি) হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে সৎপুরুষ দান।”

সৎপুরুষ দান সূত্র সমাপ্ত

৯. প্রথম সময়বিমুক্ত সূত্র

১৪৯. ১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সময়বিমুক্ত (বা সাময়িক বিমুক্ত) ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত (বা চালিত) হয়। পঞ্চ কী কী?

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সামাজিক সঙ্গানন্দতা এবং যথাবিমুক্ত-চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ না করা। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ধর্ম সময়বিমুক্ত ভিক্ষুর পরিহানির জন্য চালিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সময়বিমুক্ত ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. কর্মপ্রিয় না হওয়া, বাজে আলাপে অনাসক্তি, নিদ্রাপ্রিয় না হওয়া, সামাজিক সঙ্গানন্দ না হওয়া এবং যথাবিমুক্ত-চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করা। ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সময়বিমুক্ত ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।”

প্রথম সময়বিমুক্ত সূত্র সমাপ্ত

১০. দ্বিতীয় সময়বিমুক্ত সূত্র

১৫০.১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সময়বিমুক্ত (বা সাময়িক বিমুক্ত) ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত (বা চালিত) হয়। পঞ্চ কী কী?

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে-আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বারতা এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম সময়বিমুক্ত ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সময়বিমুক্ত ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. কর্মপ্রিয় না হওয়া, বাজে আলাপে অনাসক্তি, নিদ্রাপ্রিয় না হওয়া,

ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বারতা এবং ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম সময়বিমুক্ত ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।"

দ্বিতীয় সময়বিমুক্ত সূত্র সমাপ্ত

ত্রিকণ্টকী বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

অবজ্ঞা, অপরাধ, সারন্দদ ও ত্রিকন্টকী সূত্র;
নিরয়, মিত্র, অসৎ-সৎপুরুষ দান হলো বিবৃত,
সময়বিমুক্ত দুই সূত্রে বর্গ হলো সমাপিত।

তৃতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত

*** ***

৪. চতুর্থ পঞ্চাশক

(১৬) ১. সদ্ধর্ম বর্গ

১. প্রথম সম্যক পথ সূত্র

১৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। পঞ্চ কী কী?

২. সে অবজ্ঞাচ্ছলে কথা বলে, কথিক বা আলোচনাকারীকে অবজ্ঞা করে, নিজেকে অবজ্ঞা করে, বিক্ষিপ্ত চিত্তে ও একাগ্রতাহীন চিত্তে ধর্মশ্রবণ করে এবং যথাযথরূপে তা বিবেচনা করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে সক্ষম। পঞ্চ কী কী?

৪. হে ভিক্ষুগণ, সে অবজ্ঞাচ্ছলে কথা বলে না, কথিককে অবজ্ঞা করে না, নিজেকে অবজ্ঞা করে না, অবিক্ষিপ্ত ও একাগ্র চিত্তে ধর্মশ্রবণ করে এবং যথাযথরূপে বিবেচনা করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

প্রথম সম্যক পথ সূত্র সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় সম্যক পথ সূত্র

১৫২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। পঞ্চ কী কী?

২. সে অবজ্ঞাচ্ছলে কথা বলে; কথিক বা আলোচনাকারীকে অবজ্ঞা করে; নিজেকে অবজ্ঞা করে; সে দুষ্প্রাজ্ঞ, মূঢ় ও স্থূলবুদ্ধি হয় এবং অজ্ঞাত হয়েও জ্ঞাতাভিমানী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে সক্ষম। পঞ্চ কী কী?

৪. সে অবজ্ঞাচ্ছলে কথা বলে না; কথিককে অবজ্ঞা করে না; নিজেকে অবজ্ঞা করে না; প্রজ্ঞাবান, অমূঢ় ও বুদ্ধিমান হয় এবং অজ্ঞাত হয়ে জ্ঞাতাভিমানী হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

দ্বিতীয় সম্যক পথ সূত্র সমাপ্ত

৩. তৃতীয় সম্যক পথ সূত্র

১৫৩. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। পঞ্চ কী কী?

২. ম্রক্ষী ম্রক্ষে পর্যুত্থিত হয়ে ধর্মশ্রবণ করে; ছিদ্রান্বেষণ ও তিরস্কারপূর্ণ চিত্তে ধর্মশ্রবণ করে; ধর্মদেশনাকালে তার চিত্ত আহত ও নিরস হয়; সে দুষ্প্রাজ্ঞ, মূঢ় ও স্থূলবুদ্ধি হয় এবং অজ্ঞাত হয়েও জ্ঞাতাভিমানী হয়। ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে সক্ষম। পঞ্চ কী কী?

৪. অম্রক্ষী ম্রক্ষে পর্যুত্থিত না হয়ে ধর্মশ্রবণ করে; অছিদ্রান্বেষণ ও অতিরষ্কার পূর্ণ চিত্তে ধর্মশ্রবণ করে; ধর্মদেশনাকালে তার চিত্ত আহত ও নিরস হয় না; সে প্রজ্ঞাবান, অমূঢ় ও বুদ্ধিমান হয় এবং অজ্ঞাত হয়ে জ্ঞাতাভিমানী হয় না। ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সর্দ্ধম শ্রবণকালেও কুশলধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

তৃতীয় সম্যক পথ সূত্র সমাপ্ত

৪. প্রথম সদ্ধর্মসমোহ সূত্র

১৫৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্মশ্রবণ করে না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম শিক্ষা করে না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম ধারণ করে না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধৃত ধর্মের অর্থ সযত্নে পরীক্ষা করে না এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতি অসমোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্মশ্রবণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম ধারণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধৃত ধর্মের অর্থ সযত্নে পরীক্ষা করে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অর্থ ও ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম

সদ্ধর্মের স্থিতি অসমোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতি অসমোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।"

প্রথম সদ্ধর্ম সমোহ সূত্র সমাপ্ত

৫. দ্বিতীয় সদ্ধর্ম সমোহ সূত্র

১৫৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করে না। যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম এবং বেদল্ল। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট দেশনা করে না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিযত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট বলে না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করে না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম মনোযোগের সাথে চিন্তা করে না, বিচার করে না এবং মনোযোগের দ্বারা সাবধানে বিবেচনা করে না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুরা ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করে। যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম এবং বেদল্ল। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট দেশনা করে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট বলে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা যথানুরূপশ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম মনোযোগের সাথে চিন্তা করে, বিচার করে এবং মনোযোগের দ্বারা সাবধানে বিবেচনা করে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।"

দ্বিতীয় সদ্ধর্ম সমোহ সূত্র সমাপ্ত

৬. তৃতীয় সদ্ধর্ম সমোহ সূত্র

১৫৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা দুর্নিক্ষিপ্ত পদব্যঞ্জন হতে দুর্গৃহীত সূত্রাদি শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, দুর্নিক্ষিপ্ত পদব্যঞ্জনের অর্থও ভ্রান্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা দুর্বাক্যভাষী হয়, অবিনয়ী-ধর্মে সমৃদ্ধ হয়, সহ্যশক্তিহীন হয় এবং অনুশাসন (শিক্ষা) গ্রহণে অনিপুণ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যে-সকল ভিক্ষুরা বহুশ্রুত, স্মৃতিধর (আগতাগম), ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশাদি অপরের নিকট বলে না। তাদের মৃত্যুর পর সূত্রসমূহ ছিন্নমূল ও অরক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, স্থবির ভিক্ষুরা বিলাসী হয়; নীতিহীন, নীতি স্খলনের প্রস্তাবক, প্রবিবেক ধুর ত্যাগকারী হয়। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য,

অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্দির জন্য বীর্যারম্ভ (প্রচেষ্টা) করে না। তাদের পরবর্তী জনেরাও ভ্রান্ত দর্শনের দরুন একই পথে প্রবিষ্ট হয়। তারাও বিলাসী হয়, নীতিহীন, নীতি স্খলনের প্রস্তাবক, প্রবিবেক ধুর ত্যাগকারী হয়। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ (প্রচেষ্টা) করে না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তরধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘ ভিন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সংঘ ভিন্ন হওয়ার দরুন একে অপরকে আক্রোশ করে, পরিভাষণ বা নিন্দা করে, অবরোধ করে এবং পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করে। সেহেতু, অপ্রসন্নরা প্রসাদিত হয় না এবং প্রসন্নদের কারও কারও মনে বিপরীতভাব উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম যা সদ্ধর্মের সমোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কী কী?

৫. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা সুনিক্ষিপ্ত পদব্যঞ্জন হতে সুগৃহীত সূত্রাদি শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ, সুনিক্ষিপ্ত পদব্যঞ্জনের অর্থও নির্ভুল হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা সুবাক্যভাষী হয়, বিনয়ী-ধর্মে সমৃদ্ধ হয়, সহ্যশীল হয় এবং অনুশাসন গ্রহণে নিপুণ হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যে-সকল ভিক্ষুরা বহুশ্রুত, স্মৃতিধর, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর; তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূত্রাদি অপরের নিকট ব্যক্ত করে। তাদের অনুপস্থিতিতে সূত্রাদি ছিন্নমূল ও অরক্ষিত হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, স্থবির ভিক্ষুরা বিলাসী হয় না, নীতিবান হয়, নীতি স্খলনের প্রস্তাবক হয় না এবং প্রবিবেক ধুর ত্যাগ করে না। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয়

উপলব্দির জন্য বীর্যারম্ভ করে। তাদের পরবর্তী জনেরাও অনুরূপ দর্শন হেতু একই পথে প্রবিষ্ট হয়। তারাও বিলাসী হয় না, নীতিবান হয়, নীতি স্খলনের প্রস্তাবক হয় না এবং প্রবিবেক ধুর ত্যাগ করে না। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্দির জন্য বীর্যারম্ভ করে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘ একতাবদ্ধ হয়। প্রীতি-সম্ভাষণে রত হয়। একই শিক্ষানুসারী হয়ে সুখে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, সংঘের একতার দরুন একে অপরকে আক্রোশ করে না, পরিভাষণ করে না, অবরোধ করে না এবং পরস্পরকে পরিত্যাগও করে না। সেহেতু অপ্রসন্নেরা প্রসাদিত হয় এবং প্রসন্নরাও অত্যধিক প্রসন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসমোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।”

তৃতীয় সদ্ধর্ম সমোহ সূত্র সমাপ্ত

৭. অপালাপ সূত্র

১৫৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, উপযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে আনীত হলে পঞ্চবিধ ব্যক্তির কথা অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়। পঞ্চ কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা কথা, দুঃশীলের শীলকথা, অল্পশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা, মৎসরী বা কৃপণের ত্যাগ কথা এবং দুষ্প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞা কথা অপালাপ হয় (অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়)।

৩. কী জন্য ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধাকথা অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি শ্রদ্ধাকথা বলার সময় রাগান্বিত হয়, কুপিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, অনমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সে শ্রদ্ধাসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে না। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধাকথা অপালাপ হয়।

ভিক্ষুগণ, কী জন্য দুঃশীলের শীলকথা বলার সময় অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ, দুঃশীল ব্যক্তি শীলকথা বলার সময় রাগান্বিত হয়, কুপিত হয়,

বিক্ষুব্ধ হয়, অনমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সে শীলসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে না। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, দুঃশীলের শীলকথা অপালাপ হয়।

ভিক্ষুগণ, কী জন্য অল্পশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলার সময় অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ, অল্পশ্রুত ব্যক্তি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলার সময় রাগান্বিত হয়, কুপিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, অনমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সে শ্রুতিসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে না। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, অল্পশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা অপালাপ হয়।

ভিক্ষুগণ, কী জন্য মৎসরীর ত্যাগপূর্ণ কথা বলার সময় অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

হে ভিক্ষুগণ, মৎসরী ত্যাগপূর্ণ কথা বলার সময় রাগান্বিত হয়, কুপিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, অনমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সে ত্যাগসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে না। সে জন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, মৎসরীর ত্যাগপূর্ণ কথা অপালাপ হয়।

ভিক্ষুগণ, কী জন্য দুষ্প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞা কথা বলার সময় অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ, দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রজ্ঞাকথা বলার সময় রাগান্বিত হয়, কুপিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, অনমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সে প্রজ্ঞাসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে না। সে জন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, দুষ্প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞা কথা অপালাপ হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, উপযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে আনীত হলে এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির কথা অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, উপযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে আনীত হলে এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির কথা সু-আলাপরূপে প্রতীয়মান হয়। পঞ্চ কী কী?

৬. ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধাকথা, সুশীলের শীলকথা, বহুশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা, বদান্যের ত্যাগ কথা এবং প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞাকথা সু-আলাপ হয় (সু-আলাপরূপে প্রতীয়মান হয়)।

৭. ভিক্ষুগণ, কী জন্য শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধাকথা সু-আলাপরূপে প্রতীয়মান

হয়?

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধাকথা বলার সময় রাগান্বিত হয় না। কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, নমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে না। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সে শ্রদ্ধাসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে। তদ্ধেতু, শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধাকথা সু-আলাপ হয়।

কী জন্য ভিক্ষুগণ, সুশীলের শীলকথা বলার সময় সু-আলাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ, সুশীল ব্যক্তি শীলকথা বলার সময় রাগান্বিত হয় ন, কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, নমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে না। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সে শীলসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে। তদ্ধেতু, সুশীলের শীলকথা সু-আলাপ হয়।

কী জন্য ভিক্ষুগণ, বহুশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলার সময় সু-আলাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ, বহুশ্রুত ব্যক্তি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলার সময় রাগান্বিত হয় না। কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, নমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে না। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সে শ্রুতিসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, বহুশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা সু-আলাপ হয়।

কী জন্য হে ভিক্ষুগণ, বদান্যের ত্যাগ পূর্ণ কথা বলার সময় সু-আলাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ, বদান্যজন ত্যাগপূর্ণ কথা বলার সময় রাগান্বিত হয় না, কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, নমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে না। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সে ত্যাগসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে। সে জন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে। তদ্ধেতু, বদান্যের ত্যাগপূর্ণ কথা সু-আলাপ হয়।

কী জন্য ভিক্ষুগণ, প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞাকথা বলার সময় সু-আলাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ, প্রাজ্ঞজন প্রাজ্ঞোচিত কথা বলার সময় রাগান্বিত হয় না, কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, নমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে না। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, সে প্রজ্ঞাসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে।

সে জন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে। তদ্ধেতু, প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞাকথা সু-আলাপ হয়।

৮. ভিক্ষুগণ, উপযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে আনীত হলে এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির কথা সু-আলাপরূপে প্রতীয়মান হয়।”

অপালাপ সূত্র সমাপ্ত

৮. দৌর্মনস্য সূত্র

১৫৮. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন হয়, দুঃশীল, অল্পশ্রুত, হীনবীর্য এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু বিশারদ হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়, শীলবান, বহুশ্রুত, আরব্ধবীর্য এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু বিশারদ হয়।”

দৌর্মনস্য সূত্র সমাপ্ত

৯. উদায়ী সূত্র

১৫৯.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ উদায়ীকে[১] মহতী গৃহী পরিষদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশনায় রত হয়ে উপবিষ্ট দেখলেন। দেখে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, “ভন্তে, আয়ুষ্মান উদায়ী মহতী গৃহী-পরিষদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশনা করছে।”

২. “হে আনন্দ, অপরকে ধর্মদেশনা করা সহজসাধ্য নহে। আনন্দ, অপরকে ধর্মদেশনাকালে পাঁচটি ধর্ম নিজের মধ্যে উপস্থাপিত করেই অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত। পঞ্চ কী কী?

৩. ‘আনুপূর্বিক কথা বলব’—এরূপে অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত।

---

[১]। উদায়ী—উদায়ী নামধারী আরও কয়েকজন স্থবির ভিক্ষু রয়েছেন। অর্থকথাও এই বিষয়ে নিশ্চুপ।

'অর্থের কারণদর্শী কথা বলব'—এরূপে অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত।
'অনুকম্পাপূর্বক কথা বলব'—এরূপে অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত।
'নিঃস্বার্থপূর্ণ কথা বলব'—এরূপে অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত।
'আত্ম ও পরকে মর্মাঘাত না দিয়ে কথা বলব'—এরূপে অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত। আনন্দ, সত্যিই অপরকে ধর্মদেশনা করা সহজ নয়।

৪. আনন্দ, অপরকে ধর্মদেশনাকালে এই পঞ্চবিধ ধর্ম নিজের মধ্যে উপস্থাপিত করেই অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত।"

উদায়ী সূত্র সমাপ্ত

১০. দুর্দমনীয় সূত্র

১৬০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ উৎপন্ন বিষয় দমন করা দুরূহ। পঞ্চ কী কী?

২. উৎপন্ন রাগ দমন করা দুরূহ, উৎপন্ন দ্বেষ দমন করা দুরূহ, উৎপন্ন মোহ দমন করা দুরূহ, উৎপন্ন কথনেচ্ছা দমন করা দুরূহ এবং ভ্রমণ চিত্ত দমন করা দুরূহ। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার উৎপন্ন বিষয় দমন করা দুরূহ।"

দুর্দমনীয় সূত্র সমাপ্ত

সদ্ধর্ম বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

তিন সম্যক পথ, আর সদ্ধর্মসমোহ ত্রয়ী;
অপালাপ, দৌর্মনস্য আর সূত্র উদায়ী,
দুর্দমনীয়সহ দশ সূত্র হলো উল্লেখিত;
সদ্ধর্ম বর্গ তাই হলো সমাপ্ত।

(১৭) ২. আঘাত বর্গ

১. প্রথম আঘাত অপসারণ সূত্র

১৬১.১. "হে ভিক্ষুগণ, আঘাত অপসৃত করার জন্য পঞ্চবিধ উপায় আছে। যদ্দ্বারা ভিক্ষুর উৎপন্ন আঘাত সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা উচিত। পঞ্চ কী কী?

২. ভিক্ষুগণ, যদি কোনো পুদ্গালের নিকট আঘাত উৎপন্ন হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির মৈত্রী অনুশীলন করা উচিত। এরূপে তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, যদি কোনো পুদ্গালের নিকট আঘাত উৎপন্ন হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির করুণা অনুশীলন করা উচিত। এরূপে তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গালের নিকট আঘাত উৎপন্ন হলে সেই ব্যক্তির মুদিতা অনুশীলন করা উচিত। এরূপে তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, যদি কোনো পুদ্গালের নিকট আঘাত উৎপন্ন হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির উপেক্ষা অনুশীলন করা উচিত। এরূপে তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, যদি কোনো পুদ্গালের নিকট আঘাত উৎপন্ন হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির তৎ বিষয়ে অস্মৃতি-অমনস্কারে আবিষ্ট হওয়া উচিত। এরূপে তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ, কোনো পুদ্গালের নিকট আঘাত উৎপন্ন হলে সেই ব্যক্তির কর্মের স্বকীয়তার প্রতি মনোযোগ স্থাপন করা উচিত। যথা : 'এই আয়ুষ্মান স্বকীয় কর্মাধীন, স্ব-কর্মই পরিণতির জন্য দায়ী; কর্মই আদি কারণ (যোনি), কর্মই বন্ধু, কর্মই প্রতিসরণ, সে কল্যাণ বা পাপ যেই কর্মই করবে, সে তারই উত্তরাধিকারী হবে।' এরূপে, তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত। ভিক্ষুগণ, আঘাত অপসৃত করার জন্য এই পঞ্চবিধ উপায় আছে।"

প্রথম আঘাত অপসারণ সূত্র সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় আঘাত অপসারণ সূত্র

১৬২.১. তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের 'আবুসো ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

২. হে আবুসোগণ, আঘাত অপসৃত করার জন্য পাঁচ প্রকার উপায় আছে। পঞ্চ কী কী?

৩. এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, কোনো কোনো পুদ্গাল কায়িক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ। এরূপে, আবুসোগণ, সেই ব্যক্তির উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত।

এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, কোনো কোনো পুদ্গাল বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু কায়িক দিকে পরিশুদ্ধ। এরূপে, আবুসোগণ, সেই ব্যক্তির উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত।

এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, কোনো কোনো পুদ্গল কায়িক দিকে ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ হয়। কিন্তু যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে। এরূপে, আবুসোগণ, সেই ব্যক্তির উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত।

এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, কোনো কোনো পুদ্গল কায়িক দিকে ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ হয়। এবং যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে না। এরূপে, আবুসোগণ, সেই ব্যক্তির উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত।

এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, কোনো কোনো পুদ্গল কায়িক দিকে ও বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ হয় এবং যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাবও লাভ করে। এরূপে, আবুসোগণ, সেই ব্যক্তির উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত।

৪. তথায়, আবুসোগণ, যে পুদ্গল কায়িক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ; তার কিরূপে উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত?

যেমন, আবুসোগণ, পাংশুকূলিক ভিক্ষু পথমধ্যে জীর্ণবস্ত্র দেখে তা বাম পায়ের দ্বারা চেপে ধরে ডান পায়ের মাধ্যমে বিস্তার করে। তাতে যা ব্যবহারের যোগ্য তা সে গ্রহণ করে প্রস্থান করে। ঠিক এরূপেই, আবুসোগণ, যে ব্যক্তি কায়িক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ; তার কায়িক দিক অপরিশুদ্ধতার দরুন সেই সময়ে মনযোগ দেয়া অকর্তব্য। কিন্তু বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ তার দরুন সেই সময়ে মনযোগ দেয়া কর্তব্য। এরূপে সেই পুদ্গালের আঘাত অপসৃত করা উচিত।

তথায় আবুসোগণ, যে পুদ্গল বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু কায়িক দিকে পরিশুদ্ধ; তার কিরূপে উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত?

যেমন, আবুসোগণ, শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদে আবৃত পুষ্কুরিনী। তথায়, ঘর্মাক্ত, গরমে পীড়িত, ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসিত ব্যক্তি আগমন করে। সে সেই পুষ্কুরিণীতে অবগাহণ করে উভয় হস্তে শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ এদিক-সেদিক সরিয়ে দিয়ে অঞ্জলিপূর্ণ জল পান করে প্রস্থান করে। ঠিক এরূপেই, আবুসোগণ, যে ব্যক্তি বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু কায়িক দিকে পরিশুদ্ধ; তার বাচনিক দিক অপরিশুদ্ধতার দরুন সেই সময়ে মনযোগ দেয়া অকর্তব্য। কিন্তু কায়িক দিক পরিশুদ্ধতার দরুন সেই সময়ে মনযোগ দেয়া কর্তব্য। এরূপে সেই পুদ্গালের আঘাত অপসৃত করা উচিত।

তথায়, আবুসোগণ, যে পুদ্গল কায়িক ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু

যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে। তার কিরূপে উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত?

যেমন, আবুসোগণ, গরুর পাদচিহ্নে সামান্য জল। তথায়, ঘর্মাক্ত, গরমে পীড়িত, ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসিত ব্যক্তি আগমন করলে তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়—'এখানে গরুর পাদচিহ্নে সামান্য জল আছে। যদি আমি অঞ্জলি বা পাত্র দ্বারা তা পান করি তাহলে বিলোড়ন ও নাড়ানোর দরুন তা পানের অযোগ্যই করব। সেহেতু, নিশ্চয়ই আমি হাত-পা পশুর ভঙ্গিমায় করে গরুর জল পানের ন্যায় জল পান করে প্রস্থান করব।' সে হাত-পা পশুর ভঙ্গিমায় করে গরুর জল পানের ন্যায় জল পান করে প্রস্থান করে। ঠিক তদ্রুপ, আবুসোগণ, যে পুদ্গল কায়িক ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে, তার কায়িক দিক অপরিশুদ্ধতার দরুন সেই সময়ে মনযোগ দেয়া অকর্তব্য। এমনকি বাচনিক দিক অপরিশুদ্ধতার দরুন সেই সময়ে মনযোগ দেয়া অকর্তব্য। কিন্তু যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব অর্জনহেতু সেই সময়েই তার মনোযোগ দেয়া কর্তব্য। এরূপে, সেই পুদ্গালের আঘাত অপসৃত করা উচিত।

তথায় আবুসোগণ, যে পুদ্গল কায়িক ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ এবং যথাসময়েও চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে না; তার কিরূপে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত?

যেমন, আবুসোগণ, দীর্ঘপথে গমনকারী অসুস্থ, দুঃখিত ও পীড়িত ব্যক্তি যার সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত গ্রামও বহুদূরে। সে উপযুক্ত ভোজন, ভৈষজ্য, সেবক এবং গ্রাম-নায়কও লাভ করে না। তথায় দীর্ঘপথ গমনকারী অন্যতর ব্যক্তি যদি তাকে দেখে তার প্রতি এরূপে করুণা, সমবেদনা, অনুকম্পা জাগ্রত করে যে 'অহো! সত্যিই এই ব্যক্তির উপযুক্ত ভোজন, ভৈষজ্য, যোগ্য সেবক ও গ্রাম-নায়ক লাভ করা উচিত। তার কারণ কী? কারণ, যাতে এই ব্যক্তি এখানে দুঃখ-দুর্দশা প্রাপ্ত না হয়!' ঠিক তদ্রুপই, আবুসোগণ, যে পুদ্গল কায়িক ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ এবং যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে না; আবুসোগণ, সত্যিই এ জাতীয় ব্যক্তির প্রতি এরূপে করুণা, সমবেদনা ও অনুকম্পা জাগ্রত করা উচিত যে 'অহো! সত্যিই এই আয়ুষ্মান কায়-দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে কায়-সুচরিত্র অনুশীলন করুক, বাচনিক দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে বাচনিক সুচরিত্র অনুশীলন করুক, মনোদুশ্চরিত্র ত্যাগ করে মনোসুচরিত্র অনুশীলন করুক।' তার কারণ কী? কারণ, যাতে এই আয়ুষ্মান কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি

বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন না হয়! এরূপে সেই পুদ্গালের আঘাত অপসৃত করা উচিত।

তথায়, আবুসোগণ, যে পুদ্গাল কায়িক ও বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ এবং যথাসময়েও চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে; তার কিরূপে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত?

যেমন, আবুসোগণ, নির্মল, মনোরম, শীতল, বিশুদ্ধ জলসম্পন্ন পুস্করিণী, যাতে মনোজ্ঞ বিশ্রামস্থল আছে এবং নানাবৃক্ষে আবৃত। তথায়, ঘর্মাক্ত, গরমে পীড়িত, ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসিত ব্যক্তি আগমন করলে সে সেই পুস্করিণীতে অবগাহণপূর্বক স্নান করে, জল পান করে উত্থিত হয়ে তথায়ই বৃক্ষছায়ায় উপবেশনপূর্বক শয়ন করে।

এরূপে, আবুসোগণ, যে পুদ্গাল কায়িক ও বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ এবং যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে; তার কায়িক দিক পরিশুদ্ধতার দরুন সেই সময়ে মনযোগ দেয়া কর্তব্য। তার বাচনিক দিক পরিশুদ্ধতার দরুন সেই সময়ে মনোযোগ দেয়া কর্তব্য এবং যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব অর্জনহেতু সেই সময়ে মনোযোগ দেয়া কর্তব্য।

এরূপে সেই পুদ্গালের আঘাত অপসৃত করা উচিত। আবুসোগণ, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত পুদ্গালের চিত্ত নির্মল হয়।

৫. হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ আঘাত অপসৃত করণের উপায়, যদ্বারা ভিক্ষুর নিকট উৎপন্ন আঘাত সর্বতোভাবে অপসৃত করা উচিত।”

দ্বিতীয় আঘাত অপসারণ সূত্র সমাপ্ত

৩. আলোচনা সূত্র

১৬৩.১. তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের ‘হে আবুসোগণ’ বলে আহ্বান করলেন। ‘হ্যাঁ বন্ধু’ বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভন্তে এরূপ বললেন :

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং শীলসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে সমাধিসম্পন্ন হয় এবং সমাধিসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং প্রজ্ঞাসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তিসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয়

এবং বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের উত্তম কথা বলার উপযুক্ত।"

আলোচনা সূত্র সমাপ্ত

৪. সাজীব সূত্র

১৬৪.১. তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের 'হে আবুসোগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু'—বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভন্তে এরূপ বললেন :

২. "এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং শীলসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে সমাধিসম্পন্ন হয় এবং সমাধিসম্পদরূপ কথার দ্বারা উপস্থিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং প্রজ্ঞাসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তিসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

সাজীব সূত্র সমাপ্ত

৫. প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা সূত্র

১৬৫.১. তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের 'হে আবুসোগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভন্তে এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসোগণ, যে কেউ অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে পঞ্চবিধ বিষয়ের একটি বা অন্যটি দ্বারাই প্রশ্ন করবে। পঞ্চ কী কী?

৩. কেউ কেউ মূর্খ ও মোহগ্রস্ত হয়ে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপ হয়ে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, অবজ্ঞাপূর্বক অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, জ্ঞানতৃষ্ণ বা জানার জন্য আগ্রহী হয়ে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং কেউ কেউ সন্দিগ্ধ হয়ে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে; যথা : 'যদি আমার দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে কেউ যথার্থ ব্যাখ্যা করে তাহলে তা উত্তম। আর যদি আমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে অযথার্থ ব্যাখ্যা করে তাহলে আমিই যথার্থ বিষয় ব্যাখ্যা করব।

৪. আবুসোগণ, যে কেউ অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে এই পঞ্চবিধ বিষয়ের একটি বা অন্যটি দ্বারাই প্রশ্ন করবে। আমিও আবুসোগণ, এরূপ চিত্তে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—'যদি আমার দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে অযথার্থ ব্যাখ্যা করে তাহলে আমিই যথার্থ বিষয় ব্যাখ্যা করব।'"

প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা সূত্র সমাপ্ত

৬. নিরোধ সূত্র

১৬৬. ১. তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের 'হে আবুসোগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভন্তে এরূপ বললেন :

২. "এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অর্হত্ত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।

৩. এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন, "ইহার কোনো কারণ নাই, হে বন্ধু সারিপুত্র, এরূপ অবকাশ নাই যে, সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অর্হত্ত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

"ইহার কোনো কারণ নাই, বন্ধু সারিপুত্র, এরূপ অবকাশ নাই যে, সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও

জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।”

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন :

“এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অর্হত্ত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।”

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

“ইহার কোনো কারণ নাই, বন্ধু সারিপুত্র, এরূপ অবকাশ নাই যে সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।”

৪. অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো—‘তিনবার পর্যন্ত আয়ুষ্মান উদায়ী আমার কথা প্রত্যাখ্যান করল। এবং অন্য কোনো ভিক্ষুও আমার কথা অনুমোদন করে নাই। তাহলে, নিশ্চয়ই আমি ভগবানের সন্নিকটে গমন করি।’ অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন :

৫. “এক্ষেত্রে, হে আবুসোগণ, ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অর্হত্ত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।

৬. এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন, “ইহার কোনো কারণ নাই, বন্ধু সারিপুত্র, এরূপ অবকাশ নাই যে, সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।”

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন,

"এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অর্হত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন, "ইহার কোনো কারণ নাই, বন্ধু সারিপুত্র, এরূপ অবকাশ নাই যে সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।"

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অর্হত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।"

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন, "ইহার কোনো কারণ নাই, বন্ধু সারিপুত্র, এরূপ অবকাশ নাই যে সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।"

৭. অতঃপর সারিপুত্র এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো—"ভগবানের সম্মুখেই আমাকে আয়ুষ্মান উদায়ী তিনবার প্রত্যাখ্যান করল এবং অন্য কোনো ভিক্ষুও আমাকে অনুমোদন করে নাই। তাহলে নিশ্চয়ই আমার পক্ষে মৌনাবলম্বন উত্তম হয়।" অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র মৌন হলেন।

৮. অনন্তর ভগবান উদায়ীকে আহ্বান করে বললেন, "হে উদায়ী, তুমি মনোময় কায়ধারীকে কিরূপে অনুধাবন কর?"

"ভন্তে, সেই দেবতারা অরূপী-সংজ্ঞাময়।"

"উদায়ী, মূর্খের অপাণ্ডিত্যপূর্ণ আলাপের ন্যায় তুমি কী কারণে তা আলাপযোগ্য বলে মনে করছ?"

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন :

"হে আনন্দ, ইহা কী সম্ভব যে একজন স্থবিরকে নিগৃহীত হতে দেখে তুমি উপেক্ষাভাব প্রদর্শন করবে? সত্যিই আনন্দ, উৎপীড়িত স্থবির ভিক্ষুর দুঃখ হতে করুণা উৎপন্ন হয় না।"

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অর্হত্ত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ-সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।" ভগবান ইহা বললেন। এরূপ বলে সুগত আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করলেন।

৯. অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে যেখানে আয়ুষ্মান উপবান[১] সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উপবানকে এরূপ বললেন :

"এখানে, হে আবুসো উপবান, কিছু ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের উৎপীড়িত করেছে। এবং আমরাও প্রতিবাদ জানাই নাই। আবুসো উপবান, যদি ভগবান সায়াহ্নকালে ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে সেই সম্বন্ধে আয়ুষ্মান উপবানের নিকট কিছু বলেন তাহলে তা আশ্চর্যের কারণ হবে না। ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে দুঃখ-দৌর্মনস্য আগত হয়েছে।"

১০. অতঃপর ভগবান সায়াহ্নকালে ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে যেখানে উপস্থানশালা সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট হয়ে ভগবান আয়ুষ্মান উপবানকে বললেন :

"হে উপবান, কত প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়?"

"ভন্তে, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী? এক্ষেত্রে, ভন্তে, স্থবির ভিক্ষু

---

[১]। উপবান—ইনি শ্রাবস্তির অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবার হতে প্রব্রজিত হন। জেতবন আরামে বুদ্ধের মহনীয়তা দর্শন করেই ইনি সংঘে প্রবিষ্ট হন। এবং অচিরেই ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। কুশীনারায় পরিনির্বাণ মঞ্চে শায়িত বুদ্ধকে পাখা করার সময় তাঁর শক্তিমত্তার কারণে অন্তিম দর্শনে আগত দেবগণ বুদ্ধকে দেখতে পারছিলেন না। পরে অবশ্য বুদ্ধ তাকে স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দেন (দীর্ঘনিকায়, মহাবর্গ, পরিনির্বাণ সূত্র)।

শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি (দর্শন) দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। সে কল্যাণভাষী ও আন্তরিকভাবে আলোচনা করে। বাচনিক শিষ্টতায়, স্পষ্ট উচ্চারণে, পরিষ্কার কণ্ঠে এবং অর্থের উপস্থাপনায় সে সমন্নাগত হয়। সে ইহজীবনে সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হয়। এবং সে আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে, অধিগত করে অবস্থান করে। ভন্তে, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।”

“উত্তম, উপবান, উত্তম, হে উপবান, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। উপবান, এই পঞ্চবিধ ধর্ম যদি স্থবির ভিক্ষুর নিকট বিদ্যমান না থাকে, তাহলে তার ভগ্নদন্ত, পলিত্য (পক্কচুল), কুঞ্চিত চর্মের জন্য সব্রহ্মচারীরা তাকে সম্মান করবে না, গৌরব করবে না, মান্য করবে না এবং পূজাও করবে না। কিন্তু যখন হতে উপবান, এই পঞ্চবিধ ধর্ম স্থবির ভিক্ষুর নিকট বিদ্যমান হয়, তখন হতে তাকে সব্রহ্মচারীর সম্মান করে, গৌরব করে, মান্য করে, পূজা করে।”

নিরোধ সূত্র সমাপ্ত

৭. দোষারোপ সূত্র

১৬৭.১. তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, “হে আবুসোগণ, অপরকে উপদেশ বা দোষারোপ করতে ইচ্ছুক উপদেশ দানকারী ভিক্ষুর নিজের মধ্যে পঞ্চ ধর্ম উপস্থাপিত করেই অপরকে উপদেশ দেয়া উচিত। পঞ্চ কী কী?

২. কালে বা যথাসময়ে বলব অসময়ে নয়, সত্য বলব অসত্য নহে, কোমল স্বরে বলব কর্কশ স্বরে নয়, অর্থসংহিত (অর্থযুক্ত) কথা বলব অনর্থসংহিত কথা নহে এবং মৈত্রীচিত্তে বলব দ্বেষচিত্তে নহে। আবুসোগণ,

অপরকে উপদেশ দান করতে ইচ্ছুক উপদেশদানকারী ভিক্ষুর নিজের মধ্যে এই পঞ্চ ধর্ম উপস্থাপিত করেই অপরকে উপদেশ দেয়া উচিত।

৩. আবুসোগণ, এস্থলে আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে দেখি যারা অসময়ে উপদেশ বা দোষারোপ করে সময়ে দোষারোপ করে না, অসত্য বা যা ঘটে নাই তা বলে কিন্তু যা সত্য বা যা ঘটেছে তা বলে না, কর্কশ স্বরে বলে কোমল স্বরে বলে না, অনর্থসংহিত কথা বলে কিন্তু অর্থযুক্ত কথা বলে না, দ্বেষচিত্তে বলে মৈত্রীচিত্তে নহে।

আবুসোগণ, অধর্মত অভিযুক্ত ভিক্ষুর পাঁচ প্রকারে অমনস্তাপ আনয়ন করা কর্তব্য—(তার এরূপ চিন্তা করা উচিত) 'এই আয়ুষ্মান অসময়ে অভিযুক্ত করেছেন সময়ে নহে, সেহেতু অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান অসত্যই বলেছেন সত্য নহে, সেহেতু অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান কর্কশ স্বরে বলেছেন কোমল স্বরে নহে, সেহেতু অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান অনর্থসংহিত কথা বলেছেন অর্থসংহিত কথা নহে, সেহেতু অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান দ্বেষচিত্তেই বলেছেন মৈত্রীচিত্তে নহে, সেহেতু অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।' আবুসোগণ, অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত ভিক্ষুর এই পাঁচ প্রকারে অমনস্তাপ আনয়ন করা কর্তব্য।

আবুসোগণ, অন্যায়ভাবে অভিযোগকারী ভিক্ষুর পাঁচ প্রকারে মনস্তাপ আনয়ন করা কর্তব্য। (তার এরূপ চিন্তা করা উচিত)—'আমার দ্বারা অসময়ে এই আবুসো অভিযুক্ত হয়েছেন, তাই আমার (অভিযোগকারীর) অনুশোচনা করা প্রয়োজন; আমার দ্বারা অসত্য বিষয়ে এই আবুসো অভিযুক্ত হয়েছেন সত্য বিষয়ে নহে, তাই আমার অনুশোচনা করা প্রয়োজন; আমার দ্বারা কর্কশভাবে এই আবুসো অভিযুক্ত হয়েছেন কোমলভাবে নয়, তাই আমার অনুশোচনা করা প্রয়োজন; আমার দ্বারা এই আবুসো অনর্থসংহিত কথায় অভিযুক্ত হয়েছেন অর্থসংহিত কথায় নহে, তাই আমার অনুশোচনা করা প্রয়োজন; আমার দ্বারা দ্বেষচিত্তেই এই আবুসো অভিযুক্ত হয়েছেন মৈত্রীচিত্তে নহে, তাই আমার অনুশোচনা করা প্রয়োজন।' আবুসোগণ, অধর্মত অভিযোগকারী ভিক্ষুর এই পাঁচ প্রকারে মনস্তাপ আনয়ন করা কর্তব্য। তার কারণ কী? যাতে অন্য ভিক্ষু অসত্য বিষয়ের দ্বারা অপরকে দোষারোপ করা উচিত বলে মনে না করে।

এখানে, আবুসোগণ, আমি কোনো কোনো পুদ্গলকে দেখি যারা সময়ে দোষারোপ করে অসময়ে দোষারোপ করে না, সত্য বিষয়ই বলে অসত্য

বিষয় নহে, কোমলভাবে দোষারোপ করে কর্কশভাবে নহে, অর্থসংহিত কথা দ্বারা দোষারোপ করে অনর্থসংহিত কথার দ্বারা নহে, মৈত্রীচিত্তে দোষারোপ করে দ্বেষচিত্তে নহে।

আবুসোগণ, ধর্মত অভিযুক্ত ভিক্ষুর পাঁচ প্রকারে মনস্তাপ আনয়ন করা কর্তব্য। (তার এরূপ চিন্তা করা উচিত)—'এই আয়ুষ্মান সময়ে দোষারোপ করেছেন অসময়ে নহে, সেহেতু (আমার) মনস্তাপ করা প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান সত্য বিষয়ের দ্বারা দোষারোপ করেছেন অসত্য বিষয়ের দ্বারা নহে, তাই অনুশোচনা করা প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান কোমল স্বরে দোষারোপ করেছেন কর্কশ স্বরে নহে, তাই অনুশোচনা করা প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান অর্থসংহিত কথার দ্বারা দোষারোপ করেছেন অনর্থসংহিত কথার দ্বারা নহে, সেহেতু অনুশোচনা করা প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান মৈত্রীচিত্তে দোষারোপ করেছেন দ্বেষচিত্তে নহে, তাই অনুশোচনা করা প্রয়োজন।' আবুসোগণ, ধর্মত অভিযুক্ত ভিক্ষুর এই পাঁচ প্রকারে মনস্তাপ আনয়ন করা কর্তব্য।

আবুসোগণ, ধর্মত অভিযোগকারী ভিক্ষুর পাঁচ প্রকারে অমনস্তাপ আনয়ন করা কর্তব্য। (তার এরূপ চিন্তা করা উচিত)—'আমার দ্বারা সময়েই এই আবুসো অভিযুক্ত হয়েছেন, তাই আমার মনস্তাপ করা নিষ্প্রয়োজন; আমার দ্বারা সত্য বিষয়েই এই আবুসো অভিযুক্ত হয়েছেন অসত্য বিষয়ে নহে, তাই আমার মনস্তাপ করা নিষ্প্রয়োজন; আমার দ্বারা কোমলভাবে এই আবুসো অভিযুক্ত হয়েছেন কর্কশভাবে নহে, তাই আমার অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; আমার দ্বারা এই আবুসো অর্থসংহিত কথায় অভিযুক্ত হয়েছেন অনর্থসংহিত কথায় নহে, সেহেতু আমার অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; আমার দ্বারা মৈত্রীচিত্তে এই আবুসো অভিযুক্ত হয়েছেন দ্বেষচিত্তে নহে, তাই আমার অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।' আবুসোগণ, ধর্মত অভিযোগকারী ভিক্ষুর এই পাঁচ প্রকারে অমনস্তাপ আনয়ন করা উচিত। তার কারণ কী? যাতে অন্য ভিক্ষু সত্য বিষয়ের দ্বারা অপরকে দোষারোপ করা কর্তব্য বলে মনে করে।

৪. আবুসোগণ, অভিযুক্ত ভিক্ষুর দ্বিবিধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যথা : সত্য ও অবিচলিতভাব। আবুসোগণ, যদি অন্য কেউ আমাকে সময়ে, অসময়ে, সত্য-অসত্যে, কোমল-কর্কশভাবে, অর্থসংহিত-অনর্থসংহিত কথায়, মৈত্রীচিত্ত-দ্বেষচিত্তে দোষারোপ করে, তাহলে তখন আমিও সত্য ও অবিচলিতভাব-রূপ দ্বিবিধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হই। যদি আমি জ্ঞাত হই যে 'আমার মধ্যে এই ধর্ম বিদ্যমান।' তাহলে তাদের এরূপে আছে বলি—'এই

ধর্ম আমাতে বিদ্যমান।' যদি আমি জ্ঞাত হই যে 'আমার মধ্যে এই ধর্ম অবিদ্যমান।' তাহলে তাদের এরূপে নাই বলি—'এই ধর্ম আমাতে বিদ্যমান নাই।'

৫. (অতঃপর বুদ্ধ বললেন,) "হে সারিপুত্র, তোমার এরূপ ভাষণকালে এখানে কোনো কোনো মূর্খ ব্যক্তি আছে যারা প্রদক্ষিণ বা অনুশাসন গ্রহণ করে নাই।"

"ভন্তে, যেই ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাবান, নিকৃষ্টজীবী, শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রবজ্যায় প্রব্রজিত নহে, শঠ, মায়াবী, কপট, উদ্ধত, দাম্ভিক, চপল, বাচাল, বিক্ষিপ্ত ভাষী, ইন্দ্রিয়াদিতে অগুপ্তদ্বার, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্ত, শ্রমণ্য ধর্মের প্রতি নির্ভরহীন, শিক্ষার প্রতি তীব্র গৌরবশূন্য, বিলাসী, নীতিহীন, নীতিস্খলনের প্রস্তাবক, প্রবিবেক ধুর ত্যাগকারী, অলস, হীনবীর্য, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত, দুষ্প্রাজ্ঞ ও নির্বোধ; তারা আমার দ্বারা এরূপ ভাষণকালে অনুশাসন গ্রহণ করে না।

ভন্তে, যেই কুলপুত্ররা শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রবজ্যায় প্রব্রজিত, অশঠ, অমায়াবী, অকপট, অনুদ্ধত, নিরহংকারী, অচপল, বাচাল নয়, অবিক্ষিপ্তভাষী, ইন্দ্রিয়াদিতে গুপ্তদ্বার, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অনুযুক্ত, শ্রমণ্য ধর্মের প্রতি নির্ভরশীল, শিক্ষার প্রতি তীব্র গৌরবসম্পন্ন, অবিলাসী, নীতিসম্পন্ন, নীতি স্খলনের প্রস্তাবক নয়, প্রবিবেক ধুর ত্যাগকারী নয়, আরব্ধবীর্য, প্রহিতাত্ম, উপস্থিত স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, প্রজ্ঞাবান এবং নির্বোধ নয়; তারা আমার দ্বারা এরূপ ভাষণকালে অনুশাসন গ্রহণ করে।"

৬. "হে সারিপুত্র, যে-সকল ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাবান, নিকৃষ্টজীবী, শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রবজ্যায় প্রব্রজিত নহে, শঠ, মায়াবী, কপট, উদ্ধত, দাম্ভিক, চপল, বাচাল, বিক্ষিপ্ত ভাষী, ইন্দ্রিয়াদিতে অগুপ্তদ্বার, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্ত, শ্রমণ্য ধর্মের প্রতি নির্ভরহীন, শিক্ষার প্রতি তীব্র গৌরবশূন্য, বিলাসী, নীতিহীন, নীতিস্খলনের প্রস্তাবক, প্রবিবেক ধুর ত্যাগকারী, অলস, হীনবীর্য, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত, দুষ্প্রাজ্ঞ ও নির্বোধ; তারা স্থিত হউক।

সারিপুত্র, যে কুলপুত্ররা শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত, অশঠ, অমায়াবী, অকপট, অনুদ্ধত, নিরহংকারী, অচপল, বাচাল নয়, অবিক্ষিপ্তভাষী, ইন্দ্রিয়াদিতে গুপ্তদ্বার, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগরণে

অনুযুক্ত, শ্রমণ্য ধর্মের প্রতি নির্ভরশীল, শিক্ষার প্রতি তীব্র গৌরবসম্পন্ন, অবিলাসী, নীতিসম্পন্ন, নীতি স্খলনের প্রস্তাবক নয়, প্রবিবেক ধুর ত্যাগকারী নয়, আরব্ধবীর্য, প্রহিতাত্ম, উপস্থিত স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, প্রজ্ঞাবান এবং নির্বোধ নয়; তাদের তুমি ভাষণ করো। সারিপুত্র, সেই সব্রহ্মচারীদের উপদেশ প্রদান কর; হে সারিপুত্র, সেই সব্রহ্মচারীদের অনুশাসন কর। এবং এরূপ চিন্তা কর—'আমি সব্রহ্মচারীদের অসদ্ধর্ম হতে চ্যুত করে সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করব।' সারিপুত্র, তোমার এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

দোষারোপ সূত্র সমাপ্ত

৮. শীল সূত্র

১৬৮.১. তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে আবুসোগণ, দুঃশীলের শীল ভঙ্গহেতু সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়; সম্যক সমাধি বিনষ্টহেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্টহেতু নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়; নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্টহেতু বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়। যেমন, আবুসোগণ, শাখা ও পত্রাদি বর্জিত বৃক্ষ। (শাখা-পত্রাদির অপরিপূর্ণতা হেতু) সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল, বহির্ভাগের কাষ্ঠ এবং অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও পরিপূর্ণতা লাভ করে না। ঠিক এরূপ, আবুসোগণ, দুঃশীলের শীল ভঙ্গহেতু সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়; সম্যক সমাধি বিনষ্টহেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্টহেতু নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়; নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্টহেতু বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়।

২. আবুসোগণ, শীলবানের শীল পালনহেতু সম্যক সমাধি উৎপন্ন হয়, সম্যক সমাধি উৎপন্নহেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্নহেতু নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হয়, নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্নহেতু বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়। যেমন, আবুসোগণ, শাখা ও পত্রাদিসম্পন্ন বৃক্ষ। (শাখা ও পত্রাদির পরিপূর্ণতা হেতু) সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল, বহির্ভাগের কাষ্ঠ এবং অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও পরিপুর্ণতা লাভ করে। ঠিক তদ্রুপ, আবুসোগণ, শীলবানের শীল পালনহেতু সম্যক সমাধি উৎপন্ন হয়, সম্যক সমাধি উৎপন্নহেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্নহেতু নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হয়, নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্নহেতু বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়।"

শীল সূত্র সমাপ্ত

৯. দ্রুত মনোযোগ সূত্র

১৬৯.১. অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময় করলেন। প্রীতি-সম্ভাষণ ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসো সারিপুত্র, কিরূপে ভিক্ষু কুশলধর্মে দ্রুত মনোযোগ দেয়, সুগৃহীত গ্রাহী হয়, বহুলরূপে গ্রহণ করে এবং গৃহীত বিষয় ভুলে যায় না?"

"নিঃসন্দেহে, আয়ুষ্মান আনন্দ বহুশ্রুত। এই বিষয়ে আয়ুষ্মান আনন্দই প্রতিভাত করুন।"

"তাহলে, আবুসো সারিপুত্র, শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন। আমি ভাষণ করব।"

"হ্যাঁ আবুসো," বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বললেন :

৩. "এক্ষেত্রে, আবুসো সারিপুত্র, ভিক্ষু অর্থকুশল, ধর্মকুশল, ব্যঞ্জনকুশল, নিরুক্তিকুশল এবং পূর্বাপরকুশল হয়। এরূপে, আবুসো সারিপুত্র, ভিক্ষু দ্রুত কুশলধর্মে দ্রুত মনোযোগ দেয়, সুগৃহীত গ্রাহী হয়, বহুলরূপে গ্রহণ করে এবং গৃহীত বিষয় ভুলে যায় না।"

"আশ্চর্য আবুসো, অদ্ভুত আবুসো, কত উত্তমরূপেই না ইহা আয়ুষ্মান আনন্দ কর্তৃক সুভাষিত হয়েছে। আমরা এই পঞ্চবিধ ধর্মে আয়ুষ্মান আনন্দকে সমৃদ্ধরূপেই ধারণ করছি—'আয়ুষ্মান আনন্দ অর্থকুশল, ধর্মকুশল, ব্যঞ্জনকুশল, নিরুক্তিকুশল এবং পূর্বাপরকুশল।"

দ্রুত মনোযোগ সূত্র সমাপ্ত

১০. ভদ্দজি সূত্র

১৭০.১. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান ভদ্দজি[১] যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে প্রীতি-সম্ভাষণ করলেন। প্রীতি-সম্ভাষণ ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন

---

[১]। ভদ্দজি—ইনি ভদ্রিয়ার জনৈক শ্রেষ্ঠীপুত্র ছিলেন। বুদ্ধের নিকট ধর্মকথা শ্রবণ করে ইনি অর্হত্ত্বফল লাভ করেন।

করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্দজিকে আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বললেন :

২. "হে আবুসো ভদ্দজি, দর্শনের অগ্র বা শ্রেষ্ঠ কী? শ্রবণের অগ্র কী? সুখের অগ্র কী? সংজ্ঞার অগ্র কী? ভবের অগ্র কী?"

"হে আবুসো, ব্রহ্মা আছে। তিনি অভিভূ (অধিরাজ), অনভিভূত, সর্বদর্শী ও বশবর্তী। যে সেই ব্রহ্মাদের দর্শন করে; তা হচ্ছে দর্শনের অগ্র।

আবুসো, আভস্বর নামক দেবতারা আছে। যারা সুখের দ্বারা উথলিত ও পরিপূর্ণ। তারা কদাচিৎ কখনো কখনো 'অহো সুখ! অহো সুখ!' বলে উল্ল-াসধ্বনি করে থাকে। যে সেই শব্দ শ্রবণ করে, তা হচ্ছে শব্দের অগ্র।

আবুসো, শুভাকীর্ণ নামক দেবতারা আছে। তারা অত্যন্ত সুখোৎসব করে। ইহা হচ্ছে সুখের মধ্যে অগ্র।

আবুসো, আকিঞ্চন আয়তনে গমনকারী দেবতা আছে। ইহা হচ্ছে সংজ্ঞার মধ্যে অগ্র।

আবুসো, নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তনগামী দেবতা আছে। তা হচ্ছে ভবের মধ্যে অগ্র।"

"যথার্থই কী আয়ুষ্মান ভদ্দজির ভাষণ বহুজনের সাথে তুলনীয়?"

"নিঃসন্দেহে আয়ুষ্মান আনন্দ বহুশ্রুত। এই বিষয় আয়ুষ্মান আনন্দই প্রতিভাত করুন।"

"তাহলে, আবুসো ভদ্দজি, শ্রবণ করুন। উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন। আমি ভাষণ করব।"

'হ্যাঁ আবুসো,' বলে আয়ুষ্মান ভদ্দজি আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বললেন :

৩. "যেরূপ দর্শনে একজনের অনন্তর আসবাদি ক্ষয় হয়; তা হচ্ছে দর্শনের অগ্র। যেরূপ শ্রবণে একজনের অনন্তর আসবাদির ক্ষয় হয় তা হচ্ছে শ্রবণের অগ্র। যেরূপ সুখীতের অনন্তর আসবসমূহের ক্ষয় হয়; তা হচ্ছে সুখের অগ্র। যেরূপ সংজ্ঞীর অনন্তর আসবসমূহের ক্ষয় হয়; তা হচ্ছে সংজ্ঞার অগ্র। যেরূপ ভূত বা সত্ত্বের অনন্তর আসবসমূহ ক্ষয় হয়; তা হচ্ছে ভবের মধ্যে অগ্র।"

ভদ্দজি সূত্র সমাপ্ত

আঘাত বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দ্বে আঘাত অপসারণ আর আলোচনা সূত্র,
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, নিরোধ, দোষারোপ ও শীল সূত্র;
দ্রুত মনোযোগ, ভদ্দজিসহ বর্গ হলো সমাপ্ত।

(১৮) ৩. উপাসক বর্গ

১. দৌর্মনস্য সূত্র

১৭১.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটস্থ অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুরা 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসকের দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী?

৩. সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়, মিথ্যাকামাচারী হয়, মিথ্যাবাদী হয় এবং সুরা-মদ গ্রহণহেতু প্রমাদগ্রস্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসকের দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ হয়। পঞ্চ কী কী?

৫. সে প্রাণিহত্যাকারী হয় না, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয় না, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাদী হয় না এবং সুরা-মদ গ্রহণ করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ হয়।"

দৌর্মনস্য সূত্র সমাপ্ত

২. বিশারদ সূত্র

১৭২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ না হয়ে গৃহে বাস করে। পঞ্চ কী কী?

২. সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়, মিথ্যাকামাচারী হয়, মিথ্যাবাদী হয় এবং সুরা-মদ গ্রহণহেতু প্রমাদগ্রস্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ না হয়ে গৃহে বাস করে।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ হয়ে গৃহে বাস করে। পঞ্চ কী কী?

৪. সে প্রাণিহত্যাকারী হয় না, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয় না, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাদী হয় না এবং সুরা-মদ গ্রহণ করে না।

ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ হয়ে গৃহে বাস করে।”

বিশারদ সূত্র সমাপ্ত

৩. নিরয় সূত্র

১৭৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক যথাসময়ে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয়, মিথ্যাকামাচারী হয়, মিথ্যাবাদী হয় এবং সুরা-মদ গ্রহণহেতু প্রমাদগ্রস্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক যথাসময়ে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক যথাসময়ে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।

৪. সে প্রাণিহত্যাকারী হয় না, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী হয় না, মিথ্যাকামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাদী হয় না এবং সুরা-মদ গ্রহণ করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক যথাসময়ে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।”

নিরয় সূত্র সমাপ্ত

৪. বৈর সূত্র

১৭৪.১. অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২. “হে গৃহপতি, পঞ্চ ভয়-বৈর ত্যাগ না করে একজন দুঃশীলরূপে কথিত হয় এবং সে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী?

৩. প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যা বাক্য এবং সুরা-মদ্য গ্রহণ। গৃহপতি, এই পঞ্চবিধ ভয়-বৈর ত্যাগ না করে একজন দুঃশীল রূপে কথিত হয় এবং সে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

৪. গৃহপতি, পঞ্চবিধ ভয়-বৈর ত্যাগ করে একজন শীলবানরূপে পরিচিত হয় এবং সে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কী কী?

৫. প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যা বাক্য এবং সুরা-মদ্য গ্রহণ। গৃহপতি, এই পঞ্চবিধ ভয়-বৈর ত্যাগ করে একজন শীলবানরূপে পরিচিত হয় এবং সে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।

৬. গৃহপতি, প্রাণিহত্যাকারী প্রাণিহত্যার দরুন ইহজীবনেই ভয়-বৈর প্রসব করে; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য

ভোগ করে। যে প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত সে ইহজীবনে ভয়-বৈর প্রসব করে না; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরতের এরূপে সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়।

গৃহপতি, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী অদত্ত গ্রহণের দরুন ইহজীবনেই ভয়-বৈর প্রসব করে; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে। যে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত সে ইহজীবনে ভয়-বৈর প্রসব করে না; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরতের এরূপে সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়।

গৃহপতি, মিথ্যাকামাচারী মিথ্যাকামাচারের দরুন ইহজীবনেই ভয়-বৈর প্রসব করে; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে। যে মিথ্যাকামাচার হতে প্রতিবিরত সে ইহজীবনে ভয়-বৈর প্রসব করে না; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। মিথ্যাকামাচার হতে প্রতিবিরতের এরূপে সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়।

গৃহপতি, মিথ্যাবাদী মিথ্যাভাষণের দরুন ইহজীবনেই ভয়-বৈর প্রসব করে; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে। যে মিথ্যাভাষণ হতে প্রতিবিরত সে ইহজীবনে ভয়-বৈর প্রসব করে না; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। মিথ্যাভাষণ হতে প্রতিবিরতের এরূপে সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়।

গৃহপতি, সুরা-মদ্যপায়ী সুরা-মদ গ্রহণের দরুন ইহজীবনেই ভয়-বৈর প্রসব করে; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে। যে সুরা-মদ গ্রহণ হতে প্রতিবিরত সে ইহজীবনে ভয়-বৈর প্রসব করে না; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। সুরা-মদ গ্রহণ হতে প্রতিবিরতের এরূপে সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়।”

প্রাণিহত্যা করে যেবা বলে মিথ্যা কথন;
চুরি করে লোকে আরও পরদার লঙ্ঘন,
সুরা-মদ্য পানেতে সদা থাকে অনুযুক্ত;
পঞ্চ বৈরী অত্যাগে হয় দুঃশীলরূপে উক্ত,
কায়ভেদে দুষ্প্রাজ্ঞের হয় যমলোকে গতি;
উৎপন্ন হয়ে নিরয়েতে পায় মহাদুঃখ অতি।

প্রাণিহত্যা করে না যে বলে না মিথ্যা কথন;
করে না সে চুরি আর পরদার লঙ্ঘন,
সুরা-মদ্য পানে কদা হয় না অনুযুক্ত;
পঞ্চ বৈরী ত্যাগে হয় সুশীলরূপে উক্ত।
কায়ভেদে প্রাজ্ঞের হয় সুগতিলোকে গতি;
উৎপন্ন হয়ে স্বর্গলোকে পায় মহানন্দ অতি॥"

বৈর সূত্র সমাপ্ত

৫. চণ্ডাল সূত্র

১৭৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক উপাসকচণ্ডাল, উপাসকমল এবং নিন্দার্হ হয়। পঞ্চ কী কী?

২. সে শ্রদ্ধাহীন হয়, দুঃশীল হয়, কৌতূহলপ্রিয় হয়, অদৃষ্টে বিশ্বাসী হয় কর্মে নহে, এই শাসন বহির্ভূত দক্ষিণার যোগ্য অনুসন্ধান করে এবং তথায় প্রথম পরিচর্যা করে।

ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক উপাসকচণ্ডাল, উপাসকমল এবং নিন্দার্হ হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক উপাসকরত্ন, উপাসকপদ্ম এবং উপাসক শ্বেতপদ্ম হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে শ্রদ্ধাবান হয়, শীলবান হয়, অকৌতূহলপ্রিয় হয়, কর্মে বিশ্বাসী হয় অদৃষ্টে নহে, এই শাসন বহির্ভূত দানের যোগ্যপাত্র সন্ধান করে না এবং এখানেই (এই শাসনেই) পরিচর্যা করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক উপাসকরত্ন, উপাসকপদ্ম এবং উপাসক শ্বেতপদ্ম হয়।"

চণ্ডাল সূত্র সমাপ্ত

৬. প্রীতি সূত্র

১৭৬.১. অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক পঞ্চশত উপাসকের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে গৃহপতি, তোমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য ও পরিষ্কারাদি সরবরাহ করে থাক। কিন্তু গৃহপতি, তোমাদের এরূপ চিন্তার দ্বারা তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যে 'আমরা ভিক্ষুসংঘকে

চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য-পরিষ্কারাদি সরবরাহ করে থাকি।' তদ্ধেতু, গৃহপতি, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য : 'কী উপায়ে আমরা যথাসময়ে প্রবিবেক-প্রীতি লাভ করে অবস্থান করব!' গৃহপতি, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

৩. এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, আশ্চর্য! অদ্ভুত! কত উত্তমরূপে ইহা ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে যে 'হে গৃহপতি, তোমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য ও পরিষ্কারাদি সরবরাহ করে থাক। কিন্তু গৃহপতি, তোমাদের এরূপ চিন্তার দ্বারা তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যে 'আমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য-পরিষ্কারাদি সরবরাহ করে থাকি।' তদ্ধেতু গৃহপতি, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য : 'কী উপায়ে আমরা যথাসময়ে প্রবিবেক-প্রীতি লাভ করে অবস্থান করব!' গৃহপতি, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।' ভন্তে, যে-সময়ে আর্যশ্রাবক প্রবিবেক প্রীতি লাভ করে অবস্থান করে সেই সময়ে তার পঞ্চবিধ বিষয় উৎপন্ন হয় না। যথা : তার মধ্যে তখন কাম উপসংহৃত সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে অকুশল উপসংহৃত দুঃখ-দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে অকুশল উপসংহৃত সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে কুশল উপসংহৃত দুঃখ-দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। ভন্তে, যে-সময়ে আর্যশ্রাবক প্রবিবেক-প্রীতি লাভ করে অবস্থান করে সেই সময়ে তার এই পঞ্চবিধ বিষয় উৎপন্ন হয় না।"

৪. "উত্তম! সারিপুত্র, উত্তম! হে সারিপুত্র, যে-সময়ে আর্যশ্রাবক প্রবিবেক-প্রীতি লাভ করে অবস্থান করে সেই সময়ে তার পঞ্চবিধ বিষয় উৎপন্ন হয় না। যথা : তার মধ্যে তখন কাম উপসংহৃত সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে অকুশল উপসংহৃত দুঃখ-দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে অকুশল উপসংহৃত সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে কুশল উপসংহৃত দুঃখ-দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। সারিপুত্র, যে-সময়ে আর্যশ্রাবক প্রবিবেক-প্রীতি লাভ করে অবস্থান করে সেই সময়ে তার এই পঞ্চবিধ বিষয় উৎপন্ন হয় না।"

প্রীতি সূত্র সমাপ্ত

৭. বাণিজ্য সূত্র

১৭৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বাণিজ্য উপাসকের দ্বারা করা অনুচিত।

পঞ্চ কী কী?

২. অস্ত্র বাণিজ্য, প্রাণী বাণিজ্য, মাংস বাণিজ্য, মদ বাণিজ্য এবং বিষ বাণিজ্য। ভিক্ষুগণ, উপাসকের এই পঞ্চবিধ বাণিজ্য করা অনুচিত।”

বাণিজ্য সূত্র সমাপ্ত

৮. রাজা সূত্র

১৭৮.১. “তা কিরূপ মনে করো, হে ভিক্ষুগণ, তা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট, বা শ্রুত নহে কী; যথা : ‘এই ব্যক্তি প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত। যথাশীঘ্র রাজারা তাকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে?’

“ভন্তে, প্রকৃতপক্ষে তা নহে।”

“সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যে ‘এই ব্যক্তি প্রাণিহত্যা ত্যাগ করে প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত। যথাশীঘ্র রাজারা তাকে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হওয়ার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।’

কিন্তু, যদি জনতা তার পাপকর্ম সর্ম্পকে এরূপে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করে যে ‘এই ব্যক্তি স্ত্রী বা পুরুষ হত্যা করেছে। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে প্রাণিহত্যার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।’ ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?”

“ভন্তে, এই বিষয় আমাদের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত হচ্ছে এবং তা ভবিষ্যতেও শুনব।”

২. “তা কিরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ, তা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট, বা শ্রুত নহে কী; যথা : ‘এই ব্যক্তি অদত্তবস্তু গ্রহণ ত্যাগ করে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়। যথাশীঘ্র রাজারা তাকে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হওযার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে?’ ”

“ভন্তে, প্রকৃতপক্ষে তা নহে”।

“সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যে ‘এই ব্যক্তি অদত্তবস্তু গ্রহণ ত্যাগ করে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়। যথাশীঘ্র রাজারা তাকে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হওযার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।’

কিন্তু, যদি জনতারা তার পাপকর্ম সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে 'এই ব্যক্তি গ্রাম কিংবা অরণ্য হতে অদত্তবস্তু গ্রহণ করেছে। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে অদত্তবস্তু গ্রহণহেতু ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে, এই বিষয় আমাদের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতেও শুনব।"

৩. "তা কিরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ, তা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট, বা শ্রুত নহে কী; যথা : 'এই ব্যক্তি পরস্ত্রী, পরকুমারীদের সাথে সংসর্গিত হয় না। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে ব্যভিচার না করার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে, প্রকৃতপক্ষে তা নহে"।

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যে 'এই ব্যক্তি পরস্ত্রী, পরকুমারীদের সাথে সংসর্গিত হয় না। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে ব্যভিচার না করার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।'

কিন্তু, যদি জনতারা তার পাপকর্ম সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে 'এই ব্যক্তি পরস্ত্রী, পরকুমারীদের সাথে সংসর্গিত হয়। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে ব্যভিচার করার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে, এই বিষয় আমাদের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতেও শুনব।"

৪. "তা কিরূপ মনে করো, ভিক্ষুগণ, তা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট, বা শ্রুত নহে কি; যথা : 'এই ব্যক্তি মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট করে না। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট না করার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে, প্রকৃতপক্ষে তা নহে"।

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যে 'এই ব্যক্তি

মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট করে না। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট না করার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।

কিন্তু, যদি জনতারা তার পাপকর্ম সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে 'এই ব্যক্তি মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট করেছে। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট করার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে। ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে, এই বিষয় আমাদের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতেও শুনব।"

৫. "তা কিরূপ মনে করো, ভিক্ষুগণ, তা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট, বা শ্রুত নহে কী; যথা : 'এই ব্যক্তি সুরা-মদপান হতে প্রতিবিরত। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে সুরা-মদপান হতে প্রতিবিরত হওয়ার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে, প্রকৃতপক্ষে তা নহে"।

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যে 'এই ব্যক্তি সুরা-মদপান হতে প্রতিবিরত। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে সুরা-মদপান হতে প্রতিবিরত হওয়ার দরুন ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।'

কিন্তু, যদি জনতারা তার পাপকর্ম সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে 'এই ব্যক্তি সুরা-মদপান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে স্ত্রী কিংবা পুরুষের জীবন হত্যা করেছে; এই ব্যক্তি সুরা-মদপান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে গ্রাম বা অরণ্য হতে অদত্তবস্তু চুরি করেছে; এই ব্যক্তি সুরা-মদপান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে পরস্ত্রী, পরকুমারীদের সাথে সংসর্গিত হয়; এই ব্যক্তি সুরা-মদপান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতি পুত্রের ধন দৌলত বিনষ্ট করে। তাহলে, যথাশীঘ্র রাজারা তাকে সুরা-মদপান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে স্ত্রী কিংবা পুরুষের জীবন হত্যার দরুন; সুরা-মদপান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে গ্রাম বা অরণ্য হতে অদত্তবস্তু চুরি করার দরুন; সুরা-

মদপান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে পরস্ত্রী, পরকুমারীদের সাথে সংসর্গিত হওয়ার দরুন; সুরা-মদপান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতি পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট করার দরুন; ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে, এই বিষয় আমাদের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতেও শুনব।"

রাজা সূত্র সমাপ্ত

৯. গৃহী সূত্র

১৭৯.১. অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক পঞ্চশত উপাসকের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করে বললেন :

২. "হে সারিপুত্র, তুমি যে শ্বেতবসনধারী গৃহীকে জ্ঞাত আছো; যে পঞ্চ শিক্ষাপদে সংবুতকর্ম হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয়। সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে নিজেই নিজেকে এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে 'আমার নিরয়-গতি ক্ষীণ হয়েছে, তীর্যক-গতি ক্ষীণ হয়েছে, প্রেত-গতি ক্ষীণ হয়েছে, অপায়-দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতে আপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' "

৩. সে কোন পঞ্চবিধ শিক্ষাপদে সংবুতকর্ম হয়?

এক্ষেত্রে, হে সারিপুত্র, আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাকামাচার হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা বাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হয় এবং সুরামদ্য গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়। সে এই পঞ্চবিধ শিক্ষাপদে সংবুত কর্ম হয়।

৪. সে কোন চতুর্বিধ অভিচিত্তাশ্রিত ধ্যানে দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয়?

এক্ষেত্রে সারিপুত্র, আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসসম্পন্ন হয়—'ইনিই সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধতার জন্য, অপবিত্র চিত্তের পবিত্রতার জন্য

দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ প্রথম অভিচিত্তাশ্রিত ধ্যান যা অধিগত হয়।

পুনশ্চ, সারিপুত্র, আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুআখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয়, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণপ্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধতার জন্য, অপবিত্র চিত্তের পবিত্রতার জন্য দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ দ্বিতীয় অভিচিত্তাশ্রিত ধ্যান যা অধিগত হয়।

পুনশ্চ, সারিপুত্র, আর্যশ্রাবকসংঘের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসসম্পন্ন হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান—আহুতি লাভের যোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধতার জন্য, অপবিত্র চিত্তের পবিত্রতার জন্য দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ তৃতীয় অভিচিত্তাশ্রিত ধ্যান যা অধিগত হয়।

পুনশ্চ, সারিপুত্র, আর্যশ্রাবক আর্যকান্ত, অখণ্ড, অছিদ্র, বিশুদ্ধ, অকলঙ্কিত, মুক্ত, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত ও সমাধি লাভের সহায়ক শীলের দ্বারা সমন্নাগত হয়। ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধতার জন্য, অপবিত্র চিত্তের পবিত্রতার জন্য দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ চতুর্থ অভিচিত্তাশ্রিত ধ্যান যা অধিগত হয়।

৫. সারিপুত্র, তুমি যে শ্বেতবসনধারী গৃহীকে জ্ঞাত আছো; যে পঞ্চ শিক্ষাপদে সংবুত কর্ম হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয়। সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে নিজেই নিজেকে এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে 'আমার নিরয়-গতি ক্ষীণ হয়েছে, তীর্যক-গতি ক্ষীণ হয়েছে, প্রেত-গতি ক্ষীণ হয়েছে, অপায়-দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতে আপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'"

নিরয়ের ভয় করে দর্শন করহ পরিহার,
পাপ-অকুশল আছে যত এ ভব সংসার;
আর্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পণ্ডিতগণ,
সেরূপ পাপকর্ম করে সতত বর্জন;
বিদ্যমান শক্তি বলে করো না হিংসা, সংহার,
সত্ত্ব যত করে বিচরণ এ জগৎ মাঝার।

জ্ঞাতসারে মিথ্যা কথনে হও সদা বিরত,
পরদ্রব্যে নির্লিপ্তভাব রাখ হে নিয়ত;
পরকীয়ায় রমিত নহে, নহে কদাচন,
নিজ ভার্যায় তুষ্ট থাকো হয়ে প্রফুল্ল মন।
চিত্ত মোহনকারী যত সুরা-মদ্য আছে,
বিন্দুমাত্র করো না পান কেউ কিন্তু পাছে;
জগৎ ত্রাতা বুদ্ধের গুণ কর অনুস্মরণ,
ধর্ম-চিন্তায় প্রবুদ্ধ হও সবে আমরণ;
হিত চিন্তা দ্বারা কর দেবলোক ভাবনা,
অব্যাপাদ মৈত্রী নামে উক্ত যা চিত্ত নিরঞ্জনা;
পুণ্যার্থীর দানফল বিপুল হবে নিশ্চয়,
সাধু পাত্রে দান-যজ্ঞে যদি প্রথমে রত হয়।
সেরূপ সাধুগণের কথা করছি এখন ভাষণ,
শুন হে সারিপুত্র তা হয়ে একাগ্র মন।
কৃষ্ণ, শ্বেত, হরিদ্রা আর নানান রঙে চিত্রিত,
তাদৃশ গরু মধ্যে হয় দান্ত পুঙ্গব জাত।
ভারবাহী বলবান আর নিরীহ পুঙ্গব তেমন,
দ্রুতগামী, বর্ণময় হলেও সুখী নহে কদাচন;
কৃষি কাজের জন্য জোয়াল তাদের টানতে হয়,
ভারবাহী হয়ে তারা সদাই পরাধীন রয়।
ঠিক সেরূপে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও জাতি শুদ্র,
চণ্ডাল, পুক্কুসসহ যত জাতি সুভদ্র;
তাদৃশ কুল মাঝে হয় দান্ত সুজন জাত,
বিনয়ী, ধার্মিক সেতো রয় শীলে প্রতিষ্ঠিত;
সত্যবাদী, নম্র তিনি জন্ম-মৃত্যু করেছে ছেদিত,
ব্রহ্মচর্যে সিদ্ধ তার দুঃখ বোঝা হল নমিত।
বিসংযুক্ত, কৃতকার্য, অনাসব এই ত্রিলোকে,
সর্ব ধর্মে পারঙ্গম তিনি নিবৃত অনাসক্তি ও শোকে।
সেরূপ বিরজ ক্ষেত্রে যদি দান দত্ত হয়,
বিপুল হবে আনিশংস তার ওহে মহাশয়।
মূর্খ, অজ্ঞ, অশ্রুতবান ইহলোকে যত,
জ্ঞাত না হয়ে করে দান অন্য শাসনে সতত।

সাধু, প্রাজ্ঞ, বীরদের যারা করেন ভজনা,
বুদ্ধশ্রদ্ধা বাড়ে তাদের কদাপি কমে না;
দেবলোক বা ইহলোকে তারা যথায় জন্ম হয়,
অনুক্রমে লভে নির্বাণ তাদৃশ পণ্ডিত মহাশয়।
গৃহী সূত্র সমাপ্ত

১০. গবেসী সূত্র

১৮০.১. একসময় ভগবান কোশলে মহতী ভিক্ষুসংঘসহ দীর্ঘ পর্যটনে পরিভ্রমণ করছিলেন। অতঃপর অর্ধপথ অগ্রসর হয়ে ভগবান অন্যতর স্থানে মহাশালবন দেখলেন। দেখে পথ হতে নেমে সেই শালবনে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সেই শালবনের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে একস্থানে মৃদু হাঁস্য প্রকাশ করলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো—"ভগবানের মৃদু হাঁস্য প্রকাশের হেতু-প্রত্যয় কী? তথাগতগণ অকারণে হাঁস্য প্রকাশ করেন না। তার পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, ভগবানের মৃদু হাঁস্য প্রকাশের হেতু-প্রত্যয় কী? অকারণে তথাগত হাঁস্য প্রকাশ করেন না।"

২. "হে আনন্দ, পূর্বে এস্থানে সমৃদ্ধ-স্ফীত, বহুজনাকীর্ণ নগর ছিল। কাশ্যপ ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সেই নগরকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করতেন। আনন্দ, কাশ্যপ ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের গবেসী নামক শীল অপরিপূর্ণকারী এক উপাসক ছিল। উপাসক গবেসীর কারণে পঞ্চশত ব্যক্তি উপাসকত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং প্ররোচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা শীল অপরিপূর্ণকারী ছিল। অনন্তর উপাসক গবেসীর এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো—'আমি এই পাঁচশত উপাসকদের বহুপকারক, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। আমি নিজেও শীল অপরিপূর্ণকারী এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও শীলাদি অপরিপূর্ণকারী। এরূপ সমতুল্যহেতু (আমাতে) কিছুই অতিরিক্তরূপে নাই। এখন বাড়তি কিছুর জন্য আমাকে অগ্রসর হতে হবে।'

৩. অতঃপর, আনন্দ, উপাসক গবেসী সেই পঞ্চশত উপাসকদের নিকট গমনপূর্বক এরূপ বললেন, 'বন্ধুগণ, আজ হতে আমাকে শীলাদি পরিপূর্ণকারীরূপে গ্রহণ করুন!' তার পর, আনন্দ, সেই পাঁচশত উপাসকদের এরূপ চিন্তা হলো : 'আর্য গবেসী আমাদের বহুপকারী, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। এখন আর্য গবেসী শীলাদি পরিপূর্ণকারী হবেন। তাহলে আমরাও

নই কেন?'[১] অতঃপর সেই পাঁচশত উপাসকেরা যেখানে গবেসী উপাসক আছেন সেখানে গমন করে তাকে এরূপ বললেন, 'আর্য গবেসী, আজ হতে এই পঞ্চশত উপাসকদের শীলসমূহ পরিপূর্ণকারীরূপে গ্রহণ করুন।' অতঃপর আনন্দ, উপাসক গবেসীর এরূপ মনোভাব হলো : 'আমি এই পাঁচশত উপাসকদের বহুপকারক, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। আমি নিজেও শীল পরিপূর্ণকারী এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও শীল পূর্ণকারী। এরূপ সমতুল্যহেতু (আমাতে) কিছুই অতিরিক্তরূপে নাই। এখন বাড়তি কিছুর জন্য আমাকে অগ্রসর হতে হবে।'

৪. অতঃপর, আনন্দ, উপাসক গবেসী সেই উপাসকদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, 'বন্ধুগণ, আজ হতে আমাকে ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী, গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরতরূপে গ্রহণ করুন।' তার পর, আনন্দ, সেই পাঁচশত উপাসকদের এরূপ মনোভাব হলো : 'আর্য গবেসী আমাদের বহুপকারী, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। এখন আর্য গবেসী ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী এবং গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত হবেন। তা হলে আমরাও নই কেন? অতঃপর সেই পঞ্চশত উপাসকেরা গবেসী উপাসকের নিকট গমনপূর্বক তাকে এরূপ বললেন, 'আর্য গবেসী, আজ হতে এই পঞ্চশত উপাসকদের ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী, গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরতরূপে গ্রহণ করুন।' তার পর, আনন্দ, উপাসক গবেসীর এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো : 'আমি এই পাঁচশত উপাসকদের বহুপকারক, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। আমি নিজেও শীল পরিপূর্ণকারী এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও শীল পূর্ণকারী। আমি নিজেও ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী ও গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত। এই পঞ্চশত উপাসকেরাও ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী ও গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত। এরূপ সমতুল্যহেতু (আমাতে) কিছুই অতিরিক্তরূপে নাই। এখন বাড়তি কিছুর জন্য আমাকে অগ্রসর হতে হবে।'

৫. অতঃপর, আনন্দ, উপাসক গবেসী সেই উপাসকদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, 'বন্ধুগণ, আজ হতে আমাকে একাহারী, রাত্রিভোজনে বিরত এবং বৈকালিক ভোজন হতে বিরতরূপে গ্রহণ করুন।' তার পর, আনন্দ, সেই পাঁচশত উপাসকের এরূপ মনোভাব হলো : 'আর্য গবেসী

---

[১]। মূল বইয়ের মধ্যে আছে 'কিমঙ্গং পন মযন্তি'! কিন্তু অর্থকথায় 'কিমঙ্গং পন ন মযন্তি' আছে। যা পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় তদনুরূপে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে।

আমাদের বহুপকারী, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। এখন আর্য গবেসী একাহারী, রাত্রিভোজনে বিরত এবং বৈকালিক ভোজন হতে বিরত হবেন। তাহলে আমরাও নই কেন? অতঃপর সেই পঞ্চশত উপাসকেরা যেখানে গবেসী উপাসক সেখানে গমনপূর্বক তাকে এরূপ বললেন, 'আর্য গবেসী, আজ হতে এই পঞ্চশত উপাসকদের একাহারী, রাত্রিভোজনে বিরত এবং বৈকালিক ভোজন হতে বিরতরূপে গ্রহণ করুন।' তার পর, আনন্দ, উপাসক গবেসীর এরূপ মনোভাব হলো : 'আমি এই পাঁচশত উপাসকদের বহুপকারক, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। আমি নিজেও শীল পরিপূর্ণকারী এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও শীল পূর্ণকারী। আমি নিজেও ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী ও গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত। এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী ও গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত। আমিও একাহারী, রাত্রিভোজনে বিরত এবং বৈকালিক ভোজন হতে বিরত এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও একাহারী, রাত্রিভোজনে বিরত এবং বৈকালিক ভোজন হতে বিরত। এরূপ সমতুল্যহেতু (আমাতে) কিছুই অতিরিক্তরূপে নাই। এখন বাড়তি কিছুর জন্য আমাকে অগ্রসর হতে হবে।'

৬. অনন্তর, আনন্দ, উপাসক গবেসী যেখানে কাশ্যপ ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সেখানে গেলেন। উপস্থিত হয়ে কাশ্যপ ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আমি ভগবানের নিকটে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করতে চাই।' হে আনন্দ, উপাসক গবেসী কাশ্যপ ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন। অতঃপর আনন্দ, তরুণ গবেসী ভিক্ষু একাকী ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও তদ্গত চিত্তে অবস্থান করতে করতে অচিরে যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, প্রাপ্ত হয়ে বাস করতে লাগলেন। জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয়কৃত হয়েছে এবং এর জন্য আর অন্য কোনো করণীয় নাই, এরূপ বুঝতে পারলেন। আনন্দ, গবেসী ভিক্ষু অন্যতর অর্হৎ হলেন।

৭. অতঃপর, আনন্দ, সেই পাঁচশত উপাসকদের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো : 'আর্য গবেসী আমাদের বহুপকারী, পূর্বগামী, প্ররোচক, তিনি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়েছেন, তাহলে আমরাও নই কেন? অতঃপর, আনন্দ, সেই পঞ্চশত উপাসকেরা কাশ্যপ ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট গমনপূর্বক

তাকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করতে চাই।' আনন্দ, সেই পঞ্চশত উপাসকেরা কাশ্যপ ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন।

৮. অনন্তর, আনন্দ, গবেসী ভিক্ষুর এরূপ মনোভাব হলো : 'আমি এই অনুত্তর বিমুক্তিসুখ বিনাবাধায়, বিনাশ্রমে এবং অনায়াসে লাভ করতে পারি। অহো! সত্যিই যদি এই পঞ্চশত ভিক্ষুরাও অনুত্তর বিমুক্তিসুখ বিনাবাধায়, বিনাশ্রমে এবং অনায়াসে লাভ করতে পারত।' অতঃপর, আনন্দ, সেই পঞ্চশত ভিক্ষুগণ ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও তদ্গত চিত্তে অবস্থান করতে করতে অচিরে যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, প্রাপ্ত হয়ে বাস করতে লাগলেন। জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয়কৃত হয়েছে এবং এর জন্য আর অন্য কোনো করণীয় নাই, এরূপ বুঝতে পারলেন।

৯. এরূপে, আনন্দ, গবেসী প্রমুখ সেই পঞ্চশত ভিক্ষুরা উত্তরোত্তর, প্রণীত হতে প্রণীতরূপে প্রচেষ্টা করে অনুত্তর বিমুক্তি সুখ উপলব্ধি করলেন। তদ্ধেতু, আনন্দ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য : 'উত্তরোত্তর, প্রণীত হতে প্রণীতরূপে প্রচেষ্টা করে অনুত্তর বিমুক্তিসুখ উপলব্ধি করব।' আনন্দ, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

গবেসী সূত্র সমাপ্ত

উপাসক বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দৌর্মনস্য, বিশারদ সূত্র হলো বিবৃত,
নিরয়, বৈর, চণ্ডাল হয়েছে উল্লেখিত;
প্রীতি, বাণিজ্য, রাজা সূত্র এথায় প্রকাশিত,
গৃহী, গবেসীসহ উপাসক বর্গ হলো সমাপ্ত ॥

(১৯) ৪. অরণ্যবর্গ

১. আরণ্যিক সূত্র

১৮১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার আরণ্যিক আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী কী?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্ততাহেতু কেউ কেউ আরণ্যিক হয়, পাপেচ্ছা ও

ইচ্ছালোলুপবশে কেউ কেউ আরণ্যিক হয়, উন্মাদ ও চিত্তবিক্ষেপতার দরুন কেউ কেউ আরণ্যিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধশ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেউ কেউ আরণ্যিক হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে আরণ্যিক হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ আরণ্যিক আছে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ আরণ্যিকদের মধ্যে যে আরণ্যিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে আরণ্যিক হয় তিনিই পঞ্চ আরণ্যিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ আরণ্যিকদের মধ্যে যে আরণ্যিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে আরণ্যিক হয়, সে-ই পঞ্চ আরণ্যিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

আরণ্যিক সূত্র সমাপ্ত

২. চীবর সূত্র

১৮২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাংশুকুলিক[১] পাঁচ প্রকার। কী কী?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্ততাহেতু কেউ কেউ পাংশুকুলিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপবশে কেউ কেউ পাংশুকুলিক হয়, উন্মাদ ও চিত্তবিক্ষেপতার দরুন কেউ কেউ পাংশুকুলিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধশ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেউ কেউ পাংশুকুলিক হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে পাংশুকুলিক হয়।

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার পাংশুকুলিক আছে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ পাংশুকুলিকদের মধ্যে যে পাংশুকুলিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে পাংশুকুলিক হয়, সে-ই পঞ্চ পাংশুকুলিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

---

[১]। পাংশুকুলিক—'পাংশু' শব্দের অর্থ কুৎসিত, বিরূপতা বুঝায়। 'পাংশুকুল' অর্থে যে স্থানে কুৎসিত, অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যাজ্য দ্রব্যসামগ্রী ফেলে দেয়া হয়, সে-স্থানই পাংশুকুল। সেই পরিত্যক্ত আবর্জনাস্তূপ হতে সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অল্পেচ্ছুতাদি শীল-প্রতিপদা পরিপূরণ ইচ্ছায় চীবর তৈরি করে ব্যবহারকারী ভিক্ষুকে বলা হয় পাংশুকুলিক।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ পাংশুকুলিকদের মধ্যে যে পাংশুকুলিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে পাংশুকুলিক হয়, সে-ই পঞ্চ পাংশুকুলিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

চীবর সূত্র সমাপ্ত

৩. বৃক্ষমূলিক সূত্র

১৮৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, বৃক্ষমূলিক পাঁচ প্রকার। কী কী?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্ততাহেতু কেউ কেউ বৃক্ষমূলিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপবশে কেউ কেউ বৃক্ষমূলিক হয়, উন্মাদ ও চিত্তবিক্ষেপতার দরুন কেউ কেউ বৃক্ষমূলিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধশ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেউ কেউ বৃক্ষমূলিক হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে বৃক্ষমূলিক হয়।

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষমূলিক আছে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ বৃক্ষমূলিকদের মধ্যে যে বৃক্ষমূলিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে বৃক্ষমূলিক হয়, সে-ই পঞ্চ বৃক্ষমূলিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ বৃক্ষমূলিকদের মধ্যে যে বৃক্ষমূলিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে বৃক্ষমূলিক হয়, সে-ই পঞ্চ বৃক্ষমূলিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

বৃক্ষমূলিক সূত্র সমাপ্ত

৪. শ্মশানিক সূত্র

১৮৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার শ্মশানিক আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্ততাহেতু কেউ কেউ শ্মশানিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপবশে কেউ কেউ শ্মশানিক হয়, উন্মাদ ও চিত্তবিক্ষেপতার দরুন কেউ কেউ শ্মশানিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধশ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায়

কেউ কেউ শ্মশানিক হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে শ্মশানিক হয়।

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার শ্মশানিক আছে। হে ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ শ্মশানিকদের মধ্যে যে শ্মশানিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে শ্মশানিক হয়, সে-ই পঞ্চ শ্মশানিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ শ্মশানিকদের মধ্যে যে শ্মশানিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে শ্মশানিক হয়, সে-ই পঞ্চ শ্মশানিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

শ্মশানিক সূত্র সমাপ্ত

৫. উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী সূত্র

১৮৫.১."হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্ততাহেতু কেউ কেউ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপবশে কেউ কেউ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয়, উন্মাদ ও চিত্তবিক্ষেপতার দরুন কেউ কেউ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধশ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেউ কেউ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয়।

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী আছে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারীদের মধ্যে যে উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে উন্মুক্ত স্থানে বাস করে, সে-ই পঞ্চ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারীদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারীদের মধ্যে যে উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর

সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয়, সে-ই পঞ্চ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারীদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী সূত্র সমাপ্ত

৬. নৈশর্যিক[১] সূত্র

১৮৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার নৈশর্যিক আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্ততাহেতু কেউ কেউ নৈশর্যিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপবশে কেউ কেউ নৈশর্যিক হয়, উন্মাদ ও চিত্তবিক্ষেপতার দরুন কেউ কেউ নৈশর্যিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধশ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেউ কেউ নৈশর্যিক হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে নৈশর্যিক হয়।

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার নৈশর্যিক আছে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ নৈশর্যিকদের মধ্যে যে নৈশর্যিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে নৈশর্যিক হয়, সে-ই পঞ্চ নৈশর্যিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ নৈশর্যিকদের মধ্যে যে নৈশর্যিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে নৈশর্যিক হয়, সে-ই পঞ্চ নৈশর্যিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

নৈশর্যিক সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। শয়ন করে না বা বসে থাকে এরূপ। শয্যাগ্রহণ পরিহারপূর্বক দাঁড়ান, গমন ও উপবেশন এই তিন ইর্যাপথে (অবস্থায়) দিবা-রাত্র অতিবাহিতকারীকে নৈশর্যিক বলে। 'পৃষ্ঠ স্পর্শ করে শয়ন করব না' এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে শীল-প্রতিপদা পূরণের ব্রতকে নৈশর্যিক ধুতাঙ্গ বলা হয়।

৭. যথাসন্থতিক[১] সূত্র

১৮৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার যথাসন্থতিক আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্ততাহেতু কেউ কেউ যথাসন্থতিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপবশে কেউ কেউ যথাসন্থতিক হয়, উন্মাদ ও চিত্তবিক্ষেপতার দরুন কেউ কেউ যথাসন্থতিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধশ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেউ কেউ যথাসন্থতিক হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে যথাসন্থতিক হয়।

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার যথাসন্থতিক আছে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ যথাসন্থতিকদের মধ্যে যে যথাসন্থতিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে যথাসন্থতিক হয়, সে-ই পঞ্চ যথাসন্থতিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ যথাসন্থতিকদের মধ্যে যে যথাসন্থতিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে যথাসন্থতিক হয়, সে-ই পঞ্চ যথাসন্থতিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

যথাসন্থতিক সূত্র সমাপ্ত

৮. একাসনিক[২] সূত্র

১৮৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার একাসনিক আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

---

[১]। যথাসন্থতিক—যা বিস্তৃত (সংস্তৃত) তাহাই যথাসন্থতিক বা বিছানো। 'ইহাই তোমার প্রাপ্য' এরূপ সন্তোষভাব। প্রথম দর্শনে যে শয়নাসনের প্রতি জাগ্রত করে সেই ভিক্ষুকে যথাসন্থতিক ধুতাঙ্গধারী বলে।

[২]। 'একাসনিক' বলতে একমাত্র আসনে উপবেশনকারী বুঝায়। কিন্তু, এখানে ভোজনের উদ্দেশ্যে দিনে একবার মাত্র আসন গ্রহণকারী বুঝানো হচ্ছে। যে ভিক্ষু সংকল্পবদ্ধ হন—'আমি নানাসনে বারংবার ভোজন গ্রহণ ত্যাগ করলাম এবং একাসনে ভোজন সমাপ্তি ব্রত গ্রহণ করলাম।' এই বাক্য পালনকারীকে একাসনিক ধুতাঙ্গধারী বলে।

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্ততাহেতু কেউ কেউ একাসনিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপবশে কেউ কেউ একাসনিক হয়, উন্মাদ ও চিত্তবিক্ষেপতার দরুন একাসনিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধশ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেউ কেউ একাসনিক হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে একাসনিক হয়।

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার একাসনিক আছে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ একাসনিকদের মধ্যে যে একাসনিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে একাসনিক হয়, সে-ই পঞ্চ একাসনিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ একাসনিকদের মধ্যে যে একাসনিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে একাসনিক হয়, সে-ই পঞ্চ একাসনিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

একাসনিক সূত্র সমাপ্ত

৯. খলুপশ্চাৎভত্তিক সূত্র

১৮৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার খলুপশ্চাৎভত্তিক[১] আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্ততাহেতু কেউ কেউ খলুপশ্চাৎভত্তিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপবশে কেউ কেউ খলুপশ্চাৎভত্তিক হয়, উন্মাদ ও চিত্তবিক্ষেপতার দরুন খলুপশ্চাৎভত্তিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধশ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায়

---

১ খলুপশ্চাৎভত্তিক—সীংহলী পুরাতন অট্ঠকথামতে, 'খলু' হলো এক জাতীয় পাখির নাম। এই পাখির মুখ হতে যদি কোনো ফল পড়ে যায় সেদিন আর কোনো ফল সে ভক্ষণ করে না। ইহাই পাখির স্বভাব। পাখির এই সংযম স্বভাব ধুতাঙ্গ অনুশীলনকারীর জীবনেও প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের কারণে ধুতাঙ্গটির নামকরণ হয়েছে 'খলুপশ্চাৎভত্তিক ধুতাঙ্গ।' এই ধুতাঙ্গধারীকে তাই খলুপশ্চাৎভত্তিক বলা হয়। খলু এখানে 'না' বা নিষেধ অর্থে নিপাত পদরূপে খাদ্য প্রত্যাখ্যানের অর্থ প্রকাশ করছে। 'ভত্তং' অর্থ ভাত। 'পচ্চাভত্তং' অর্থ পরবর্তী আহার। অর্থাৎ যেই আহার পরে লাভ হয় তা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে বুঝানো হয় যে, তিনি পূর্বে যা গ্রহণ করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট, পুনঃ গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু, 'পশ্চাৎভত্তিক' অর্থে পরে ভোজনকারী। এখানে শব্দটির পূর্বে 'খলু' শব্দটি যুক্ত করে পরের শব্দকে বিপরীতার্থক করা হয়েছে। অর্থাৎ না-পশ্চাৎভত্তিক হয়ে গেছে।

কেউ কেউ খলুপশ্চাৎভক্তিক হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে খলুপশ্চাৎভক্তিক হয়।

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার খলুপশ্চাৎভক্তিক আছে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ খলুপশ্চাৎভক্তিকদের মধ্যে যে খলুপশ্চাৎভক্তিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে খলুপশ্চাৎভক্তিক হয়, সে-ই পঞ্চ খলুপশ্চাৎভক্তিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ খলুপশ্চাৎভক্তিকদের মধ্যে যে খলুপশ্চাৎভক্তিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে খলুপশ্চাৎভক্তিক হয়, সে-ই পঞ্চ খলুপশ্চাৎভক্তিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।”

খলুপশ্চাৎভক্তিক সূত্র সমাপ্ত

১০. পাত্রপিণ্ডিক সূত্র

১৯০.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার পাত্রপিণ্ডিক আছে।। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্ততাহেতু কেউ কেউ পাত্রপিণ্ডিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপবশে কেউ কেউ পাত্রপিণ্ডিক হয়, উন্মাদ ও চিত্তবিক্ষেপতার দরুন পাত্রপিণ্ডিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধশ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেউ কেউ পাত্রপিণ্ডিক হয় এবং কেউ কেউ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে পাত্রপিণ্ডিক হয়।

ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার পাত্রপিণ্ডিক আছে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ পাত্রপিণ্ডিকদের মধ্যে যে পাত্রপিণ্ডিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট, এরূপ সমর্থন করে পাত্রপিণ্ডিক হয়, সে-ই পঞ্চ পাত্রপিণ্ডিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ, গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ পাত্রপিণ্ডিকদের মধ্যে যে পাত্রপিণ্ডিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট,

এরূপ সমর্থন করে পাত্রপিণ্ডিক হয়, সে-ই পঞ্চ পাত্রপিণ্ডিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

পাত্রপিণ্ডিক সূত্র সমাপ্ত

অরণ্য বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

আরণ্যিক, চীবর, বৃক্ষমূলিক আর শ্মশানিক;
অব্‌ভোকাসিক, নৈশর্যিক, সন্থতিক ও একাসনিক,
পশ্চাৎভক্তিক ও পাত্রপিণ্ডিক হলো বিবৃত;
দশে মিলে অরণ্যবর্গ হলো সমাপ্ত।

(২০) ৫. ব্রাহ্মণ বর্গ

১. কুকুর সূত্র

১৯১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার পোরাণ বা প্রাচীন ব্রাহ্মণধর্ম আছে, যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, পূর্বে ব্রাহ্মণেরা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণীর নিকট গমন করতো অব্রাহ্মণীর নিকট নহে। বর্তমানে, ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণীর নিকটও গমন করে আবার অব্রাহ্মণীর নিকটও গমন করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়েও কুকুরেরা শুধুমাত্র কুকুরীদের নিকট গমন করে (অন্য প্রাণী) অকুকুরীদের নিকট নহে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে প্রথম প্রাচীন ব্রাহ্মণধর্ম যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে।

৩. ভিক্ষুগণ, পূর্বে ব্রাহ্মণেরা শুধুমাত্র ঋতুমতী ব্রাহ্মণীর নিকট গমন করতো অঋতুমতী ব্রাহ্মণীর নিকট নহে। বর্তমানে ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণেরা ঋতুমতী ব্রাহ্মণীর নিকটও গমন করে আবার অঋতুমতী ব্রাহ্মণীর নিকটও গমন করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়েও কুকুরেরা শুধুমাত্র ঋতুমতী কুকুরীদের নিকট গমন করে অঋতুমতী কুকুরীর নিকট নহে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রাচীন ব্রাহ্মণধর্ম যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে।

৪. ভিক্ষুগণ, পূর্বে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণীদের ক্রয়ও করতো না বিক্রয়ও করতো না, (শুধুমাত্র) পারস্পরিক মিলনের দরুন সহাবস্থানে রত হতো। ভিক্ষুগণ, বর্তমানে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণীদের ক্রয়ও করে বিক্রয়ও করে এবং

পারস্পরিক মিলনের দরুন সহাবস্থানে রতও হয়। কিন্তু ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়েও কুকুরেরা কুকুরীদের ক্রয়ও করে না বিক্রয়ও করে না, (শুধুমাত্র) পারস্পরিক মিলনের দরুন সহাবস্থানে রত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে তৃতীয় প্রাচীন ব্রাহ্মণধর্ম যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে।

৫. ভিক্ষুগণ, পূর্বে ব্রাহ্মণেরা ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত করতো না। বর্তমানে, ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণেরা ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়েও কুকুরেরা ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত করে না। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে চতুর্থ প্রাচীন ব্রাহ্মণধর্ম যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে।

৬. ভিক্ষুগণ, পূর্বে ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাকালীন আহার এবং প্রাতেঃ প্রাতঃরাশের জন্য ভিক্ষা খুঁজতো। ভিক্ষুগণ, বর্তমানে ব্রাহ্মণেরা উদরপূর্ণ ভোজনান্তেও অবশিষ্ট ভাগ নিয়ে প্রস্থান করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়েও কুকুরেরা সন্ধ্যায় সন্ধ্যাকালীন আহার এবং প্রাতে প্রাতঃরাশের জন্য অনুসন্ধান করে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পঞ্চম প্রাচীন ব্রাহ্মণধর্ম যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে।”

কুকুর সূত্র সমাপ্ত

২. দ্রোণ ব্রাহ্মণ সূত্র

১৯২.১. “অনন্তর দ্রোণ ব্রাহ্মণ[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময় করলেন। সম্বোধনমূলক কথা ও স্মরণীয় বিষয়াদি আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট দ্রোণ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

---

[১]। দ্রোণ ব্রাহ্মণ—ইনি বুদ্ধের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ পান উক্কট্‌ঠা ও সেতব্যা-এর মধ্যবর্তী রাস্তায়। তিনি বুদ্ধের পাদচিহ্ন দেখে বুদ্ধকে অনুসরণ করেন এবং বুদ্ধ কোনো এক বৃক্ষ মূলে উপবেশন করলে, বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধও সর্বজ্ঞতা জ্ঞানবলে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন (অঙ্গুত্তরনিকায় ২য় খণ্ড)। অর্থকথামতে, দ্রোণ ব্রাহ্মণ হচ্ছে মহতী পরিষদের শিক্ষক। বুদ্ধের সেতব্যাতে পর্যটনকালে কোনো কার্যোপলক্ষে দ্রোণ ব্রাহ্মণও সেখানে গমন করেন। বুদ্ধের দেশনা অবসানে দ্রোণ ব্রাহ্মণ অনাগামীফলে অধিষ্ঠিত হন এবং বারো হাজার শব্দসমন্বিত বুদ্ধস্তুতিমূলক গাথা আবৃত্তি করেন। এই গাথা ‘দোণ গজ্জিত’ নামে পরিচিত। দ্রোণ ব্রাহ্মণই বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ধাতু নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা সুসমাধাপূর্বক আট ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন (দীর্ঘনিকায় মহাবর্গ, মহাপরিনির্বাণ সূত্র)।

২. ভো গৌতম, আমা কর্তৃক এরূপ শ্রুত হয়েছে যে 'শ্রমণ গৌতম নাকি ব্রাহ্মণ, জীর্ণ, বৃদ্ধ, প্রবীণ, অর্ধগত, বয়স্কদের অভিবাদন করেন না, প্রত্যুত্থান করেন না এবং আসন দিয়ে নিমন্ত্রণ (আহ্বান) করেন না। ভো গৌতম, ইহা কী তদ্রুপ যে, 'শ্রমণ গৌতম নাকি ব্রাহ্মণ, জীর্ণ, বৃদ্ধ, প্রবীণ, অর্ধগত, বয়স্কদের অভিবাদন করেন না, প্রত্যুত্থান করেন না এবং আসন দিয়ে নিমন্ত্রণ (আহ্বান) করেন না। ভো গৌতম, ইহা সত্যি নয় কি?'

"হে দ্রোণ, তুমি কি ব্রাহ্মণ হওয়ার সারবত্ততা স্বীকার করো?"

"ভো গৌতম, যদি কেউ সম্যক ভাষণকালে বলে যে 'এই ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, অধ্যায়ক, মন্ত্রধর, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী, পদকর্তা (শ্লোক রচয়িতা), বৈয়াকরণিক ও লোকায়ত মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন। তাহলে ভো গৌতম, আমার সম্বন্ধেই সম্যক ভাষণকালে তা বলা উচিত। আমিই ভো গৌতম, ব্রাহ্মণ যে মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, অধ্যায়ক, মন্ত্রধর, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চমবেদে পারদর্শী, পদকর্তা (শ্লোক রচয়িতা), বৈয়াকরণিক ও লোকায়ত মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন।"

৩. "হে দ্রোণ, যে ব্রাহ্মণদের পূর্বেকার ঋষিগণ মন্ত্রসমূহ তৈরিকারী, মন্ত্রাদির প্রবর্তক; যাদের সংগৃহীত প্রাচীন মন্ত্রপদ, গীত, প্রব্যক্তসমূহ (ভাষণ) বর্তমানের ব্রাহ্মণেরা সেরূপেই কীর্তন করে, সেরূপেই ভাষণ করে, ভাষিত বিষয় পুনঃ ভাষণ করে, অধ্যয়নকৃত বিষয় পুনঃ অধ্যয়ন করে, এবং পঠিত বিষয় পুনঃ পাঠ করে। যেমন (তারা হচ্ছে) অষ্টক, বামক, বামদেব, বেশ্যমিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গীরস, ভারদ্বাজ, বাসেষ্ঠ, কাশ্যপ এবং ভৃগু। তারা এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ ঘোষণা করেন। যথা : ব্রহ্মাসম, দেবসম, মরিয়াদ (সীমানা), ভগ্নমরিয়াদ (ভগ্ন সীমানা) এবং ব্রাহ্মণ চণ্ডাল। হে দ্রোণ, তাদের মধ্যে তুমি কোনটি?"

৪. "ভো গৌতম, আমরা পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ সম্পর্কে জানি না শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই জ্ঞাত আছি। ভো গৌতম, আমাকে উত্তমভাবে সেরূপ ধর্মদেশনা করুন যাতে আমি এই পাঁচ প্রকার ব্রাহ্মণদের জানতে পারি।"

"তাহলে হে ব্রাহ্মণ, শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি

ভাষণ করব।”

‘তথাস্তু ভো গৌতম,’ বলে দ্রোণ ব্রাহ্মণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান বললেন :

৫. “হে দ্রোণ, কিরূপে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাসম হয়? এক্ষেত্রে দ্রোণ, ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ হয়। সে আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করে কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণ করে। আটচল্লিশ বছর কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণপূর্বক মন্ত্র অধ্যয়ন করে আচার্যের জন্য ধর্মত গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে অর্ধমত নহে।

দ্রোণ, তথায় কিরূপ ধর্ম? এক্ষেত্রে কৃষিকার্য, বাণিজ্য, রাখালবৃত্তি, তীরন্দাজবৃত্তি কিংবা রাজপুরুষ (রাজার উপস্থায়করূপ) বৃত্তি অথবা যেকোনো শিল্পবিদ্যার মাধ্যমে নহে; সে ভিক্ষাপাত্রকে অবজ্ঞা না করে শুধুমাত্রই ভিক্ষাচর্যার দ্বারা গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে। সে আচার্যকে গুরুদক্ষিণা অর্পণ করে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়। সে এরূপে প্রব্রজিত হয়ে মৈত্রীসহগত (যুক্ত) চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি দিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে।

এরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ মৈত্রীযুক্ত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, অবৈর ও অব্যাপাদ দ্বারা পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। করুণাযুক্ত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি দিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ করুণাযুক্ত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, অবৈর ও অব্যাপাদ দ্বারা পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। মুদিতাযুক্ত চিত্তে এক, দুই, তিন, চারি দিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ মুদিতাযুক্ত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, অবৈর ও অব্যাপাদ দ্বারা পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। উপেক্ষাযুক্ত চিত্তে এক, দুই, তিন, চারি দিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। এরূপে ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগৎ উপেক্ষাযুক্ত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, অবৈর ও অব্যাপাদ দ্বারা পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করে। এই চারি ব্রহ্ম-বিহার ভাবিত করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। হে দ্রোণ, ব্রাহ্মণ এরূপে ব্রহ্মাসম হয়।

দ্রোণ, কিরূপে ব্রাহ্মণ দেবসম হয়? এক্ষেত্রে দ্রোণ, ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত,

জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ হয়। সে আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করে কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণ করে। আটচল্লিশ বছর কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণপূর্বক মন্ত্র অধ্যয়ন করে আচার্যের জন্য ধর্মত গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে অর্ধমত নহে।

দ্রোণ, তথায় কিরূপ ধর্ম? এক্ষেত্রে কৃষিকার্য, বাণিজ্য, রাখালবৃত্তি, তীরন্দাজবৃত্তি কিংবা রাজপুরুষ (রাজার উপস্থায়করূপ) বৃত্তি অথবা যেকোনো শিল্পবিদ্যার মাধ্যমে নহে; সে ভিক্ষাপাত্রকে অবজ্ঞা না করে শুধুমাত্রই ভিক্ষাচর্যার দ্বারা গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে। সে আচার্যকে গুরুদক্ষিণা অর্পণ করে ধর্মত স্ত্রী অন্বেষণ করে অধর্মত নহে। দ্রোণ, তথায় কিরূপ ধর্ম? এক্ষেত্রে ক্রয় ও বিক্রয়ের দ্বারা নয় শুধুমাত্র জল ঢেলে[১] ব্রাহ্মণীকে অন্বেষণ করে। সে ব্রাহ্মণীর নিকটেই গমন করে; ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, চণ্ডালীনি, নিষাদিনী (শিকারিণী), ঝুরি তৈরিকারিণী, রথ নির্মাণকারিণী, ঝাড়ুদারনি,[২] স্তন্যদানরতা কিংবা অঋতুমতীর কাছে গমন করে না। কী জন্য হে দ্রোণ, ব্রাহ্মণ গর্ভিনীর নিকট গমন করে না? যদি দ্রোণ, ব্রাহ্মণ গর্ভিনীর নিকট গমন করে তাহলে অবশ্যই গর্ভস্থ পুত্র বা কন্যা অত্যধিক মলরাশিতে জন্ম হবে। তদ্ধেতু, দ্রোণ, ব্রাহ্মণ গর্ভিনীর নিকট গমন করে না। কী জন্য হে দ্রোণ, ব্রাহ্মণ (দুধ) দানরতার নিকটে গমন করে না? যদি দ্রোণ, ব্রাহ্মণ (দুধ) দানরতার নিকট গমন করে তাহলে দুগ্ধপোষ্য পুত্র বা কন্যাশিশু অশুচি লিপ্ত হবে। তদ্ধেতু দ্রোণ, ব্রাহ্মণ (স্তন্য) দানরতার নিকট গমন করে না। তার সেই ব্রাহ্মণী কাম, ক্রীড়া কিংবা রতির (আনন্দ) জন্য নয়; ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের হয় শুধুমাত্র বংশধর সৃষ্টির নিমিত্তে। সে পুত্র-কন্যা লাভ করার পর কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায়বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ প্রব্রজিত হয়ে কামসমূহ হতে বিবিক্ত হয়ে, অকুশলধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক সবিচার বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; বিতর্ক বিচারের উপশমে আধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয়

---

[১]। 'জল ঢেলে' (অর্থকথায় পরিচ্চত্তং) বলতে ব্রাহ্মণীর হস্তে জল ঢেলে দেয়ার পর ব্রাহ্মণীর অভিভাবকেরা তাকে ব্রাহ্মণের হাতে অর্পণ করে। কন্যা সম্প্রদানের এই প্রথা বর্তমানে শ্রীলংকায়ও দেখা যায়। (E.M. HARE-এর Note হতে)

[২]। মূলপালিতে 'পুক্কুসিং' (ঝাড়ুদারনি) আছে। ইংরেজিতে ভুলক্রমে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে Abomgmal (আদিবাসী)। ইংরেজি অনুবাদ পৃ. নং ১৬৬, iii খণ্ড By E.M. HARE

ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; সে প্রীতিতে বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষাসম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখে বাস করে' বলে বর্ণনা করে, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে; সে সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ ও বিষাদ) অস্তমিত করে নাদুঃখ-নাসুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে এই চতুর্বিধ ধ্যান ভাবিত করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। দ্রোণ, এরূপে ব্রাহ্মণ দেবসম হয়।

দ্রোণ, কিরূপে ব্রাহ্মণ মরিয়াদ (সীমানা) হয়? এক্ষেত্রে দ্রোণ, ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ হয়। সে আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করে কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণ করে। আটচল্লিশ বছর কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণপূর্বক মন্ত্র অধ্যয়ন করে আচার্যের জন্য ধর্মত গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে অর্ধমত নহে।

হে দ্রোণ, তথায় কিরূপ ধর্ম? এক্ষেত্রে কৃষিকার্য, বাণিজ্য, রাখালবৃত্তি, তীরন্দাজবৃত্তি কিংবা রাজপুরুষ (রাজার উপস্থায়করূপ) বৃত্তি অথবা যেকোনো শিল্পবিদ্যার মাধ্যমে নহে; সে ভিক্ষাপাত্রকে অবজ্ঞা না করে শুধুমাত্রই ভিক্ষাচর্যার দ্বারা গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে। সে আচার্যকে গুরুদক্ষিণা অর্পণ করে ধর্মত স্ত্রী অন্বেষণ করে অধর্মত নহে। হে দ্রোণ, তথায় কিরূপ ধর্ম? এক্ষেত্রে ক্রয় ও বিক্রয়ের দ্বারা নয় শুধুমাত্র জল ঢেলে ব্রাহ্মণীকে অন্বেষণ করে। সে ব্রাহ্মণীর নিকটেই গমন করে; ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শুদ্রা, চণ্ডালীনি, নিষাদিনী (শিকারিণী), ঝুরি তৈরিকারিণী, রথ নির্মাণকারিণী, ঝাড়ুদারনি, স্তন্যদানরতা কিংবা অঋতুমতীর কাছে গমন করে না। কী জন্য দ্রোণ, ব্রাহ্মণ গর্ভিনীর নিকট গমন করে না? যদি, দ্রোণ, ব্রাহ্মণ গর্ভিনীর নিকট গমন করে তাহলে অবশ্যই গর্ভস্থ পুত্র বা কন্যা অত্যধিক মলরাশিতে জন্ম হবে। তদ্ধেতু দ্রোণ, ব্রাহ্মণ গর্ভিনীর নিকট গমন করে না। কী জন্য দ্রোণ, ব্রাহ্মণ (দুধ) দানরতার নিকটে গমন করে না? যদি দ্রোণ, ব্রাহ্মণ (দুধ) দানরতার নিকট গমন করে তাহলে দুগ্ধপোষ্য পুত্র বা কন্যাশিশু অশুচি লিপ্ত হবে। তদ্ধেতু দ্রোণ, ব্রাহ্মণ (স্তন্য) দানরতার নিকট গমন করে না, তার সেই ব্রাহ্মণী কাম, ক্রীড়া কিংবা রতির (আনন্দ) জন্য নয়; ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের হয় শুধুমাত্র বংশধর সৃষ্টির নিমিত্তে। সে পুত্র-কন্যা লাভ করে সেই সন্তানদের প্রতি স্নেহপরবশ

হয়ে জ্ঞাতি-পরিজনদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাস করে। যতটুকু পর্যন্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণদের সীমানা তথায়ই ব্রাহ্মণ স্থিত হয়। সেই সীমানা অতিক্রম করে না। হে দ্রোণ, তদ্ধেতু ব্রাহ্মণকে মরিয়াদ বলা হয়। দ্রোণ, এরূপে ব্রাহ্মণ মরিয়াদ হয়।

দ্রোণ, কিরূপে ব্রাহ্মণ ভগ্ন মরিয়াদ (ভগ্ন সীমানা) হয়? এক্ষেত্রে দ্রোণ, ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ হয়। সে আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করে কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণ করে। আটচল্লিশ বছর কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণপূর্বক মন্ত্র অধ্যয়ন করে আচার্যের জন্য ধর্মত গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে অধর্মত নহে।

হে দ্রোণ, তথায় কিরূপ ধর্ম? এক্ষেত্রে কৃষিকার্য, বাণিজ্য, রাখালবৃত্তি, তীরন্দাজবৃত্তি কিংবা রাজপুরুষ (রাজার উপস্থায়করূপ) বৃত্তি অথবা যেকোনো শিল্পবিদ্যার মাধ্যমে নহে; তিনি ভিক্ষাপাত্রকে অবজ্ঞা না করে শুধুমাত্রই ভিক্ষাচর্যার দ্বারা গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করেন। সে আচার্যকে গুরুদক্ষিণা অর্পণ করে ধর্মত-অধর্মত, ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা এবং জল ঢেলে ব্রাহ্মণীকে অন্বেষণ করে। সে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শুদ্রা, চণ্ডালিনী, নিষাদিনী, ঝুরি তৈরিকারিণী, রথ তৈরিকারিণী, ঝাড়ুদারনী, গর্ভিনী, (স্তন্য) দানরতা কিংবা অঋতুমতীর নিকট গমন করে। তার সেই ব্রাহ্মণী হয় কাম, ক্রীড়া, রতি এবং বংশধর সৃষ্টির নিমিত্তে। যতটুকু পর্যন্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণদের সীমানা তথায় সে স্থিত না হয়ে তা অতিক্রম করে। দ্রোণ, যাবৎ প্রাচীন ব্রাহ্মণদের সীমানা তথায় সে স্থিত না হয়ে তা অতিক্রম করে বিধায় ব্রাহ্মণকে ভগ্ন সীমানা বলা হয়। দ্রোণ, এরূপে ব্রাহ্মণ ভগ্ন মরিয়াদ হয়।

কিরূপে, দ্রোণ, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণচণ্ডাল হয়? এক্ষেত্রে, দ্রোণ, ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ হয়। সে আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করে কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণ করে। আটচল্লিশ বছর কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণপূর্বক মন্ত্র অধ্যয়ন করে ধর্মত-অধর্মত, কৃষিকার্য, বাণিজ্য, রাখালবৃত্তি, তীরন্দাজ বৃত্তি কিংবা রাজপুরুষবৃত্তি অথবা যেকোনো শিল্পবিদ্যার মাধ্যমে এবং ভিক্ষাপাত্রকে অবজ্ঞা না করে ভিক্ষাচর্যার দ্বারা গুরু দক্ষিণা অন্বেষণ করে। সে আচার্যকে গুরুদক্ষিণা অর্পণ করে ধর্মত অধর্মত, ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা এবং জল ঢেলে ব্রাহ্মণীকে অন্বেষণ করে। সে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শুদ্রা, চণ্ডালিনী, নিষাদিনী, ঝুরি তৈরিকারিণী, রথ

তৈরিকারিণী, ঝাড়ুদারনী, গর্ভিনী, (স্তন্য) দানরতা কিংবা অঋতুমতীর নিকট গমন করে। তার সেই ব্রাহ্মণী হয় কাম, ক্রীড়া, রতি এবং বংশধর সৃষ্টির নিমিত্তে। সে সর্ববিধ কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাই ব্রাহ্মণগণ তাকে এরূপ বলে, 'কী জন্য মাননীয় ব্রাহ্মণ সারবত্তা জ্ঞাত হয়ে সর্ববিধ কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছেন?' প্রত্যুত্তরে সে বলে, 'মহাশয়গণ, যেমন অগ্নি শুচি ও অশুচি উভয়কেই দগ্ধ করে, কিন্তু তা দ্বারা কলুষিত হয় না; ঠিক তেমনি, হে মহাশয়গণ, সর্ববিধ কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করলেও তা দ্বারা ব্রাহ্মণ কলুষিত হয় না।' দ্রোণ, সর্ব কর্মের দ্বারা জীর্বিকানির্বাহ করে বিধায় এরূপ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণচণ্ডাল বলা হয়। দ্রোণ, এরূপে ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণচণ্ডাল বলা হয়।

৬. দ্রোণ, যে ব্রাহ্মণদের পূর্বেকার ঋষিগণ মন্ত্রসমূহ তৈরিকারী, মন্ত্রাদির প্রবর্তক; যাদের সংগৃহীত প্রাচীন মন্ত্রপদ, গীতি, প্রব্যক্তসমূহ (ভাষণ) বর্তমানের ব্রাহ্মণেরা সেরূপেই কীর্তন করে, সেরূপেই ভাষণ করে, ভাষিত বিষয় পুনঃ ভাষণ করে, অধ্যয়নকৃত বিষয় পুনঃ অধ্যয়ন করে; এবং পঠিত বিষয় পুনঃ পাঠ করে। যেমন (তারা হচ্ছে) অষ্টক, বামক, বামদেব, বেশ্যমিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গীরস, ভারদ্বাজ, বাসেষ্ঠ, কাশ্যপ এবং ভৃগু। তারা এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ ঘোষণা করেন। যথা : ব্রহ্মাসম, দেবসম, মরিয়াদ (সীমানা), ভগ্নমরিয়াদ (ভগ্ন সীমানা) এবং ব্রাহ্মণ চণ্ডাল। দ্রোণ, তাদের মধ্যে তুমি কোনটি?"

৭. "ভো গৌতম, এরূপ হলে আমরা ব্রাহ্মণচণ্ডালও নই (ব্রাহ্মণচণ্ডালের আচরিত বিষয়ও আমাদের পরিপূর্ণ নয়)। আশ্চর্য! ভো গৌতম, অদ্ভুত! ভো গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; এরূপেই মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

দ্রোণ সূত্র সমাপ্ত

৩. সঙ্গারব সূত্র

১৯৩.১. অনন্তর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ[১] যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধন ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভো গৌতম, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে মাঝে মধ্যে দীর্ঘ সময় অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়? আবার, ভো গৌতম, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে মাঝে মধ্যে দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি প্রতিভাত হয়, অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়?"

৩. "হে ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ, লাক্ষা, হলুদ, নীল ও টকটকে লাল রং মিশ্রিত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, সে-সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা

---

[১]। সঙ্গারব ব্রাহ্মণ—মধ্যমনিকায় ২য় খণ্ডের সঙ্গারব সূত্রটি উক্ত ব্রাহ্মণের নামানুসারে ধৃত হয়েছে (২/৫/১০) [পৃ. ৩২৭; অনুবাদক : স্থবির ধর্মাধার]। সূত্রটিতে সঙ্গারব ব্রাহ্মণকে বুদ্ধের উপাসকত্ব গ্রহণ করতে দেখা যায়। ইনি মণ্ডলকল্পের তরুণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। পঞ্চম ইতিহাস ও চতুর্থ নির্ঘণ্ট-কেটুভ-অক্ষর-প্রভেদসহ ত্রিবেদে পারদর্শী, পদজ্ঞ, ব্যাকরণ, লোকায়ত তথা মহাপুরুষ শাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন এই ব্রাহ্মণ। কোনো কোনো গ্রন্থে মণ্ডল কল্পের অন্যান্য নামও দৃষ্ট হয়; যথা : চঞ্চলি কল্প, চণ্ডল কল্প, পচ্চল কল্প প্রভৃতি। Dictionary of Pali proper names-এ মললশেখর 'চণ্ডল কল্প' শব্দটিই গ্রহণ করেছেন।

পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ, অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত, ফুটন্ত এবং ফুটনাঙ্ক জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, সে-সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, সে-সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ, শৈবাল ও পানা দ্বারা আবৃত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, সে-সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, সে-সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন

দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ, বায়ুদ্বারা চালিত, আন্দোলিত, ঘূর্ণিত এবং ঊর্মিপূর্ণ জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, সে-সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, হে ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ বিচিকিৎসা (সন্দেহ) দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ, আবিল, ঘোলাটে, কর্দমাক্ত ও অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, সে-সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘ সময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

৪. কিন্তু হে ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ,

লাক্ষা, হলুদ, নীল ও টকটকে লাল রং অমিশ্রিত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ, অগ্নিদ্বারা অউত্তপ্ত, অফুটন্ত এবং অস্ফুটনাঙ্ক জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ, শৈবাল ও পানা দ্বারা অনাবৃত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে

আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ, বায়ু দ্বারা চালিত, আন্দোলিত, ঘূর্ণিত এবং ঊর্মিপূর্ণ নয় এরূপ জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ, অনাবিল, পরিষ্কার, কর্দমহীন ও অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত নয় এরূপ জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ, যে-সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার

নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

হে ব্রাহ্মণ, এই হেতুতেই, এই প্রত্যয়েই মাঝে মধ্যে দীর্ঘ সময় অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। এবং ব্রাহ্মণ, এই হেতুতেই, এই প্রত্যয়েই মাঝে মধ্যে দীর্ঘ সময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ প্রতিভাত হয়, অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।"

৫. "আশ্চর্য! ভো গৌতম, অদ্ভুত! ভো গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; এরূপেই মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

সঙ্গারব সূত্র সমাপ্ত

৪. কারণপালী সূত্র

১৯৪.১. "একসময় ভগবান বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনের কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে কারণপালী ব্রাহ্মণ[১] লিচ্ছবীদের জন্য দালান নির্মাণ করাচ্ছিলেন। অতঃপর কারণপালী ব্রাহ্মণ দূর হতে আগমনরত পিঙ্গিয়ানী ব্রাহ্মণকে দেখে এরূপ বললেন :

২. "মাননীয় পিঙ্গিয়ানী, এখন দিবা-প্রত্যুষে কোথায় হতে আসছেন?"

"ভো (মহাশয়), এখন আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট হতে আসছি।"

"শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞার নির্মলতা সম্পর্কে মাননীয় পিঙ্গিয়ানী কী মনে করেন, তিনি কি তাকে পণ্ডিত মনে করেন?"

"আমি বা কে মহাশয়, আমিই বা কে যে শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞার নির্মলতা সম্পর্কে জানব; আর তাদৃশ সে-ই বা কে যে শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞার নির্মলতা জানতে পারে!"

"প্রকৃতপক্ষে, মাননীয় পিঙ্গিয়ানী, আপনি অত্যুচ্চ প্রশংসার দ্বারা শ্রমণ গৌতমকে প্রশংসা করছেন।"

"আমি বা কে মহাশয়, আমি বা কে যে শ্রমণ গৌতমকে প্রশংসা করব!

---

[১]। কারণপালী—অর্থকথামতে এই ব্রাহ্মণের প্রকৃত নাম পাল বা পালী; কিন্তু বিভিন্ন গৃহপ্রধানদের কার্য তদারক করতেন বিধায় 'কারণপালী' নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

সেই মাননীয় গৌতম প্রশংসিতের প্রশংসিত, সেই মাননীয় গৌতম শ্রেষ্ঠ দেবমনুষ্যগণেও শ্রেষ্ঠ।"

"মাননীয় পিঙ্গিয়ানী, কোন কারণ দেখতে পেয়ে শ্রমণ গৌতমের প্রতি এরূপ অত্যধিক প্রসন্ন?"

৩. "যেমন, মহাশয়, অগ্র (বা শ্রেষ্ঠ) রস দ্বারা পরিতৃপ্ত কোনো পুরুষ অন্য হীনরস পান করে না, ঠিক তদ্রুপ, মহাশয়, যখন হতে কেউ সেই মাননীয় গৌতমের ধর্ম যেকোনো পরিমাণে শ্রবণ করে; যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ কিংবা অদ্ভুত ধর্ম; তখন হতেই সে অন্য পৃথ্গজন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করে না।

মহাশয়, যেমন ক্ষুধা ও দুর্বলতা দ্বারা পরাভূত কোনো পুরুষ মধুপিণ্ড লাভ করলে যখন যখনই তা আস্বাদন করে তখন তখনই মিষ্টরস ও সুস্বাদ লাভ করে; ঠিক তদ্রূপ, মহাশয়, যখন হতে কেউ সেই মাননীয় গৌতমের ধর্ম যেকোনো পরিমাণে শ্রবণ করে; যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ কিংবা অদ্ভুত ধর্ম; তখন হতেই সে পরমানন্দ ও চিত্ত প্রসাদ লাভ করে।

মহাশয়, যেমন কোনো পুরুষ হরিদ্রা কিংবা লোহিত চন্দনকাষ্ঠ লাভ করলে তার মূল, মধ্যম বা অগ্রভাগের যেকোনো অংশে যখন যখনই আঘ্রাণ নেয় তখন তখনই সে সুরভি গন্ধ ও প্রীতিকর গন্ধ পায়। ঠিক তদ্রুপ, মহাশয়, যখন হতে কেউ সেই মাননীয় গৌতমের ধর্ম যেকোনো পরিমাণে শ্রবণ করে; যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ কিংবা অদ্ভুত ধর্ম; তখন হতেই সে পরমানন্দ ও সৌমনস্য লাভ করে।

মহাশয়, যেমন দক্ষ ভিষক (চিকিৎসক) কোনো রোগী, দুঃখিত, অত্যন্ত অসুস্থ পুরুষের রোগের কারণ অপসৃত করে; ঠিক তেমনি, মহাশয়, যখন হতে কেউ সেই মাননীয় গৌতমের ধর্ম যেকোনো পরিমাণে শ্রবণ করে; যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ কিংবা অদ্ভুত ধর্ম; তখন হতেই শোক-বিলাপ, দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস (মানসিক যন্ত্রণা) অন্তর্হিত হয়।

মহাশয়, যেমন স্বচ্ছ জলসম্পন্ন, মনোরম, শীতল, নির্মল ও রমনীয় পুষ্করিণীতে কোনো ঘর্মাভিষিক্ত, তাপে পরাস্ত, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত পুরুষ আগমন করে। সে তাতে অবগাহনপূর্বক স্নান করে, যথেচ্ছা পান করে সমস্ত দুঃখ, ক্লান্তি ও বিরক্তি উপশম করে। ঠিক তদ্রুপ; মহাশয়, যখন হতে কেউ সেই মাননীয় গৌতমের ধর্ম যেকোনো পরিমাণে শ্রবণ করে; যথা : সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ কিংবা অদ্ভুত ধর্ম; তখন হতেই তার সর্ববিধ দুঃখ, ক্লান্তি ও বিরক্তি উপশম হয়।"

৪. এরূপ উক্ত হলে কারণপালী ব্রাহ্মণ আসন হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে দক্ষিণ জানু মাটিতে অবনমিত করে যেদিকে ভগবান অবস্থান করছিলেন, সেদিকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণাম করে তিনবার আবেগোক্তি করলেন :

"নমি সেই ভগবান, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সদনে;
নমি সেই ভগবান, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সদনে;
নমি সেই ভগবান, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সদনে।"

"আশ্চর্য! মাননীয় পিঙ্গিয়ানী, অদ্ভুত! মাননীয় পিঙ্গিয়ানী, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; এরূপেই মাননীয় পিঙ্গিয়ানী কর্তৃক বহু পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। হে মাননীয় পিঙ্গিয়ানী, এখন আমি সেই মাননীয় গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। মাননীয় পিঙ্গিয়ানী, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

কারণপালী সূত্র সমাপ্ত

৫. পিঙ্গিয়ানী সূত্র

১৯৫. ১. একসময় ভগবান বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনের কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে পঞ্চশত লিচ্ছবী বুদ্ধকে শ্রদ্ধার নিমিত্তে একত্রিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কোনো কোনো লিচ্ছবী নীল, নীল বর্ণ, নীলবস্ত্রাচ্ছাদিত এবং নীল অলংকারে ভূষিত; কোনো কোনো লিচ্ছবী পীত, পীতবর্ণ, পীতবস্ত্রাচ্ছাদিত এবং পীত অলংকারে ভূষিত; কোনো কোনো লিচ্ছবী লোহিত, লোহিত বর্ণ, লোহিত বস্ত্রাচ্ছাদিত এবং লোহিত অলংকারে ভূষিত; কোনো কোনো লিচ্ছবী শ্বেত, শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত এবং শ্বেত অলংকারে ভূষিত। কিন্তু ভগবান বর্ণ ও যশের দ্বারা তাদের ঔজ্জ্বল্যে অতিক্রম করেন।"

২. "অতঃপর পিঙ্গিয়ানী ব্রাহ্মণ আসন হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে যেদিকে ভগবান সেদিকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণামপূর্বক ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভগবান, আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে; সুগত, আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে।"

ভগবান বললেন, "হে পিঙ্গিয়ানী, তা প্রকাশ করো।"

অতঃপর পিঙ্গিয়ানী ব্রাহ্মণ ভগবানের সম্মুখে যথার্থভাবে গাথায় ভাষণ করলেন :

"কোকনদ, পদ্মে আছে সুগন্ধ অতিশয়,
প্রাতে কিন্তু মুকুল তার গন্ধহীন রয়।
অন্তরীক্ষে রশ্মি দানে সূর্য আছে নিরত,
সেরূপ দীপ্তিমান অঙ্গীরসকেদেখ সতত।"

অতঃপর সেই লিচ্ছবীগণ পাঁচশত বর্হিবাস দ্বারা পিঙ্গিয়ানী ব্রাহ্মণকে আচ্ছাদিত করলেন। তার পর পিঙ্গিয়ানী ব্রাহ্মণ সেই পাঁচশত বর্হিবাস দ্বারা ভগবানকে আচ্ছাদিত করলেন।

৩. অনন্তর ভগবান সেই লিচ্ছবীদের এরূপ বললেন, "হে লিচ্ছবীগণ, জগতে পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব দুর্লভ। সেই পঞ্চবিধ কী কী? যথা : তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ; তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ের দেশনাকারী পুদ্গল (ব্যক্তি) জগতে দুর্লভ; তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দেশনার বিজ্ঞাত পুদ্গল জগতে দুর্লভ; তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দেশনার বিজ্ঞাত-ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন পুদ্গল জগতে দুর্লভ এবং কৃতজ্ঞ, উপকার স্বীকারকারী পুদ্গল জগতে দুর্লভ। লিচ্ছবীগণ, জগতে এই পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব দুর্লভ।"

পিঙ্গিয়ানী সূত্র সমাপ্ত

৬. মহাস্বপ্ন সূত্র

১৯৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় পাঁচটি মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই পাঁচটি স্বপ্ন কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে, এই মহাপৃথিবী তার শয্যা, পর্বতরাজ হিমালয় হচ্ছে তার বালিশ, পূর্বদিকস্থ সমুদ্রের উপর তার বাম হস্ত, পশ্চিমদিকস্থ সমুদ্রের উপর ডান হস্ত এবং দক্ষিণ সমুদ্রের উপর তার উভয় পাদ শায়িত। ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই প্রথম মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে, তিরিয়া নামক ঘাস (বা লতা) তার নাভি হতে উত্থিত হয়ে আকাশকে (মেঘ) স্পর্শ করে স্থিত

হয়েছে। ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই দ্বিতীয় মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে, কালো মাথাসম্পন্ন শ্বেত কৃমি তার পা হতে উঠে জানুমণ্ডল পর্যন্ত আচ্ছাদিত করেছে। ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই তৃতীয় মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে, চারটি বর্ণালি পাখি চর্তুদিক হতে এসে তার পাদমূলে নিপতিত হয়ে সকলেই সাদা বর্ণসম্পন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই চতুর্থ মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে, তিনি মহাবিষ্ঠা পর্বতের উপর বিষ্ঠা দ্বারা নির্লিপ্ত হয়ে চঙ্ক্রমণ করছেন। ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই পঞ্চম মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে, এই মহাপৃথিবী তার শয্যা, পর্বতরাজ হিমালয় হচ্ছে তার বালিশ, পূর্বদিকস্থ সমুদ্রের উপর তার বাম হস্ত, পশ্চিমদিকস্থ সমুদ্রের উপর ডান হস্ত এবং দক্ষিণ সমুদ্রের উপর তার উভয় পাদ শায়িত। তাই ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা অনুত্তর সম্যক সম্বোধি অর্জিত হয়। তার অভিসম্বোধি লাভের নিমিত্তে এই প্রথম মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে, তিরিয়া নামক ঘাস (বা লতা) তার নাভি হতে উত্থিত হয়ে আকাশকে স্পর্শ করে স্থিত হয়েছে। তাই ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ জ্ঞানলব্ধ হয়ে যাবৎ দেবমনুষ্যগণ (বিদ্যমান) তাবৎ সুপ্রকাশিত হয়। তার অভিসম্বোধি লাভের নিমিত্তে এই দ্বিতীয় মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে, কালো মাথাসম্পন্ন শ্বেত কৃমি

তার পা হতে উঠে জানুমণ্ডল পর্যন্ত আচ্ছাদিত করেছে। তাই হে ভিক্ষুগণ, শ্বেতবসনধারী বহু গৃহী আজীবন তথাগতের শরণাগত। তার অভিসম্বোধি লাভের নিমিত্তে এই তৃতীয় মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে, চারটি বর্ণালি পাখি চর্তুদিক হতে এসে তার পাদমূলে নিপতিত হয়ে সকলেই সাদা বর্ণসম্পন্ন হয়েছে। তাই হে ভিক্ষুগণ, এই চতুর্বিধ বর্ণ; যথা : ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শুদ্র; এরা তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়ে অনুত্তর বিমুক্তি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছে। তার অভিসম্বোধি লাভের নিমিত্তে এই চতুর্থ মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে, তিনি মহাবিষ্ঠা পর্বতের উপর বিষ্ঠা দ্বারা নির্লিপ্ত হয়ে চঙ্ক্রমণ করছেন। তাই ভিক্ষুগণ, তথাগত চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য পরিষ্কারাদি লাভী হয়। তথাগত তাতে অগ্রথিত, অমোহাচ্ছন্ন, অনাসক্ত, আদীনবদর্শী (দোষ) ও নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে। তার অভিসম্বোধি লাভের নিমিত্তে এই পঞ্চম মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

৪. হে ভিক্ষুগণ, তথাগত, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই পাঁচটি মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন।”

মহাস্বপ্ন সূত্র সমাপ্ত

৭. বর্ষা সূত্র

১৯৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, বর্ষার পাঁচ প্রকার অন্তরায় আছে যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না। সেই পাঁচ প্রকার কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, আকাশোপরে তেজধাতু প্রকোপিত হয়। তার ফলে উৎপন্ন মেঘ অদৃশ্য হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে বর্ষার প্রথম অন্তরায় যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আকাশোপরে বায়ুধাতু প্রকোপিত হয়। তার ফলে উৎপন্ন মেঘ অদৃশ্য হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে বর্ষার দ্বিতীয় অন্তরায় যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে

না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, অসুরদের ইন্দ্র রাহু হস্ত দ্বারা জল নিয়ে মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করে। তার ফলে উৎপন্ন মেঘ অদৃশ্য হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে বর্ষার তৃতীয় অন্তরায় যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, বর্ষা-বলাহক দেবগণ প্রমত্ত হয়। তার ফলে উৎপন্ন মেঘ অদৃশ্য হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে বর্ষার চতুর্থ অন্তরায় যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মানুষেরা অধার্মিক হয়। তার ফলে উৎপন্ন মেঘ অদৃশ্য হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে বর্ষার পঞ্চম অন্তরায় যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, বর্ষার এই পাঁচ প্রকার অন্তরায় আছে যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।"

বর্ষা সূত্র সমাপ্ত

৮. বাক্য সূত্র

১৯৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ বাক্য সুভাষিত হয় দুর্ভাষিত নহে; বিজ্ঞ কর্তৃক অনিন্দনীয় হয়, নিন্দনীয় হয় না। সেই পঞ্চ কী কী?

২. যথাসময়ে ভাষিত হয়, সত্য ভাষিত হয়, কোমলরূপে ভাষিত হয়, অর্থসংহিত (পূর্ণ) বাক্য ভাষিত হয় এবং মৈত্রীচিত্তে ভাষিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ বাক্য সুভাষিত হয় দুর্ভাষিত নহে; বিজ্ঞ কর্তৃক অনিন্দনীয় হয়, নিন্দনীয় হয় না।"

বাক্য সূত্র সমাপ্ত

৯. কুল সূত্র

১৯৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, শীলবান প্রব্রজিতগণ যে কুলে উপস্থিত হয় তথায় মানুষেরা পাঁচটি কারণে বহু পুণ্য প্রসব করে। সেই পাঁচটি কী কী?

২. হে ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে মানুষেরা কুলে উপস্থিতরত শীলবান প্রব্রজিতদের দেখে চিত্ত প্রসাদিত করে। ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে সেই কুলে স্বর্গ লাভের সহায়ক পন্থা প্রতিপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে মানুষেরা কুলে উপস্থিতরত শীলবান প্রব্রজিতদের (শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ) প্রত্যুত্থান করে, অভিবাদন করে এবং আসন দেয়।

ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে সেই কুলে উচ্চ-কুলীনতা লাভের সহায়ক পন্থা প্রতিপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে মানুষেরা কুলে উপস্থিতরত শীলবান প্রব্রজিতদের (দান দিয়ে) মাৎসর্যমল অপনোদন করে; ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে সেই কুলে অত্যন্ত ক্ষমতা লাভের সহায়ক পন্থা প্রতিপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে মানুষেরা কুলে উপস্থিতরত শীলবান প্রব্রজিতদের যথাশক্তি ও যথাবল মতো (তাদের খাদ্য) অংশে অংশে ভাগ করে দেয়; ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে সেই কুলে মহাভোগ লাভের সহায়ক পন্থা প্রতিপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে মানুষেরা কুলে উপস্থিতরত শীলবান প্রব্রজিতদের জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্ন করে এবং ধর্মশ্রবণ করে; ভিক্ষুগণ, সেই সময়ে সেই কুলে মহাপ্রজ্ঞা লাভের সহায়ক পন্থা প্রতিপন্ন হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শীলবান প্রব্রজিতগণ যে কুলে উপস্থিত হয় তথায় মানুষেরা এই পাঁচটি কারণে বহু পুণ্য প্রসব করে।”

কুল সূত্র সমাপ্ত

১০. নিঃসরণীয় সূত্র

২০০.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার নিঃসরণীয় ধাতু আছে, পঞ্চ কী কী?

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষুর কাম মনন করে কামাদিতে চিত্ত আবির্ভূত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, স্থিত হয় না এবং অনুরক্ত হয় না। কিন্তু নৈষ্ক্রম্য মনন করে নৈষ্ক্রম্যে চিত্ত আবির্ভূত হয়, সন্তুষ্ট হয়, স্থিত হয় এবং অনুরক্ত হয়। তার সেই চিত্ত হয় সুগত, সুভাবিত, উত্তমরূপে জাগ্রত, সুবিমুক্ত, কাম হতে উত্তমরূপে বিসংযুক্ত এবং কামহেতু যে-সমস্ত আসব, বিঘাত, পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে-সমস্ত হতে সে মুক্ত হয়। সে সেইসব বেদনা অনুভব করে না। ইহা কামাদির নিঃসরণরূপে আখ্যাত।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর ব্যাপাদ মনন করে ব্যাপাদিতে চিত্ত আবির্ভূত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, স্থিত হয় না এবং অনুরক্ত হয় না। কিন্তু অব্যাপাদ মনন করে অব্যাপাদে চিত্ত আবির্ভূত হয়, সন্তুষ্ট হয়, স্থিত হয় এবং অনুরক্ত হয়। তার সেই চিত্ত হয় সুগত, সুভাবিত, উত্তমরূপে জাগ্রত, সুবিমুক্ত, ব্যাপাদ হতে উত্তমরূপে বিসংযুক্ত এবং ব্যাপাদহেতু যে-সমস্ত আসব, বিঘাত, পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে-সমস্ত হতে সে মুক্ত হয়। সে সেইসব বেদনা অনুভব করে না। ইহা ব্যাপাদের নিঃসরণরূপে আখ্যাত।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আঘাত মনন করে আঘাতাদিতে চিত্ত আবির্ভূত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, স্থিত হয় না এবং অনুরক্ত হয় না। কিন্তু অনাঘাত মনন করে অনাঘাতে চিত্ত আবির্ভূত হয়, সন্তুষ্ট হয়, স্থিত হয় এবং অনুরক্ত হয়। তার সেই চিত্ত হয় সুগত, সুভাবিত, উত্তমরূপে জাগ্রত, সুবিমুক্ত, আঘাত হতে উত্তমরূপে বিসংযুক্ত এবং আঘাতহেতু যে-সমস্ত আসব, বিঘাত, পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে-সমস্ত হতে সে মুক্ত হয়। সে সেইসব বেদনা অনুভব করে না। ইহা আঘাতের নিঃসরণরূপে আখ্যাত।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর রূপ মনন করে রূপেতে চিত্ত আবির্ভূত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, স্থিত হয় না এবং অনুরক্ত হয় না। কিন্তু অরূপ মনন করে অরূপে চিত্ত আবির্ভূত হয়, সন্তুষ্ট হয়, স্থিত হয় এবং অনুরক্ত হয়। তার সেই চিত্ত হয় সুগত, সুভাবিত, উত্তমরূপে জাগ্রত, সুবিমুক্ত, রূপ হতে উত্তমরূপে বিসংযুক্ত এবং রূপহেতু যে-সমস্ত আসব, বিঘাত, পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে-সমস্ত হতে সে মুক্ত হয়। সে সেইসব বেদনা অনুভব করে না। ইহা রূপের নিঃসরণরূপে আখ্যাত।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর সৎকায় (এ দেহ) মনন করে সৎকায়ে চিত্ত আবির্ভূত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, স্থিত হয় না এবং অনুরক্ত হয় না। কিন্তু সৎকায় নিরোধ মনন কওে সৎকায় নিরোধে চিত্ত আবির্ভূত হয়, সন্তুষ্ট হয়, স্থিত হয় এবং অনুরক্ত হয়। তার সেই চিত্ত হয় সুগত, সুভাবিত, উত্তমরূপে জাগ্রত, সুবিমুক্ত, সৎকায় হতে উত্তমরূপে বিসংযুক্ত এবং সৎকায়হেতু যে-সমস্ত আসব, বিঘাত, পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে-সমস্ত হতে সে মুক্ত হয়। সে সেইসব বেদনা অনুভব করে না। ইহা সৎকায়ের নিঃসরণরূপে আখ্যাত।

২. তার কাম আনন্দ নিবর্তিত হয় না (ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয় না), ব্যাপাদ আনন্দও নিবর্তিত হয় না, আঘাত আনন্দও নিবর্তিত হয় না, রূপ আনন্দও নিবর্তিত হয় না এবং সৎকায় আনন্দও নিবর্তিত হয় না। সে কাম আনন্দ, ব্যাপাদ আনন্দ, আঘাত আনন্দ, রূপ আনন্দ এবং সৎকায় আনন্দে অনিবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুকে বলা হয়—'ভিক্ষু নিবর্তনমুক্ত, তৃষ্ণার বিনাশসাধন করেছে, সংযোজনকে পেছনে আবর্তিত করেছে, সম্যকরূপে মানকে উপলব্ধি করেছে এবং দুঃখের অন্তসাধন করেছে।' ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ হচ্ছে নিঃসরণীয় ধাতু।"

নিঃসরণীয় সূত্র সমাপ্ত

ব্রাহ্মণ বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

সোণ, দ্রোণ, সঙ্গারব ও কারণপালী সূত্র,
পিঙ্গিয়ানী, স্বপ্ন, বর্ষা আর বাক্য হল বিবৃত;
কুল ও নিঃসরণীয় যোগে বর্গ হলো সমাপ্ত।

চতুর্থ পঞ্চাশক সমাপ্ত

*** ***

৫. পঞ্চম পঞ্চাশক

(২১) ১. কিমিল বর্গ

১. কিমিল সূত্র

২০১.১. একসময় ভগবান কিমিলা-এর অন্তর্গত বেলুবনে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান কিমিল ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান কিমিল ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় না?"

"এক্ষেত্রে, হে কিমিল, তথাগতের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকারা শাস্তার প্রতি অগৌরব ও অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, ধর্মের প্রতি অগৌরব ও অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি অগৌরব ও অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, শিক্ষার প্রতি অগৌরব ও অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, পরস্পরের প্রতি অগৌরব ও অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে। কিমিল, এই হেতুতে, এই প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় না।"

৩. "ভন্তে, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে যদ্বারা তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়?"

"এক্ষেত্রে, হে কিমিল, তথাগতের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকারা শাস্তার প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, ধর্মের প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, শিক্ষার প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে এবং পরস্পরের প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে। কিমিল, এই হেতুতে, এই প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়।"

কিমিল সূত্র সমাপ্ত

২. ধর্ম শ্রবণ সূত্র

২০২.১. "হে ভিক্ষুগণ, ধর্মশ্রবণের পাঁচ প্রকার আনিশংস (সুফল) আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. অশ্রুত বিষয় শোনা হয়, শ্রুত বিষয় পরিশুদ্ধ হয়, সন্দেহ দূরীভূত

হয়, দৃষ্টি ঋজু হয় এবং চিত্ত প্রসাদিত হয়। ভিক্ষুগণ, ধর্মশ্রবণের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।”

ধর্ম শ্রবণ সূত্র সমাপ্ত

৩. উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব সূত্র

২০৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার সুন্দর উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজসম্পদ এবং রাজ-অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই পঞ্চ কী কী? যথা :

২. ঋজুতা, ক্ষিপ্রতা, নম্রতা, ক্ষান্তি এবং আত্ম-সংযম। এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার সুন্দর উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজসম্পদ এবং রাজ-অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। এরূপেই, ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই পঞ্চ কী কী?

৩. ঋজুতা, ক্ষিপ্রতা, নম্রতা, ক্ষান্তি এবং আত্ম-সংযম। এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয়।”

উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব সূত্র সমাপ্ত

৪. বল সূত্র

২০৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, বল পাঁচ প্রকার। কী কী? যথা : শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ, এগুলো হচ্ছে পাঁচ প্রকার বল।”

বল সূত্র সমাপ্ত

৫. চেতোখিল সূত্র

২০৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার চেতোখিল (মানসিক বন্ধ্যাত্ব) আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শাস্তার সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, শাস্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, শাস্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না; তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ

হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার প্রথম চেতোখিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধর্ম সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, ধর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ধর্ম সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, ধর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না; তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার দ্বিতীয় চেতোখিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সংঘ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সংঘ সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সংঘ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সংঘ সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না; তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার তৃতীয় চেতোখিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শিক্ষা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শিক্ষা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না; তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার চতুর্থ চেতোখিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রতি কোপিত হয়, অসন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে আহত হয়, সে হয় খিল জাত। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রতি কোপিত হয়, অসন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে আহত হয়; তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার পঞ্চম চেতোখিল। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার চেতোখিল আছে।”

চেতোখিল সূত্র সমাপ্ত

৬. চিত্ত বন্ধন সূত্র

২০৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার চিত্তবন্ধন আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কামে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত; তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না, ইহা হচ্ছে তার প্রথম চিত্তবন্ধন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত; তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না, ইহা হচ্ছে তার দ্বিতীয় চিত্তবন্ধন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত; তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না, ইহা হচ্ছে তার তৃতীয় চিত্তবন্ধন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শুধুমাত্র উদরপূর্তি করে ভোজন করে শর্য্যাসুখ, পার্শ্বসুখ, মিদ্ধ (তন্দ্রা)-সুখ উপভোগে অনুযুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শুধুমাত্র উদরপূর্তি করে ভোজন করে শর্যাসুখ, পার্শ্বসুখ, মিদ্ধ (তন্দ্রা)-সুখ উপভোগে অনুযুক্ত; তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না, ইহা হচ্ছে তার চতুর্থ চিত্তবন্ধন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যেকোনো দেবনিকায় আকাঙ্ক্ষা করে ব্রহ্মচর্য

পালন করে—'আমি এই শীল, ব্রত, তপ বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা দেব কিংবা দেবানুসারী হবো।' ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু যেকোনো দেবনিকায় আকাঙ্ক্ষা করে ব্রহ্মচর্য পালন করে—'আমি এই শীল, ব্রত, তপ বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা দেব কিংবা দেবানুসারী হবো।' তাই তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না, ইহা হচ্ছে তার পঞ্চম চিত্তবন্ধন। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার চিত্তবন্ধন আছে।"

চিত্তবন্ধন সূত্র সমাপ্ত

৭. যাগু সূত্র

২০৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যাগুর পাঁচটি সুফল আছে। পাঁচটি কী কী? যথা :

২. ক্ষুধা নিবারণ করে, তৃষ্ণা দূরীভূত করে, বাত নিয়ন্ত্রিত করে, বস্তি শোধন করে এবং অপক্ব খাদ্যের অবশিষ্টাংশ পরিপাক করে। ভিক্ষুগণ, যাগুর এই পাঁচ প্রকার সুফল আছে।"

যাগু সূত্র সমাপ্ত

৮. দন্তকাষ্ঠ সূত্র

২০৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, অচর্বিত দন্তকাষ্ঠের পাঁচটি আদীনব (কুফল) আছে। পঞ্চ কী কী?

২. চক্ষু আক্রান্ত হয়, মুখ দুর্গন্ধময় হয়, রস-নালী বিশুদ্ধ হয় না, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ভুক্ত খাদ্যকে ঢেকে ফেলে এবং (সে) খাদ্য উপভোগ করে না। ভিক্ষুগণ, অচর্বিত দন্তকাষ্ঠের এই পাঁচটি আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, চর্বিত দন্তকাষ্ঠের পাঁচটি সুফল আছে। পাঁচটি কী কী? যথা :

৪. ভিক্ষুগণ, চক্ষু আক্রান্ত হয় না, মুখ দুর্গন্ধময় হয় না, রস-নালী বিশুদ্ধ হয়, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ভুক্ত খাদ্যকে ঢেকে ফেলে না এবং (সে) খাদ্য উপভোগ করে। ভিক্ষুগণ, চর্বিত দন্তকাষ্ঠের এই পাঁচটি সুফল আছে।"

দন্তকাষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত

৯. গীতস্বর সূত্র

২০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ গীতস্বরে ধর্মদেশনার পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. সে নিজে সেই স্বরে অনুরক্ত হয়, অপরজনেরাও সেই স্বরে অনুরক্ত হয়, গৃহপতিগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলে যে 'আমরা যেরূপে গাইছি, নিশ্চয় এরূপেই শাক্যপুত্রিয় শ্রমণগণ গেয়ে থাকেন', স্বর-বিন্যাসের পর প্রচেষ্টাকারীর সমাধি ভঙ্গ হয় এবং পরবর্তী জনতা দৃষ্টানুগতিপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ গীতস্বরে ধর্মদেশনার এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

গীতস্বর সূত্র সমাপ্ত

১০. বিস্মরণশীল সূত্র

২১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, নিদ্রাগতের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পঞ্চ কী কী?

২. দুঃখে শয়ন করে, দুঃখে জাগ্রত হয়, দুঃস্বপ্ন দেখে, দেবতারা রক্ষা করে না এবং অশুচিপাত হয়। ভিক্ষুগণ, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী নিদ্রাগতের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, উপস্থিত স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানী নিদ্রাগতের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

৪. সুখে শয়ন করে, সুখে জাগ্রত হয়, দুঃস্বপ্ন দেখে না, দেবগণ রক্ষা করে এবং অশুচিপাত হয় না। ভিক্ষুগণ, উপস্থিত স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানী নিদ্রাগতের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

বিস্মরণশীল সূত্র সমাপ্ত

কিমিল বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

কিমিল, ধর্ম শ্রবণ ও অশ্বাজানীয় সুত্র,
বল, চিত্তখিল, বন্ধন, যাগু হল বিবৃত;
কাষ্ঠ, গীত, বিস্মরণ মিলে বর্গ হলো সমাপ্ত।

(২২) ২. আক্রোশকারী বর্গ

১. আক্রোশকারী সূত্র

২১১.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশকারী, পরিভাষণকারী এবং আর্যদের নিন্দাকারী তার পঞ্চবিধ আদীনব প্রত্যাশিত। পঞ্চ কী কী?

২. সে পারাজিকা অপরাধী ও প্রতিবন্ধকযুক্ত হয়, অন্যতর সংক্লিষ্ট

অপরাধে আবিষ্ট হয়, ব্যাধি ও রোগাতঙ্ক লাভ করে, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশকারী, পরিভাষণকারী এবং আর্যদের নিন্দাকারী তার এই পঞ্চবিধ আদীনব প্রত্যাশিত।"

আক্রোশকারী সূত্র সমাপ্ত

২. ঝগড়াকারী সূত্র

২১২.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ঝগড়াকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বাজে আলাপকারী এবং সংঘমধ্যে বিবাদ উত্থাপনকারী তার পঞ্চবিধ আদীনব প্রত্যাশিত। পঞ্চ কী কী?

২. অনধিগত বিষয় অধিগত হয় না, অধিগত বিষয় হ্রাস পায়, পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়, সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ঝগড়াকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বাজে আলাপকারী এবং সংঘমধ্যে বিবাদ উত্থাপনকারী তার এই পঞ্চবিধ আদীনব প্রত্যাশিত।"

ঝগড়াকারী সূত্র সমাপ্ত

৩. শীল সূত্র

২১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুঃশীল, শীল বিপত্তির পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, দুঃশীল, শীলবিপন্ন ব্যক্তি প্রমাদহেতু মহাভোগ্যসম্পত্তি বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দুঃশীল, শীল বিপত্তির প্রথম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দুঃশীল, শীলবিপন্নের পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দুঃশীল, শীলবিপত্তির দ্বিতীয় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দুঃশীল, শীলবিপন্ন ব্যক্তি যেকোনো পরিষদ; যথা : ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ কিংবা শ্রমণ পরিষদে অবিশারদ ও হতোদ্যম হয়ে উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দুঃশীল, শীল বিপত্তির তৃতীয় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দুঃশীল, শীলবিপন্ন ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দুঃশীল, শীলবিপত্তির চতুর্থ আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দুঃশীল, শীলবিপন্ন ব্যক্তি কায়ভেদে মৃত্যুর পর আপায়

দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে দুঃশীল, শীলবিপত্তির পঞ্চম আদীনব। ভিক্ষুগণ, দুঃশীল, শীলবিপত্তির এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্নের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি অপ্রমাদহেতু মহাভোগ্যসম্পত্তি লাভ করে। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে শীলবান শীলসম্পন্নের প্রথম আনিশংস।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্নের কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে শীলবান শীলসম্পন্নের দ্বিতীয় আনিশংস।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি যেকোনো পরিষদ; যথা : ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ কিংবা শ্রমণ পরিষদে বিশারদ ও উদ্যমী হয়ে উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে শীলবান শীলসম্পন্নের তৃতীয় আনিশংস।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি অমোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে শীলবান শীলসম্পন্নের চতুর্থ আনিশংস।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্ন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে শীলবান শীলসম্পন্নের পঞ্চম আনিশংস। ভিক্ষুগণ, শীলবান, শীলসম্পন্নের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।”

শীল সূত্র সমাপ্ত

৪. বহুভাষী সূত্র

২১৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, বহুভাষী পুদ্গালের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. মিথ্যা ভাষণ করে, পিশুন (বিদ্বেষপূর্ণ) বাক্য ভাষণ করে, পরুষ (কর্কশ) বাক্য ভাষণ করে, সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, বহুভাষী পুদ্গালের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পরিমিতভাষী পুদ্গালের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. মিথ্যা ভাষণ করে না, পিশুন বাক্য ভাষণ করে না, পরুষ বাক্য ভাষণ

করে না, বৃথা বাক্য ভাষণ করে না এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, পরিমিতভাষী পুদ্গালের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

বহুভাষী সূত্র সমাপ্ত

৫. প্রথম ক্ষান্তিহীন সূত্র

২১৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, ক্ষান্তিহীনের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. বহুজনের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হয়, বৈরবহুল হয়, বহুজনের নিন্দনীয় হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ক্ষান্তিহীনের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ক্ষমাকারীর পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, বৈরবহুল হয় না, বহুজনের নিন্দনীয় হয় না, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় না এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ক্ষমাকারীর এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

প্রথম ক্ষান্তিহীন সূত্র সমাপ্ত

৬. দ্বিতীয় ক্ষান্তিহীন সূত্র

২১৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, ক্ষান্তিহীনের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. বহুজনের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হয়, নির্দয় হয়, অনুশোচনা প্রাপ্ত হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ক্ষান্তিহীনের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ক্ষমাকারীর পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়; নির্দয় হয় না; অনুশোচনা প্রাপ্ত হয় না; মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় না এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ক্ষমাকারীর এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

দ্বিতীয় ক্ষান্তিহীন সূত্র সমাপ্ত

৭. প্রথম অপ্রসাদিক সূত্র

২১৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, অপ্রসাদিকের (ভালোবাসার অযোগ্য) পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, অপ্রসাদিকের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, প্রসাদিকের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় না এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, প্রসাদিকের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

প্রথম অপ্রসাদিক সূত্র সমাপ্ত

৮. দ্বিতীয় অপ্রসাদিক সূত্র

২১৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, অপ্রসাদিকের (ভালোবাসার অযোগ্য) পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী?

২. অপ্রসন্নরা প্রসন্ন হয় না, প্রসন্নদের কারও মনের পরিবর্তন হয়, শাস্তার শাসন অকৃত (অননুষ্ঠিত) হয়, পরবর্তী জনতা দৃষ্টানুগত আপন্ন হয় এবং তার চিত্ত প্রসন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, অপ্রসাদিকের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, প্রসাদিকের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. অপ্রসন্নরা প্রসন্ন হয়, প্রসন্নরাও অত্যধিক প্রসন্ন হয়, শাস্তার শাসন কৃত হয়। পরবর্তী জনতা দৃষ্টানুগতে আপন্ন হয় এবং তার চিত্ত প্রসন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, প্রসাদিকের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

দ্বিতীয় অপ্রসাদিক সূত্র সমাপ্ত

৯. অগ্নি সূত্র

২১৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, অগ্নির পঞ্চবিধ আদীনব আছে। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. ইহা চক্ষুর অন্তরায় হয়, দুর্বর্ণকরণের কারণ হয়, দুর্বলকরণের কারণ হয়, সমাজ বৃদ্ধি পায় এবং পশু-পক্ষী সম্বন্ধীয় আলাপের কারণ হয়। ভিক্ষুগণ, অগ্নির এই পঞ্চবিধ আদীনব আছে।”

অগ্নি সূত্র সমাপ্ত

১০. মধুরা সূত্র

২২০.১. “হে ভিক্ষুগণ, মধুরায় পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. মধুরার ভূমিভাগ বিষম, প্রচুর ধুলা, তথায় চণ্ড কুকুর আছে, মূর্খ যক্ষ আছে এবং পিণ্ডলাভ দুর্লভ। ভিক্ষুগণ, মধুরায় এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।”

মধুরা সূত্র সমাপ্ত

আক্রোশকারী বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

আক্রোশকারী, ঝগড়াকারী আর শীল সূত্র,
বহুভাষী আর দুই ক্ষান্তিহীন হলো বিবৃত;
দুই অপ্রসাদিক, অগ্নি, মধুরা মিলে বর্গ সমাপ্ত।

(২৩) ৩. দীর্ঘ-পর্যটন বর্গ

১. প্রথম দীর্ঘ-পর্যটন সূত্র

২২১.১. “হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ-পর্যটন ও উদ্দেশ্যবিহীন পরিভ্রমণে রত অনুদ্যমীর পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয় না, শ্রুত বিষয় সংশোধিত হয় না, শ্রুত বিষয়ে বিশারদ হয় না, ব্যাধি ও রোগাতঙ্ক প্রাপ্ত হয় এবং মিত্রহীন হয়। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ-পর্যটন ও উদ্দেশ্যবিহীন পরিভ্রমণে রত অনুদ্যমীর এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, শ্রুত বিষয় সংশোধিত হয়, শ্রুত বিষয়ে বিশারদ হয়, ব্যাধি ও রোগাতঙ্ক প্রাপ্ত হয় না এবং মিত্রসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।”

প্রথম দীর্ঘ-পর্যটন সূত্র সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় দীর্ঘ-পর্যটন সূত্র

২২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ-পর্যটন ও উদ্দেশ্যবিহীন পরিভ্রমণে রত অনুদ্যমীর পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. অনধিগত বিষয় অধিগত হয় না, অধিগত বিষয় হ্রাস পায়, অধিগত বিষয়ে বিশারদ হয় না, ব্যাধি ও রোগাতঙ্ক প্রাপ্ত হয় এবং মিত্রহীন হয়। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘ-পর্যটন ও উদ্দেশ্যবিহীন পরিভ্রমণে রত অনুদ্যমীর এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. অনধিগত বিষয় অধিগত হয়, অধিগত বিষয় হ্রাস পায় না, অধিগত বিষয়ে বিশারদ হয়, ব্যাধি ও রোগাতঙ্ক প্রাপ্ত হয় না এবং মিত্রসম্পন্ন হয়। উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

দ্বিতীয় দীর্ঘ-পর্যটন সূত্র সমাপ্ত

৩. দীর্ঘ-অবস্থান সূত্র

২২৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনো স্থানে) পাঁচটি আদীনব আছে। পাঁচটি কী কী? যথা :

২. বহু পণ্যদ্রব্য এবং দ্রব্যাদির স্তূপ হয়; বহু ভৈষজ্য এবং ভৈষজ্যাদির স্তূপ হয়; বহুকৃত্য, বহুকরণীয় এবং তাতে সংলগ্ন হয়; গৃহী ও প্রব্রজিতদের এবং অনুপযোগী গৃহীদের সাথেও সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করে; এবং সে সেই স্থান হতে প্রস্থানের সময় আকুল আকাঙ্ক্ষী হয়ে প্রস্থান করে। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল অবস্থানের এই পাঁচটি আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনো স্থানে) পাঁচটি আনিশংস আছে। পাঁচটি কী কী? যথা :

৪. বহু পণ্যদ্রব্য এবং পণ্য দ্রব্যাদির স্তূপ হয় না; বহু ভৈষজ্য এবং ভৈষজ্যাদির স্তূপ হয় না; বহুকৃত্য, বহুকরণীয় এবং তাতে সংলগ্ন হয় না; গৃহী ও প্রব্রজিতদের এবং অনুপযোগী গৃহীদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করে না; এবং সে সেই আবাস হতে প্রস্থানের সময় আকুল আকাঙ্ক্ষী না হয়ে প্রস্থান করে। ভিক্ষুগণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ অবস্থানের এই পাঁচটি আনিশংস আছে।"

দীর্ঘ-অবস্থান সূত্র সমাপ্ত

৪. মৎসরী সূত্র

২২৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনো স্থানে) পাঁচটি আদীনব আছে। পাঁচটি কী কী? যথা :

২. সে অন্যের আবাস-মৎসরী হয়, কুল-মৎসরী হয়, লাভ-মৎসরী হয়, বর্ণ (যশ)-মৎসরী হয় এবং ধর্ম-মৎসরী হয়। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনো স্থানে) এই পাঁচটি আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনো স্থানে) পাঁচটি আনিশংস আছে।

৪. সে অন্যের আবাস-মৎসরী হয় না, কুল-মৎসরী হয় না, লাভ-মৎসরী হয় না, বর্ণ-মৎসরী হয় না এবং ধর্ম-মৎসরী হয় না। ভিক্ষুগণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনো স্থানে) এই পাঁচটি আনিশংস আছে।

মৎসরী সূত্র সমাপ্ত

৫. প্রথম কুলগামী সূত্র

২২৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, কুলে গমনকারীর পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. বিনা আমন্ত্রণে গমনহেতু সে অপরাধ প্রাপ্ত হয়, নির্জনে উপবেশনপূর্বক অপরাধ প্রাপ্ত হয়, প্রতিচ্ছন্ন আসনে অপরাধ প্রাপ্ত হয়, (একাকী) মহিলাকে পাঁচ বা ছয় বাক্য হতে অধিক ধর্মদেশনাকালে অপরাধ প্রাপ্ত হয়, সে কামসংকল্পবহুল হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, কুলে গমনকারীর এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

প্রথম কুলগামী সূত্র সমাপ্ত

৬. দ্বিতীয় কুলগামী সূত্র

২২৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, দীর্ঘক্ষণ কুলে সংসর্গিত হয়ে অবস্থানকারী কুলে গমনকারী ভিক্ষুর পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. সে স্ত্রীলোকদের সর্বদা দর্শন করে, দর্শনের দরুন সংসর্গ হয়, সংসর্গহেতু বিশ্বাস, বিশ্বাসহেতু প্রেমাসক্ত হয়। প্রেমাসক্ত চিত্তের ইহাই প্রত্যাশিত যে 'অনভিরত হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করবে, অন্যতর সংক্লিষ্ট অপরাধ প্রাপ্ত হবে এবং শিক্ষা প্রত্যাখ্যানপূর্বক হীন জীবনে (গার্হস্থ্য) প্রত্যাবর্তন করবে। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘক্ষণ কুলে সংসর্গিত হয়ে অবস্থানকারী কুলে গমনকারী ভিক্ষুর এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

দ্বিতীয় কুলগামী সূত্র সমাপ্ত

৭. ভোগ্যসম্পদ সূত্র

২২৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, ভোগ্যসম্পদে পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. ভোগ্যসম্পদ আগুনে বিনষ্ট হয়, জলে বিনষ্ট হয়, রাজাগণ কর্তৃক বিনষ্ট হয়, চোরদের দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং অপ্রিয় দায়াদদের দ্বারা বিনষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, ভোগ্যসম্পদে এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ভোগ্যসম্পদে পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. সে ভোগ্যসম্পদহেতু নিজেকে সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকরূপে সুখকে ধারণ করে; মাতাপিতাকে সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকরূপে সুখকে ধারণ করে; স্ত্রী-পুত্র, দাস, শ্রমিক, পুরুষদের সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকরূপে সুখকে ধারণ করে; মিত্র-সহচরদের সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকরূপে সুখকে ধারণ করে; সে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফল দায়ক, স্বর্গসংবর্তনকারী শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দক্ষিণায় প্রতিষ্ঠাপিত করে। ভিক্ষুগণ, ভোগ্যসম্পদে এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

ভোগ্যসম্পদ সূত্র সমাপ্ত

৮. মধ্যাহ্নের পর ভোজন সূত্র

২২৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, মধ্যাহ্নের পর ভোজনকারীর কুলে পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. তাদের যে-সকল অতিথি আমন্ত্রিত তারা যথাসময়ে অতিথি সেবা পায় না; তাদের যে-সকল আহুতি গ্রাহক দেবতা আছে তারা যথাসময়ে পূজা লাভ করে না; যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ একাহারী, রাত্রির ভোজনে বিরত এবং বিকাল ভোজনে বিরত তারা যথাসময়ে পূজিত হয় না; দাস-শ্রমিক পুরুষেরা অনিচ্ছুক হয়ে কর্মাদি করে; এতদ্ভিন্ন অসময়ে ভুক্ত খাদ্য ততক্ষণে অপুষ্টিকর হয়। ভিক্ষুগণ, মধ্যাহ্নের পর ভোজনকারীর কুলে এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, যথাসময়ে আহারকারীর কুলে পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. তাদের যে-সকল অতিথি আমন্ত্রিত তারা যথাসময়ে অতিথি সেবা পায়; তাদের যে-সকল আহুতি গ্রাহক দেবতা আছে তারা যথাসময়ে পূজা

লাভ করে; যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ একাহারী, রাত্রির ভোজনে বিরত এবং বিকাল ভোজনে বিরত তারা যথাসময়ে পূজিত হয়; দাস-শ্রমিক পুরুষেরা স্পৃহাপূর্ণ হয়ে কর্মাদি করে; এতদ্ভিন্ন যথাসময়ে ভুক্ত খাদ্য ততক্ষণে পুষ্টিকর হয়। ভিক্ষুগণ, যথাসময়ে আহারকারীর কুলে পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।”

মধ্যাহ্নের পর ভোজন সূত্র সমাপ্ত

৯. প্রথম কৃষ্ণসাপ সূত্র

২২৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণসাপে পঞ্চবিধ আদীনব আছে। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. কৃষ্ণসর্প অশুচি, দুর্গন্ধ, ভীরু, ভয়ানক এবং মিত্রের প্রতি দূরভিসন্ধিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণসাপে এই পঞ্চবিধ আদীনব আছে। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৩. স্ত্রীলোক অশুচি, দুর্গন্ধ, ভীরু, ভয়ানক এবং মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের এই পঞ্চবিধ আদীনব আছে।”

প্রথম কৃষ্ণসাপ সূত্র সমাপ্ত

১০. দ্বিতীয় কৃষ্ণসাপ সূত্র

২৩০.১. “হে ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণসাপে পঞ্চবিধ আদীনব আছে। পঞ্চবিধ কী কী? যথা :

২. কৃষ্ণসর্প ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী, ভয়ানক বিষাক্ত, দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বাসম্পন্ন এবং মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ, কৃষ্ণসাপে এই পঞ্চবিধ আদীনব আছে। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৩. স্ত্রীলোক ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী, ভয়ানক বিষাক্ত, দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বাসম্পন্ন এবং মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিপূর্ণ হয়। তথায়, ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের ভয়ানক বিষাক্ততা হচ্ছে—স্ত্রীলোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে তীব্র রাগসম্পন্ন। তথায়, ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বাসম্পন্নতা হচ্ছে—স্ত্রীলোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিশুন বাক্য (বিদ্বেষপূর্ণ বাক্য) পূর্ণ। তথায়, ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিতা হচ্ছে—স্ত্রীলোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিচারিণী। ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।”

দ্বিতীয় কৃষ্ণসাপ সূত্র সমাপ্ত
দীর্ঘ-পর্যটন বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা
দুই দীর্ঘ-পর্যটন ও দীর্ঘ-অবস্থান সূত্র,
মৎসরী, দুই কুলগামী ও ভোগ্যসম্পদ হলো উক্ত;
মধ্যাহ্নন্তে ভোজন ও দুই কৃষ্ণসাপ সূত্রে বর্গ সমাপ্ত।

(২৪) ৪. আবাসিক বর্গ

১. আবাসিক সূত্র

২৩১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে (বিষয়ে) সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু শ্রদ্ধার যোগ্য হয় না। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে সদাচারসম্পন্ন ও কর্তব্যসম্পন্ন হয় না; বহুশ্রুত ও শ্রুতিধর হয় না; আত্মসংযমে কঠোর এবং নির্জনে পুলকিত হয় না; কল্যাণভাষী ও কল্যাণ আলোচক হয় না; সে দুষ্প্রাজ্ঞ, মূর্খ এবং নির্বোধ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু শ্রদ্ধার যোগ্য হয় না।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে (বিষয়ে) সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে সদাচারসম্পন্ন ও কর্তব্যসম্পন্ন হয়; বহুশ্রুত ও শ্রুতিধর হয়; আত্মসংযমে কঠোর এবং নির্জনে পুলকিত হয়; কল্যাণভাষী ও কল্যাণ আলোচক হয়; সে প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

আবাসিক সূত্র সমাপ্ত

২. প্রিয় সূত্র

২৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত হয়, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও

শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি (দর্শন) দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। সে কল্যাণভাষী ও আন্তরিকভাবে আলোচনা করে। বাচনিক শিষ্টতায়, স্পষ্ট উচ্চারণে, পরিষ্কার কণ্ঠে এবং অর্থের উপস্থাপনায় সে সমন্নাগত হয়। সে ইহজীবনে সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হয়। এবং সে আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অধিগত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।”

প্রিয় সূত্র সমাপ্ত

৩. শোভন সূত্র

২৩৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু আবাসে শোভিত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত হয়, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি (দর্শন) দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। সে কল্যাণভাষী ও আন্তরিকভাবে আলোচনা করে। বাচনিক শিষ্টতায়, স্পষ্ট উচ্চারণে, পরিষ্কার কণ্ঠে এবং অর্থের উপস্থাপনায় সে সমন্নাগত হয়; তার নিকট উপস্থিত জনতাদের ধর্মকথার দ্বারা বর্ণনা করতে, হৃদয়ঙ্গম করাতে, প্ররোচিত করতে এবং পুলকিত করতে সক্ষম হয়; সে ইহজীবনেই সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু আবাসে শোভিত হয়।”

শোভন সূত্র সমাপ্ত

৪. বহুপকার সূত্র

২৩৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু আবাসের বহু উপকার করে। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত হয়, আচার-গোচরসম্পন্ন হয়, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিসঞ্চয়ী হয়—যে-সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়; দালানের ভগ্ন এবং ধ্বংস প্রাপ্ত অংশ মেরামত করে; পুরোগামী বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষু-মহাভিক্ষুসংঘ আগমন করলে সে গৃহীদের নিকট উপস্থিত হয়ে জানায় যে 'দেখুন, পুরোগামী বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষু-মহাভিক্ষুসংঘ আগমন করেছেন। আপনারা পুণ্য করুন, পুণ্য করার এখনই সময়। সে ইহজীবনেই সুখবিহারস্বরূপ অভিচিত্তশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু আবাসের বহু উপকার করে।"

বহুপকার সূত্র সমাপ্ত

৫. অনুকম্পা সূত্র

২৩৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু গৃহীদের অনুকম্পা করে। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে শ্রেষ্ঠ শীল গ্রহণ করায়; ধর্মদর্শনে প্রতিষ্ঠিত করায়; অসুস্থের নিকট উপস্থিত হয়ে স্মৃতি উৎপাদন করায়; যথা : 'মহাশয়গণ, অর্হৎগত স্মৃতি উপস্থাপিত করুন'; পুরোগামী বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষু-মহাভিক্ষুসংঘ আগমন করলে সে গৃহীদের নিকট উপস্থিত হয়ে জানায় যে 'দেখুন, পুরোগামী বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষু-মহাভিক্ষুসংঘ আগমন করেছেন। আপনারা পুণ্য করুন, পুণ্য করার এখনই সময়। তাকে নিকৃষ্ট বা প্রণীত যেকোনো খাদ্য দিলে সে নিজে তা পরিভোগ করে, শ্রদ্ধাদত্ত আহার নষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু গৃহীকে অনুকম্পা করে।"

অনুকম্পা সূত্র সমাপ্ত

৬. প্রথম অপবাদের শাস্তি সূত্র

২৩৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংনীয়ের প্রশংসা করে; প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে; অপ্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদ উৎপন্ন করে; প্রসাদনীয় জনে (বা স্থানে) অপ্রসাদ উৎপন্ন করে এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী?

৪. সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে; প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে; অপ্রসাদনীয় স্থানে অপ্রসাদ উৎপন্ন করে; প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদ উৎপন্ন করে এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

প্রথম অপবাদের শাস্তি সূত্র সমাপ্ত

৭. দ্বিতীয় অপবাদের শাস্তি সূত্র

২৩৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংনীয়ের প্রশংসা করে; প্রশংসনীয়ে নিন্দা করে; আবাস-মৎসরী ও আবাস-গৃধ্নী (লোলুপী); কুল-মৎসরী ও কুলগৃধ্নী (লোলুপী) হয়; সে শ্রদ্ধাদান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে জ্ঞাত হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে; প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে; আবাস-মৎসরী ও আবাস-গৃধ্নী (লোলুপী) হয় না, কুল-মৎসরী ও কুল-গৃধ্নী হয় না; সে শ্রদ্ধাদত্ত বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

দ্বিতীয় অপবাদের শাস্তি সূত্র সমাপ্ত

৮. তৃতীয় অপবাদের শাস্তি সূত্র

২৩৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, আবাস-মৎসরী হয়, কুল-মৎসরী হয় এবং লাভ-মৎসরী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে জ্ঞাত হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, আবাস-মৎসরী হয় না, কুল-মৎসরী হয় না এবং লাভ-মৎসরী হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

তৃতীয় অপবাদের শাস্তি সূত্র সমাপ্ত

৯. প্রথম মাৎসর্য সূত্র

২৩৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে আবাস-মৎসরী হয়, কুল-মৎসরী হয়, লাভ-মৎসরী হয়, যশ-মৎসরী হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে আবাস-মৎসরী হয় না, কুল-মৎসরী হয় না, লাভ-মৎসরী হয় না, যশ-মৎসরী হয় না এবং শ্রদ্ধাদত্ত বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

প্রথম মাৎসর্য সূত্র সমাপ্ত

১০. দ্বিতীয় মাৎসর্য সূত্র

২৪০.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে আবাস-মৎসরী হয়, কুল-মৎসরী হয়, লাভ-মৎসরী হয়, যশ-

মৎসরী হয় এবং ধর্ম-মৎসরী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে আবাস-মৎসরী হয় না, কুল-মৎসরী হয় না, লাভ-মৎসরী হয় না, যশ-মৎসরী হয় না এবং ধর্ম-মৎসরী হয় না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

দ্বিতীয় মাৎসর্য সূত্র সমাপ্ত

আবাসিক বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

আবাসিক ও প্রিয়, শোভন সূত্র হলো উক্ত,
বহুপকার ও অনুকম্পা সূত্র হলো বিবৃত;
অপবাদের শাস্তিত্রয় ও দুই মাৎসর্যে বর্গ সমাপ্ত।

(২৫) ৫. দুশ্চরিত্র বর্গ

১. প্রথম দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪১.১. "হে ভিক্ষুগণ, দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন না হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

প্রথম দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

২. প্রথম কায়-দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪২.১. "হে ভিক্ষুগণ, কায়-দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, কায়-দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কায়-সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন না হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, কায়-সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

প্রথম কায়-দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

৩. প্রথম বাক্য-দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, বাক্য-দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, বাক্য-দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, বাক্য-সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন না হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, বাক্য-সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

প্রথম বাক্য-দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

৪. প্রথম মনোদুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, মনোদুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ

প্রকার কী কী? যথা :

২. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, মনোদুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, মনোসচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন না হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, মনোসচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।”

প্রথম মনোদুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

৫. দ্বিতীয় দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়, সে সদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অসদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।”

দ্বিতীয় দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

৬. দ্বিতীয় কায়-দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৬.১.। “হে ভিক্ষুগণ, কায়-দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়, সে সদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, কায়-দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কায়-সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অসদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, কায়-সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।”

দ্বিতীয় কায়-দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

৭. দ্বিতীয় বাক্য-দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, বাক্য-দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়, সে সদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, বাক্য-দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, বাক্য-সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অসদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, বাক্য-সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।”

দ্বিতীয় বাক্য-দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

৮. দ্বিতীয় মনোদুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, মনোদুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়, সে সদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, মনোদুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. হে ভিক্ষুগণ, মনোসচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অসদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ, মনোসচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব

আছে।”

দ্বিতীয় মনোদুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

৯. সিবথিকা[১] শ্মশান সূত্র

২৪৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, সিবথিকা শ্মশানের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. অশুচি, দুর্গন্ধ, ভয়ানক, মূর্খ অমনুষ্যদের আবাস এবং বহুজনের ক্রন্দনের স্থান। ভিক্ষুগণ, সিবথিকা শ্মশানের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩. ঠিক তদ্রুপ, হে ভিক্ষুগণ, সিবথিকা শ্মশান সদৃশ পুদ্গলের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল (ব্যক্তি) অশুচি কায়-বাক্-মনঃকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। আমি বলি, ইহা হচ্ছে তার অশুচিতা। যেমন, ভিক্ষুগণ, সেই সিবথিকা শ্মশান অশুচি; আমি বলছি, সেই উপমা সদৃশই এই পুদ্গল।

সেই অশুচি কায়-বাক্ ও মনঃকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ জনের পাপকীর্তিশব্দ প্রচার হয়। আমি বলি, ইহা হচ্ছে তার দুর্গন্ধতা। যেমন, ভিক্ষুগণ, সেই সিবথিকা শ্মশান দুর্গন্ধময়; আমি বলছি, সেই উপমা সদৃশই এই পুদ্গল।

সেই অশুচি কায়-বাক্-মনঃকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ জনকে সদাচারী সব্রহ্মচারীরা দূর থেকে এড়িয়ে চলে। আমি বলি, ইহা হচ্ছে তার ভয়ানকতা। যেমন, ভিক্ষুগণ, সেই সিবথিকা শ্মশান ভয়ানক; আমি বলছি, সেই উপমা সর্দৃশই এই পুদ্গল।

সে অশুচি কায়-বাক্-মনঃকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে সাধারণ ব্যক্তিদের সাথে বসবাস করে। আমি বলি, ইহা হচ্ছে তার মূর্খবৎ বাস করা। যেমন, ভিক্ষুগণ, সেই সিবথিকা শ্মশান মূর্খ-অমনুষ্যদের আবাস; আমি বলছি, সেই উপমা সদৃশই এই পুদ্গল।

সেই অশুচি কায়-বাক্-মনঃকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ জনকে সদাচারী সব্রহ্মচারীরা দেখে নিরানন্দ প্রাপ্ত হয়ে বলে : ‘অহো! সত্যিই আমাদের দুঃখ যে, আমরা এরূপ ব্যক্তিদের সাথে সহবস্থান করছি।’ আমি বলি, ইহা হচ্ছে তার দরুন সৃষ্ট ক্রন্দন। যেমন, ভিক্ষুগণ, সেই সিবথিকা শ্মশান বহুজনের

---

[১]। মৃতদেহ পঁচে যাওয়ার কিংবা ক্ষয় পাওয়ার জন্য যেখানে ফেলে দেয়া হয়।

ক্রন্দনের স্থান; আমি বলছি, সেই উপমা সদৃশ এই পুদ্গল। ভিক্ষুগণ, সিবথিকা শ্মশান সদৃশ পুদ্গালের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।”

সিবথিকা শ্মশান সূত্র সমাপ্ত

১০. পুদ্গাল প্রসাদ সূত্র

২৫০.১. “হে ভিক্ষুগণ, পুদ্গালের প্রতি প্রসাদ বা প্রসন্নতার পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, যখন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়; সেই অপর ব্যক্তি যদি সেরূপ কোনো আপত্তি প্রাপ্ত হয় যেরূপ আপত্তির দরুন সংঘ তাকে বহিস্কার করে। তখন তার এরূপ চিত্তোদয় হয়—‘যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ; সে সংঘ কর্তৃক বহিস্কৃত।’ তাই সে ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়ে সে অন্য ভিক্ষুদের সাথে মিলিত হয় না। অন্য ভিক্ষুদের সাথে অমিলনহেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। সদ্ধর্ম শ্রবণ না করে সদ্ধর্ম হতে অধঃপতিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পুদ্গালের প্রতি প্রসন্নতার প্রথম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যখন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়; সেই অপর ব্যক্তি যদি সেরূপ কোনো আপত্তি প্রাপ্ত হয় যেরূপ আপত্তির দরুন সংঘ তাকে অন্তে উপবেশন করায়। তখন তার এরূপ চিত্তোদয় হয় : ‘যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ; সে সংঘ কর্তৃক অন্তে উপবিষ্ট হয়।’ তাই সে ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়ে সে অন্য ভিক্ষুদের সাথে মিলিত হয় না। অন্য ভিক্ষুদের সাথে অমিলনহেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। সদ্ধর্ম শ্রবণ না করে সদ্ধর্ম হতে অধঃপতিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পুদ্গালের প্রতি প্রসন্নতার দ্বিতীয় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যখন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়; সেই অপর ব্যক্তি অন্যত্র গমন করলে তার এরূপ চিত্তোদয় হয় : ‘যে ব্যক্তি আমার প্রিয়, মনোজ্ঞ; সে অন্যত্র গমন করেছে।’ তাই সে ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়ে সে অন্য ভিক্ষুদের সাথে মিলিত হয় না। অন্য ভিক্ষুদের সাথে অমিলনহেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। সদ্ধর্ম শ্রবণ না করে সদ্ধর্ম হতে অধঃপতিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পুদ্গালের প্রতি প্রসন্নতার তৃতীয় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যখন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়; সেই অপর ব্যক্তি বিভ্রান্ত হলে তার এরূপ চিত্তোদয় হয় : ‘যে ব্যক্তি

আমার প্রিয়, মনোজ্ঞ; সে বিভ্রান্ত হয়েছে।' তাই সে ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়ে সে অন্য ভিক্ষুদের সাথে মিলিত হয় না। অন্য ভিক্ষুদের সাথে অমিলনহেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। সদ্ধর্ম শ্রবণ না করে সদ্ধর্ম হতে অধঃপতিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পুদ্গালের প্রতি প্রসন্নতার চতুর্থ আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যখন কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়; সেই অপর ব্যক্তি কালগত হলে তার এরূপ চিত্তোদয় হয় : 'যে ব্যক্তি আমার প্রিয়, মনোজ্ঞ; সে কালগত হয়েছে।' তাই সে ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়ে সে অন্য ভিক্ষুদের সাথে মিলিত হয় না। অন্য ভিক্ষুদের সাথে অমিলনহেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। সদ্ধর্ম শ্রবণ না করে সদ্ধর্ম হতে অধঃপতিত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে পুদ্গালের প্রতি প্রসন্নতার পঞ্চম আদীনব। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে পুদ্গালের প্রতি প্রসাদের আদীনব।

পুদ্গাল প্রসাদ সূত্র সমাপ্ত

দুশ্চরিত্র বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দুই দুশ্চরিত্র ও দুই কায়-দুশ্চরিত্র হলো উক্ত,
বাক্য, মনোদুশ্চরিত্র দুই গুণে চার হলো বিবৃত;
সিবথিকা, পুদ্গাল প্রসাদ মিলে বর্গ সমাপ্ত।

(২৬) ৬. উপসম্পদা বর্গ

১. উপসম্পদাতব্য সূত্র

২৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা উপসম্পদা দেয়া উচিত। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং অশৈক্ষ্যে বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা উপসম্পদা দেয়া উচিত।"

উপসম্পদাতব্য সূত্র সমাপ্ত

২. নিশ্রয় সূত্র

২৫২.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা নিশ্রয় দেয়া উচিত। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং অশৈক্ষ্য বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা নিশ্রয় দেয়া উচিত।”

নিশ্রয় সূত্র সমাপ্ত

৩. শ্রামণের সূত্র

২৫৩.১. “ হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা শ্রামণের সংগ্রহ করা উচিত। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং অশৈক্ষ্য বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা শ্রামণের সংগ্রহ করা উচিত।”

শ্রামণের সূত্র সমাপ্ত

৪. পঞ্চ মাৎসর্য সূত্র

২৫৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার মাৎসর্য আছে। পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :

২. আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, যশ-মাৎসর্য এবং ধর্ম-মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চ মাৎসর্যের মধ্যে ইহাই অত্যধিক নিন্দার্হ; যথা : ধর্ম-মাৎসর্য।”

পঞ্চ মাৎসর্য সূত্র সমাপ্ত

৫. মাৎসর্যের প্রহাণ সূত্র

২৫৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ মাৎসর্য প্রহাণের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়। পঞ্চবিধ কী কী? যথা :

২. আবাস-মাৎসর্য প্রহাণের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা

হয়; কুল-মাৎসর্য প্রহাণের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়; লাভ-মাৎসর্য প্রহাণের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়; যশ-মাৎসর্য প্রহাণের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়; ধর্ম-মাৎসর্য প্রহাণের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ মাৎসর্য প্রহাণের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়।”

মাৎসর্য প্রহাণ সূত্র সমাপ্ত

৬. প্রথম ধ্যান সূত্র

২৫৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে অসমর্থ। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, যশ-মাৎসর্য এবং ধর্ম-মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ এই পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে অসমর্থ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে সমর্থ। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, যশ-মাৎসর্য এবং ধর্ম-মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ এই পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে সমর্থ।”

প্রথম ধ্যান সূত্র সমাপ্ত

৭-১৩. দ্বিতীয় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক

২৫৭-২৬৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে অসমর্থ। পঞ্চ কী কী? যথা :

২ আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, যশ-মাৎসর্য এবং ধর্ম-মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ এই পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে অসমর্থ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, যশ-মাৎসর্য এবং ধর্ম-মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ এই পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ।"

দ্বিতীয় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক সমাপ্ত

১৪. অপর প্রথম ধ্যান সূত্র

২৬৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে অসমর্থ। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, যশ-মাৎসর্য এবং অকৃতজ্ঞতা তথা উপকার বিস্মরণতা। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম কোনো কেউ ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে অসমর্থ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে সমর্থ হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, যশ-মাৎসর্য এবং অকৃতজ্ঞতা তথা উপকার বিস্মরণতা। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম কোনো কেউ ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে সমর্থ হয়।"

অপর প্রথম ধ্যান সূত্র সমাপ্ত

১৫-২১. অপর দ্বিতীয় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক

২৬৫-২৭১.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অসমর্থ। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, যশ-মাৎসর্য এবং অকৃতজ্ঞতা তথা উপকার বিস্মরণতা। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম কোনো কেউ ত্যাগ না করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করে অবস্থান করতে অসমর্থ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. আবাস-মাৎসর্য, কুল-মাৎসর্য, লাভ-মাৎসর্য, যশ-মাৎসর্য এবং

অকৃতজ্ঞতা তথা উপকার বিস্মরণতা। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম কোনো কেউ ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি অবস্থান করতে সমর্থ।"

অপর দ্বিতীয় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক সমাপ্ত

উপসম্পদা বর্গ সমাপ্ত

১. সম্মতি ইত্যাদি

১. ভোজন উদ্দেশক সূত্র

২৭২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক অনুমোদনযোগ্য।"

৫. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভোজন উদ্দেশক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভোজন উদ্দেশক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভোজন উদ্দেশক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই

পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভোজন উদ্দেশক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।”

ভোজন উদ্দেশক সূত্র সমাপ্ত

২-১৪. শয্যাসন প্রজ্ঞাপক সূত্রাদি ত্রয়োদশক

২৭৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে গমন করে; দোষবশত গমন করে; মোহ-বশত গমন করে; ভয় বশত গমন করে এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য।”

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য।”

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে, ভয়বশত বিপথে করে এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে গমন করে; দোষবশত গমন করে; মোহ-বশত গমন করে; ভয় বশত গমন করে এবং গৃহীত-অগৃহীত জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে, ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে, মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ

শয্যাসন প্রজ্ঞাপক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক অনুমোদনযোগ্য

নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং এবং রক্ষিত-অরক্ষিত জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক অনুমোদনযোগ্য।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভাণ্ডাগারিক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভাণ্ডাগারিক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভাণ্ডাগারিক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভাণ্ডাগারিক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত

বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর

প্রতিগ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক অনুমোদনযোগ্য।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর প্রতিগ্রাহক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর প্রতিগ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর প্রতিগ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর প্রতিগ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিজে ক্ষত,

আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন জানে না। ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত

বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর বণ্টনকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর

বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত যাগু বণ্টনকারী নিযুক্ত

করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত যাগু বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত যাগু বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত যাগু বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশতবিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত

বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে গমন করে, সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ফল বণ্টনকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশতবিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ফল

বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ফল বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ফল বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশতবিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে

নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮০.১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে গমন করে; সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত মিঠাই বণ্টনকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত মিঠাই বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত মিঠাই বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত

বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত মিঠাই বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ

মিঠাই বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮১.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে গমন করে; সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী মূর্খরূপে

জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।”

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।”

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত

বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং বণ্টন-অবণ্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বণ্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।”

২৮২.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশতবিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য।”

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত বস্ত্র-গ্রাহক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশতবিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত বস্ত্র-গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত বস্ত্র-গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত বস্ত্র-গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য।”

৯. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ

বস্ত্র-গ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র-গ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য

নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত পাত্র-গ্রাহক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশতবিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত পাত্র-গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত পাত্র-গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত পাত্র-গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত

বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র-গ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম

পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য।”

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত আরাম পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত আরাম পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত আরাম পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত আরাম পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।”

৯. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।”

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত,

আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত

বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শ্রামণের পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শ্রামণের পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শ্রামণের পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শ্রামণের পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কী কী? যথা :

১২. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৪. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ

শ্রামণের পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৬. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

১৮. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে; দোষবশত বিপথে গমন করে; মোহবশত বিপথে গমন করে; ভয়বশত বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২০. সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশত বিপথে গমন করে না; দোষবশত বিপথে গমন করে না; মোহবশত বিপথে গমন করে না; ভয়বশত বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

শয্যাসন প্রজ্ঞাপক সূত্রাদি ত্রয়োদশক সমাপ্ত

সম্মতি ইত্যাদি সমাপ্ত

১. শিক্ষাপদ ইত্যাদি

১. ভিক্ষু সূত্র

২৮৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে প্রাণিহত্যাকারী হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে, অব্রহ্মচারী হয়, মিথ্যা ভাষণ করে এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্যপায়ী হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে প্রাণিহত্যা হতে বিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়,

অব্রহ্মচর্য হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।”

ভিক্ষু সূত্র সমাপ্ত

২-৭. ভিক্ষুণী সূত্রাদি ষষ্ঠক

২৮৭-২৯২.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, উপাসক এবং উপাসিকা নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে প্রাণিহত্যা করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে, অব্রহ্মচর্যা আচরণ করে, মিথ্যা ভাষণ করে এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্যপান করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, উপাসক এবং উপাসিকা নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।”

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, উপাসক এবং উপাসিকা নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, অব্রহ্মচর্যা হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা মৈরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, উপাসক এবং উপাসিকা নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।”

ভিক্ষুণী সূত্রাদি ষষ্ঠক সমাপ্ত

৮. আজীবক সূত্র

২৯৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আজীবক (উলঙ্গ সন্ন্যাসী) নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে প্রাণিহত্যা করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে, অব্রহ্মচর্যা আচরণ করে, মিথ্যা ভাষণ করে এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আজীবক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আজীবক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. সে প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়,

অব্রহ্মচর্যা হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আজীবক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

আজীবক সূত্র সমাপ্ত

৯-১৭. নিগ্রন্থ সূত্রাদি নবক

২৯৪-৩০২.১. "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ নিগ্রন্থ[১], মুণ্ডশ্রাবক[২], জটিল[৩], পরিব্রাজক, মাগণ্ডিক, ত্রি-দণ্ডধারী, অনাবরোধ সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌতমক (গৌতম সম্প্রদায় বিশেষের অনুসারী) এবং দেবধার্মিক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. সে প্রাণিহত্যা করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে, অব্রহ্মচর্যা আচরণ করে, মিথ্যা ভাষণ করে এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান করে। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ নিগ্রন্থ, মুণ্ড শ্রাবক, জটিল, পরিব্রাজক, মাগণ্ডিক, ত্রি-দণ্ডধারী, অনাবরোধ সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌতমক (গৌতম সম্প্রদায় বিশেষের অনুসারী) এবং দেবধার্মিক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ নিগ্রন্থ, মুণ্ড শ্রাবক, জটিল, পরিব্রাজক, মাগণ্ডিক, ত্রি-দণ্ডধারী, অনাবরোধ সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌতমক (গৌতম সম্প্রদায়বিশেষের অনুসারী) এবং দেবধার্মিক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কী কী? যথা :

৪. প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, অব্রহ্মচর্যা হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ নিগ্রন্থ, মুণ্ডশ্রাবক, জটিল, পরিব্রাজক, মাগণ্ডিক, ত্রি-দণ্ডধারী, অনাবরোধ সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌতমক (গৌতম সম্প্রদায়বিশেষের অনুসারী) এবং দেবধার্মিক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

নিগ্রন্থ সূত্রাদি নবক সমাপ্ত

শিক্ষাপদ ইত্যাদি সমাপ্ত

---

[১]। পূর্বভাগ আবৃত সন্ন্যাসী।

[২]। তীর্থিয়।

[৩]। দেবধর্ম পালনকারী।

৩. রাগ ইত্যাদি

৩০৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. অশুভ-সংজ্ঞা, মরণ-সংজ্ঞা, আদীনব-সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা এবং সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত।

৩০৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. অনিত্য-সংজ্ঞা, অনাত্ম-সংজ্ঞা, মরণ-সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল-সংজ্ঞা এবং সর্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

৩০৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত। যথা :

২. অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা ও বিরাগ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

৩০৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত। যথা :

২. শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

৩০৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত। যথা :

২. শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

৩০৮-১১৫১.১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য, পরিক্ষয়ের জন্য..., প্রহাণের জন্য..., ক্ষয়ের জন্য..., ব্যয়ের জন্য..., বিরাগের জন্য..., নিরোধের জন্য..., ত্যাগের জন্য..., বিসর্জনের জন্য পঞ্চবিধ ধর্ম ভাবনা করা উচিত।

দোষের..., মোহের..., ক্রোধ, বিদ্বেষ, ম্রক্ষ্য, হিংসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, শঠতা, একগুয়েমিতা, ঘৃণা, মান, অতিমান, অহংকার, প্রমাদের পরিপূর্ণ উপলব্ধি..., পরিক্ষয়, প্রহাণ, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ,

বিসর্জনের জন্য পঞ্চবিধ বিষয় ভাবনা করা উচিত। পঞ্চ কী কী? যথা :

২. শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চবিধ বিষয় ভাবনা করা উচিত।”

রাগ ইত্যাদি সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞা, পরিক্ষয়, প্রহাণ,
ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ,
ত্যাগও প্রতিনিসর্গ এই দশ।

তত্রিদং বগ্গুদ্দানং

শৈক্ষ্যবল, বল, পঞ্চাঙ্গিক, আর সুমন বর্গ,
মুণ্ডরাজ, নীবরণ, সংজ্ঞা ও যোদ্ধা হল বিবৃত;
থের, ককুধ, সুখবিহার আর অন্ধকবিন্দ,
গ্লান, রাজ, ত্রিকন্টকী মিলে পঞ্চদশ সমাপ্ত।
সদ্ধর্ম, আঘাত, উপাসক ও অরণ্য, ব্রাহ্মণ,
কিমিল, আক্রোশক, দীর্ঘচারীর তেইশে মিলন;
আবাসিক, দুশ্চরিত্র, উপসম্পদা মিলে ছাব্বিশ বর্গ,
দ্বে পেয়্যালসহ পঞ্চক নিপাত হলো সমাপ্ত॥

[অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক নিপাত) বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত]

*** *** ***

সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তরনিকায়

(ষষ্ঠক নিপাত)

(ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-টীকা সম্বলিত)

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (ষষ্ঠক নিপাত)

অনুবাদক : ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক

প্রথম প্রকাশনায় : মিথুন বড়ুয়া, বাবলু বড়ুয়া, সুপান্ত বড়ুয়া বাসিক, লোটন বড়ুয়া, কাকন বড়ুয়া (প্যারিস, ফ্রান্স প্রবাসী)

প্রথম প্রকাশকাল : শ্রাবণী পূর্ণিমা, ২৫৫৩ বুদ্ধবর্ষ; ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ, ১৪১৬ বাংলা

গ্রন্থকারের উৎসর্গ

যে **মাতাপিতার** হৃদয় পুত্র-কন্যাদের জন্য করুণায় পূর্ণ, যারা
সন্তানদের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে অকুণ্ঠচিত্ত, যাদের
স্নেহভরা সুশীতল ছায়াতলে আমি পালিত, বর্ধিত এবং
জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছি, সেই অনন্তগুণী **মাতাপিতার**
মহাগুণের কথা ভাষায় বর্ণনা করার ক্ষমতা
আমার নেই। আমি কেবল মাতাপিতার
গুণাবলি ও অবদান স্মরণ করেই
তাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই
ধর্মগ্রন্থ অনুবাদজনিত
অর্জিত পুণ্যরাশি
তাদের নিরোগ
ও সুদীর্ঘ স্বচ্ছন্দময় ধর্মজীবন তথা
নির্বাণসুখ কামনায় উৎসর্গ করলাম।

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (ষষ্ঠক নিপাত)

প্রকাশকবৃন্দের কথা..৩৮৫
প্রসঙ্গ কথা..৩৮৭
মুখবন্ধ..৪১৭

১. প্রথম পঞ্চাশক

১. আহ্বানীয় বর্গ..৪২১
১. প্রথম আহ্বানীয় সূত্র..৪২১
২. দ্বিতীয় আহ্বানীয় সূত্র..৪২৩
৩. ইন্দ্রিয় সূত্র..৪২৫
৪. বল সূত্র..৪২৫
৫. প্রথম সুবংশীয় সূত্র..৪২৫
৬. দ্বিতীয় সুবংশীয় সূত্র..৪২৬
৭. তৃতীয় সুবংশীয় সূত্র..৪২৭
৮. সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র..৪২৮
৯. অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র..৪২৮
১০. মহানাম সূত্র..৪২৮
২. সহানুভূতিশীল বর্গ..৪৩৪
১. প্রথম স্মারণীয় সূত্র..৪৩৪
২. দ্বিতীয় স্মারণীয় সূত্র..৪৩৪
৩. নিঃসরণীয় সূত্র..৪৩৫
৪. মঙ্গলজনক সূত্র..৪৩৮
৫. অনুতপ্ত সূত্র..৪৩৯
৬. নকুলপিতা সূত্র..৪৪১
৭. নিদ্রা সূত্র..৪৪৪
৮. জেলে সূত্র..৪৪৯

৯. প্রথম মরণানুস্মৃতি সূত্র ৪৫২
১০. দ্বিতীয় মরণস্মৃতি সূত্র ৪৫৬
৩. অনুত্তর বর্গ ৪৫৭
১. সামক সূত্র ৪৫৭
২. অপরিহানিকর সূত্র ৪৫৮
৩. ভয় সূত্র ৪৫৯
৪. হিমালয় সূত্র ৪৬০
৫. অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র ৪৬০
৬. মহাকাত্যায়ন সূত্র ৪৬২
৭. প্রথম সময় সূত্র ৪৬৫
৮. দ্বিতীয় সময় সূত্র ৪৬৭
৯. উদায়ী সূত্র ৪৭০
১০. শ্রেষ্ঠ সূত্র ৪৭৩
৪. দেবতা বর্গ ৪৭৭
১. শৈক্ষ্য সূত্র ৪৭৭
২. প্রথম অপরিহানি সূত্র ৪৭৭
৩. দ্বিতীয় অপরিহানি সূত্র ৪৭৮
৪. মহামৌদ্গাল্লায়ন সূত্র ৪৭৯
৫. বিদ্যার অংশ সূত্র ৪৮৩
৬. বিবাদের মূল সূত্র ৪৮৩
৭. ষড়বিধ অঙ্গসমন্বিত দান সূত্র ৪৮৬
৮. আত্মকারী সূত্র ৪৮৭
৯. আদি কারণ সূত্র ৪৮৯
১০. কিমিল সূত্র ৪৯০
১১. গাছের গুড়ি সূত্র ৪৯১
১২. নাগিত সূত্র ৪৯২
৫. ধার্মিক বর্গ ৪৯৫
১. নাগ সূত্র ৪৯৫
২. মিগসালা সূত্র ৪৯৮
৩. ঋণ সূত্র ৫০৩
৪. মহাচুন্দ সূত্র ৫০৬
৫. প্রথম সন্দৃষ্টিক সূত্র ৫০৮

৬. দ্বিতীয় সন্দৃষ্টিক সূত্র ৫০৯
৭. ক্ষেম সূত্র ৫১১
৮. ইন্দ্রিয়-সংবর সূত্র ৫১২
৯. আনন্দ সূত্র ৫১৩
১০. ক্ষত্রিয় সূত্র ৫১৫
১১. অপ্রমাদ সূত্র ৫১৭
১২. ধার্মিক সূত্র ৫১৯

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

৬. মহাবর্গ ৫২৮
১. সোণ সূত্র ৫২৮
২. ফগ্গুন সূত্র ৫৩৩
৩. ষড়বিধ জাতি সূত্র ৫৩৬
৪. আসব সূত্র ৫৪০
৫. দারুকর্মিক সূত্র ৫৪৫
৬. হস্তী সারিপুত্র সূত্র ৫৪৭
৭. মধ্য সূত্র ৫৫৪
৮. পুরুষেন্দ্রিয় সূত্র ৫৫৭
৯. অন্তর্ভেদী সূত্র ৫৬৩
১০. সিংহনাদ সূত্র ৫৬৯
৭. দেবতা বর্গ ৫৭৪
১. অনাগামীফল সূত্র ৫৭৪
২. অর্হত্ত্ব সূত্র ৫৭৪
৩. মিত্র সূত্র ৫৭৫
৪. সঙ্গপ্রিয় সূত্র ৫৭৫
৫. দেবতা সূত্র ৫৭৬
৬. সমাধি সূত্র ৫৭৮
৭. প্রত্যক্ষভাব সূত্র ৫৮১
৮. বল বা ক্ষমতা সূত্র ৫৮২
৯. প্রথম অনুধ্যান সূত্র ৫৮২
১০. দ্বিতীয় অনুধ্যান সূত্র ৫৮৩
৮. অর্হত্ত্ব বর্গ ৫৮৩

১. দুঃখ সূত্র ৫৮৩
২. অর্হত্ত্ব সূত্র..৫৮৪
৩. লোকোত্তর ধর্ম সূত্র..৫৮৪
৪. সুখ-সৌমনস্য সূত্র..৫৮৫
৫. অধিগম সূত্র...৫৮৫
৬. মহানতা সূত্র ৫৮৬
৭. প্রথম নরক সূত্র...৫৮৬
৮. দ্বিতীয় নরক সূত্র...৫৮৭
৯. শ্রেষ্ঠধর্ম সূত্র..৫৮৭
১০. দিবারাত্র সূত্র ৫৮৮
৯. শান্ত বর্গ ৫৮৮
১. শান্তভাব সূত্র ৫৮৮
২. আবরণ সূত্র ৫৮৯
৩. হত্যা সূত্র..৫৯০
৪. শ্রবণ করা সূত্র ৫৯০
৫. ত্যাগ না করে সূত্র... ৫৯১
৬. প্রহীণ সূত্র ৫৯১
৭. অক্ষম সূত্র...৫৯২
৮. প্রথম অসম্ভব বিষয় সূত্র ৫৯২
৯. দ্বিতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র ৫৯২
১০. তৃতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র ৫৯৩
১১. চতুর্থ অসম্ভব বিষয় সূত্র...৫৯৩
১০. আনিশংস বর্গ...৫৯৪
১. প্রাদুর্ভাব সূত্র ৫৯৪
২. আনিশংস বা সুফল সূত্র ৫৯৪
৩. অনিত্য সূত্র ৫৯৫
৪. দুঃখ সূত্র...৫৯৫
৫. অনাত্ম সূত্র..৫৯৫
৬. নির্বাণ সূত্র...৫৯৬
৭. পরিবর্তনশীল সূত্র ৫৯৬
৮. উক্ষিৎপ্ত অসি সূত্র ৫৯৭
৯. অতন্ময় সূত্র..৫৯৭

১০. ভব সূত্র ৫৯৮
১১. তৃষ্ণা সূত্র ৫৯৮
১১. ত্রিক বর্গ ৫৯৯
১. রাগ সূত্র ৫৯৯
২. দুশ্চরিত্র সূত্র ৫৯৯
৩. বিতর্ক সূত্র ৫৯৯
৪. সংজ্ঞা সূত্র ৬০০
৫. ধাতু সূত্র ৬০০
৬. আস্বাদন সূত্র ৬০০
৭. অরতি সূত্র ৬০০
৮. সন্তুষ্টিতা সূত্র ৬০১
৯. অশিষ্টতা সূত্র ৬০১
১০. ঔদ্ধত্য সূত্র ৬০১
১২. শ্রামণ্য বর্গ ৬০২
১. কায়ানুদর্শী সূত্র ৬০২
২. ধর্মানুদর্শী সূত্র ৬০২
৩. তপস্যু সূত্র ৬০৬
৪-২৩. ভল্লিক প্রভৃতি সূত্র ৬০৭
১৩. রাগ ইত্যাদি ৬১১

প্রকাশকবৃন্দের কথা

"স্বীয় কর্মে হও রত সাধিতে আপন ব্রত
কর মন সত্যের সন্ধান"
"স্বার্থক জীবন হবে দুঃখমুক্তি হবে যবে
সাধনার এই কর্মস্থান।"

বুদ্ধ বলেছেন, ধর্মদান সকল দানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আরও বলেছেন জন্মের দ্বারা কেউ বৌদ্ধ হয় না, কর্মের দ্বারাই বৌদ্ধ হয়। তাই আমাদের কর্মই আমাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে। এই কর্ম সৃষ্টি করতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা। আর এই উপদেশ ও শিক্ষা মূলত সঠিকভাবে পাওয়া যাবে ত্রিপিটক গ্রন্থ থেকে। বুদ্ধের অবর্তমানে ত্রিপিটক গ্রন্থই বৌদ্ধ ধর্মের একমাত্র পথপ্রদর্শক ও অনুশাসকরূপে বিদ্যমান। ত্রিপিটক ব্যতীত অন্য কোথাও বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা, উপদেশ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম চর্চা ও এ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে হলে ত্রিপিটকই মূল অবলম্বন। সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এ তিনটি বিষয় নিয়ে ত্রিপিটক। সূত্রপিটক হচ্ছে সর্বসাধারণের জন্য হিতকর, মঙ্গলজনক উপদেশাবলি। সূত্রপিটককে পঞ্চ নিকায়ে বিভাগ করা হয়েছে। যেমন, দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, ও খুদ্দকনিকায়। এই পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে আমরা আজ অঙ্গুত্তরনিকায়ের ষষ্ঠক নিপাতটি প্রকাশ করার এক মহৎ পবিত্র কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ইহা আমাদের জন্য খুবই মঙ্গলজনক। আর এসব বিষয় সম্যকভাবে অবগত হয়ে বুদ্ধশাসনের ধ্বজাধারী, সদ্ধর্মহিতৈষী, পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার এক মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কল্পে তিনি রাজবন বিহারে একটি উন্নত মানের অফসেট প্রেস প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শক্তিশালী দক্ষ অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলার তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের এই পরিকল্পনার মাধ্যমে আজ একটির পর একটি ত্রিপিটক গ্রন্থখন্ডের প্রকাশ লাভ হচ্ছে। আমরা খুবই পুণ্যবান যে আজ এমন একটি ত্রিপিটক গ্রন্থ খন্ডের প্রকাশের কাজ হাতে পেয়েছি। এই বইটির গ্রন্থকার শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদর্শী ভন্তের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং বন্দনা জানাই যে তিনি আমাদেরকে এই বই ছাপানোর অনুমতি প্রদান করেন। বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে আমরা

শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের সঙ্গে প্রথমে আলাপ করে অনুমতি নিয়ে এই দায়িত্ব নিয়েছি। আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই বই ছাপানোর জন্য যারা আর্থিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মিথুন বড়ুয়া, গ্রাম- হোয়ারাপাড়া; বাবলু বড়ুয়া, গ্রাম- বেতাগী; সুপান্ত বড়ুয়া বাসিক, গ্রাম- কেউটিয়া খামার বাড়ী; লোটন বড়ুয়া, গ্রাম- পশ্চিম বিনাজুরী; কাকন বড়ুয়া, গ্রাম- বাথুয়া। এই বইটি বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বে বুদ্ধের অমৃতময় বাণী প্রচারে সহায়ক হবে আশা করি। এই ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনায় অর্জিত পুণ্যফলে আমাদের সকলের অনির্বাণকাল পর্যন্ত সুখ ও শান্তি লাভ হউক এবং আমাদের বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবন সুখ শান্তিময় হয়ে পরম সুখ নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক। এই পুণ্য কামনা করে প্রকাশকের নিবেদনে কোন ভুল-ত্রুটি, উচ্চ কথন থাকলে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পরিশেষে এই বই ছাপানোর মৈত্রীময় পুণ্যরাশির ফলে "বুদ্ধশাসন চিরজীবী হোক" শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আয়ু বৃদ্ধি হোক। এই ধর্মগ্রন্থটি আমরা শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।

ইতি

১. মিথুন বড়ুয়া
২. বাবলু বড়ুয়া
৩. সুপান্ত বড়ুয়া বাসিক
৪. লোটন বড়ুয়া
৫. কাকন বড়ুয়া

প্রসঙ্গ-কথা

বৌদ্ধ সাহিত্যে অঙ্গুত্তরনিকায় শব্দটির রয়েছে একটি বিশেষ অবস্থান। পিটকীয় গবেষকদের নিকট অঙ্গুত্তরনিকায় যেমন গুরুত্বপূর্ণ ততোধিক গুরুত্বাবহ বৌদ্ধদের নিকট। কেননা, এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রাচীন যুগের সামাজিক অবস্থা, রীতি-নীতি, আবাহ-বিবাহ প্রথাসহ ভিক্ষু-গৃহীদের আচরণীয় ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়মাবলি। অঙ্গুত্তরনিকায়কে আবার অঙ্গুত্তরিক, একুত্তরিক, কিংবা এক নিকায় নামেও অভিহিত করা হয়। F.L.woodward মহোদয় ইংরেজিতে এর অর্থ দাঁড় করেছেন The Book of Gradual Sayings নামে। অঙ্গুত্তর, একুত্তর কিংবা এক নিকায়, যে নামেই বলি না কেন মূলত গ্রন্থটির রচনাশৈলীই এরূপ নামকরণের মূল কারণ। নির্বাণমুখী ধর্মরাজ্যে প্রবেশের জন্য সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসরব্যাপী গৌতম বুদ্ধের অমৃতময় উপদেশাবলির অনন্য সংগ্রহ ত্রিপিটক। আলোচ্য অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থটি সেই ত্রিপিটকেরই অংশবিশেষ। বর্তমান সময়ে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমতের নিজস্ব প্রামাণিক ধর্ম শাস্ত্রের সংখ্যা বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্রাদির তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। আর এই বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্র অর্থাৎ ত্রিপিটককে যদি ভাষ্য গ্রন্থ, টীকা গ্রন্থ, অনুটীকা প্রভৃতি ব্যতীত খন্ডাকারে বিভক্ত করি তবে এর সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৪[1]-এ। সর্ব সাধারণের নিকট পিটক পরিচিতির বিষয়টি চিন্তা করে এখন আমরা ভাষ্য গ্রন্থসহ ত্রিপিটক ও পিটক বহির্ভুত পালি ভাষায় বিরচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদির তুলনামূলক সমীক্ষণের চেষ্টা করব।

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে বিভাগ করা যায়; যথা : ১) পালি বা পিটক, ২) অনুপালি বা অনুপিটক। এই বিভাগ অনুযায়ী পালি বা পিটক শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধ মুখনিঃসৃত উপদেশাবলি বা ত্রিপিটক। সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম জাতীয় মূল বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ নিয়ে ত্রিপিটক গঠিত। জেনে রাখা ভালো, পিটক শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঝুড়ি। অনুপালি বা অনুপিটক হচ্ছে ত্রিপিটককে উপজীব্য করে রচিত বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ। অর্থকথা, আচার্যবাদ, কোষ, সংগ্রহ, বংশ, টীকা, অনুটীকা, ব্যাকরণ, দীপিকা, ইত্যাদি

---

[1] এই ৪৪ খণ্ডের বিভাগটি প্রদত্ত হয়েছে PTS বা Pali Text Society কর্তৃক Roman হরফের সম্পাদনা হতে।

নামে পরিচিত ‘পালিমুত্ত’ গ্রন্থসমূহ নিয়েই অনুপিটক। প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত বৌদ্ধ গ্রন্থকে নির্দেশ করে এরূপ মাত্র দুটি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; যথা : ‘পরিযত্তি’ (পর্যাপ্তি), আর ‘সাসন’ (শাসন)। ‘পরিযত্তি’ বা পর্যাপ্তি মূলত ত্রিপিটকের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়[1]। ‘সাসন’ বা শাসন শব্দ কেবল বৌদ্ধ গ্রন্থকে না বুঝিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম, সংঘ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, বিধি, বিধান ও গ্রন্থাদি সব বিষয়কে নির্দেশ করে[2]। চৈনিক ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের যে প্রাচীন তালিকা আছে তাতে ত্রিপিটক শব্দটি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই তালিকায় প্রাচীন ও আধুনিক সকল বৌদ্ধ গ্রন্থকেই ত্রিপিটক নামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে[3]। স্থবিরবাদ, মহাসাংঘিক, মহীশাসক, সর্বাস্তিবাদ, ও ধর্মগুপ্তাদি প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ হীনযান শ্রেণির এবং অবশিষ্ট বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ মহাযান শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তিব্বতীয় বৌদ্ধ অনুবাদ গ্রন্থ ত্যঙ্গুর ও ক্যঙ্গুরের বিভাগ অনুসারে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহকে হীনযান বা থেরোবাদ, মহাযান, ও তান্ত্রিক এই তিন শ্রেণিতে বিভাগ করা যেতে পারে। বুদ্ধঘোষ বিরচিত সমন্তপাসাদিকা, সুমঙ্গল বিলাসিনী, অত্থসালিনী প্রভৃতি অর্থকথা গ্রন্থের ভূমিকায়[4] পালি বা বুদ্ধবচনের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ দৃষ্ট হয়। এই শ্রেণিবিভাগগুলো নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে :

১) উপদেশ ও আদেশ অনুসারে বুদ্ধবচন দ্বিবিধ : ধর্ম ও বিনয়;
২) কাল পর্যায়ক্রমে ত্রিবিধ : আদি, মধ্য ও অন্ত;
৩) পিটক অনুসারে ত্রিবিধ : সুত্ত (সূত্র), বিনয় ও অভিধর্ম;
৪) নিকায় বা আগম অনুসারে পঞ্চবিধ : দীঘনিকায় বা দীঘাগম (দীর্ঘাগম), মজ্ঝিমনিকায় বা মজ্ঝিমাগম (মধ্যমাগম), সংযুক্তনিকায় বা সংযুত্তাগম (সংযুক্তাগম), অঙ্গুত্তরনিকায় বা একুত্তরাগম

[1] অনাগতবংসে ‘পরিয়াত্তি’ শব্দের ব্যবহার দ্রষ্টব্য।

[2] সাসনবংশ কিংবা সাসনবংসদীপে ‘সাসন’ শব্দের ব্যবহার দ্রষ্টব্য।

[3] রেভারেন্ড স্যামুয়েল বীল উক্ত তালিকার প্রথম ইংরেজি সংস্করণ *(Catalogue of the Chinese Buddhist Tripitaka)* এবং জাপান দেশীয় অধ্যাপক ড. বুনিও ন্যনজিও এর দ্বিতীয় সংস্করণ *(Catalogue of the Buddhist Tripitaka)* প্রকাশ করেছেন।

[4] সম-পাসা, পৃ. ৮, সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃ. ২০-৩৩, অত্থ-সা, পৃ. ১৭-১৮; ধম্ম-বিনযবসেন দুবিধং, পঠমমজ্ঝিম-পচ্ছিমবসেন তিবিধং, পিটকবসেন তিবিধং, নিকাযবসেন পঞ্চবিধং, অঙ্গবসেন নববিধং, ধম্মক্খন্ধবসেন চতুরাসীতি সহস্সাবিধং।” ‘রসবসেন একবিধং ‘রস’।

(একোত্তরাগম), খুদ্দকনিকায় বা খুদ্দকাগম (খুদ্রকাগম);

৫) অঙ্গ বা শ্রেণি অনুসারে নববিধ : সুত্ত (সূত্র), গেয্য (গেয়), বেয্যাকরণ (ব্যাকরণ), গাথা, উদান, ইতিবুত্তক (ইত্যুক্তক), জাতক, অব্ভুতধম্ম (অদ্ভুত ধর্ম), বেদল্ল (বেদল্য);[1]

৬) পাঠ বা পরিচ্ছেদ গণনা অনুসারে চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ বা ৮৪০০০ ধর্মস্কন্ধ।

এখন আমরা প্রদত্ত বুদ্ধবচনের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে সামান্য আলোচনা করব। প্রথমত, ধর্ম ও বিনয় বিভাগ। বুদ্ধবচনের মধ্যে ধর্ম ও বিনয় বিভাগটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বুদ্ধের নিজের উক্তির মধ্যে এই বিভাগটি দৃষ্ট হয়। 'সিযা খো পনানন্দ, তুম্হাকং এবমস্স- অতীত সত্থুক পাবচনং, নত্থি নো সত্থা'তি। ন খো পনেতং আনন্দ, এবং দট্ঠব্বং। যো বো আনন্দ মযা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চযেন সত্থা।'[2] অর্থাৎ "আনন্দ, তোমাদের এমনো মনে হতে পারে- শাস্তার প্রবচন (প্রকৃষ্ট বাণীসমূহ) অতীত হয়েছে অতএব আমাদের শাস্তা নাই। কিন্তু আনন্দ, এইভাবে বিষয়টি দেখলে চলবে না। কেননা যে ধর্ম ও বিনয় আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও প্রজ্ঞাপিত হয়েছে তা আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা"। বস্তুত এরূপ আরও অনেক উক্তি আছে যাতে ধর্ম ও বিনয় মুখ্য গ্রন্থ-বিভাগ না বুঝিয়ে শাসন বা শিক্ষাপদ্ধতিকেই নির্দেশ করে। নিম্নে এরূপ দুটি উক্তি দেয়া হলো।

১) "যো ইমস্মিং ধম্মবিনযে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি[3]..." অর্থাৎ যিনি এই ধর্মবিনয়ে অপ্রমত্ত হয়ে চলবেন...।"

২) "ন ত্বমিদং ধম্মবিনযং আজানাসি, অহং... আজানামি"। অর্থাৎ তুমি এই ধর্মবিনয় জান না, আমি জানি।"

কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে প্রতীয়মান হয় যে 'ধর্মবিনয়' শব্দ শাসন বা শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে গ্রন্থকেই নির্দেশ করেছে। "ইধ ভিক্খবে ভিক্খু এবং বদেয্য, সম্মুখা মে তং আবুসো ভগবতো সুতং সম্মুখা পটিগ্গহীতং,- অযং ধম্মো, অযং বিনযো, ইদং সত্থু সাসনন্তি। তস্স ভিক্খু ভিক্খুনো ভাসিতং

---

[1] বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের শেষ সর্গের সমাপ্তি অংশে বারো শ্রেণির গ্রন্থের উল্লেখ আছে : অষ্টসাহস্রিকা, নৈগমা গেয়-গাথে নিদানাবদানৌ মহাযানসূত্রাভিধং, ব্যাকরেত্যুক্তকে জাতকবৈপুল্যাখোদ্ভুতে চোপদেশং তপোদানকং দ্বাদশং। ১৭শ সর্গ ১৭ শ্লোক।

[2] দীর্ঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

[3] দীর্ঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১।

নেব অভিনন্দিতব্বং ন পটিক্কোসিতব্বং। অনভিনন্দিত্বা অপ্পটিকোসিত্বা তানি পদ-ব্যঞ্জনানি সাধুকং উগ্গহেত্বা সুত্তে ওতারেতব্বানি বিনযে সন্দস্সেতব্বানি[1] ।" অর্থাৎ "ভিক্ষুগণ, যদি কোন ভিক্ষু এসে এরূপ বলে : হে বন্ধুগণ, আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হতে শুনেছি এবং তা গ্রহণ করেছি, 'ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, ওই ভিক্ষুর উক্তিতে আগ্রহ প্রকাশ করতে নাই এবং বিরক্তি প্রকাশও করা অনুচিত। আগ্রহ কিংবা বিরক্তি প্রকাশ না করে পদ-ব্যঞ্জনের সাথে তার কথাগুলো যথাযথ গ্রহণ করে সূত্র-ছাঁচে ঢেলে বিনয়ের সাথে মিলিয়ে দেখবে।" উদ্ধৃত পাঠে সূত্র ধর্মের স্থান এবং বিনয় বিনয়ের স্থান অধিকার করেছে। এর আনুষাঙ্গিক উক্তিসমূহে ধর্মবিনয় কিংবা সুত্ত-বিনয়ের পরিবর্তে ব্যবহৃত ধর্ম, বিনয় ও মাতিকা আখ্যায় সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই ত্রিপিটক বিভাগের পূর্ব সূচনা দৃষ্ট হয়। 'বহুস্সুতা, আগতাগমা, ধম্ম-ধরা, বিনয-ধরা, মাতিকা-ধরা,' এই পঞ্চ বিশেষণের পর্যায় হতে আরও প্রতীয়মান হয় যেন শ্রুতি কিংবা আগামাকারে রক্ষিত ধর্মবিনয় ক্রমে ধর্ম, বিনয় ও অভিধর্মপিটকে পরিণত হয়েছে। উদ্ধৃত পাঠের সুত্ত ও বিনয় শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষ নিম্নলিখিত মতগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন : (১) 'সুত্ত' সুত্ত-বিভঙ্গ এবং বিনয় খন্ধকেরই অপর নাম। সুত্তবিভঙ্গ এবং খন্ধক বর্তমান বিনয় পিটকের দুইটি প্রধান বিভাগ। (২) 'সুত্তন্ত' সুত্তপিটকের এবং 'বিনয' বিনয়পিটকেরই অপর নাম। (৩) সূত্র ও অভিধর্মপিটক 'সুত্ত' আখ্যার এবং বিনয়পিটক 'বিনয' আখ্যার অন্তর্গত। (৪) জাতক, পটিসম্ভিদামগ্গ, নিদ্দেস, সুত্তনিপাত, ধম্মপদ, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা ও অপদান 'সুত্ত' আখ্যার বহির্ভূত বুদ্ধবচন (অসুত্তনামকং বুদ্ধবচনং)। (৫) সুদিন্ন (সুদত্ত) নামক জনৈক (সিংহলবাসী?) স্থবিরের মতে 'সুত্ত' ত্রিপিটকেরই প্রতিশব্দ এবং 'বিনয়' ইহার অন্তর্ভুক্ত কারণ মাত্র। ধর্ম ও বিনয় যে কালক্রমে পিটক বা গ্রন্থবিভাগকে নির্দেশ করেছে তাতে সন্দেহ নাই। বিনয়পিটকের চূলবগ্গ নামক গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতের যে বিবরণ নিবদ্ধ আছে তন্মধ্যে ধর্ম ও বিনয় বস্তুত দুইটি পিটকের আখ্যারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের বিবরণ অবলম্বন করেই বুদ্ধঘোষ বলেছেন-,'বিনযপিটকং বিনযো, অবসেসবুদ্ধবচনং ধম্মো'। 'বিনয়পিটক' বিনয় এবং অবশিষ্ট বুদ্ধবচন ধর্ম '।

প্রথম, মধ্যম ও অন্তিম বুদ্ধবচন : বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাক্য, আদেশ ও

[1] দীর্ঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৪; অঙ্গুত্তরনিকায়, ষষ্ঠক নিপাত, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

উপদেশ বুদ্ধবচন। কিন্তু বুদ্ধঘোষের অর্থকথাসমূহের এরূপ সংকীর্ণ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যগণের যে সকল উপদেশ ও আলোচনাদি অনুমোদন করেছিলেন তাও বুদ্ধবচনের অন্তর্গত। কথিত আছে, বুদ্ধবচনের, অর্থাৎ বর্তমান পালি ত্রিপিটকের, চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধের মধ্যে ৮২ হাজার স্বয়ং বুদ্ধের এবং অবশিষ্ট দু-হাজার তার কতিপয় শিষ্যগণের উক্তি :

‘দ্বাসীতি বুদ্ধতো গণ্হিং, দ্বে সহস্সানি ভিক্খুনো,
চতুরাসীতি সহস্সানি যে’মে ধম্ম পবত্তিনো’তি।”[1]

বুদ্ধত্ব লাভের পর ধ্যানভঙ্গ হলে সিদ্ধার্থের মুখ হতে যে অমৃতবাণী নিঃসৃত হয়েছিল তা **প্রথম বুদ্ধবচন** বলে খ্যাত। কোন বিশিষ্ট উক্তি প্রথম বুদ্ধবচন সেই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অধিক সংখ্যক প্রাচীন বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতানুসারে বুদ্ধত্ব লাভের পর সপ্তাহকাল মধ্যে, বুদ্ধ বুদ্ধাসনে উপবিষ্টাবস্থায় তার মুখ হতে যে উদান নির্গত হয়েছিল তাহাই বুদ্ধের প্রথম বাক্য। এই মতানুসারে নিম্নোদ্ধৃত গাথাগুলিই তার প্রথম উক্তি :

‘যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্স।
অথ’স্স কঙ্খা বপযন্তি সব্বা যতো পজানাতি সহেতুধম্মং ॥
যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্স।
অথ’স্স কঙ্খা বা বপযন্ত সব্বা যতো খযং পচ্চযানং চাবেদি ॥
যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্স।
বিধুপযং তিট্ঠতি মারসেনং সুরিযো’ব ওভাসযমন্তলিক্খন্তি ॥[2]

ধম্মপদভাণকদের মতে বুদ্ধত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থের মুখ হতে তৎসূচক যে সকল উদানগাথা নিঃসৃত হয়েছিল তৎসমস্তই বাস্তবিক বুদ্ধের প্রথম বচন। এই মতানুসারে নিম্নোদ্ধৃত গাথাগুলিই বুদ্ধের প্রথম বাক্য।

“অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং,
গহকারক! দিট্ঠো’সি পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখতং,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খযমজ্ঝাগা’তি।”[1]

---

[1] সুম-বিলা, পৃ. ৩৩; অত্থ-সা, পৃ. ২৭; সম পাসা, পৃ. ১৩।
[2] অত্থ-সা পৃ. ১৭, সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃ. ২১; সম-পাসা, পৃ. ৮; মহাবগ্গা ১,১,৩।

মহাপরিনির্বাণের প্রাক্কালে বুদ্ধ সমাগত শিষ্যদেরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই **পশ্চিম** বা **অন্তিম বুদ্ধবচন** নামে খ্যাত। নিম্নোদ্ধৃত উক্তিই বুদ্ধের শেষ বাক্য বলে বিদিত : 'হন্দ দানি ভিক্খবে আনন্তযামি বো বযধম্মা সঙ্খারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথা'তি।"[2]

উক্ত প্রথম ও শেষ উক্তি ব্যতীত ৪৫ বছরব্যাপী ভগবান বুদ্ধ যে সকল অমৃতময় ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন তৎসমস্তই **মধ্যম বুদ্ধবচন** বলে পরিচিত।

ত্রিপিটক বিভাগ : পিটক শব্দের সাধারণ অর্থ ভাণ্ড, ভাজন বা ঝুড়ি। দৃষ্টান্ত : "কুদ্দাল-পিটকং", "কোদাল ও পেড়া।" এ-স্থলে পিটক মাটি বহন করার ঝুড়িবিশেষ। বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে পিটক 'পরিযত্তি-ভাজন', 'পর্যাপ্তিভাজন' বা 'গ্রন্থাধার'। এতে আধার এবং আধেয় উভয় অর্থই সূচিত হয়। কাজেই সূত্র, বিনয় কিংবা অভিধর্মপিটক বললে তৎনামীয় গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়গুলিও সূচিত হয়[3]। ত্রিবিধ মূল গ্রন্থাধার অর্থে ত্রিপিটক শব্দের প্রথম ব্যবহার বিনয় চূলবগ্গের ১১শ খন্ধকের এক গাথায় দৃষ্ট হয়। খ্রিষ্টীয় আবির্ভাবের একশত বৎসর পূর্ব্বে নির্মিত ভর্হুৎ স্তূপ-প্রাচীরে খোদিত দাতাবিশেষের নামের সহিত **পেটকী** আখ্যাযুক্ত দেখা যায়[4]। পিটকে যার বিশেষ অধিকার আছে, যিনি পিটক ধারণ করেন, অর্থাৎ আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করতে পারেন, তিনিই পেটকী। বুদ্ধঘোষের অর্থকথাসমূহে পেটকীর পরিবর্তে তিপিটকো বা তেপিটকো আখ্যার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তেপিটকো চূলাভযত্থেরো, তিপিটকো মহাসুমনত্থেরো, ইত্যাদি। ভর্হুৎ স্তূপ এবং পেটকোপদেশের পিটক শব্দে ত্রিপিটককেই বুঝানো হয়েছে কি না তা নির্ণয় করা সমস্যার বিষয়। দীপবংস, মহাবংস ইত্যাদি সিংহল দেশীয় গ্রন্থসমূহের বিবরণ অনুসারে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই

---

[1] অত্থ-সা- পৃ. ১৯, সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃ. ২; সম-পাসা, পৃ. ৮, ধম্মপদ ১৫৩,১৫৪ গাথা।

[2] অত্থ-সা পৃ. ১৮; সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃ. ২১; সম-পাসা, পৃ. ৮; মহাপরি-সু ৬,১০।

[3] পরম্পরাগত গ্রন্থাধার অর্থে পিটক শব্দের ব্যবহার মজ্ঝিমনিকায়ের সন্দকসুত্তে দৃষ্ট হয়, "অনুস্সবিকো—অনুস্সবেন ইতিহীতিহপরম্পরায় পিটকসম্পদায় ধম্মং দেসেতি" (ম-নি, পৃ. ৫২০)। ব্রহ্মণ্য শিক্ষাপদ্ধতি এবং শাস্ত্রকে লক্ষ্য করিয়াই উক্তিটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই উক্তির মূলেও পরস্পরভাবে ঝুড়িতে মাটি বহন করিবার ধারণা আছে। পিটক পিডগ, পিডঅ, পেড়া, পেটকা, পেটরা।

[4] "অযজাতস পেটকিনো সুচি দানং"।

বুদ্ধবচন ত্রিপিটক আকারে সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পালি ত্রিপিটক সংগ্রহের মধ্যে এরূপ কোনো বিবরণ নাই। বুদ্ধঘোষের কতিপয় অর্থকথা পিটকের সহিত সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম শব্দত্রয়ের নিম্নলিখিত বাক্যার্থ ও তাৎপর্য দৃষ্ট হয়।

সুত্ত প্রসঙ্গে উক্ত আছে :

"অত্থানং সূচনতো সুবত্ততো সবনতো'থ সূদনতো।
সুত্তান সুত্তসভাগতো চ সুত্তং সুত্তন্তি অক্খাতং ॥"[1]

"সুত্ত শব্দের অর্থ অর্থ-সূচনা, সু-উক্তি বা সুকথন, 'সবন', সূদন, সুত্রাণ, সূত্র-প্রমাণ ও সূত্র গ্রন্থন।"

উদ্বৃত গাথা বুদ্ধঘোষের স্বরচিত নহে, নিম্ন-প্রদর্শিত ব্যাখ্যা তার নিজেরই। তার ব্যাখ্যা শ্লোককর্তার উদ্দিষ্ট অর্থের অনুযায়ী কি না তা বিবেচ্য বিষয়।

"অর্থ-সূচনা—স্বার্থ পরার্থাদি ভেদে অর্থ সূচনা করে (সুত্ত = সূচিত+অত্থ)।

সু-উক্তি-আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিষয়গুলি সুন্দররূপে উক্ত (সুত্ত = সু+বুত্ত)।

'সবন'—ফলপ্রসূ শস্যের ন্যায় অর্থপ্রসূ (সুত্ত = সবিত+অত্থ)।

'সূদন'—ধেনুর দুগ্ধধারার ন্যায় সূদিত বা নিঃসৃত হয় এ অর্থে সূদন (সুত্ত = সূদিত+অত্থ)।

সুত্রাণ = সুন্দরভাবে ত্রাণ করে বিধায় সুত্রাণ (সুত্ত = সুতারিত+অত্থ)।

সূত্র-প্রমাণ-তক্ষকের সূত্র প্রমাণের ন্যায় ইহা বিজ্ঞগণের অর্থ পরিমাপক দড়ি (সুত্ত = সুমাপিত+অত্থ)।

সূত্র-গ্রন্থন—সূত্রে গ্রথিত বিষয়গুলি পুষ্পরাশির ন্যায় বিকীর্ণ ও বিধ্বস্ত হয় না (সুত্ত = সুগন্থিত+অত্থ)।"

বিনয় প্রসঙ্গে উক্ত আছে :

'বিবিধ বিসেস নযত্তা বিনযনতো চেব কাযবাচানং।
বিনযত্থবিদূহি অযং বিনযো বিনযো'তি অক্খাতো ॥"[2]

"বিনয় শব্দের অর্থ বিবিধ ও বিশেষ ন্যায়। বিষয়-বিন্যাস এবং কায় ও বাক্যকে বিনয়ন বা বিনীত করে অর্থে বিনয়। এক্ষেত্রেও উদ্ধৃত গাথা প্রাচীন

---

[1] অত্থ-সা, পৃ. ১৯।

[2] ঐ ।

উক্তি, ব্যাখ্যা বুদ্ধঘোষের নিজের। তার ব্যাখ্যামতে বর্তমান পালি বিনয়পিটকের ভাগ-বিভাগ এবং প্রস্থানই বিবিধ ও বিশেষ ন্যায়।

অভিধর্ম প্রসঙ্গে উক্ত আছে :

'যমেত্থ বুড্‌ঢিমতো সলক্‌খনা পূজিতা পরিচ্ছিন্না।
বুত্তা অধিকা চ ধম্মা অভিধম্মো তেন অক্‌খাতো ॥"[1]

"অভিধর্ম শব্দের অর্থ বর্ধিত, লক্ষণবিশিষ্ট, পূজিত, পরিচ্ছিন্ন ও অধিকতরভাবে কথিত ধর্ম।" উদ্ধৃত গাথাও বুদ্ধঘোষের স্বরচিত নহে, ব্যাখ্যাই তার নিজের। তার ব্যাখ্যা বর্তমান পালি অভিধর্ম পিটকের বিষয়-বিন্যাস ও প্রস্থান ইত্যাদির অনুযায়ী।

সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম পর্যায়ে ত্রিপিটক গণনা করাই সাধারণ রীতি। 'মহাপরিনিব্বান-সুত্তন্তের 'ধম্মধরা', বিনয-ধরা, মাতিকা-ধরা' উক্তির মধ্যে এই পর্যায়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। বুদ্ধের নিজের উক্তির মধ্যেও ধর্ম সর্বত্র বিনয়ের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। "সুত্তে ওতারেতব্বানি, বিনযে সন্দসেস্‌তব্বানি" উক্তির মধ্যেও বিনয়ের পূর্বে সুত্তের উল্লেখ রয়েছে। বিনয় চূলবগ্গ ও দীপবংসাদি যাবতীয় গ্রন্থের বিবরণে সুত্তের পূর্বে বিনয়ের আবৃত্তির কথা আছে। বুদ্ধঘোষ স্পষ্টত সাধারণ ক্রম পরিহার করে সুত্তের পরিবর্তে বিনয়কেই সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন : "বিনযপিটকং, সুত্তন্তপিটকং, অভিধম্মপিটকং।" বুদ্ধঘোষ এবং বুদ্ধদত্ত উভয়েই এই পর্যায়ক্রমে অর্থকথা লিখেছেন। বিনয় শাসন বা ধর্মরাজ্যের আয়ু বা সংস্থিতি, এরূপ একটি যুক্তি অবলম্বন করেই বুদ্ধঘোষ ও তার পূর্ববর্তী আচার্যগণ সুত্তের পূর্বে বিনয়ের উল্লেখ করেছেন[2]। পিটকত্রয়ের মধ্যে একটি সর্বতোভাবে অপরটি হতে বহু পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী, এরূপ কোনো উক্তি দৃষ্ট হয় না। নিম্নের গাথাগুলি উদ্ধৃত করে বুদ্ধঘোষ পিটকত্রয়ের বৈশিষ্ট্য ও সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন :

'দেসনা-সান কথাভেদং তেসু যথারহং।
সিক্‌খাপ্পহাণং গম্ভীরভাবঞ্চ পরিদীপযে॥
পরিযত্তিভেদং সম্পত্তিং বিপত্তিঞ্চাতি যং যহিং।
পাপুণাতি যথা ভিক্‌খু তম্পি সব্বং বিভাবযে ॥[3]

(১) বিনয়পিটক হচ্ছে 'আণাদেসনা' বিধি-নিষেধাত্মক উপদেশের

[1] অত্থ-সা পৃ. ১৯।

[2] সম-পাসা (সিংহল সংস্করণ), পৃ. ৬; "বিনযো নাম বুদ্ধসাসনস্‌স আযু, বিনযে ঠিতে সাসনং ঠিতং হোতি, তস্মা বিনযং পঠমং...।"

[3] সুম-বিলা, ১ম ভাগ, পৃ. ২৪; অত্থ-সা, পৃ. ২৩; সম-পাসা, পৃ. ১১।

সমাহার। 'আণা' শব্দের অর্থ আজ্ঞা বা আদেশ। সূত্রপিটকে 'বোহারদেসনা' বা ব্যবহারোপযোগী উপদেশের আধিক্য আছে। 'বোহার' শব্দের অর্থ ব্যবহার বা লোকসমাজে প্রচলিত রীতি। আর অভিধর্মপিটকে 'পরমত্থদেসনা' বা পারমার্থিক উপদেশের বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(২) বিনয়পিটকে 'যথাপরাধসাসন' বা অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সূত্রপিটকে 'যথানুলোমসাসন' বা মতিগতি অনুযায়ী পরিচালনার ব্যবস্থা আছে। অভিধর্মপিটকে 'যথাধম্মসাসন' বা যথার্থভাবে সত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিনয়পিটকে 'সংবরাসংবর-কথা' বা স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিকূল বিধি নিষেধাত্মক উক্তি নিবদ্ধ আছে। সূত্রপিটকে 'দিট্ঠিবিনিবেঠন কথা' বা মতবাদ নিরসনের যুক্তিসমূহ এবং অভিধর্মপিটকে 'নামরূপ-পরিচ্ছেদ-কথা' বা নামরূপাদির বিশ্লেষণাত্মক উক্তি নিবদ্ধ আছে।

(৩) বিনয়পিটকে 'বিসেসেন অধিসীলসিক্খা বুত্তা'- বিশেষভাবে শীলাচার বিষয়ক শিক্ষা প্রদত্ত হয়েছে। সূত্রপিটকে বিশেষভাবে 'অধিচিত্ত বা সমাধি বিষয়ক শিক্ষা এবং অভিধর্মপিটকে বিশেষভাবে 'অধিপঞ্ঞা' বা প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষা প্রদত্ত হয়েছে।

(৪) বিনয়পিটকে 'বীতিক্কম-পহাণ' বা নীতি-ব্যতিক্রম পরিহারের বিধান আছে। সূত্রপিটকে 'পরিযুট্ঠান-পহাণ' বা কুপ্রবৃত্তিসমূহ পরিহারের বিধান প্রদত্ত হয়েছে এবং অভিধর্মপিটকে 'অনুসয়-পহাণ' বা অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তিনিচয় পরিহারের ব্যবস্থা আছে।

বিনয়পিটকে 'কিলোসানং তদঙ্গপহাণ' বা কলুষের আংশিক পরিহারের ব্যবস্থা আছে। সূত্রপিটকে কলুষের উচ্ছ্বাস পরিহার করার এবং অভিধর্মপিটকে 'সমুচ্ছেদপ্পহাণ' বা কলুষের মূলচ্ছেদ করিবার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

বিনয়পিটকে 'দুচ্চরিত-সংকিলেস-পহাণ' বা দুর্নীতি পরিহার করিবার উপায় কথিত হয়েছে। সূত্রপিটকে 'তণ্হা-সংকিলেসানং পহাণ' বা বাসনা পরিহার করার উপায় এবং অভিধর্মপিটকে 'দিট্ঠি-সংকিলেসানং পহাণ' বা মিথ্যাদৃষ্টি পরিহারের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

(৫) প্রত্যেক পিটকে ধর্ম, অর্থ, দেশনা ও প্রতিভেদ এই চতুর্বিধ গম্ভীর ভাব আছে। তন্মধ্যে ধর্ম তন্ত্রস্বরূপ, অর্থ ইহার তাৎপর্য, দেশনা মানসিক বিচার এবং প্রতিভেদ তন্ত্রের প্রকৃত অর্থবোধ। অথবা ধর্ম হেতু, অর্থ হেতুফল, দেশনা ধর্মার্থের প্রজ্ঞাপ্তি এবং প্রতিভেদ যথার্থভাবে ধর্মালাপ।

পঞ্চ-নিকায়-বিভাগ। বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে নিকায় শব্দ 'সমূহ বা

নিবাস' বা সন্নিবেশ এই উভয় অর্থই জ্ঞাপন করে। 'দীর্ঘনিকায়' দীর্ঘপ্রমাণ-সূত্রসমূহের নিবাসস্বরূপ, বিষয়ক্রমে সংযুক্ত-সূত্রসমূহের নিবাসস্বরূপ, 'অঙ্গুত্তর' বা 'একুত্তর নিকায় এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমে উত্তরোত্তর বর্ধিত সংখ্যাবদ্ধ সূত্রসমূহের নিবাসস্বরূপ, 'খুদ্দকনিকায়' বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ধর্মস্কন্ধের নিবাসস্বরূপ। বুদ্ধঘোষ বলেন, নিকায় শব্দের লৌকিক ও শাস্ত্রপ্রয়োগে প্রভেদ নাই, কেননা উভয়বিধ প্রয়োগে নিকায় শব্দে সমূহ এবং নিবাস অর্থই সূচিত হয়। পাণিনির সূত্র তার মতেরই অনুকূল[1]। তিনি দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধের নিজের উক্তির মধ্যেও নিকায় শব্দ 'সমূহ এবং নিবাস' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'নাহং ভিক্খবে অঞ্ঞং একনিকাযম্পি সমনুপস্সামি এবং চিত্তং যদিদং ভিক্খবে তিরচ্ছানগতা পাণা। 'ভিক্ষুগণ, আমি তির্যক শ্রেণির অন্তর্গত প্রাণীসমূহের ন্যায় এত বৈচিত্রপূর্ণ অপর একটি নিকায়ও দেখিতে পাই না।' 'বুদ্ধঘোষ লক্ষ করেন নাই যে, উদ্ধৃত উক্তিতে নিকায় শব্দে সমূহ এবং 'নিবাস' ব্যতীত শ্রেণি, জাতি বা বর্ণ অর্থও বুঝায়। মহাভারতের জীববর্ণ = জৈনগ্রন্থের জীবনিকায় = বৌদ্ধগ্রন্থের অভিজাতি। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে নিকায়ের পরিবর্তে আগম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। দীর্ঘনিকায় = দীঘাগম = দীর্ঘাগম; মজ্ঝিমনিকায় = মজ্ঝিমাগম = মধ্যমাগম; সংযুক্তনিকায় = সংযুত্তাগম বা সংযুক্তাগম; অঙ্গুত্তরনিকায় = একুত্তরাগম = একোত্তরাগম; খুদ্দকনিকায় = খুদ্দকাগম বা ক্ষুদ্রাগম। "আগতাগমো, বহুস্সুতো" ইত্যাদি বচনে আগম শ্রুতির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। নিকায় ও আগম এই দুই শব্দের মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং কোনটি অপ্রাচীন তা নির্ণয় করা সমস্যার বিষয়। দীপবংসের বর্ণনামতে প্রথম সংগীতিতে স্থবিরগণ যে সূত্র সংগ্রহ প্রস্তুত করেছিলেন তার নাম আগমপিটক : "আগম পিটকং নাম অকংসু সুত্তসঙ্গহং।" মিলিন্দপঞ্হে নিকায় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। পেটকোপদেশে সংযুক্তনিকায়কে সংযুত্তক নিকায় এবং অঙ্গুত্তরনিকায়কে একুত্তরক নামে নির্দেশ করা হয়েছে।

আবার এই পেটকোপদেশেই মজ্ঝিমনিকায় নামের ব্যবহার আছে। মজ্ঝিমনিকায়ের অর্থকথা পপঞ্চসুদনীর প্রারম্ভে বুদ্ধঘোষ মজ্ঝিমনিকায়কে মজ্ঝিমসঙ্গীতি নামে অভিহিত করেছেন : 'মজ্ঝিম-সঙ্গীতি নাম পণ্ণাসতো মূলপণ্ণাসা মজ্ঝিম-পণ্ণাসা উপরি-পণ্ণাসা'তি পণ্ণাসত্তয সঙ্গহা'। অধুনা আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত নাগার্জ্জুনিকোণ্ড শিলালিপিতে দীঘমজ্ঝিমাদি পঞ্চ

[1] পাণিনি ৩-৩-৪১ সূত্রের কাশিকা-বৃত্তি দ্রষ্টব্য।

নিকায় 'পংচমাতুকাম্ব বা পঞ্চ মূলগ্রন্থরূপে বর্ণিত হয়েছে (*Indian Culture, Vol. I, No. I,)* দ্র.।

নিকায় থেরবাদ বা স্থবিরবাদের ন্যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষের পারিভাষিক শব্দ কিংবা বৌদ্ধ সাধারণের ব্যবহৃত শব্দ কি না তা ভাববার বিষয়। স্বতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি নিকায় মূল বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের বিভাগ অর্থে বৌদ্ধ সাধারণের ব্যবহৃত শব্দ হবে, তা হলে পালি ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে এই অর্থে এর ব্যবহার নাই কেন? এটা নিশ্চিত যে, পঞ্চ-নিকায়-বিভাগ খ্রিষ্টের আবির্ভাবের দুই কি তিন শতাব্দী পূর্ববর্তী। অধ্যাপক রীস ডেভিডস্ দেখিয়েছেন যে, পঞ্চ নিকায় শব্দ ভর্হুৎ স্তূপ প্রাচীরের অংশবিশেষের দাতার নামের সাথে সংযুক্ত আছে। **'বোধিরখিতস পঞ্চ নেকাযিকস্‌স দানং'**। "পঞ্চ নৈকায়িক বোধিরক্ষিতের দান।" পঞ্চ নৈকায়িক অর্থে যিনি পঞ্চ-নিকায় জানেন। অধ্যাপক রীস ডেভিডস্ বলেন যে, তখন পঞ্চ-নিকায় বিভাগ সচরাচর প্রচলিত না থাকলে কখনো পঞ্চ নৈকায়িক উপাধির ব্যবহার থাকতো না। নিকায় বা আগমগুলির সংখ্যা প্রথমে কত ছিল তা মীমাংসার বিষয়। দিব্যাবদান নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে স্পষ্টত দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও একোত্তর এই চারি আগমের উল্লেখ আছে। দিব্যাবদান 'সব্বত্থিবাদ' বা সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অধ্যাপক সিলবেঁ লেঁভী সপ্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুদ্রাগম নামে এই সম্প্রদায়ের অপর একটি আগম ছিল। ক্ষুদ্রকাগম বা পঞ্চমাগম উক্ত চারি আগমের সমসাময়িক, অথবা পূর্ববর্তী, কিংবা পরবর্তী তা নির্ধারিত হয় নাই। দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথা সুমঙ্গল বিলাসিনীর ভূমিকাংশে প্রথম সঙ্গীতির বা প্রথম বৌদ্ধ সভার যে বিবরণ নিবন্ধ আছে তাতে দেখা যায় এক একটি নিকায় সংগৃহীত হবার পর এর আবৃত্তি ও পঠন-পাঠনাদির ভার এক একজন খ্যাতনামা স্থবির তাদের শিষ্যবর্গের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল; যেমন দীর্ঘনিকায়ের ভার আনন্দের উপর, মজ্ঝিমনিকায়ের ভার সারিপুত্রের শিষ্যবর্গের উপর, সংযুক্তনিকায়ের ভার মহাকাশ্যপের উপর এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভার অনুরুদ্ধের উপর। খুদ্দকনিকায়ের ভার কার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল তার কিছুই উল্লেখ নাই। বুদ্ধঘোষ সুদিন্ন নামক যে স্থবিরের মত উদ্ধৃত করেছেন তাতেও দেখা যায়, খুদ্দকনিকায়ের গ্রন্থগুলিকে কেউ কেউ সূত্রপিটকের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে মহাসঙ্গীতির যে বিবরণ আছে তাতেও দেখা যায় খুদ্দকনিকায়কে ত্রিপিটকের মধ্যে স্থান দেয়া হয় নাই। কাজেই সন্দেহ হবার

কথা, পূর্বে নিকায় বা আগমের পঞ্চ-বিভাগ ছিল না। আরও সমস্যার বিষয় এই যে, ত্রিপিটক ও পঞ্চনিকায় বিভাগের মধ্যে কোনটি পূর্ববর্তী, কোনটাই বা পরবর্তী, অথবা কি দুইটিই সমকালবর্তী। এই বিভাগদ্বয় সমকালবর্তী বলে বুদ্ধঘোষের অর্থকথাসমূহে উল্লেখ আছে। কিন্তু বুদ্ধঘোষ এটাও উল্লেখ করেছেন যে, ত্রিপিটক বিভাগানুসারে পঞ্চনিকায় সূত্রপিটকের এবং পঞ্চনিকায় বিভাগানুসারে বিনয় ও অভিধর্মপিটক খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত। যদি কালের পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকে তাহলে এ কথার সার্থকতা কী?

নবাঙ্গ বিভাগ : পিটক ও নিকায়ের ন্যায় অঙ্গ শব্দে ঠিক সংগ্রহ-বিভাগ সূচিত হয় না। সূত্র, গেয়, ব্যাকরণাদি রচনার বিশিষ্টতা নিয়ে অঙ্গ বিভাগের সার্থকতা। দীর্ঘনিকায় কিংবা মজ্ঝিমনিকায়ের ন্যায় একটি সংগ্রহেও নয় শ্রেণির রচনা থাকতে পারে। অঙ্গুত্তরনিকায়ের মধ্যেই সর্বপ্রথম এই নয় শ্রেণির রচনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রচনাগুলির প্রভেদ সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে। এক সম্প্রদায়ের মতে ধর্মপদ গাথাজাতীয় রচনা, এক সম্প্রদায়ের মতে সূত্রনিপাতের অন্তর্গত রচনাগুলি সূত্রজাতীয় রচনা, অপর এক সম্প্রদায়ের মতে তৎসমস্ত গাথাজাতীয় রচনা। দৃষ্টান্ত : মুনিসুত্ত = মুনিগাথা। আবার থের-থেরীগাথা, ইতিবুত্তক, জাতক প্রভৃতি কতিপয় সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে গাথা, ইতিবুত্তক ও জাতক জাতীয় রচনার লক্ষণ বর্তমান। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থগুলি রচনার শ্রেণিবিভাগের পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী তা বিবেচ্য। নিম্নে নবাঙ্গের প্রভেদ সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষের মত উদ্ধৃত হলো।

১. সূত্র (সুত্ত) : বিনয়পিটকের অন্তর্গত সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবারপাঠ, সুত্তনিপাতের মঙ্গলসুত্ত, রতনসুত্ত ও তুবটকসুত্ত এবং অন্যান্য সুত্তনামধেয় বুদ্ধবচনগুলি সুত্ত বা সূত্র শ্রেণির অন্তর্গত।

২. গেয় (গেয্য) : গাথাযুক্ত সূত্রের নাম গেয়। গানের উপযোগী, গানের সুরে আবৃত্তি করা যায়, এই অর্থে গেয়। দৃষ্টান্ত : সংযুক্তনিকায়ের সগাথবগ্গ।

৩. ব্যাকরণ (বেয্যাকরণ) : বিশদ ব্যাখ্যাযুক্ত গাথাহীন সূত্রের নাম ব্যাকরণ। দৃষ্টান্তস্থলে অভিধর্মের গ্রন্থসমূহকে এই শ্রেণির অন্তর্গত বলা যেতে পারে।

৪. গাথা : গাথাকারে রচিত সূত্রগুলির নাম গাথা। থেরগাথা, থেরীগাথা, ধর্মপদ ও সুত্তনিপাতের গাথাজাতীয় সূত্রগুলি গাথা নামে পরিচিত।

৫. উদান : সৌমনস্য বা আত্মপ্রসাদযুক্ত সূত্রের নাম উদান। ত্রিপিটকের মধ্যে এই শ্রেণির ৮২ সংখ্যক সূত্র আছে।

৬. ইত্যুক্তক (ইতিবুত্তক) : ভগবানের উক্তিরূপে রচিত সূত্রের নাম

ইত্যুক্তক। এর বিশেষত্ব এই যে, এই শ্রেণির সূত্রের প্রারম্ভে 'বুত্তং হেতং ভগবতা', "ইহা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে" বাক্যটি যুক্ত আছে। ইতিবুত্তক সংগ্রহে এরূপ ১১০টি সূত্রের সমাবেশ আছে।

৭. **জাতক :** বুদ্ধের জন্মবিষয়ক, বিশেষত পূর্বজন্ম বিষয়ক উক্তিগুলির নাম জাতক। অপণ্ণাকাদি বর্তমান জাতক সংগ্রহের ৫৫০ জাতক এই শ্রেণিভুক্ত।

৮. **অদ্ভুতধর্ম্ম (অব্ভুতধম্ম) :** বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের জীবনী প্রসঙ্গে বর্ণিত আশ্চর্য ও অদ্ভুত ঘটনাযুক্ত সূত্রগুলির নাম অদ্ভুত ধর্ম্ম।

৯. **বেদল্য (বেদল্ল) :** প্রশ্নোত্তরাকারে কথিত বেদযুক্ত বা তুষ্টিকর সূত্রগুলির নাম বেদল্য। চূলবেদল্লাসুত্ত, মহাবেদল্লসুত্ত, সম্মাদিট্‌ঠিসুত্ত, সক্কপঞ্‌হসুত্ত, সংখারভাজনীয়সুত্ত ও মহাপুণ্ণামসুত্ত এই শ্রেণিরই রচনা।

ধর্মস্কন্ধ-বিভাগ : পিটক গ্রন্থসমূহে পরিচ্ছেদ গণনার যে সকল রীতি অবলম্বন করা হয়েছে তদনুসারে একানুসন্ধিক সূত্র বা বচনসমূহ এক একটি ধর্মস্কন্ধ বা পরিচ্ছেদরূপে গণনা করা হয়; গাথাসমূহে প্রশ্ন ও উত্তর দুই অনুসন্ধি বা ধর্মস্কন্ধরূপে গণনা করা হয়; অভিধর্মপিটকে এক, দুই প্রভৃতি বিভাগের প্রত্যেক ভাগ এবং চিত্তবিভাগের প্রত্যেক চিত্তবিভাগ এক এক ধর্মস্কন্ধ; বিনয়পিটকের বস্তু, মাতিকা, পদভাজনীয়, আপত্তি, অনাপত্তি ও ত্রিকচ্ছেদ প্রত্যেকটি এক একটি ধর্মস্কন্ধ। এরূপে পরিচ্ছেদ গণনা করলে বর্তমান পালি ত্রিপিটকের মধ্যে সর্বশুদ্ধ ৮৪ হাজার ধর্ম্মস্কন্ধ দেখতে পাওয়া যায়।

এতক্ষণ বুদ্ধবচনের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনার পর এখন আমরা ভাষ্য গ্রন্থসহ মূল ত্রিপিটক এবং পিটকবহির্ভূত পালি ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদির তালিকা প্রদান করছি। এতে করে আমরা থেরবাদ ত্রিপিটকের সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে হতে পারব পরিচিত।

বিনয়পিটক : বিনয়পিটকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণীয় নিয়মাদির সুশৃঙ্খল বিধি প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। নিম্নে বিনয়পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থাদির তালিকা প্রদত্ত হলো।

(১) ভিক্‌খু-বিভঙ্গ
(২) ভিক্‌খুণী-বিভঙ্গ } সুত্ত বিভঙ্গ বা উভতো বিভঙ্গ[1]

[1] উভতো বিভঙ্গানি এবং দ্বে-বিভঙ্গা পাঠও দৃষ্ট হয়। পারাজিকা ও পাচিত্তিয় নামে দ্বিবিধ বিভঙ্গের নামকরণ অযৌক্তিক।

(৩) মহাবগ্গ
(৪) চুল্লবগ্গ } খন্ধক
(৫) পরিবার পাঠো
(৬) ভিক্‌খু-পাতিমোক্‌খ
(৭) ভিক্‌খুনী-পাতিমোক্‌খ } উভযানি পাতিমোক্‌খানি

বিনয়পিটকে সর্বমোট ১৬৯ ভানবার আছে এবং ১,৩৫২,০০০ অক্ষর আছে অথবা ৪২,২৫০ গ্রন্থি আছে। বিনয় পিটকের অর্থকথা, টীকা হচ্ছে : সামন্ত পাসাদিকা, বজিরবুদ্ধি টীকা, সারত্থ দীপনী, বিমতিবিনোদনী কঙ্খাবিতরণী প্রভৃতি।

সূত্রপিটক :

(১) দীঘনিকায় : এতে ৩৪টি সূত্রে ৩টা বর্গ এবং ২৫ অযুত অক্ষর আছে। অর্থকথার নাম হচ্ছে সুমঙ্গলবিলাসিনী।

(২) মধ্যমনিকায় : মধ্যমনিকায় মূল তিনটি বর্গে সম্পাদিত। যথা মুলপঞ্‌ঞাস, মজ্ঝিমপঞ্‌ঞাস, ও উপরিপঞ্‌ঞাস। এই ৩টি বর্গকে আরও ১৫টি উপ বর্গে ১৫২ সূত্রযোগে সাজানো হয়েছে। ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার অক্ষর রয়েছে এতে। পপঞ্চসূদনী হচ্ছে মধ্যমনিকায়ের অর্থকথা বা ভাষ্য গ্রন্থ।

(৩) সংযুক্তনিকায় : সংযুক্তনিকায়ে মোট ছয়টি বর্গে ৭৭৬২ টি সূত্র এবং ৮ লক্ষ অক্ষর আছে। অর্থকথা হচ্ছে সারত্থদীপনী।

(৪) অঙ্গুত্তরনিকায় : অঙ্গুত্তরনিকায়ে ক্রমিক বর্ণনানুসারে ১১টি নিপাত আছে। এর সূত্র সংখ্যা হচ্ছে ৯৫৫৭টি এবং ৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০০ অক্ষর আছে।

(৫) খুদ্দকনিকায় : খুদ্দকনিকায় পনেরোটি গ্রন্থের সমন্বয়ে গঠিত। যথা :

(ক) খুদ্দকনিকায়ের প্রথম গ্রন্থ হলো খুদ্দকপাঠো। এর অর্থকথা হচ্ছে পরমত্থজ্যোতিকা।

(খ) দ্বিতীয় গ্রন্থ হচ্ছে ধর্মপদ। এতে ২৬টি বর্গ এবং ৪২৩টি গাথা আছে। অর্থকথার নাম হলো ধর্মপদ অর্থকথা।

(গ) উদান-অর্থকথার নাম হলো পরমত্থদীপনী। এতে ৮টি বর্গ রয়েছে।

(ঘ) ইতিবুত্তক-অর্থকথা হচ্ছে পরমত্থদীপনী। এই ইতিবুত্তকে ৪টি নিপাতে ১০টি করে ১২২টি সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে।

(ঙ) সূত্রনিপাত-অর্থকথা হচ্ছে পরমত্থজ্যোতিকা, ৫টা বর্গে ৭০টা সূত্র আছে।

(চ) বিমানবত্থু-অর্থকথা হচ্ছে পরমত্থদীপনী ৭টা বর্গে ৮৫ বিমানকাহিনি এবং ১২৮২ গাথা আছে।

(ছ) প্রেতবত্থু-অর্থকথা হচ্ছে পরমত্থদীপনী ৪টা বর্গে ৫১টা প্রেতকাহিনী এবং ৮১৪ গাথা আছে।

(জ) থেরগাথা-অর্থকথা হচ্ছে পরমত্থদীপনী ১ হতে ২১ নিপাতে বিভক্ত। ২৬৪ জন স্থবিরের কথা উল্লেখ আছে।

(ঞ) থেরীগাথা-অর্থকথা হচ্ছে পরমত্থদীপনী ৭৩জন থেরীর ৪৯৮টি গাথা আছে।

(ট) জাতক-অর্থকথা হচ্ছে জাতক-অর্থকথা বর্ণনা। এক হতে ১৩টি নিপাতে বিভক্ত। এতে ৫৪৭টি জাতক কাহিনির উল্লেখ আছে।

(ঠ) নিদ্দেস-অর্থকথা হচ্ছে সদ্ধর্মপজ্যোতিকা দুই খণ্ডে বিভক্ত; যথা :

(১) মহানিদ্দেস হচ্ছে সূত্রনিপাতের অট্ঠক বর্গের অর্থকথা।

(২) চুল্লনিদ্দেস হচ্ছে সূত্রনিপাতের পারায়ণ বর্গ ও খগ্গবিসান সূত্রের অর্থকথা। সারিপুত্র স্থবির কর্তৃক রচিত।

(ড) পটিসম্ভিদামগ্গ-অর্থকথা হচ্ছে সধম্মপকাসিনী। এখানে ৭৩ প্রকার জ্ঞানের কথা আছে।

(ঢ) অপদান-অর্থকথা হচ্ছে বিসুদ্ধজনবিলাসিনী, চারভাগে বিভক্ত; যথা :

(১) বুদ্ধ অপদান—বুদ্ধগুণ এবং ক্ষেত্র বর্ণনা।

(২) প্রত্যেক বুদ্ধ অপদান—স্থবির আনন্দের প্রশ্নোত্তরে প্রত্যেক বুদ্ধের বর্ণনা।

(৩) থের অপদান—ভিক্ষুগণ কর্তৃক ১০ অপদানে ৫৫ বর্গ।

(৪) থেরী অপদান—ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক ১০ অপদানে ৪ বর্গ।

(ণ) বুদ্ধবংশ—অর্থকথা মধুরত্থাবিলাসিনী। ২৪জন সম্যকসম্বুদ্ধের জীবনী এবং গৌতম বুদ্ধের সহিত তাঁদের সম্পর্ক।

(ত) চরিযাপিটক—অর্থকথা পরমত্থদীপনী। ভদ্রকল্পে বোধিসত্ত্বের পারমী পূরণের তিন পরিচ্ছেদে ৩৫টি কাহিনী।

অভিধর্মপিটক - ৭ খণ্ড

১। **ধর্মসঙ্গণী :** ধর্মসঙ্গণী গ্রন্থে ১৩টা ভানবার এবং এর অর্থকথা হচ্ছে অত্থসালিনী।

২। **বিভঙ্গ :** ৩৫ ভানবার, অর্থকথা হচ্ছে সম্মোহবিনোদিনী।

৩। **ধাতুকথা :** ৬ ভানবার রয়েছে। অর্থকথার নাম পঞ্চপ্পকরণত্থকথা।

৪। **পুগ্গলপঞ্ঞত্তি :** ৫ ভানবার লোক সম্বন্ধীয় বিষয় এতে সন্নিবেশিত

হয়েছে। এর অর্থকথার নাম পঞ্চপ্পকরণখকথা।

৫। **কথাবত্থু :** পরবাদ খণ্ডনসহ সদ্ধর্ম প্রকাশের এক অনন্য তর্কশাস্ত্র এই কথাবত্থু। মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির এটা রচনা করেন। এতে ৬৪ ভানবার এবং গ্রন্থটির অর্থকথা হচ্ছে পঞ্চপ্পকরণখকথা।

৬। **যমক :** যমক শব্দের অর্থ হচ্ছে জোড়া বা যৌথ। এতে ২০০০ ভানবার রয়েছে। এবং এর অর্থকথার নাম পঞ্চপ্পকরণখকথা।

৭। **পট্‌ঠান :** অসংখ্য ভানবারে বিরচিত পট্‌ঠান গ্রন্থটির অর্থকথা হচ্ছে পঞ্চপ্পকরণখকথা।

থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মে ত্রিপিটক বহির্ভুত পালিভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই গ্রন্থাবলি থেরবাদ বৌদ্ধদের দ্বারা থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শে রচিত হওয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের একটা সুদৃঢ় ভিত্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এই সব বই সম্বন্ধে ধারণা থাকলে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায়।

১. ত্রিপিটক বহির্ভুত পালি গ্রন্থাবলি

(১) সূত্রসংগ্রহ (২) নেত্তিপ্রকরণ (৩) পেটকোপদেশ (৪) মিলিন্দ-প্রশ্ন (৫) বিমুক্তিমার্গ (৬) বিশুদ্ধিমার্গ।

২. বংশ গ্রন্থাবলি

(১) দীপবংশ (২) মহাবংশ (৩) বংসমালি বিলাসিনী (৪) মহাবোধিবংশ (৫) থুপবংশ (৬) দাঠাবংশ (৭) নলাট ধাতুবংশ (৮০) ছকেস ধাতুবংশ (৯) হত্থবনগল্লবিহারবংশ (১০) সমন্তকূট বন্ননা (১১) সঙ্গীতিবংশ (১২) অনাগতবংশ (১৩) দসবোধিসম্বুদ্দেশ (১৪) দস বোধিসত্তুপত্তিকথা।

৩. পদ্যাকারে রচিত গ্রন্থাবলি

(১) পজ্জমধু (২) তেলকঠাহ গাথা (৩) জিনচরিত (৪) জিনলংকার (৫) সাধু চরিতোদয (৬) জিনবোধিবলী।

৪. উপাখ্যানমূলক রচনা

(১) দসবত্থুপ্পকরণ (২) সহস্‌সবত্থুপ্পকরণ (৩) রসবাহিনী (৪) সিহল বত্থুপ্পকরণ।

৫. সংকলিত গ্রন্থাবলি

(১) সারসংগ্রহ (২) উপাসক জালংকার (৩) মঙ্গলত্থদীপনী (৪) জিনমহানিদান।

৬. জগৎ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলি

(১) পঞ্চগতিদীপনী (২) ছগতিদীপনী (৩) লোকপঞ্‌ঞত্তি (৪) লোকদীপকসার (৫) চক্রবাল দীপনী (৬) চন্দসুরিয দীপনী।

৭. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রচিত পালি গ্রন্থাবলি

(১) লোকনীতি - মায়ানমার (২) লোকনেয়্যপ্পকরণ - মায়ানমার (৩) মনুস্‌স বিনেয় - মায়ানমার (৪) চামদেবী বংশ - থাইল্যাণ্ড (৫) জিনকাল মালীপ্পকরণ - থাইল্যাণ্ড (৬) পঞ্চবুদ্ধব্যাকরণ - থাইল্যাণ্ড।

এবম্বিধ বিশাল শাস্ত্রের আধার এই ত্রিপিটক। প্রতিপাদ্য গ্রন্থ সেই ত্রিপিটকের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষমাত্র। অঙ্গুত্তরনিকায়, ষষ্ঠক নিপাতটি মাত্র দুটি পঞ্চাশকে ১২টি বর্গে সমাপ্ত হয়েছে। আকারগত দিকে ক্ষুদ্র হলেও বিষয় বৈচিত্রতা এবং নানান তথ্যের কারণে এই গ্রন্থটি ভিক্ষু-গৃহী উভয়ের জন্য সমানভাবে উপযোগী এক অনন্য ধর্মগ্রন্থ। এখন ষষ্ঠক নিপাতের অন্তর্ভুক্ত সূত্রাদি নিয়ে আলোচনায় আসা যাক :

১ম পঞ্চাশকের শুরুটি হয়েছে আহ্বানীয় বর্গ দিয়ে। এই আহ্বানীয় বর্গে সন্নিবেশিত হয়েছে ১০টি সূত্র। প্রথম আহ্বানীয় সূত্রে ছয়টি গুণধর্মের কথা উল্লেখ করে বুদ্ধ বলেছেন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয়টি দ্বারে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, ও বিজানন-হেতু চিত্তের উৎপন্ন দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তুষ্টি-বিরক্তিভাব প্রভৃতি পরিত্যাগ করে যিনি সাম্যভাব রক্ষা করেন, তিনি জগৎপূজ্য হন। ২য় সূত্রের নামও একই। এতে নানান ঐশীশক্তি, দিব্যকর্ণ, দিব্যচক্ষু, পরচিত্ত নিরীক্ষণের ক্ষমতা, জাতিস্মর এবং অর্হত্ত্বফল এই ছয়টি গুণধর্মের কথা বলা হয়েছে যা লাভ করলে একজন ভিক্ষু আহ্বানীয়, পূজ্য হন। অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চক নিপাতের ২৩নং সূত্রের সাথে আলোচ্য সূত্রের শেষ পঙ্‌ক্তির সাদৃশ পরিলক্ষিত হয়। ইন্দ্রিয় নামধেয় ৩য় সূত্রে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়সম্পন্ন এবং অর্হত্ত্বফল লাভী ভিক্ষু পুণ্যক্ষেত্র হন, তা বিবৃত হয়েছে। পরের সূত্রটির সাথে ইন্দ্রিয় সূত্রের পার্থক্য শুধু ইন্দ্রিয় শব্দের স্থলে বল বা ক্ষমতা শব্দটির। এ ছাড়া অর্থগত বিশেষ পার্থক্য নাই। এই বর্গের ৫, ৬, ৭নং সূত্রাদি অর্থগত ও নামকরণের ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য ব্যতীত প্রায় একই। যেমন, ৫নং সূত্র অর্থাৎ ১ম সুবংশীয় সূত্রে ছয়টি গুণে গুণান্বিত সুবংশীয় অশ্ব রাজার ব্যবহার্য হয়। সেই ছয়টি গুণ যথাক্রমে- রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, ও স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল এবং বর্ণসম্পন্ন হয়। এই উপমাযোগে মূলত আহ্বানীয়, পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুরই গুণ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অশ্বের মধ্যে যে ছয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে সেই

ছয়টি গুণ একজন ভিক্ষুর নিকট থাকলে তিনিও হবেন সর্বপূজ্য, বরেণ্য। অঙ্গুত্তরনিকায়, ষষ্ঠক নিপাতের ১৩৯নং সূত্রের সাথে আলোচ্য সূত্রের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। পরের সূত্রদ্বয়ে বর্ণসম্পন্নের স্থলে বলবান ইত্যাদি মাত্র যুক্ত হয়েছে। পরবর্তী সূত্রাদি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র, অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র এবং মহানাম সূত্র। সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্রটির বিস্তৃতার্থ পাওয়া যাবে এই নিপাতেরই ৩০নং সূত্রে এবং দীর্ঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, ২৫০, ২৪১ প্রভৃতিতে। অনুস্মৃতির বিষয় সূত্রে বুদ্ধগুণ, ধর্মগুণ, সংঘগুণ, শীলগুণ, ত্যাগগুণ এবং দেবতাগুণ বিষয়ক অনুস্মৃতি বা ভাবনার কথা বিধৃত হয়েছে। বর্গের শেষ সূত্রটি হচ্ছে মহানাম সূত্র। 'মহানাম কে' এ বিষয় পাদটীকায় সংযোজন করেছি বিধায় এ স্থলে সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সূত্রটিতে দেখা যায়, মহানাম নামক জনৈক উপাসক বুদ্ধকে আর্যফল লাভী ও বুদ্ধশাসন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ আর্যশ্রাবকের জীবন ধারণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুতরে তথাগত বুদ্ধ পূর্বোক্ত ছয়টি অনুস্মৃতিই বিস্তৃতভাবে দেশনা করেন। তিনি দেশনায় বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, ও দেবতানুস্মৃতি অনুশীলনের পদ্ধতি ও তার সুফল প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। বর্গের শেষে তস্সুদ্দানং বা সূত্রসূচি সংযুক্ত হয়েছে। অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চক নিপাতের বঙ্গানুবাদে **'তস্সুদ্দানং'** শব্দটির অর্থ করেছিলাম **'স্মারক-গাথা'**। সে-স্থলে এবার আরও প্রাঞ্জলভাবে **'সূত্রসূচি'** ব্যবহার করলাম। ১ম পঞ্চাশকের ২য় বর্গের নাম স্মারণীয় বর্গ। বর্গের প্রথম দুটি সূত্রের নাম স্মারণীয় সূত্র। ১ম সূত্রে ভিক্ষুর ছয় প্রকার স্মারণীয় বা সহানুভূতিশীল বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন, ভিক্ষুর নিকট সব সময় তার সব্রহ্মচারীদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থাকে। সে আচরণে, কথনে, চিন্তা-চেতনায় সেই আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ধর্মলব্ধ ভোগ্য বিষয় সব্রহ্মচারীদের সাথে ভাগ করে পরিভোগ করে। সে সব সময়ই শীল আচরণে সচেষ্ট থাকে। শুধুমাত্র সব্রহ্মচারীদের সম্মুখে নয়, পশ্চাতেও শীলানুগত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষু সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন ও যেরূপ দৃষ্টি মুক্তি লাভের সহায়ক সেরূপ দৃষ্টি পোষণ করে সব্রহ্মচারীদের সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থান করে। এই ছয়টি বিষয়ের পরিবেশনা হয়েছে ১ম স্মারণীয় সূত্রে। এর দ্বারা ভিক্ষুদের পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ভাবের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। ২য় স্মারণীয় সূত্রেও একই গুণধর্মের কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে এই ছয়টি বিষয় সর্বদা একতা, অবিবাদ, সমন্বয় সাধনের জন্যই পরিচালিত হয়। বর্গের ৩য় সূত্রটি হলো নিঃসরণীয় সূত্র। সূত্রে

সন্নিবেশিত বিষয়টি অত্যন্ত দারুণ। বিশেষত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ভিক্ষুকে যথার্থভাবে ধর্মশিক্ষা দেয়া এবং তার মনে উৎপন্ন ভ্রান্ত ধারণার বিলোপের জন্য এই সূত্রটি অত্যন্ত কার্যকর। সূত্রে প্রথমত বলা হচ্ছে, হয়তো বা কোনো ভিক্ষু বলতে পারে 'আমি তো মৈত্রী ভাবনা করি। আমাকর্তৃক মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, অনুষ্ঠিত, কিন্তু তবুও হিংসাত্মক চিন্তা আমার মনকে পর্যুদস্ত করে।' এরূপ বললে তাকে বুঝাতে হবে যে তার চিন্তা-ধারণা ভ্রান্ত। কেননা ভগবান তা বলেন নাই। মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি ভাবিত হলে হিংসাত্মক চিন্তা ভাবনা কারও মনে উদিত হওয়া সম্ভব নয়। এটাই বুদ্ধের উপদেশ। এভাবে করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা বা সুখ-দুঃখে সাম্যভাব, অনিমিত্ত চিত্ত বিমুক্তি এবং আমিত্বভাব সম্বন্ধেও একই ধারা অনুসৃত হয়েছে। পরবর্তী সূত্র মঙ্গলজনক হতে গাথার শুরু। সূত্রটি স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ ভাষিত নয়, সারিপুত্র স্থবির ভাষিত। পরের সূত্র অর্থাৎ অনুতপ্ত সূত্রটিও সারিপুত্র স্থবির ভাষিত। সামান্য পার্থক্য ব্যতীত পূর্বোক্ত সূত্রের সাথে আলোচ্য সূত্রের হুবহু মিল রয়েছে। সূত্রদ্বয়ে সুন্দর জীবন গঠন সম্পর্কীত দেশনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্গের ৬নং সূত্রটি হলো নকুলপিতা সূত্র। নকুলপিতা-মাতা উভয়েই ছিল বুদ্ধ শাসনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাশীল। নকুলপিতার অসুস্থাবস্থায় তদীয় পত্নী বিবিধ ধর্মবাক্যে তাকে অনুপ্রাণিত করেন। সতৃষ্ণ হয়ে অর্থাৎ কামনা-বাসনাযুক্ত চিত্তে মৃত্যুবরণ করা তথাগত কর্তৃক গর্হিত। কেননা এতে সুগতি লাভের পথ প্রশস্থ হয় না। এই বিষয়টি বারংবার স্মৃতিপটে তুলে ধরার মানসে নকুলমাতা তার স্বামীকে সাংসারিক দুশ্চিন্তা করতে বারণ করেন। সৌহার্দ্য ও আন্তরিক ভালবাসার এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায় এই সূত্রে। প্রকৃত বৌদ্ধ স্বামী-স্ত্রীদের পারস্পারিক আন্তরিকতা কতটা যে জ্ঞানমণ্ডিত, তারই প্রমাণ এতে সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। সূত্রের এক স্থলে স্ত্রী স্বামীকে বলছে :

"স্বামীন, এমন ধারণা করবেন না যে আপনার মৃত্যুর পর আমি অন্যের ঘরণী হবো। কেননা আপনি তো জানেনই কীভাবে আমরা একত্রে গৃহস্থ জীবনে ষোলো বছর ব্রহ্মচর্য জীবন পালন করছি।"

উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়, স্ত্রী তার স্বামীকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন অপরের ঘরণী না হওয়ার। এতে করে বুদ্ধ সমকালীন নারীদের যে বহু বিবাহের রীতি ছিল তা সহজেই অনুমিত হয়। বর্গের ৭নং সূত্র হচ্ছে নিদ্রা সূত্র। বিষয়বস্তুর সাথে যতটা সম্ভব মিল রেখেই মূলত সূত্রসমূহের নামকরণ হয়েছে। এই সূত্রটির ক্ষেত্রেও একই। সূত্রে নব প্রব্রজিত ভিক্ষুদের জাগরণশীলতা সম্বন্ধে

উপদেশ দিতে দেখা যায় তথাগত বুদ্ধকে। কিছু নবপ্রব্রজিত সূর্যোদয়ের পরও নাক ডেকে ডেকে ঘুমানোর দরুণ তথাগত বুদ্ধ তাদের নানান উপমাযোগে বুঝান যে প্রব্রজিতের পক্ষে অধিক নিদ্রা পরিহানিকর ও নিন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ বুদ্ধ ভিক্ষুদের বলছেন :

"ভিক্ষুরা, তোমরা কি দেখেছো কিংবা শুনেছো যে রাজরূপে অভিষিক্ত কোনো রাজা যাবজ্জীবন রাজত্বকালে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, বিছানায় পড়ে থেকে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে জনসাধারণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে?"

প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুরা না বলেন। এরূপ বেশ কিছু উপমাযোগে বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট হন সেই ভিক্ষুরা। পরের সূত্রটি হচ্ছে জেলে সূত্র। সূত্রটিতে বুদ্ধ নিন্দিত প্রাণী ও মাংস বাণিজ্যের কুফল তুলে ধরা হয়েছে। কোনো জেলে যদি জীবনব্যাপীও মাছ ধরে তথাপি সে কখনো মহাধনী হতে পারে না। অধিকন্তু স্বীয় পাপকর্মের দরুন তাকে নরকে দগ্ধ হতে হয়। এ বিষয়টি সূত্রে তুলে ধরা হয়েছে। বর্গের অন্তিম দুটি সূত্রে নাম মরণানুস্মৃতি। মরণানুস্মৃতি ভাবনার বিভিন্ন পর্যায় আছে। মৃদু, মধ্যম, ও কঠোরভাব। এই তিনটির মধ্যে কঠোরভাবে মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যানই বুদ্ধপ্রশংসিত। ১ম মরণানুস্মৃতি সূত্রে বুদ্ধের সাথে ভিক্ষুদের আলাপচারিতায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি ফুটে উঠেছে। ভগবান বুদ্ধ মরণানুস্মৃতি ভাবনার প্রশংসা করলে জনৈক ভিক্ষু উত্তর দেন, তিনি মরণানুস্মৃতি অনুধ্যান করেন। এরূপে দশজন ভিক্ষু নিজ নিজ মৃত্যুস্মৃতি ভাবনার বিষয় সবিস্তরে বুদ্ধের নিকট বর্ণনা করেন। তারপর বুদ্ধ তাদের মধ্যে শেষ দুজনের মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যানকে যথার্থ এবং কঠোর বলে প্রশংসা করেন এবং অপরদের অনুধ্যানকে শিথিল বলে ঘোষণা করে গভীরভাবে সকলকে মরণানুস্মৃতি অনুধ্যানের উপদেশ দেন। পরের সূত্রের বিষয়বস্তুও একই। মৃত্যুস্মৃতি বিষয়ক উপদেশ এতে বিধৃত হয়েছে। এই দশটি সূত্রযোগে সহানুভূতিবর্গ গঠিত। এতে ভিক্ষুদের উপযোগী ধ্যান-ধারণাসহ গৃহী নীতিমালার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। পরবর্তী বর্গটি হচ্ছে অনুত্তর বর্গ। অনুত্তর শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। বর্গের প্রথম সূত্রের নাম সামক সূত্র। সাম বা সামক নামধেয় গ্রামে অবস্থানের সময় তথাগত আলোচ্য সূত্রটি দেশনা করেন। জনৈক দেবতা কিছু ভিক্ষুর পরিহানিকর বিষয় দেখতে পান এবং তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেন। সর্বজ্ঞ বুদ্ধ দেবতার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে পরের দিন প্রত্যুষেই ভিক্ষুদের সমবেত করে সে বিষয়ে অনুশাসন করেন। অপরিহানিকর সূত্রে এমন ছয় প্রকার

অপরিহানিকর বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যে বিষয়াদি আচরণ করলে কুশলধর্মে শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সেই ছয় প্রকার যথাক্রমে- কর্ম বাহুল্যতার প্রতি উদাসীনতা, বৃথা ভাষণে অনীহা, নিদ্রা কম যাওয়া, সংসর্গপ্রিয় না হওয়া, অবিবাদপ্রিয়তা এবং কল্যাণমিত্রতা। পরের ভয় সূত্রে নানান সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত কামনাসমূহ আলোচিত হয়েছে। কামনার সমার্থবোধক নাম এবং তৎসমস্তের নামকরণের কারণও সূত্রে ব্যক্ত হয়েছে। বর্গের ৪র্থ সূত্র হিমালয়ে এমন ছয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে যে গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভিক্ষু হিমালয় পর্বতের মতোন সর্ববৃহৎ পর্বতকেও বিদীর্ণ করার ক্ষমতা অর্জন করেন অকিঞ্চিৎকর অবিদ্যার কথাই বা কি! এই উপমাযোগে মূলত অবিদ্যাসব ধ্বংসের প্রোৎসাহই দেয়া হয়েছে। অনুস্মৃতির বিষয় সূত্রে বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, ও দেবতানুস্মৃতি করার পদ্ধতি বিশদভাবে প্রদত্ত হয়েছে। এই ছয়টি ভাবনার মধ্যে ইচ্ছানুরূপ ভাবনা চর্চার মাধ্যমে কেউ কেউ বিশুদ্ধিতা লাভ করে থাকে, এ বিষয় এতে বিধৃত হয়েছে। পরের মহাকাত্যায়ন সূত্রের সাথে পূর্বের সূত্রের বিষয়বস্তু একই হলেও বক্তা এক্ষেত্রে মহাকাত্যায়ন ভন্তে। তথাগত কর্তৃক ভাষিত বিষয় যে সত্যিই অমৃতপ্রদ সেই বিষয় উত্থাপন করে মহাকাত্যায়ন ভন্তে ২৭ নং সূত্রে প্রদত্ত দেশনার পুনরাবৃত্তি করেন। বর্গের ৭নং সূত্রের নাম ১ম সময় সূত্র। সূত্রটিতে ভাবনাকারী অরহৎ ভিক্ষু দর্শনের যথাযথ সময় সম্পর্কীত দেশনা বিধৃত হয়েছে। সূত্রে ছয়টি উপযুক্ত সময় দর্শানো হয়েছে। যেমন যদি কেউ কামরাগে উৎপীড়িত হয় এবং উৎপন্ন কামরাগের বিনাশ সাধন স্বয়ং করতে না পারে তবে সে সময় তার উচিত কামরাগ প্রহানের জন্য ভাবনাকারী ভিক্ষুর সন্নিধানে গমন করা। ভবানাকারী ভিক্ষুর নিকট গমনপূর্বক তাকে কামরাগ প্রহানোপযোগী ধর্ম দেশনা প্রদানের প্রার্থনা করতে হবে। এরূপে ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, উৎপন্ন অহংকার-অনুশোচনাভাব, সন্দেহভাব এবং ভাবনার জন্য সহায়ক নিমিত্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকা। এই পাঁচটি বিষয়েও অনুরূপ ধারা অনুসৃত হয়েছে। ভিক্ষুর নিকট এই ছয়টি বিষয় পৃথক পৃথকভাবে কিংবা একত্রে যখনই উৎপন্ন হোক না কেন তখনই তার উচিত ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট গমনপূর্বক সদুপদেশ প্রার্থনা করা। পরের সূত্রের নাম ও মূল বিষয় পূর্বের সময় সূত্রের ন্যায় প্রায় একই। বারাণসীর মৃগদায়ে অবস্থানের সময় জনাকয়েক প্রবীণ ভিক্ষু সমবেত হয়ে পারস্পারিক ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, ‘ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনার্থে গমন করার যথাযথ

সময় কয়টি?' প্রত্যুত্তরে চারজন স্থবির ভিক্ষু পৃথক পৃথকভাবে নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করেন। অতঃপর মহাকাত্যায়ন স্থবির বলেন যে তিনি স্বয়ং এই প্রসঙ্গে তথাগত বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী শুনেছেন এবং ধারণ করেছেন। তারপর পূর্বোক্ত ১ম সময় সূত্রের বুদ্ধভাষিত ছয়টি যথার্থ সময় সম্পর্কীত ধর্ম দেশনা মহাকাত্যায়ন ভন্তে পুনরাবৃত্তি করেন। সূত্রে বুদ্ধের উপস্থিতি পরিলক্ষিত না হলেও পরোক্ষভাবে তথাগত বুদ্ধের দেশিত উপদেশমালাই এতে স্থান পেয়েছে। বর্গের ৯নং সূত্রটি হলো উদায়ী সূত্র। সূত্রে তথাগত অনুস্মৃতির বিষয় কয়টি এ প্রশ্ন উদায়ীকে করেন। কিন্তু অজ্ঞানতার দরুণ তিনি অর্থাৎ উদায়ী প্রত্যুত্তর না দিয়ে মৌন থাকেন। এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর পুনঃ আনন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ভুল উত্তর দেন। ফলে তথাগত কর্তৃক উদায়ী তিরস্কৃত হন মূর্খরূপে। পিটকীয় গ্রন্থাবলিতে বেশ কিছু উদায়ী নামধেয় প্রব্রজিতের উপস্থিতি দৃষ্ট হয়। খুব সম্ভবত তন্মধ্যে ইনিই লালুদায়ী। তথাগত উদায়ীকে ভর্ৎসনা করে আনন্দ ভন্তেকে অনুস্মৃতির বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে আনন্দ পাঁচটি অনুস্মৃতির বিষয় বিবৃত করেন। তন্মধ্যে প্রথমত তিনি ১ম, ২য়, ৩য় ধ্যান স্তরলাভী ভিক্ষুর কথা তুলে ধরে বলেন যে, এই অনুস্মৃতির বিষয় ভাবিত হলে তা সুখ অবস্থানের জন্য পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়ত আলোক সংজ্ঞায় মনোনিবেশের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করার কথা বলেন। এরূপে অনুধ্যান করা হলে তা জ্ঞানদর্শন লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সম্ভবত এটা কসিণ ভাবনার অন্তর্গত আলোক কসিণ ভাবনা। তৃতীয় অনুস্মৃতির বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আনন্দ স্থবির ৩২ প্রকার কায়িক অশুচি পদার্থের কথা বলেন। যারা এই বিষয়টি সর্বদা ভাবনা করেন তাদের কামরাগ প্রহীন হয়। চতুর্থত সীবথিক ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, 'যারা এই অনুস্মৃতির বিষয় সর্বদা ভাবিত করবে তাদের আমিত্বরূপ মানের মূলোৎপাটন হবে। সর্বশেষে তিনি ৪র্থ ধ্যানের কথা উল্লেখ করেন। আনন্দ ভন্তের এবম্বিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর উত্তর শুনে তথাগত সন্তুষ্ট হন এবং ৬ষ্ঠ অনুস্মৃতির বিষয়টি সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করে বলেন যে "ভিক্ষু চারি ঈর্যাপথে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করে।" এই অনুস্মৃতির বিষয়টি ভাবিত বহুলীকৃত হলে তা স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানতার জন্য চালিত হয়। আলোচ্য সূত্রটিতে ৬ প্রকার ভাবনার পদ্ধতি এবং সুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। বর্গের শেষ সূত্রটির নাম অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ সূত্র। সূত্রের নামানুসারেই বর্গের নামকরণ করা হয়েছে। সূত্রে ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন- দর্শনের শ্রেষ্ঠ, শ্রবণ, লাভ, শিক্ষা,

পরিচর্চা এবং অনুস্মৃতির শ্রেষ্ঠ। এই ছয়টি বিষয় পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। কেন এই ছয়টি বিষয় শ্রেষ্ঠ সে সম্পর্কীত উপদেশ এতে বিধৃত হয়েছে। ১ম পঞ্চাশকের ৪র্থ নং বর্গের নাম দেবতা বর্গ। দেবতা বর্গে মোট ১২টি সূত্র রয়েছে। শৈক্ষ্য সূত্রে ছয়টি বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানিকর তা বলা হয়েছে; যথা : কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপাসক্তি, নিদ্রালুতা, সংসর্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অসংযত এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। বিপরীতে আবার বলা হচ্ছে, উপরোক্ত ৬টি বিষয়ের বিপরীত গুণ ভিক্ষুর মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তার শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। পরের সূত্রটি হলো ১ম অপরিহানি সূত্র। সূত্রে জনৈক দেবতার সাথে তথাগতের সম্মুক্ষাৎ আলাপচারিতার বিষয় ফুটে উঠেছে। রাত্রির শেষ সময়ে এক দেবসূত তথাগতের সন্নিধানে এসে ভিক্ষু অপরিহানিকর ছয় প্রকার বিষয়ের কথা জ্ঞাপন করেন। যথা- বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা, অপ্রমাদ এবং মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি গারবতা। এই ৬টি বিষয় জ্ঞাপন করে দেবপুত্র অন্তর্হিত হন। পরের দিন প্রত্যুষে সম্মিলিত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে তথাগত ধর্মদেশনা করেন। ২য় অপরিহানি সূত্রের বিষয়বস্তুও পূর্বের ন্যায়। বর্গের ৪নং সূত্র বুদ্ধের অগ্র মহাশ্রাবকদ্বয়ের মধ্যে ঋদ্ধিশ্রেষ্ঠ মৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরের নামানুসারেই। সূত্রে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে মর্ত্যলোক হতে ব্রহ্মলোকে গমনাগমন করতে দেখা যায় মৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরকে। অধুনা কালগত তিষ্য নামক ভিক্ষু দেহান্তে ব্রহ্মলোকে অত্যন্ত বিভবশালী ব্রহ্মারূপে জন্ম হন। আর তার নিকটেই ধর্ম সম্পর্কীত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মানসে মৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরের এই পরিক্রমা। কোন কোন দেবগণ স্রোতাপন্ন এই প্রশ্নের উত্তরে তিষ্য ব্রহ্মা মৌদ্গাল্যায়নকে উত্তর দেন যে, ছয়টি সুগতি ভূমির যে সকল দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম, ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন এবং শীলবান শুধুমাত্র তারাই স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী। পক্ষান্তরে, যে সকল দেবগণ ত্রিরত্নে অবিশ্বাসী তারা স্রোতাপন্ন নন। সূত্রে মৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরের অদ্ভুত ঋদ্ধিশক্তিমত্তার পরিচয় মেলে। বর্গের অন্যান্য সূত্রগুলো হচ্ছে বিদ্যার অংশ সূত্র, বিবাদের মূল সূত্র, ছলঙ্গদান সূত্র, আত্মকারী সূত্র, আদি কারণ সূত্র, কিমিল সূত্র, গাছের গুঁড়ি সূত্র এবং নাগিত সূত্র।

বিবাদের মূল সূত্রে বিবাদ সংগঠিত হওয়ার ছয় প্রকার মুখ্য কারণের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত ক্রোধী ও দোষান্বেষণকারী ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে। ক্রোধপরবশ হয়ে সেরূপ ভিক্ষু ত্রিরত্নকে মান্য করে না, শিক্ষা পরিপূর্ণ না করে সংঘমধ্যে বিবাদ উৎপন্ন করে। এরূপে পর নিন্দুক, বিদ্বেষপরায়ণ,

ঈর্ষুক, শঠ, পাপেচ্ছু ও একগুঁয়ে ভিক্ষুর সম্বন্ধেও একই। সূত্রে তথাগত ভিক্ষুদের বলেন, 'যদি তোমরা বিবাদের এই মূল কারণসমূহ নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও তবে তা প্রহানের জন্য চেষ্টা করবে। আর দেখতে না পেলে ভবিষ্যতে যাতে তা উৎপন্ন হতে না পারে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' সূত্রে একতাবদ্ধ হয়ে অবস্থানের দিকনির্দেশনা পরিলক্ষিত হয়। ছলঙ্গ দান বা ছয় প্রকার অঙ্গ সম্বন্বিত দান সূত্রে ছয় প্রকার দান অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে দাতার ত্রিবিধ এবং গ্রহীতার ত্রিবিধ অঙ্গ রয়েছে। দাতার ত্রিবিধ দান অঙ্গসমূহ হচ্ছে দানের পূর্বে পবিত্রমনা হওয়া, দানকালে প্রসন্ন হয়ে দান দেয়া এবং দান দেয়ার পর প্রফুল্ল হওয়া। অপরপক্ষে গ্রহীতার ত্রিবিধ অঙ্গসমূহ যথাক্রমে, প্রতিগ্রাহকেরা এক্ষেত্রে রাগাসক্তিহীন অথবা রাগাসক্তি প্রহানে রত, দ্বেষ ও মোহ সম্বন্ধেও অনুরূপ। এই ত্রিবিধ অঙ্গসহ মোট ছয় প্রকার অঙ্গসমন্বিত দান যজ্ঞ। এরূপ দানের পুণ্যফল পরিমাপ করা সুকর নয়। কিন্তু, অসম্ভবপরও নয়। এভাবে সূত্রটিতে দানকর্ম সম্পাদনের নিয়মপ্রণালি ব্যক্ত হয়েছে। কিমিল সূত্রে আয়ুষ্মান কিমিলকে তথাগতের সাথে ধর্মের দীর্ঘস্থায়ীত্ব নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। তথাগত বলেন, ছয়টি গুণধর্ম বিদ্যমান থাকলে তথাগতের পরিনির্বাণের পরও সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়; যথা : বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের প্রতি গারবী ও বাধ্য হয়ে অবস্থান করা, এবং শিক্ষা, অপ্রমাদ, ও মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি গারবী ও বাধ্য হয়ে অবস্থান করা। পক্ষান্তরে এই ছয়টি গুণধর্ম না থাকলে বুদ্ধের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। গাছের গুঁড়ি সূত্রটির দেশক আয়ুষ্মান সারিপুত্র স্থবির। গাছের বৃহৎ গুঁড়িকে নির্দেশ করে তিনি ধাতুভাবনা সম্পর্কে ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দেন। দেবতা বর্গের শেষ সূত্রটির সাথে অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চক নিপাতের অন্তর্ভুক্ত নাগিত সূত্রের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। দুই নিপাতে একই সূত্রের উপস্থাপনা দেখে স্বতঃই মনে হয় ক্রমিক ধারা রক্ষার জন্য সংগীতিকারকেরাই এমনটা করেছেন। সূত্রে লাভ-যশ সম্পর্কীত দেশনা বিধৃত হয়েছে। ধার্মিক বর্গের নাগ সূত্রে তথাগত, আনন্দ এবং উদায়ী এই তিনজনের মধ্যকার আলোচনা ধৃত হয়েছে। কোশলরাজ প্রসেনজিতের বৃহদাকার হস্তীর বপু দেখে সবাই বলাবলি করছিল, 'রাজ হস্তী অভিরূপ, কি বিশাল দেহই না তার! সত্যিই এই হস্তী প্রকৃত নাগ।' নাগ শব্দটি এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূত্রের উদায়ী যে ব্রাহ্মণপুত্র মহাউদায়ী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উদায়ী বর্ণিত চৌষট্টি পদযুক্ত ষোলোটি গাথা ১৪ প্রকার উপমাযোগে সূত্রের শেষে তা যুক্ত

হয়েছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, থেরগাথা, পৃ. ৩৮৬; উদায়ী স্থবির; অনুবাদক, স্থবির। মিগসালা সূত্রে মিগসালা নাম্নী জনৈক উপাসিকাকে সদ্ধর্মে দ্বিধাগ্রস্তরূপে দেখা যায়। মিগসালার পিতা বহু বছর ব্রহ্মচর্য সাধনের মাধ্যমে সকৃদাগামী ফল লাভ করে মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। অপরদিকে মিগসালার আপন খুল্লতাঁত ছিলেন গৃহস্থ। তিনিও নাকি সকৃদাগামী ফল লাভ করে মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এই দুটি বিষয় বুদ্ধকর্তৃক বর্ণিত হওয়ার পর উপাসিকা মিগসালার মনে সন্দেহের তরী দোলা দেয়। সে ভাবতে থাকে, 'এ কেমন ধর্ম আচরণ! একজন সাধু-সন্ত জীবন আচরণে যে সুফল পায় পক্ষান্তরে আরেকজন হীন গ্রাম্য গৃহীজীবনে থেকে একই সুফল লাভ করে!' এই বিষয়ে উপাসিকা মিগসালা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন আনন্দ ভন্তেকে। আনন্দ ভন্তে বলেন ভগবান যা বলেছেন তা-ই সঠিক। কিন্তু, মনে মনে তথাগতকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা জাগ্রত হলো আনন্দ ভন্তের। পরে তথাগতকে জিজ্ঞাসা করলে তথাগত বলেন, মানুষের প্রভেদ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নয়। এভাবে নানান যুক্তি উপমাযোগে আনন্দ ভন্তেকে তথাগত দেশনা করেন। অপরের দোষ-গুণ মূল্যায়ন করতে নিষেধ করে তথাগত আনন্দ ভন্তেকে উপাসিকা মিগসালার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সাধু উত্তর দেন। উপাসিকা মিগসালার পিতা পোরাণ সন্ন্যাসী হলেও তিনি ছিলেন শীল সংযম প্রধান। তার মধ্যে প্রজ্ঞাগুণের আধিক্যতা কম ছিল। পক্ষান্তরে মিগসালার চাচা ঋষিদত্ত গৃহী হলেও অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তাই দুজনের গতি অভিন্ন হয়েছিল ভিন্ন গুণাবলির কারণে। সূত্রে পরদোষ তথা পরচর্চার কুফল বর্ণনাসহ ধর্ম বিষয়ক উৎপন্ন দ্বিধা নিরসন করতে দেখা যায় তথাগতকে। ঋণ সূত্রে নিঃস্ব ব্যক্তির ঋণ গ্রহণের উপমাযোগে ভিক্ষুর নির্বাণ লাভের জন্য প্রতিবন্ধক বিষয় বর্ণনা করেন তথাগত। মহাচুন্দ সূত্রে তথাগতের উপস্থিতি দৃষ্ট হয় না হলেও সূত্রে বিধৃত বিষয় বস্তু সম্ভবত তথাগত কর্তৃকই পূর্ব ভাষিত। আয়ুষ্মান মহাচুন্দের সাথে কতেক ভিক্ষুর আলাপচারিতায় ধ্যানী এবং ধর্মদেশক ভিক্ষুদের পারস্পারিক মনোমালিন্যের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। ধ্যানীদের মধ্যে কেউ কেউ বিহারবাসী ধর্মদেশক ভিক্ষুদের নিন্দা করেন, পক্ষান্তরে ধর্মদেশক ভিক্ষুগণের মধ্যেও কেউ কেউ ধ্যানীদের বিরুদ্ধ বক্তব্য প্রকাশ করেন। সূত্রে মহাচুন্দ ভন্তে ভিক্ষুদের শিক্ষা দেন যে, ধর্মকথিক ভিক্ষুরা সত্যিই ধর্মের নিগূঢ় অর্থ স্বয়ং উপলব্ধি করে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। তাই তাদের প্রশংসা করা উচিত। আবার ধ্যানী ভিক্ষুরাও সত্যিই পূজার্হ কেননা তারা

ইহজীবনেই অমৃত সাক্ষাত করে অবস্থান করছেন। সূত্রে আলোচ্য বিষয় পাঠে স্বতঃই মনে হয় তদনীন্তন সময়ে ধ্যানী ও ধর্মদেশক ভিক্ষুদের মধ্যে কেউ কেউ পারস্পরিক নিন্দা রটনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আর তার নিরসনের জন্যই এই ধর্মালাপ। পরের দুটি সূত্রের নাম ১ম ও ২য় সন্দৃষ্টিক সূত্র। শ্রোতা ভিন্ন সূত্রদ্বয়ের বিষয়বস্তু একই। সূত্রদ্বয়ে ধর্ম সম্পর্কীত গুণের যথার্থতা প্রমাণে তথাগতকে জিজ্ঞাসা করা হয়। যথাক্রমে এক পরিব্রাজক এবং ব্রাহ্মণকে লোভ-দ্বেষ-মোহের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির এক তুলনামূলক দেশনার মাধ্যমে তথাগত প্রশ্নকর্তাকে মনঃপূত উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে সেই প্রশ্নকর্তাদের দেখা যায়, বুদ্ধের সত্যধর্মে বিশ্বাসী হয়ে আমৃত্যু শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হতে। ক্ষেম সূত্রে আয়ুষ্মান ক্ষেম ও সুমন উভয়েই বুদ্ধেও নিকট তাদেও অর্হত্তপ্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ করেন অতি সুসংযত, অনুদ্ধতভাবে। অনতিমানী নিরহংকারী হয়ে স্বতন্ত্ররূপে নিজকে ব্যাখ্যা করার দরুন তারা বুদ্ধপ্রশংসিত হন। ইন্দ্রিয় সংবর সূত্রটির সাথে অঙ্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চক নিপাত, ২৪নং সূত্রের মিল রয়েছে। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে আনন্দ সূত্র, ক্ষত্রিয় সূত্র, অপ্রমাদ এবং ধার্মিক সূত্র। ধার্মিক বর্গের মাধ্যমে ১ম পঞ্চাশকের পরিসমাপ্তি এবং ২য় পঞ্চাশকের প্রারম্ভ। প্রথম বর্গটির হচ্ছে মহাবর্গ। মহাবর্গে ধৃত সূত্রাদির আকৃতি অন্যান্য বর্গে সন্নিবেশিত সূত্রাদি হতে বড়। তাই বর্গের নাম মহাবর্গ। বর্গের প্রথম সূত্রটি হচ্ছে সোণ সূত্র। সূত্রে সোণ নামক জনৈক শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুর চিত্তে উৎপন্ন পরিবিতর্ক দমনপূর্বক তথাগত তাকে অর্হত্ত লাভের জন্য প্রোৎসাহিত করেন বিবিধ ধর্মবাক্যে। বিনয় গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, ১৭৯-১৮৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রদত্ত হয়েছে। সোণ স্থবির ছিলেন অধিক মাত্রায় উৎসাহী। তাই দিবারাত্র চঙ্ক্রমণের (Walking maditation) ফলে তার কোমল পা ফেটে রক্তপাত হয়। তথাপি জ্ঞানোদয়ের লেশমাত্র দেখা না পাওয়ায় তার চিত্তে অনাগ্রহভাব জাগ্রত হয়। আর সেই অনীহার কারণে তিনি পূর্বের গৃহীজীবনে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করেন। মহানুভব তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ নিজ চিত্তে তা জ্ঞাত হয়ে সহসাৎ সোণের সমক্ষে উপস্থিত হন এবং দেশনা করেন মধ্যম মার্গের। অর্থাৎ অত্যধিক পরাক্রমে চিত্তে চাঞ্চল্যভাব আসে আবার শিথিলভাবে ধর্মচর্চায় আসে আলস্য। তাই এই দুই পথ ত্যাগপূর্বক মধ্যমভাব গ্রহণের শিক্ষা দেন তথাগত সোণ স্থবিরকে। কর্মকে সফলতায় পর্যবসিত করার এক সুন্দর, যৌক্তিক পদ্ধতি আলোচ্য সূত্রে তথাগত ব্যক্ত করেন। পরের সূত্রটি হচ্ছে ফগ্গুন সূত্র। ফগ্গুন নামক পীড়িত ভিক্ষুকে কেন্দ্র

করে সূত্রটি দেশিত। পীড়িত অবস্থায় কিংবা যথাসময়ে ধর্মকথা শ্রবণ এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের ৬টি সুফল সূত্রে আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধের সমসাময়িক বেশ কিছু মতবাদ প্রচারকারী নামসর্বস্ব সাধু-সন্তের আবির্ভাব হয়েছিল। বাক্‌চাতুর্যতার নানান ছলাকলায় জনসাধারণের শিরোমণি হয়ে অবস্থান করতো তারা। কিন্তু, বুদ্ধের মহানুভবে, সত্যপ্রভাবে তাদের যশ-আধিপত্যের বিনাশ ঘটে চরম পর্যায়ে। পূরণকশ্যপ নামধেয় তদ্রুপ এক ধর্মমত প্রচারকারী শাস্তা ছয় প্রকার কুল-জাতের প্রচারণা করতেন। যথা, কৃষ্ণ জাতি, নীল জাতি, লোহিত জাতি, হরিদ্রা জাতি, শ্বেত জাতি এবং পরম শ্বেত জাতি। এই প্রসঙ্গে তথাগত দেশিত উপদেশমালা চয়িত হয়েছে ষড়বিধ জাতি সূত্রে। ফগ্গুন সূত্রের পরবর্তী সূত্র এটা। সূত্রে তথাগত পরবাদ খণ্ডনপূর্বক নিজ আবিষ্কৃত সত্য ধর্মমতের প্রচারণা করেন। পরের সূত্রের নাম আসব বা আস্রব সূত্র। আসব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করে কোনো নির্দেশিত কল্পনা যা মনকে বিহ্বল করে, প্রমত্ততা, আসক্তি ইত্যাদি। মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, ৯ পৃ. প্রদত্ত সূত্রের সাথে আলোচ্য সূত্রের সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। দারুকর্মিক সূত্রে দান দেয়ার প্রসঙ্গে উপদেশমালা বিধৃত হয়েছে। তথাগত বলেন, ব্যক্তিবিশেষকে দানের চাইতে সংঘের উদ্দেশ্যে দান দিলে পুণ্যফল অপ্রমেয় হয়ে থাকে। কেননা গ্রহীতা যথার্থভাবে শীলবান না হতেও পারে। সেক্ষেত্রে পুণ্যফল আশানুরূপ হবে না। কিন্তু, সংঘের ক্ষেত্রে সে বিধি নিষেধ প্রযোজ্য নয়। বিশেষত সংঘে বহু শীলবান ভিক্ষুর উপস্থিতি থাকে বিধায় প্রদত্ত দান গ্রহীতার দিকে পরিশুদ্ধ হয়। এই বিষয়টি গৃহপতি দারুকর্মিকের উদ্দেশ্যে তথাগত দেশনা করেন। মহাবর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে চিত্ত হস্তী সারিপুত্র সূত্র, মধ্য সূত্র, পুরুষ ইন্দ্রিয় জ্ঞান সূত্র, অন্তর্ভেদী সূত্র, এবং সিংহনাদ সূত্র। দেবতা বর্গের অনাগামীফল সূত্রে ছয়টি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা পরিত্যাগ না করে অনাগামীফল লাভ করা অসম্ভব; যথা : অশ্রদ্ধা, নির্লজ্জতা, পাপে নির্ভয়তা, অলসতা, মনোযোগহীনতা, এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা। বিপরীতে যারা এই ছয়টি বিষয় পরিত্যাগ করতে পারবে তারা অবশ্যই অনাগামীফল লাভে সক্ষম। অর্হত্ত্ব সূত্রেও ছয়টি সূত্র যথাক্রমে আলস্য, তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য, মনস্তাপ, অশ্রদ্ধা, এবং প্রমাদের কথা বলা হয়েছে। যারা এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করতে পারবে তাদের অর্হত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা শতগুণ বেশি অন্যদের তুলনায়। মিত্র সূত্রটি পাঠে 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' এই বিষয়টিই প্রতিভাত হয়। যে ভিক্ষু পাপী মিত্রের ভজনা করে সে তাদের নিকট হতে কল্যাণকর বিষয়

শিক্ষা করবে তা অসম্ভব। বরঞ্চ অহিতকর পাপ বিষয়েই সে হবে সিদ্ধহস্ত। নির্বাণ লাভের জন্য জনসংস্রব হতে নিরালায় গমন তথা সাধন-ভজনের কথাই বলা হয়েছে সঙ্গপ্রিয় সূত্রে। সূত্রে ধৃত বিষয় ছয়টি। দেবতা সূত্র, সমাধি সূত্র, প্রত্যক্ষভাব সূত্র, বল বা ক্ষমতা সূত্র ও দ্বে অনুধ্যান সূত্র হচ্ছে বর্গের অন্যান্য সূত্র। অর্হত্ত্ব বর্গের দুঃখ সূত্রে ছয়টি পাপ বিষয় সমৃদ্ধ ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে, যিনি আমৃত্যুকাল দুঃখ-দূর্দশায় থাকেন এবং মৃত্যুর পর ভয়ানক নরকে প্রজ্জ্বলিত হন। সেই ছয়টি পাপ বিষয় হচ্ছে কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক, কাম সংজ্ঞা, ব্যাপাদ সংজ্ঞা এবং বিহিংসা সংজ্ঞা। পক্ষান্তরে, ভিক্ষুর নিকট তৎ বিপরীত গুণধর্ম বিদ্যমান তিনি ইহ-পর উভয় ধামেই সুখী হন। অর্হত্ত্ব সূত্রে বলা হয়েছে মান, ওমান, অতিশয় অহংকার, অধিকমান, ক্রোধে স্তম্ভিত হওয়া এবং নিজকে হীন হতে হীন ভাবা- এই ছয়টি বিষয় পরিত্যাগ না করে কখনোই অর্হত্ত্বফল লাভ করা যায় না। লোকত্তর ধর্ম সূত্রে বলা হয়েছে ষড়বিধ বিষয়ের কথা, যা পরিত্যক্ত না হলে লোকত্তর ধর্ম তথা আর্য্যসত্য জ্ঞান দর্শন উপলব্ধি অসম্ভব। সেই ছয়টি বিষয় হচ্ছে যথাক্রমে- বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ইন্দ্রিয়সমূহের অগুপ্তদ্বারতা, ভোজনে অমাত্রজ্ঞতা, ভণ্ডামি এবং লপনতা। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হলো সুখ-সৌমনস্য, অধিগম, মহানতা দুই নরক শ্রেষ্ঠধর্ম এবং দিবারাত্র সূত্র। শান্তবর্গ, আনিশংস বর্গ, তিকবর্গ ও শ্রামণ্য বর্গে ৬ষ্ঠ নিপাত সমাপ্ত। প্রত্যেক বর্গ প্রতি দশ বা এগারটি করে সূত্র ধৃত হয়েছে। সর্বশেষে রাগপেয়্যাল ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে সংযোজন করেছি। অঙ্গুত্তরনিকায় ৬ষ্ঠ নিপাতটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সূত্রাদি বিষয় বৈচিত্রে যেমন বৈচিত্রময় তেমনই ক্ষুদ্রাকৃতির বিধায় সহজপাঠ্য।

বিগত বছর মৎ অনূদিত অঙ্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চক নিপাতটি প্রকাশ হয়। পঞ্চক নিপাতের অনুবাদকার্য সমাধার পর পরই ষষ্ঠক নিপাতটি অনুবাদে মনোযোগী হই। এবারের অনুবাদ কর্মে মূল পালি, ইংরেজি অনূদিত গ্রন্থ, মূল পালি অর্থকথা, ও টীকাকারের মতানুযায়ী অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। অনুবাদ যাতে সরল ও সহজবোধ্য হয় সেজন্য চেষ্টার কমতি ছিল না। তথাপি অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েই গেল। তথাগত সম্বুদ্ধ ভাষিত প্রবচনের যথাযথ অনুবাদকর্ম করতে গিয়ে যাতে ভাবাতিশয্যে অর্থবিপর্যয় না ঘটে সেদিকটায় সব সময় ছিলাম সতর্ক। তাই অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ করতে হয়েছে নির্দ্বিধায়। তবে অপরিস্ফুট বিষয়ের জন্য বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য তথা বিভিন্ন অর্থকথাসহ মূল অর্থকথা হতে তথ্য সংগ্রহ করে

সন্নিবেশিত করেছি পাদটীকায়। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণ আশা করি তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। কোনো স্থলে যদি ভুলবশত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তবে তা জানালে উপকৃত হবো। কেননা যেকোনো গ্রন্থ প্রথম সংস্করণে ত্রুটিমুক্ত রাখ অসম্ভবপ্রায়। তাই ক্রমান্বয়ে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য পাঠক-পাঠিকাদের সুপরামর্শ কামনা করছি। এই ধর্মগ্রন্থটি পাঠের সময় অনুগ্রহ করে পাদটীকাসহ পাঠ করলে অনেক বিষয়ে যুগপৎ সম্যক ধারণা মিলবে। সাধারণত নাটক, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি একবার পাঠ করলে তার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় সহজেই। কিন্তু শ্বেত-শুভ্র নীবরণমুক্ত মনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আশানুযায়ী সুফল মিলে না। তাই শ্রদ্ধাসহকারে ধর্মগ্রন্থ পাঠে তথা পুনঃপুন অধ্যয়নে নৈতিক জীবনের ভিত রচিত হয়।

আমার গুরুবর, উপাধ্যায় শ্রাবকবুদ্ধ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের প্রোৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে আজ এমনতরো দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছি। সদ্ধর্ম প্রচারের এক মহৎ চিন্তাধারা নিয়ে তিনি সর্বদা শিষ্যসংঘ তথা উপাসক-উপাসিকাদের উৎসাহিত করছেন। ওঁনার নির্দেশ তথা ভবিষৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নেই আমার এই ক্ষুদ্রতর প্রয়াস। এই মহৎপ্রাণা গুরুবরের রাতুল চরণে আনত নয়নে জানাই আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা। মদীয় শিক্ষাগুরু বহু গ্রন্থপ্রণেতা শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয় অতি ব্যস্ততার মাঝেও দু-কলম লিখে দিয়ে বাধিত করেছেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে বন্দনা জানাই ভন্তের প্রতি। আমার সুহৃদ হিতাকাঙ্ক্ষী ‘পাচিত্তয়’ নামক বিনয়গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তে মহোদয়ের প্রতি আমার আন্তরিক বন্দনা জানাই। তিনি গ্রন্থ সংশোধন, বাক্য পরিবর্তন, বানান শুদ্ধি বিষয়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়ে সত্যিই অবর্ণনীয় উপকার করেছেন। বিগত বারের মতো এবারও শ্যামল কান্তি বড়ুয়া *E. M. Hare* অনূদিত *The Book Of Gradual saying*-গ্রন্থের মাধ্যমে এই গ্রন্থের সংশোধনীর দায়িত্ব সমাধা করে অশেষ পুণ্যের ভাগী হলেন। বইটির সেটিং-এর ন্যায় কষ্টসাধ্য কাজটি সমাধা করে দিয়ে শ্রদ্ধেয় সম্বোধি ভন্তে মহোদয় আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। সকৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই ভন্তে মহোদয়ের প্রতি।আমার সহবিহারী বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় বঙ্গীস ও অজিত ভন্তেসহ যারা গ্রন্থটি অনুবাদে কায়-বাক্য-মনে সর্বদা সোৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক মৈত্রীময় শুভকামনা।

“যং ইচ্ছিতং পত্থিতং বা অনুঞ্ঞ্ঞং,
যে যে পি লেখন্তি পরে ভতিং বা;

দদন্তি তং তং সুখংএব সব্বং,
তে তে লভিস্‌সন্তি অনাগতস্মিং।"

"যারা ত্রিপিটক খণ্ড নিজে লিখেন বা অপরকে দিয়ে লিখিয়ে রাখেন, তারা ইপ্সিত, প্রার্থিত এবং যা কামনা করেন তা ভবিষ্যতে লাভ করেন।"

(ড. দিলীপ ও বিমান বড়ুয়া অনূদিত- সদ্ধম্ম সংগহো, ৭৪ পৃ.)

ত্রিপিটক শাস্ত্র লিখন বা লেখানো, প্রকাশনা তথা কাগজ কলম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দিয়ে পর্যন্ত সহযোগিতায় মহৎ পুণ্য লাভ হয়। এরূপে ধর্ম হয় সুরক্ষিত। আর যারা এরূপে ধর্মের সুরক্ষা বিধান কল্পে নিজকে সম্পৃক্ত রাখেন তারা অপ্রমেয় পুণ্যফল লাভ করেন। সূত্রপিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তরনিকায় ষষ্ঠক নিপাত গ্রন্থটি প্রকাশনায় অংশ গ্রহণকারী মিথুন বড়ুয়া, গ্রাম- হোয়ারাপাড়া; বাবলু বড়ুয়া, গ্রাম- বেতাগী; সুপান্ত বড়ুয়া বাসিক, গ্রাম- কেউটিয়া খামার বাড়ী; লোটন বড়ুয়া, গ্রাম- পশ্চিম বিনাজুরী; এবং কাকন বড়ুয়া, গ্রাম- বাথুয়া মহা পুণ্যের ভাগী হলেন। আশা করি এরূপ দৃষ্টান্ত দেখে অনাগতে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরাও অনুপ্রাণিত হবেন।

বিগতবারের মতোন এবারও সদ্ধর্ম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় বনভন্তের একান্ত সেবক আনন্দমিত্র ভন্তে মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশনায় প্রধান ভূমিকা রাখেন। ফ্রান্সপ্রবাসী উপাসকবৃন্দ আনন্দমিত্র ভন্তে মহোদয়ের মাধ্যমেই গ্রন্থটি প্রকাশনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রকাশনায় সার্বিক সহযোগিতা ব্যতীতও বিভিন্ন সময়ে লাইব্রেরী হতে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রদান করে ভন্তে মহোদয় আমাকে করেছেন অশেষ উপকৃত। বস্তুত পক্ষে তার এহেন সহযোগিতা তথা মৈত্রীময় আন্তরিকতা ব্যতীত আমার পক্ষে এতটুকু কখনোই সম্ভব হতো না। আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা নিবেদন করছি ভন্তে মহোদয়ের প্রতি।

এই পিটকীয় খণ্ড অনুবাদজনিত পুণ্যফলে আমার সহ সকলের নির্বাণ লাভের হেতু হোক এই পুণ্য কামনায় বঙ্গীয় পিটকীয় সাহিত্যে আরও নতুন কিছু উপহার দেয়ার অভিপ্রায়ে এখানেই শেষ করছি।

শ্রাবণী পূর্ণিমা, ২৫৫৩ বুদ্ধবর্ষ;
২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রণত
ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

মুখবন্ধ

ভারত উপমহাদেশের মাটি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করে নিয়েছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বিশাল হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্ট এবং অপরটি হচ্ছে খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের মহামানব গৌতম বুদ্ধ। বিশ্বশান্তির দিকনির্দেশনার অগ্রদূত এই মহামানব জীবনদুঃখের চির অবসানের উপায় গবেষণা করতে গিয়ে আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানের জনক বৈজ্ঞানিক নিউটনের *The Law of Gravitation-* সূত্রটির মতোই এক মহা আবিষ্কার এ বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিমালয়ের পাদপ্রান্তে জন্ম নেয়া এ মহামানবের আবিষ্কারের নাম হচ্ছে "চত্তারো অরিয সচ্চানি"—চারি আর্যসত্য জ্ঞান, *The Noble Four Truths.*

জীবনদুঃখের চির অবসান সূত্র এই চারি আর্যসত্যজ্ঞান আবিষ্কারের পর সুদীর্ঘ ৪৫টি বছরব্যাপী তিনি অবিরাম অবিশ্রান্তভাবে তার সত্যোপলব্ধি জগদ্বাসীকে প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন। তার সেই অপরিসীম অবদানের স্বীকৃতিতে তিনি বিশ্ববরেণ্য 'সম্যকসম্বুদ্ধ' নামে জগদ্বাসীর কাছে অভিনন্দিত হলেন বিগত আড়াই হাজারেরও অধিক বছর ধরে। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত সমগ্র বাণীকে তিন ভাগে সংগ্রহ করা হয়েছে; বিনয়, সুত্ত আর অভিধর্ম। এই তিন বিভাগের সমন্বিত নাম বিশ্বখ্যাত 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটকের সুত্ত বিভাগের অন্তর্গত পাঁচটি নিকায় গ্রন্থের মধ্যে 'অঙ্গুত্তরনিকায়' খণ্ডটি হচ্ছে চতুর্থ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ১১টি নিপাতে বিভক্ত এবং ৯৫৫৭টি সুত্ত এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষুকর্তৃক পালি হতে বঙ্গানুবাদ কৃত বর্তমান গ্রন্থটি হচ্ছে সেই অঙ্গুত্তরনিকায়ের ষষ্ঠক নিপাত। ইহাতে সন্নিবেশিত সুত্ত সংখ্যা ১২১টি।

পালি পিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়কে 'একোত্তরাগম' ও 'অঙ্গুত্তরনিকাযো' বলা হয়েছে। এ গ্রন্থটিকে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অঙ্গুত্তরিক, একুত্তরিক-এ সকল নামেও অভিহিতি করা হয়েছে। অঙ্গুত্তরনিকায়ের ইংরেজি অনুবাদক "*F.L.Woodward*" মহোদয় ইহার অনুবাদ করেছেন "*The Book of Gradual Sayings*। এ সকল নামকরণের তাৎপর্য কী সে-বিষয়ে বিতর্ক এখানে অনাবশ্যক। আসল কথা হচ্ছে, অঙ্গুত্তরনিকায়ে সংগৃহীত বিষয়বস্তুর চরিত্র ও ভাব-বৈশিষ্ট কী এ বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা। সমগ্র

সুত্তপিটকে ধারণকৃত সুত্তসমূহ বুদ্ধভাষিত ও থেরো ভাষিত এই দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। তবে থেরো তথা বুদ্ধশিষ্যগণের ভাষিত সুত্তসমূহ স্বয়ং বুদ্ধকর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় এগুলোকে প্রকান্তরে বুদ্ধেরই বক্তব্যরূপে সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অঙ্গুত্তরনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত এ সকল বুদ্ধভাষিত ও থেরো ভাষিত সুত্তসমূহের ৬ষ্ঠ নিপাতের কয়েকটি সুত্তের উপর আলোচনা করে আমরা জ্ঞাত হতে চেষ্টা করব ষষ্ঠক নিপাতের সুত্তসমূহের ধরণ ও বৈশিষ্টের।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের 'ছক্ক নিপাত পালি'-এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে 'অঙ্গুত্তরনিকায় - ষষ্ঠক নিপাত'। এ নিপাতের পঠম পণ্ণাসক আহুনেয্য বর্গ-এর প্রথম সুত্তটি হচ্ছে 'পঠম আহুনেয্য সুত্ত' তথা প্রথম আহ্বানীয় সূত্র। বুদ্ধ ভাষিত এই প্রথম আহ্বানীয় সূত্রের শুরুতেই বলা হয়েছে : "ছহি ভিক্খবে ধম্মেহি সমন্নাগতো ভিক্খু আহুনেয্যো হোতি..." ভিক্ষুগণ, ধর্ম দ্বারা সমলংকৃত ভিক্ষু সাদর আহ্বানযোগ্য, উত্তম আসন প্রদানযোগ্য, জোড় হাতে প্রণামযোগ্য, এবং ত্রিলোকের সর্বোত্তম পুণ্যক্ষেত্র বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কী সেই ছয়টি ধর্ম? ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা কোনো বিষয় বা রূপসমূহ দর্শন করে সুমন-দুর্মন (আসক্ত-বিরক্ত) কোনোটাই হবেন না, অধিকন্তু তিনি হবেন স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানযুক্ত উপেক্ষক (নিরপেক্ষ দর্শক)। ঠিক একই আচরণ করবেন কর্ণে কোনো শব্দ শ্রবণের ক্ষেত্রে, নাকে ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষেত্রে, জিহ্বায় আস্বাদনের ক্ষেত্রে, দেহে স্পর্শানুভূতির ক্ষেত্রে এবং মনে উৎপন্ন বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে পর্যন্ত। তবেই সেই ভিক্ষু ত্রিলোকপূজ্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবেন।

একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আরও ৯টি সূত্রকে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় আহুনেয্য সুত্তে সর্বজন মাননীয় পূজনীয় হওয়ার যোগ্যতার গুণাবলিসম্পন্ন হতে বিবিধ ঋদ্ধিশক্তি অর্জনসহ স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রজ্ঞাবিমুক্তি, চিত্ত বিমুক্তিজ্ঞানসহ আসবক্ষয়জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইন্দ্রিয় সুত্তে অনুরূপ মাননীয়, পূজনীয় হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে বলা হয়েছে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটি গুণাবলিকে বিশেষভাবে বর্ধনের দ্বারা ইন্দ্রত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রদানসহ আসবসমূহ ক্ষয়কর জ্ঞান অর্জন করতে। বল সুত্তেও একই বিষয়ের অবতারণা হয়েছে।

অতঃপর 'পঠম আজানীয় সুত্তে' আজানীয় নামে উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়ার ছয়টি গুণাবলির উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কোনো ভিক্ষু যদি সেই ছয় গুণাবলির অধিকারী হন তবে তিনি সকলের মাননীয়, পূজনীয়, আদরনীয়

হবেন। সেই গুণাবলিসমূহ হচ্ছে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও মনোময়- এই ছয় বিষয়ে 'খমো' তথা সহনশীল হওয়া।

দ্বিতীয়, তৃতীয় আজানীয় সুত্তেও একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু ৮ম অনুত্তরিয় সুত্তে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। এখানে বলা হলো, ভিক্ষুগণ, ছয়টি অনুত্তরিয় বিষয় আছে, তা হচ্ছে দর্শনে, শ্রবণে, লাভে, শিক্ষায়, পরিচর্চায় এবং অনুস্মৃতিতে উত্তরীয়। ৯ম অনুস্মৃতি স্থান সুত্তে বলা হয়েছে, বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি; এই ছয়টি হচ্ছে অনুস্মৃতির স্থান।

থেরো ভাষিত সুত্তগুলোর মধ্যে আয়ুষ্মান সারিপুত্র থেরোর ভাষণকৃত সুত্তসমূহের প্রাধান্যতা লক্ষণীয়। তন্মধ্যে দু'একটি সুত্তের আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাদের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের চেষ্টা করবো। এই লক্ষ্যে সারণীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত 'ভদ্দক সুত্তং' এবং 'অনুতপ্পিয সুত্তং' এ দুটি সুত্তের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

ভদ্দক সুত্তে ভদন্ত সারিপুত্র থেরো ভিক্ষুদের আহ্বান করে বলছেন, বন্ধুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু সেই সেই ভাবে জীবন যাপন করে, যেই যেই রূপে জীবন যাপনের কারণে তার মৃত্যু শুভ হয় না, কালক্রিয়া যথার্থ হয় না। বন্ধুগণ, ভিক্ষু কিভাবে জীবন যাপন করে, যার দরুন তার মৃত্যু শুভ হয় না এবং কালক্রিয়া যথার্থ হয় না?

বন্ধুগণ, এখানে ভিক্ষুটি কর্মবহুল হয়, সর্বদা কর্মে ডুবে থাকে, কর্মে নিযুক্ত থাকতে পছন্দ করে। ভিক্ষু বাজে আলাপবহুল হয়, সর্বদা বাজে আলাপে ডুবে থাকে, বাজে আলাপে নিযুক্ত থাকতে পছন্দ করে। ভিক্ষু নিদ্রালু হয়, নিদ্রায় ডুবে থাকে, নিদ্রায় ডুবে থাকতে পছন্দ করে। ভিক্ষু সঙ্গীপ্রিয় হয়, সঙ্গী সন্ধানে রত থাকে, সঙ্গীর সাথে থাকতে পছন্দ করে। সংসর্গ প্রিয় হয়, সংসর্গে রত থাকে, সংসর্গে রত থাকতে পছন্দ করে। ভিক্ষু পাপপ্রিয় হয়, পাপে রত থাকে, পাপে রত থাকতে পছন্দ করে। এভাবেই বন্ধুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু সেই সেই ভাবে জীবন যাপন করে, যেই যেই রূপে জীবন যাপনের কারণে তার মৃত্যু শুভ হয় না, কালক্রিয়া যথার্থ হয় না। বন্ধুগণ, একারণেই ইহা বলা হচ্ছে, যেহেতু ভিক্ষুটি আত্মভাব ত্যাগ করে সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনে নিজেকে অভিরমিত রাখেনি। ... বন্ধুগণ, ভিক্ষুটি উপরোক্ত প্রকারে জীবন যাপন না করে যদি আত্মভাব ত্যাগ করে সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনে নিজেকে নির্বাণের প্রতি অভিরমিত রাখতো; তাহলে তার মৃত্যু শুভ হতো, কালক্রিয়া যথার্থ হতো।

অনুতপ্পিয সুত্তেও বলা হয়েছে ভিক্ষু কর্মারাম, কর্মরত, কর্মে নিয়োজিত, ভস্‌সারাম..., নিদ্রারাম..., সঙ্গীপ্রিয়..., সংসর্গপ্রিয়..., পাপারাম..., হলে ভিক্ষু কালক্রিয়ার সময়ে অনুতপ্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

উপরোক্ত আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভগবান বুদ্ধের ভাষিত বিষয়েই থেরোগণ নিজেদের ভাষণকে নিবদ্ধ রেখেছেন, এবং তার উপরেই বিশদ আলোচনা, পর্যালোচনা করেছেন। তবে সম্বোধনের ক্ষেত্রে বুদ্ধ সর্বদা যেখানে 'ভিক্‌খবে!' বলে সম্বোধন করেছেন, সেখানে থেরোগণ 'আবুসো' তথা 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করার ফলে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের গাম্ভীর্যতা অপসৃত হয়ে সৌভ্রাতৃত্বমূলক হৃদ্যতা, নৈকট্যতার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিকই ছিল। অঙ্গুত্তরনিকায়ে বিভিন্ন বর্গে বিভক্ত নিপাতসমূহের প্রতি লক্ষ করলে বুঝা যাবে যে, এ সকল বিভাজনে কোনো সময়ে সংখ্যার সাদৃশ্যই কেবল প্রাধান্য পেয়েছে, আবার কোনো সময়ে প্রাধান্য পেয়েছে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যতা। এভাবে অঙ্গুত্তরনিকায়ে সন্নিবেশিত সুত্তগুলোর বিষয় বৈচিত্র্য সত্যিই আকর্ষণীয়। এ সকল বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষণীয় উপদেশ, চারিত্রিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভের পদ্ধতি নির্দেশ, আবার কখনো কখনো পাওয়া যাবে ব্যবহারিক আচার-ভদ্রতা শিক্ষামূলক বিষয়াবলি। এ সকল বিষয়াবলির উল্লেখ করতে গিয়ে কোনো কোনো সময়ে তৎকালীন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মদর্শন এবং সমাজ ও চলমান জীবনের অনেক ছবি-চিত্রও ফুটে উঠতে দেখা যায় অঙ্গুত্তরনিকায় পিটকে। এক কথায় বলতে গেলে বিষয় বৈচিত্র্যের চমৎকারিত্বে, ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন বিশুদ্ধির আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক তথ্যগত উপাদানে অঙ্গুত্তরনিকায় সত্যি সত্যিই অপূর্ব উপাদেয় একটি গ্রন্থ।

স্নেহভাজন আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু আমার নিকটে তার বর্তমান পাণ্ডুলিপি অঙ্গুত্তরনিকায়ের ষষ্ঠক নিপাত খণ্ডটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে গত ১৫ মে ২০০৯-এ। তার চাপে পড়ে আমার কর্মফলগত ব্যস্ততার মাঝেও এই লেখাটি সমাপ্ত করতে হলো অল্প সময়ে। এজন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্‌!

প্রণত

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
রাংকূট মহাতীর্থ বনাশ্রম বিহার
রামু, কক্সবাজার

২৫৫৩ বুদ্ধবর্ষের
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ বাংলা
শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

সূত্রপিটকে

অঙ্গুত্তরনিকায়

(ষষ্ঠক নিপাত)

১. প্রথম পঞ্চাশক

১. আহ্বানীয় বর্গ

১. প্রথম আহ্বানীয় সূত্র

১.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান[১] শ্রাবস্তীর[২] নিকটস্থ

---

[১]। **ভগবান** শব্দটি সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। নাম চার প্রকার—আবস্থিক, লিঙ্গিক, নৈমিত্তিক ও অধিত্য সমুৎপন্ন (বা ইচ্ছানুরূপ প্রদত্ত নাম)। তন্মধ্যে **'ভগবান'** নামটি নৈমিত্তিকের অন্তর্গত। এটা মা-বাবা কিংবা অন্য কারও প্রদত্ত নয়। যেসকল গুণে এই নাম নৈমিত্তিক, সে-সকল গুণ প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত গাথাটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

ভগী, ভজী, ভাগী, বিভবত্তবা ইতি, অকাসি ভগ্নন্তি গরূতি ভাগ্যবা।
বহুহি ঞাযেহি সুভাবিতত্তানো, ভবন্তগো সো ভগবাতি বুচ্চতীতি।।

অর্থাৎ, ভগী, ভজী, ভাগী, বিভক্তবান (ভগ্ন করেছেন এমন), গুরু, ভাগ্যবান, বহু প্রকারে সুভাবিতাত্ম এবং ভবান্তগ বলেও তিনি ভগবান নামে উক্ত হন। এই সকল পদের ব্যাখ্যা 'নিদ্দেশ' গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে। বিস্তৃতার্থ দেখুন দীর্ঘ-নিকায় অর্থকথা (১ম খণ্ড); বিসুদ্ধিমগ্গ, সমাধি নিদ্দেস; *The path of Purification, p.no. 224; Trsl. by Bhikkhu Ñânamoli.*

[২]। ভারতের কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল এই শ্রাবস্তী নগরী। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভারতের ছয়টি মহানগরীর মধ্যে শ্রাবস্তী ছিল অন্যতম। সাকেত হতে এর দুরত্ব ছিল প্রায় ৯ ক্রোশ বা ১৮ মাইল (বিনয় গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, ওলডের্নবার্গ সংস্করণ)। সংযুক্তনিকায় অর্থকথানুসারে রাজগৃহের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ এই শ্রাবস্তীর সাথে রাজগৃহের মধ্যকার ব্যবধান ছিল প্রায় সাড়ে ৬৭ ক্রোশ বা প্রায় ১৩৫ মাইলের। মি. ফোসবোল সম্পাদিত জাতক ৪র্থ খণ্ড মতে, সাংকাশ্য নগর হতে শ্রাবস্তীর দুরত্ব ৪৫ ক্রোশ বা ৯০ মাইল প্রায়। মধ্যমনিকায় অর্থকথা ২য় খণ্ডে প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ তক্ষশিলা হতে এর ব্যবধান ২২০ ক্রোশের কিছু বেশি (৪৪১ মাইল প্রায়)। তদনীন্তন সমুদ্র বন্দর সুপ্পরক হতে ১৮০ ক্রোশ বা ৩৬০ মাইল (ধর্মপদ অর্থকথা), আলবী নগর হতে ৪৫ ক্রোশ বা ৯০ মাইল (সুত্ত নিপাত অর্থকথা), এবং একই দূরত্ব ছিল মচ্ছিকাসণ্ডের সাথে শ্রাবস্তীর (ধর্মপদ অর্থকথা)। কুক্কুটাবতীর সাথে ১৮০ ক্রোশ বা ৩৬০ মাইল (ধর্মপদ অর্থকথা) এবং একই ব্যবধান ছিল

জেতবনে[১] অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদেরকে "হে ভিক্ষুগণ," বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ ভন্তে" বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ হলে ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

৩. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ,[২] ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে সন্তুষ্ট কিংবা বিরক্ত না হয়ে উপেক্ষক,[৩] স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে অবস্থান করে। সে কর্ণ দ্বারা শব্দ শুনে সন্তুষ্ট কিংবা বিরক্ত না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়েই অবস্থান করে। সে নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে সন্তুষ্ট কিংবা বিরক্ত না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে অবস্থান করে। সে জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে সুমনা কিংবা দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে অবস্থান করে। সে কায় দ্বারা সংস্পর্শন পেয়ে সন্তুষ্ট কিংবা বিরক্ত না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়েই অবস্থান করে। সে মনের দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়েও সন্তুষ্ট কিংবা বিরক্ত না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়েই অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ হলে ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য,

---

উগ্গপুর ও কুরুরঘর নগরীর সাথে এই শ্রাবস্তীর। সুত্তনিপাত অর্থকথা ও পটিসম্ভিদামগ্গ অর্থকথানুযায়ী, সবত্থ নামক ঋষির আবাসস্থল কিংবা সমস্ত বস্তু এই স্থানে পাওয়া যেত বলে এর পালি নাম **'সবত্থি'**। সুত্তনিপাত অর্থকথায় উল্লেখ আছে, তথাগত এই শ্রাবস্তীতে ২৫ বর্ষা উদ্‌যাপন করেন। তন্মধ্যে ১৯ বর্ষা জেতবন আরামে এবং ছয় বর্ষা পূর্বারাম বিহারে।

[১]। অনাথপিণ্ডিক নামে প্রসিদ্ধ ধনকুবের সুদত্ত জেত নামক রাজকুমার হতে ৫৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে উদ্যান ক্রয় করে সেখানে সুরম্য বিহার নির্মাণপূর্বক বুদ্ধকে দান করেছিলেন। রাজকুমার জেতের উদ্যানে নির্মিত বিধায় তা জেতবন আরাম নামে খ্যাত হয়। মধ্যমনিকায় অর্থকথা, ১ম খণ্ড মতে, এই জেতবন আরামটি শ্রাবস্তীর দক্ষিণ দিকস্থ ছিল।

[২]। এই পেরাটির সাথে PTS সম্পাদিত দীর্ঘনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা; মধ্যমনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা; অঙ্গুত্তরনিকায়, চতুর্থ নিপাত, ১৯৮ পৃষ্ঠা; এবং দশক নিপাতের ৩০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত অংশের সামঞ্জস্য আছে।

[৩]। 'স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞাত ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করেন'-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, '*Observes that this state is not from want of noticing the object nor from not knowing about it, but from composure.*' বা 'মজ্ঝত্তারম্মণে অসমপেক্খনেন অঞ্ঞাণুপেক্খায উপেক্খকভাবং অনাপজ্জিত্বা সতো সম্পজানো হুত্বা আরম্মণে মজ্ঝত্তো বিহরতি'।

দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।

প্রথম আহ্বানীয় সূত্র সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় আহ্বানীয় সূত্র

২.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ হলে ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভের যোগ্য বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নানাবিধ ঋদ্ধি লাভ করে; যথা : এক হয়েও বহু সংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করে; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যাঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মালোক[১] রয়েছে ততদূর আপন কায়ে বশীভূত করে। সে বিশুদ্ধ, অমানুষিক, দিব্যকর্ণ দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করে। সে নিজ চিত্ত দ্বারা অপরসত্ত্ব ও ব্যক্তিদের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানে, সরাগ-চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ-চিত্ত হিসেবে জানে, বীতরাগ (কামলালসাহীন) চিত্তকে বীতরাগ-চিত্ত হিসেবে জানে, সদ্বেষ-চিত্তকে সদ্বেষ-চিত্ত হিসেবে জানে, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে বীতদ্বেষ-চিত্ত হিসেবে জানে, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে সমোহ-চিত্ত হিসেবে জানে, বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে বীতমোহ-চিত্ত

---

[১]। ব্রহ্মালোক—ব্রহ্মাগণের জগতকে ব্রহ্মালোক বলা হয়। ব্রহ্মালোকের মধ্যে 'প্রজাপতি' হতে 'বিভূ' পর্যন্ত ১৬ প্রকার রূপলোক এবং 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' হতে 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন' পর্যন্ত ৪ প্রকার অরূপ ব্রহ্ম ভূমি রয়েছে। ব্রহ্মালোক হচ্ছে কাম বিবর্জিত স্থান। ব্রহ্মালোকে কোনো নারীরূপ উৎপন্ন হয় না (ধর্মপদ অর্থকথা, ১ম খণ্ড,২৭০ পৃষ্ঠা)। ইহলোকে নারীদের মধ্যে যারা ধ্যানবল প্রাপ্ত হন, তারা দেহান্তে পুরুষাকারে ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হন। বুদ্ধধর্মাবলম্বী ব্যতীত বহু মুনি-ঋষিদের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির বিষয় জাতক গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে দেখা যায় (জাতক, ২য় খণ্ডের ৪৩, ৬৯, ৯০ নং; ৫ম খণ্ডের ৯৮ নং প্রভৃতি)। ভাবনা বা চিত্তের একাগ্রতা অর্জনের মাধ্যমে বক ব্রহ্মার ন্যায় মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও কোনো কোনো জনের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির ঘটনা উল্লেখ রয়েছে মধ্যমনিকায়ে, মূল পঞ্চাশকের সূত্রে।

হিসেবে জানে, বিক্ষিপ্ত-চিত্তকে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসেবে জানে, সংক্ষিপ্ত (একাগ্রচিত্ত) চিত্তকে সংক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসেবে জানে, মহদ্গত বা অত্যুচ্চ চিত্তকে মহদ্গত-চিত্ত হিসেবে জানে, অমহদ্গত-চিত্তকে অমহদ্গত-চিত্ত হিসেবে জানে, সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে সউত্তর-চিত্ত হিসেবে জানে, অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে অনুত্তর-চিত্ত হিসেবে জানে, সমাহিত-চিত্তকে সমাহিত-চিত্তরূপে জানে এবং অসমাহিত-চিত্তকে অসমাহিত-চিত্তরূপে জানে, বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্তরূপে জানে এবং অবিমুক্তচিত্তকে অবিমুক্তচিত্তরূপে জানে। সে অনেক পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করে; যেমন : 'এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, ও বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি।' এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করে। সে বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষুর দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখতে পায়। সে তাদের এরূপে জানতে পারে যে, 'এই সকল সত্ত্বগণ কায়, বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম করার দরুন দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। পক্ষান্তরে, এই সকল সত্ত্বগণ কায়, বাক্য ও মনোসুচরিত-সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানে। সে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে।

৩. ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ হলে ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

দ্বিতীয় আহ্বানীয় সূত্র সমাপ্ত

৩. ইন্দ্রিয় সূত্র

৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, বীর্য ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়ে সমৃদ্ধ এবং আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

ইন্দ্রিয় সূত্র সমাপ্ত

৪. বল সূত্র

৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবলে সমৃদ্ধ এবং আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

বল সূত্র সমাপ্ত

৫. প্রথম সুবংশীয় সূত্র

৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে[১] গুণান্বিত রাজার সুবংশীয় ভদ্র-অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ-অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

---

[১]। প্রদত্ত গুণাবলি সাথে তুলনীয়, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চক নিপাত, সূত্র নং-১৩৯, পৃষ্ঠা ১৫৪।

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার উত্তম বংশজাত ভদ্র-অশ্ব রূপের প্রতি সহনশীল হয়, শব্দের প্রতি সহনশীল হয়, গন্ধের প্রতি সহনশীল হয়, রসের প্রতি সহনশীল হয়, স্পর্শের প্রতি সহনশীল হয় এবং বর্ণসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত রাজার সুবংশজাত ভদ্র-অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়।

৩. ঠিক এরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. এক্ষত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি সহনীয় হয়, শব্দের প্রতি সহনীয় হয়, গন্ধের প্রতি সহনশীল হয়, রসের প্রতি সহনশীল হয়, স্পর্শের প্রতি সহনশীল হয় এবং ধর্ম বা চিত্তস্বভাবের প্রতি সহনশীল হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।”

প্রথম সুবংশীয় সূত্র সমাপ্ত

৬. দ্বিতীয় সুবংশীয় সূত্র

৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত রাজার সুবংশীয় ভদ্র-অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ-অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার সুবংশীয় ভদ্র-অশ্ব রূপের প্রতি সহনশীল হয়, শব্দের প্রতি সহনশীল হয়, গন্ধের প্রতি সহনশীল হয়, রসের প্রতি সহনশীল হয়, স্পর্শের প্রতি সহনশীল হয় এবং বলসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত রাজার সুবংশজাত ভদ্র-অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়।

৩. ঠিক এরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. এক্ষেত্রে[১] ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয় এবং ধর্ম বা চিত্তস্বভাবের প্রতি ধৈর্যশীল হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

দ্বিতীয় সুবংশীয় সূত্র সমাপ্ত

৭. তৃতীয় সুবংশীয় সূত্র

৭.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত রাজার উত্তম বংশজাত ভদ্র-অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ-অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, রাজার সুবংশীয় ভদ্র-অশ্ব রূপের প্রতি সহনশীল হয়, শব্দের প্রতি সহনশীল হয়, গন্ধের প্রতি সহনশীল হয়, রসের প্রতি সহনশীল হয়, স্পর্শের প্রতি সহনশীল হয় এবং বেগবান (বা গতিসম্পন্ন) হয়।

৩. ঠিক এরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয় এবং ধর্ম বা চিত্তস্বভাবের প্রতি ধৈর্যশীল হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

তৃতীয় সুবংশীয় সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। তুলনীয়, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চক নিপাত, সূত্র নং-৮৫, পৃষ্ঠা ১১৬।

৮. সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র

৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব[১] রয়েছে। সেই ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব কী কী? যথা :

২. দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,[২] শ্রবণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরিচর্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং গুণ অনুস্মরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"

সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত

৯. অনুস্মৃতির বিষয়[৩] সূত্র

৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অনুস্মৃতির বিষয় রয়েছে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার অনুস্মৃতির বিষয় রয়েছে।"

অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র সমাপ্ত

১০. মহানাম সূত্র

১০.১. একসময় ভগবান শাক্যদের[৪] কপিলবাস্তুর[৫] সন্নিকটস্থ

---

[১]। শ্রেষ্ঠত্ব বা পালিতে অনুত্তরিযানি। বিস্তৃতার্থের জন্য দেখুন, এই নিপাতের ৩০ নং সূত্র; PTS সম্পাদিত দীর্ঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, ২৫০, ২৮১ পৃষ্ঠা। তুলনীয় মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা; দীর্ঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা।

[২]। অর্থকথা মতে, শ্রদ্ধাপূর্ণ ও তন্ময় চিত্তে তথাগত, ভিক্ষুসংঘ কিংবা অশুভ ভাবনাদির নিমিত্ত দর্শনকে 'দস্‌সনানুত্তরিযং' বা শ্রেষ্ঠ দর্শন বলা হয়। ত্রিরত্নের গুণ বর্ণনা কিংবা ত্রিপিটকস্থ বুদ্ধবচন শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে শ্রবণ করাকে শ্রবণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সপ্তবিধ আর্যধন লাভকে শ্রেষ্ঠ লাভ, ত্রিবিধ শিক্ষা পূর্ণ করাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, ত্রিরত্ন সেবাকে শ্রেষ্ঠ সেবা বা পরিচর্যা এবং অনুস্মরণের মধ্যে ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করাকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

[৩]। 'অনুস্‌সতি' নামধেয় অত্র সূত্রটির সাথে এই নিপাতের ১০ ও ২৫ নং সূত্রের বিষয়বস্তু একই এবং এই সূত্রের আলোচ্য বিষয় ২৫ নং সূত্রে বিস্তারিতভাবে নিবদ্ধ হয়েছে। তুলনীয়—দীর্ঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা; অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা; ৫ম খণ্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা।

[৪]। 'শাক্য' শব্দটি একটি গোত্র বিশেষের নাম। তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ তার অন্তিম জন্মে এই শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শাক্যদের আদি পুরুষের নাম হচ্ছে রাজা ওক্কাকা। শাক্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন—দীর্ঘনিকায়, শীলস্কন্ধ বর্গ, অম্বট্‌ঠ সূত্র, অনুবাদক : ধর্মরত্ন মহাথেরো।

[৫]। 'কপিলবাস্তু' হচ্ছে সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোদনের রাজধানী। নেপালের অন্তর্গত লুম্বিনী অথবা বি, এন, ডব্লিউ, রেলওয়ের সোহরটগর ষ্টেশন হতে সেখানে যেতে হয়। জাতক ৪র্থ

নিগ্রোধারামে[১] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একান্তে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য[২] ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে,[৩] যে আর্যশ্রাবক আগতফল ও বিজ্ঞাতশাসন,[৪] তিনি কিরূপ জীবনযাপনহেতু বহুলরূপে অবস্থান করেন?"

৩. "হে মহানাম, যে আর্যশ্রাবক আগতফল ও বিজ্ঞাতশাসন, তিনি এরূপে জীবনযাপনহেতু বহুলরূপে অবস্থান করেন। যেমন মহানাম, এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করেন; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ,[৫]

খণ্ডের 'কন্‌হ জাতক'টি কপিলবাস্তুতে অবস্থানকালে তথাগত দেশনা করেন। রোহিনী নদীর জল বণ্টন নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে উৎপন্ন বিবাদ নিরসনের জন্য বুদ্ধ অত্তদণ্ড জাতকসহ ফন্দন, দদ্দভ, লটুকিক, রুক্‌খধম্ম, এবং বট্টক জাতকসমূহ দেশনা করেন এই কপিলবাস্তুতেই। কপিলবাস্তু নিগ্রোধারামে অবস্থানকালে রাজা শুদ্ধোদনের অনুরোধে তথাগত মাতৃ-পিতৃ অনুমতিতে প্রব্রজ্যা প্রদানবিষয়ক বিনয় বিধান করেন (বিনয়পিটকে মহাবর্গ, ৯২ পৃষ্ঠা, অনুবাদক : প্রজ্ঞানন্দ স্থবির)।

[১]। 'নিগ্রোধারাম' হচ্ছে কপিলবাস্তুর নিকটস্থ অরণ্যবিহার। অভিসম্বুদ্ধ প্রাপ্তির প্রথম বছর পর তথাগত কপিলবাস্তুতে আসলে এই আরামটি নির্মিত হয় (মধ্যমনিকায় অর্থকথা, ১ম খণ্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা)। নিগ্রোধ নামক জনৈক শাক্য এটা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে দান করেন বিধায় নিগ্রোধারাম নামে এটা খ্যাত হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, কালক্ষেম নামক জনৈক শাক্য নিগ্রোধারামের পাশে আলাদা বিহার নির্মাণ করেছিলেন (মধ্যমনিকায় অর্থকথা, ২য় খণ্ড)।

[২]। G.P. Malalsekhara-এর তথ্যানুযায়ী মহানাম শাক্য হলেন অমিতোদনের পুত্র; কিন্তু মধ্যমনিকায় অর্থকথামতে, মহানামের পিতা হচ্ছেন শুক্লোদন। তিনি অনুরুদ্ধের অগ্রজ এবং বুদ্ধের কাকাতো ভাই হতেন। অঙ্গুত্তরনিকায়, তিক নিপাতের মহানাম সূত্রটি এই মহানাম শাক্যকেই উপলক্ষ্য করে তথাগত দেশনা করেন। অঙ্গুত্তরনিকায়, এক নিপাতের ষষ্ঠ বর্গে উল্লেখ হয়েছে যে, মহানাম শাক্য উত্তম দানীয়বস্তু দানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (অঙ্গুত্তরনিকায়, পৃষ্ঠা ৩২, অনুবাদক : সুমঙ্গল বড়ুয়া)। মহানাম শাক্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ধর্মদেশনার মধ্যে সংযুক্তনিকায় ৫ম খণ্ডের মহানাম শাক্য সুত্ত, ৩৭০ নং, ৩৭১ নং, ৪০৪ নং; অঙ্গুত্তরনিকায়, তিক, পঞ্চক, ষষ্ঠক ও দশক নিপাতের মহানাম সূত্রাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[৩]। সূত্রটির এই অংশ বিশুদ্ধিমার্গ (*Vism). Trsl. 257 ff.*-এর সাথে তুলনীয়। *Gradual sayings, 1st part, pp.185-195*-এ বিশাখার সাথে কথপোকথনের বিষয়বস্তুর সাথে সূত্রের এ অংশটির মিল রয়েছে।

[৪]। আর্যফলে আগত বিধায় আগতফল এবং শিক্ষাত্রয়ী শাসনে বিজ্ঞাত বলে বিজ্ঞাত শাসন (অঙ্গুত্তরনিকায় অর্থকথা)।

[৫]। অর্হৎ : যস্মা রাগাদি সঙ্খাতা সব্বেপি অরযো হতা,

সম্যকসম্বুদ্ধ,[১] বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন,[২] সুগত,[৩] লোকবিদ,[৪] অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী,[৫] দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা,[৬] বুদ্ধ[৭] ভগবান।' মহানাম,

---

পঞ্ঞাসত্থেন নাথেন তস্মা'তি 'অরহং' মতো॥

লোকনাথ বুদ্ধ জ্ঞানাস্ত্রের দ্বারা রাগ-দ্বেষ মোহ প্রভৃতি অরি বা শত্রুকে হনন করেছেন। সেজন্য তিনি অর্হৎ নামে পরিচিত। বিস্তৃতার্থ : সদ্ধর্ম রত্নাকর, ১২ পৃষ্ঠা, ধর্মতিলক স্থবির; মহাপরিনির্বাণ সূত্র, ১৯৭ পৃষ্ঠা, ধর্মরত্ন মহাথেরো; বিশুদ্ধিমার্গ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ৮২ পৃষ্ঠা, অনুবাদক : শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী।

[১]। সম্মা+সং+বুদ্ধো = সম্মাসম্বুদ্ধো। এখানে 'সম্মা' শব্দের দ্বারা পচ্চেক বুদ্ধ হতে মহৎ এবং 'সং' শব্দ দ্বারা শ্রাবকগণ হতেও বড় বলে প্রকাশ পাচ্ছে। অথবা 'সম্মা চ বুজ্ঝি সামঞ্চ বুজ্ঝি' সম্যক প্রকারে স্বয়ং গুরুর উপদেশ বিনা চতুরার্যসত্য বুঝেছিলেন বলে স্বয়ম্ভু বা সম্যকসম্বুদ্ধ। বিস্তৃতার্থ দেখুন—সদ্ধর্ম রত্নাকর, ১৪ পৃষ্ঠা, ধর্মতিলক স্থবির; মহাপরিনির্বাণ সূত্র, ১৯৮ পৃষ্ঠা, ধর্মরত্ন মহাথেরো; বিশুদ্ধিমার্গ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ৮৬ পৃষ্ঠা।

[২]। তিনি আট প্রকার বিদ্যা এবং পনেরো প্রকার আচরণসম্পন্ন। ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, ভয়-ভৈরব সূত্র, ১৮ পৃষ্ঠায় বিদ্যা আট প্রকার আর ধর্মরত্ন মহাথেরো অনূদিত দীর্ঘনিকায়, শীলস্কন্ধ, ৯৪ পৃষ্ঠা অম্বট্ঠ সূত্রে বিদ্যা তিন প্রকার বলা হয়েছে। শ্রদ্ধা, লজ্জা, ভয়, বহুশ্রুতি, বীর্য, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা এই সাতটি সদ্ধর্ম, ৪টি রূপাবচর ধ্যান এবং প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল পালন, ইন্দ্রিয়সমূহে রক্ষণ-জ্ঞান, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা ও জাগরণশীলতা—এই পনেরো প্রকার আচরণ দ্বারা আর্যশ্রাবকগণ নির্বাণের অভিমুখে গমন করেন। তদ্ধেতু চরণ বা আচরণ নামে কথিত হয়। বিস্তৃতার্থ : সদ্ধর্ম রত্নাকর, ১৫ পৃষ্ঠা, ধর্মতিলক স্থবির; বিশুদ্ধিমার্গ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ৮৭ পৃষ্ঠা।

[৩]। শোভন বা সুন্দর গমনহেতু, সুন্দর স্থানে গমনহেতু ও সম্যক প্রকারে নির্বাণগামী বলে সুগত। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, ও অর্হত্বমার্গের দ্বারা যে কলুষসমূহ প্রহীন হয়েছে, তা আর পুনরাগমন করে না বলে তিনি সুগত। দ্র. সদ্ধর্ম রত্নাকর, ১৭ পৃষ্ঠা, ধর্মতিলক স্থবির; বিশুদ্ধিমার্গ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ৮৮ পৃষ্ঠা।

[৪]। তিনি দুঃখময় পঞ্চস্কন্ধ-লোক সম্বন্ধে জানেন, স্কন্ধ-লোকোৎপত্তির হেতু ও তৃষ্ণাদির সমুদয় সম্বন্ধে জানেন। তার নিরোধ এবং নিরোধের উপায় সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অবগত আছেন বলে লোকবিদ। দ্র. সদ্ধর্ম রত্নাকর, ১৭ পৃষ্ঠা; বিশুদ্ধিমার্গ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ৮৯ পৃষ্ঠা।

[৫]। তথাগত ভগবান তির্যক-মনুষ্য-অমনুষ্য সকলকে এমনকি দান্তকেও দমিত করেন। ওনার ন্যায় শ্রেষ্ঠতর নাই বিধায় তিনি অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী নামে পরিচিত। দ্র. সদ্ধর্ম রত্নাকর, ২৫ পৃষ্ঠা; বিশুদ্ধিমার্গ, ছয় অনুস্মৃতি নিদ্দেস, ৯৩ পৃষ্ঠা।

[৬]। বুদ্ধ ইহ-পরলৌকিক পরমার্থ শাসন দ্বারা সকলকে অনুশাসন করেন বলে শাস্তা। বিস্তৃতার্থ দেখুন—সদ্ধর্ম রত্নাকর, ২৫ পৃষ্ঠা; বিশুদ্ধিমার্গ, ছয় অনুস্মৃতি নিদ্দেস, ৯৪ পৃষ্ঠা।

[৭]। সকল ধর্ম ভালোরূপে বুঝার ক্ষমতা রাখেন বলে বুদ্ধ, সর্বদর্শী বলে বুদ্ধ, ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা বিনাশ করেছেন এজন্য বুদ্ধ। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম—এই ছয় প্রকার আলম্বনকে কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা ভেদে ত্রিগুণ করলে ৩৬ প্রকার হয়। এই

যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত (বা পরাভূত) হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। তথাগতের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মসংযুক্ত প্রমোদিতভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখীজনের চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীতভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে বুদ্ধানুস্মৃতি অনুশীলন করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, আর্যশ্রাবক ধর্মগুণ অনুস্মরণ করেন; যথা : "ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞ কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ধর্মের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মসংযুক্ত প্রমোদিত-ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখীজনের চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীতভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে ধর্মানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, আর্যশ্রাবকসংঘের গুণ অনুস্মরণ করেন; যথা : 'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন (বা অগ্রসরমান), ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান—আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবকসংঘের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে

প্রত্যেকটি তৃষ্ণা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ তৃষ্ণা অনুসারে গুণ করলে ৩৬×৩ = ১০৮ প্রকার হয়। বিস্তৃতার্থ দেখুন—সদ্ধর্ম রত্নাকর, পৃষ্ঠা ২৭।

পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। সংঘের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মসংযুক্ত প্রমোদিতভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখীজনের চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীতভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করে এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে সংঘানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, আর্যশ্রাবক নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করেন। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের শীলগুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। শীলগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মসংযুক্ত প্রমোদিতভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখীজনের চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীতভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে শীলানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করেন; যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে, আমি মাৎসর্যমলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে বিগতমাৎসর্য চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চামাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বণ্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ত্যাগগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মসংযুক্ত প্রমোদিতভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখীজনের চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত

সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীতভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে ত্যাগানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, আর্যশ্রাবক দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করেন; যথা : 'চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবত্রিংশবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিত দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িক এবং তাদের ঊর্ধ্বতন দেবগণও রয়েছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রদ্ধা আমার মধ্যেও বিদ্যমান। যেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন সেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা আমার মধ্যেও বিদ্যমান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগগুণ ও প্রজ্ঞাগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজুচিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্মসংযুক্ত প্রমোদিত-ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মনহেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্তকায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখীজনের চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীতভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে দেবতানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

৪. মহানাম, যে আর্যশ্রাবক আগতফল ও বিজ্ঞাতশাসন, তিনি এরূপ জীবন-যাপনহেতু বহুলরূপে অবস্থান করেন।"

মহানাম সূত্র সমাপ্ত

আহ্বানীয় বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

দ্বে আহ্বানীয় সূত্র আর ইন্দ্রিয় ও বল সূত্র,
আজানীয় ত্রয় ও অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র;
সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহানাম সূত্রে আহ্বানীয় বর্গ সমাপ্ত।

২. সহানুভূতিশীল বর্গ

১. প্রথম স্মারণীয় সূত্র

১১.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার স্মারণীয় (সহানুভূতিশীল) ধর্ম আছে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ কায়িক আচার বিদ্যমান থাকে। ইহা হচ্ছে সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ বাচনিক আচার বিদ্যমান থাকে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ মানসিক সহানুভূতি বিদ্যমান থাকে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যে-সমস্ত লাভ ধর্মত উৎপন্ন, ধর্মলব্ধ, অন্তত পিণ্ডচারণের মাধ্যমে কষ্টার্জিত; তা শীলবান সব্রহ্মচারীদের প্রতি সমদর্শী হয়ে এবং সমানভাবে ভাগ করে পরিভোগ করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শীলাদি অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক; সেরূপ শীলানুগত হয়ে ভিক্ষু তার সব্রহ্মচারীদের সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থান করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত দৃষ্টি আর্য, মুক্তিদাতা, তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য চালিত হয়, সেরূপ দৃষ্টির অনুগত হয়ে ভিক্ষু তার সব্রহ্মচারীদের সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থান করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার সহানুভূতিশীল ধর্ম আছে।"

প্রথম সহানুভূতিশীল সূত্র সমাপ্ত

২. দ্বিতীয় স্মারণীয় সূত্র

১২.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার স্মারণীয় বা সহানুভূতিশীল, প্রিয়করণ ও মান্যকরণের ধর্ম আছে, যা সদাশয় আচরণ করার জন্য, অবিবাদ, সমন্বয় এবং একীভাবের জন্যই পরিচালিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ কায়িক আচার বিদ্যমান থাকে। ইহা হচ্ছে সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ বাচনিক আচার বিদ্যমান থাকে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ মানসিক সহানুভূতি বিদ্যমান থাকে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যে-সমস্ত লাভ ধর্মত উৎপন্ন, ধর্মলব্ধ, অন্তত পিণ্ডচারণের মাধ্যমে কষ্টার্জিত, তা শীলবান সব্রহ্মচারীদের প্রতি সমদর্শী হয়ে এবং সমানভাবে ভাগ করে পরিভোগ করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শীলাদি অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক, সেরূপ শীলানুগত হয়ে ভিক্ষু তার সব্রহ্মচারীদের সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থান করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত দৃষ্টি আর্য, মুক্তিদাতা, তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য চালিত হয়, সেরূপ দৃষ্টির অনুগত হয়ে ভিক্ষু তার সব্রহ্মচারীদের সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থান করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার সহানুভূতিশীল, প্রিয়করণ ও মান্যকরণের ধর্ম আছে, যা সদাশয় আচরণ করার জন্য, অবিবাদ, সমন্বয় এবং একীভাবের জন্যই পরিচালিত হয়।”

দ্বিতীয় সহানুভূতিশীল সূত্র সমাপ্ত

৩. নিঃসরণীয় সূত্র

১৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, নিঃসরণীয়-ধাতু ছয় প্রকার। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে যে, ‘মৈত্রীপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি আমার ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্তাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ; অথচ ব্যাপাদ আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়।’ তাকে এরূপ বলা উচিত : ‘তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোনো অবকাশ নাই যে, একজনের মৈত্রীপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্তাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ হলেও ব্যাপাদ তার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। তা অসম্ভব। আবুসো,

মৈত্রীপূর্ণ চিত্তবিমুক্তিই হচ্ছে ব্যাপাদের নিঃসরণ বা বিনাশ।'

৩. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে যে, 'করুণার্দ্র চিত্তবিমুক্তি আমার ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্তাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ; অথচ বিক্ষোভ (বিহেসা) আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়।' তাকে এরূপ বলা উচিত : 'তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোনো অবকাশ নাই যে, একজনের করুণার্দ্র চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্তাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ হলেও বিক্ষোভ তার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। তা অসম্ভব। আবুসো, করুণার্দ্র চিত্তবিমুক্তিই হচ্ছে বিক্ষোভের নিঃসরণ বা বিনাশ।'

৪. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে যে, 'মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি আমার ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্তাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ; অথচ অরতি বা বিরোধভাব আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়।' তাকে এরূপ বলা উচিত : 'তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোনো অবকাশ নাই যে, এক জনের মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্তাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ হলেও অরতি বা বিরোধভাব তার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। তা অসম্ভব। আবুসো, মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তিই হচ্ছে অরতির নিঃসরণ বা বিনাশ।'

৫. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে যে, 'উপেক্ষাপূর্ণ (সহগত) চিত্তবিমুক্তি আমার ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্তাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ; অথচ রাগ বা আসক্তি আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়।' তাকে এরূপ বলা উচিত : 'তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোনো অবকাশ নাই যে, এক জনের উপেক্ষাসহগত চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত

যান সদৃশ আয়ত্তাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ হলেও রাগাসক্তি তার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। তা অসম্ভব। আবুসো, উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তিই হচ্ছে রাগাসক্তির নিঃসরণ বা বিনাশ।'

৬. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে যে, 'অনিমিত্ত-চিত্তবিমুক্তি[১] আমার ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্তাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ; অথচ আমার চিত্ত নিমিত্তানুসারী হয়।' তাকে এরূপ বলা উচিত : 'তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোনো অবকাশ নাই যে, এক জনের অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্তাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ হলেও তার চিত্ত নিমিত্তানুসারী হয়। তা অসম্ভব। আবুসো, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তিই হচ্ছে নিমিত্তের নিঃসরণ বা বিনাশ।'

৭. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে যে, 'আমার 'আমিত্বভাব' বিগত, আমি নিজ মধ্যে 'ইহাই আমি' এরূপ ভাব উপলব্ধি করি না; অথচ সন্দেহরূপ অনিশ্চয়তার শল্য আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়।' তাকে এরূপ বলা উচিত : 'তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোনো অবকাশ নাই যে, আমিত্বভাব বিগত এবং 'ইহাই আমি'-এর বিপরীতভাব উপলব্ধিকারীর চিত্তকে সন্দেহরূপ অনিশ্চয়তার শল্য অভিভূত করে স্থিত হয়। তা অসম্ভব। হে আবুসো, আমিত্বভাবরূপ মানের সমূলোৎপাটনই হচ্ছে সন্দেহরূপ অনিশ্চয়তার শল্যের নিঃসরণ।' ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার হচ্ছে নিঃসরনীয় ধাতু।"

নিঃসরণীয় ধাতু সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। **অনিমিত্ত-চিত্তবিমুক্তি :** অনিমিত্তচিত্তবিমুত্তীতি বলববিপস্‌সনা। অনিমিত্ত-চিত্তবিমুক্তি বলতে বলবতী বিদর্শনকে বুঝানো হচ্ছে।

৪. মঙ্গলজনক সূত্র

১৪.১. তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র[১] ভিক্ষুদের "আবুসো ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ আবুসো" বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২. "আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু এইরূপে তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠনহেতু সে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে মরে এবং তার কালক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয় না।[২] আবুসোগণ, কিরূপে একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠনহেতু সে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে মরে এবং তার কালক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয় না?

৩. এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু কর্মতৎপরতায় আনন্দিত হয়, কর্মে রত, কর্ম-আনন্দে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু বাজে আলাপে আনন্দিত, বাজে আলাপে রত, বাজে আলাপাসক্তিতে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু নিদ্রায় আনন্দিত, নিদ্রায় রত, নিদ্রাপ্রীতিতে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অতিশয় সমাজ-অনুরাগী, সামাজিক আনন্দোপভোগী, সামাজিক সঙ্গানন্দে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু সংসর্গপ্রিয়, সংসর্গে রত, সংসর্গানন্দে অনুযুক্ত হয় এবং ভিক্ষু প্রপঞ্চে (মায়া) আনন্দিত, প্রপঞ্চরত, প্রপঞ্চানন্দে অনুযুক্ত হয়। এরূপেই, আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠনহেতু সে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে মরে এবং তার কালক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয় না। আবুসোগণ, একে বলা হয় 'সৎকায়ে অভিরত (বা আত্মবাদী) ভিক্ষু সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য সৎকায়কে পরিত্যাগ করে না।'

৪. আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু এইরূপে তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠনহেতু সে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে মরে না এবং তার কালক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয়। আবুসোগণ, কিরূপে একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে,

---

[১]। গৌতম বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবক। ইনি ধর্মসেনাপতি নামেও খ্যাত। ভিক্ষুপূর্ববস্থায় ইনি উপতিষ্য নামে পরিচিত ছিলেন (মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড)। অর্থকথাচার্যদের মতে, উপতিষ্য তার জন্মজাত গ্রামের নাম এবং সারিপুত্র ছিলেন সেই গ্রামপ্রধানের পুত্র। অধিকন্তু, সেই উপতিষ্য গ্রামটি নালক নামেও পরিচিত। এটা নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী। তার পিতার নাম ছিল বঙ্গান্ত ব্রাহ্মণ এবং মাতার নাম রূপসারী (ধর্মপদ অর্থকথা, ২য় খণ্ড)। মাতার নামানুসারে তিনি সারী বা সারিপুত্র নামে পরিচিত হন। সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁর নাম এভাবে প্রদত্ত হয়েছে; যথা : সারিপুত্র, সালিপুত্র, সারিসুত, সারদ্বতীপুত্র। **সারিসম্ভব** নামটির ব্যবহারও অপাদান গ্রন্থে দেখা যায়। থেরগাথা, ৪৫৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতার্থ দেখুন।

[২]। অর্থকথামতে, কালক্রিয়া মঙ্গলজনক হয় না বলতে, মরণান্তে অপায় গমনকে বুঝানো হচ্ছে।

যে যে উপায়ে জীবন গঠন-হেতু সে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে মরে না এবং তার কালক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয়?

৫. এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু কর্মতৎপরতায় নিরানন্দিত হয়, কর্মে বিরত, কর্ম-আনন্দে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু বাজে আলাপে নিরানন্দিত, বাজে আলাপে বিরত, বাজে আলাপাসক্তিতে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু নিদ্রায় নিরানন্দিত, নিদ্রায় বিরত, নিদ্রা-প্রীতিতে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অতিশয় সমাজ-অনুরাগী হয় না, সামাজিক আনন্দোপভোগী হয় না, সামাজিক সঙ্গানন্দে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অসংসর্গপ্রিয়, অসংসর্গে রত, অসংসর্গানন্দে অনুযুক্ত হয় এবং ভিক্ষু প্রপঞ্চে (মায়া) নিরানন্দিত, প্রপঞ্চে বিরত, প্রপঞ্চানন্দে অননুযুক্ত হয়। এরূপেই, আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠনহেতু সে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে মরে না এবং তার কালক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয়। আবুসোগণ, একে বলা হয় 'নির্বাণে অভিরত ভিক্ষু সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য সৎকায়কে পরিত্যাগ করে।'"

"মৃগ শাবকের মতোন যেবা প্রপঞ্চে অভিরত,
মিথ্যে মায়ায় হচ্ছে যেজন সদা আবর্তিত;
তাদৃশ জন নাহি লভে নির্বাণ কদাচন,
অনুত্তর যোগক্ষেম হতে হয় ব্যর্থ আকিঞ্চন।"

মঙ্গলজনক সূত্র সমাপ্ত

৫. অনুতপ্ত সূত্র

১৫.১. তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদের "আবুসো ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ আবুসো" বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

২. "আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু এইরূপে তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠনহেতু সে মৃত্যুর দরুন অনুতপ্ত হয়। আবুসোগণ, কিরূপে একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠনহেতু সে মৃত্যুর দরুন অনুতপ্ত হয়?

৩. এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু কর্মতৎপরতায় আনন্দিত হয়, কর্মে রত, কর্ম-আনন্দে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু বাজে আলাপে আনন্দিত, বাজে আলাপে রত, বাজে আলাপাসক্তিতে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু নিদ্রায় আনন্দিত, নিদ্রায় রত, নিদ্রা-প্রীতিতে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অতিশয় সমাজ-অনুরাগী, সামাজিক

আনন্দোপভোগী, সামাজিক সঙ্গানন্দে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু সংসর্গপ্রিয়, সংসর্গে রত, সংসর্গানন্দে অনুযুক্ত হয় এবং ভিক্ষু প্রপঞ্চে (মায়া) আনন্দিত, প্রপঞ্চরত, প্রপঞ্চানন্দে অনুযুক্ত হয়। এরূপেই, আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠনহেতু সে মৃত্যুর দরুন অনুতপ্ত হয়। আবুসোগণ, একে বলা হয় 'সৎকায়ে অভিরত (বা আত্মবাদী) ভিক্ষু সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য সৎকায়কে পরিত্যাগ করে না।'

৪. আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু এইরূপে তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠনহেতু সে মৃত্যুর দরুন অনুতপ্ত হয় না। আবুসোগণ, কিরূপে একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন-হেতু সে মৃত্যুর দরুন অনুতপ্ত হয় না?

৫. এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু কর্মতৎপরতায় নিরানন্দিত হয়, কর্মে বিরত, কর্ম-আনন্দে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু বাজে আলাপে নিরানন্দিত, বাজে আলাপে বিরত, বাজে আলাপাসক্তিতে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু নিদ্রায় নিরানন্দিত, নিদ্রায় বিরত, নিদ্রা-প্রীতিতে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অতিশয় সমাজ-অনুরাগী হয় না, সামাজিক আনন্দোপভোগী হয় না, সামাজিক সঙ্গানন্দে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অসংসর্গপ্রিয়, অসংসর্গে রত, অসংসর্গানন্দে অনুযুক্ত হয় এবং ভিক্ষু প্রপঞ্চে (মায়া) নিরানন্দিত, প্রপঞ্চে বিরত, প্রপঞ্চানন্দে অননুযুক্ত হয়। এরূপেই, আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠনহেতু সে মৃত্যুর দরুন অনুতপ্ত হয় না। আবুসোগণ, একে বলা হয় 'নির্বাণে অভিরত ভিক্ষু সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য সৎকায়কে পরিত্যাগ করে'।"

"মৃগ শাবকের মতোন যেবা প্রপঞ্চে অভিরত,
মিথ্যে মায়ায় হচ্ছে যেজন সদা আবর্তিত;
তাদৃশ জন নাহি লভে নির্বাণ কদাচন,
অনুত্তর যোগক্ষেম হতে হয় ব্যর্থ আকিঞ্চন।"

অনুতপ্ত সূত্র সমাপ্ত

৬. নকুলপিতা[১] সূত্র

১৬.১. একসময় ভগবান ভগ্গরাজ্যের[২] সুংসুমার-গিরির[৩] ভেসকলাবনের মৃগদায়ে[৪] অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে গৃহপতি নকুলপিতা পীড়িত, দুঃখিত এবং অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। অনন্তর গৃহপত্নী নকুলমাতা গৃহপতি নকুলপিতাকে এরূপ বললেন :

২. "হে গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত। হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে—'হায়! গৃহপত্নী নকুলমাতা আমার মৃত্যুর পর পুত্রদের ভরণ-পোষণ করতে এবং ঘর-গৃহস্থালির কাজ-কর্ম একা করতে সক্ষম হবে না।' গৃহপতি, তা এরূপ মনে করবেন না। গৃহপতি, আমি কার্পাস কাটায় এবং জট পাকানো, লোম আচড়ানো কর্মে নিপুণ। আমি আপনার মৃত্যুর পর পুত্রদের ভরণ-পোষণ করতে এবং ঘর-গৃহস্থালির কাজ-কর্ম একা করতে সক্ষম। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।

হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে—

---

[১]। **নকুলপিতা :** ভগ্গপ্রদেশের সুংসুমার-গিরির জনৈক গৃহপতি। তদীয় পত্নীও নকুলমাতা নামে পরিচিত ছিলেন। এই নকুলপিতা ও মাতা পাঁচশ জন্মব্যাপী বুদ্ধের বোধিসত্ত্বাবস্থায় মাতাপিতা ছিলেন। এবং বহু জন্মে নিকটাত্মীয়রূপে জন্ম নেন। অঙ্গুত্তরনিকায়, এক নিপাতের ৬ষ্ঠ বর্গে নকুলপিতাকে এবং সপ্তম বর্গে নকুলমাতাকে বুদ্ধ বিশ্বস্তদের মধ্যে অগ্রগণ্য অভিধায় ভূষিত করেন (অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, সুমঙ্গল বড়ুয়া)। সংযুক্তনিকায়ের ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে নকুপিতার সঙ্গে বুদ্ধের কথোপকথন দৃষ্ট হয়।

[২]। বৈশালী এবং শ্রাবস্তীর পাশেই অবস্থিত এই জনপদ। তথাগত তার ধর্মপরিক্রমায় বহুবার এই জনপদে আসেন (অঙ্গুত্তরনিকায়, চতুষ্ক নিপাত, ৭ম নিপাত ইত্যাদি)। তথাগত এই রাজ্যে ভিক্ষুদের বিনয় সংক্রান্ত তিনটি বিষয় প্রজ্ঞাপ্ত করেন (বিনয়গ্রন্থ, ৫ম খণ্ড)। মধ্যমনিকায় ১ম খণ্ডে উল্লেখ আছে, এই ভগ্গরাজ্যে অবস্থানকালে মৌদ্গাল্লায়ন স্থবিরের তলপেটে মার প্রবেশ করেছিল অন্তরায়ের নিমিত্তে (মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, মার তর্জন সূত্র, ৩৫৪ পৃষ্ঠা, অনুবাদক : বেণীমাধব বড়ুয়া)।

[৩]। সুংসুমার-গির নামক নগর। এই নগর স্থাপনের সময় শিশুমার শব্দ করেছিল বলে সুংসুমার-গির নামে অভিহিত হয় (মধ্যমনিকায় অর্থকথা, ১ম খণ্ড, অনুমান সূত্র বর্ণনা)।

[৪]। এটা ভগ্গ রাজ্যের অন্তর্গত অরণ্যবিশেষ। সংযুক্তনিকায় অর্থকথা, ২য় খণ্ড মতে, ভেসকলা নাম্নী যক্ষিণী পরিগৃহীত ছিল বিধায় অরণ্যটি ভেসকলাবন নামে পরিচিতি লাভ করে। মৃগদায় বলতে হরিণ বিচরণ ক্ষেত্র।

'গৃহপত্নী নকুলমাতা আমার মৃত্যুর পর অন্যের ঘরণী হবে।' গৃহপতি, তা এরূপ মনে করবেন না। আমি এবং আপনিও জানেন যে, কীভাবে আমরা দুজনে একত্রে ষোল বৎসর গৃহস্থ্যজীবনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করছি। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।

হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে—'গৃহপত্নী নকুলমাতা আমার মৃত্যুর পর ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের দর্শনকামী হবে না।' গৃহপতি, তা এরূপ মনে করবেন না। সত্যিই, গৃহপতি, আপনার মৃত্যুর পর আমি ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের অধিকতর দর্শনকামী হবো। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।

হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে—'গৃহপত্নী নকুলমাতা আমার মৃত্যুর পর শীলাদি পরিপূর্ণকারীনি হবে না।' গৃহপতি, তা এরূপ মনে করবেন না। সেই ভগবানের শ্বেতবসনধারী গৃহীশিষ্যা যতজন শীল পরিপূর্ণকারীনি রয়েছেন, আমি তাদের মধ্যে অন্যতরা। যার সে বিষয়ে সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা রয়েছে, সে ভগবানের নিকট গমনপূর্বক জিজ্ঞাসা করুক। অধিকন্তু সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ এখন ভগ্গ রাজ্যের সুংসুমার গিরির ভেসকলাবনের মৃগদায়ে অবস্থান করছেন। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।

হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে—'গৃহপত্নী নকুলমাতা অধ্যাত্ম-চিত্তসমাধিলাভী নয়।' গৃহপতি, তা এইরূপ মনে করবেন না। গৃহপতি, সেই ভগবানের শ্বেতবসনধারী গৃহীশিষ্যা যতজন অধ্যাত্ম-চিত্তসমাধিলাভী রয়েছেন, আমি তাদের মধ্যে অন্যতরা। যার সে বিষয়ে সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা রয়েছে, সে ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তা জিজ্ঞাসা করুক। অধিকন্তু সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ এখন ভগ্গ রাজ্যের সুংসুমার গিরির ভেসকলাবনের মৃগদায়ে অবস্থান করছেন। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক

গর্হিত।

হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে—'গৃহপত্নী নকুলমাতা এই ধর্ম-বিনয়ে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত, প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত, আশ্বাসপ্রাপ্ত, সন্দেহোত্তীর্ণ, বিগতশঙ্কা, বৈশারদ্য-প্রাপ্ত ও স্বাধীন নয় এবং শাস্তার শাসনে অবস্থান করে না।' গৃহপতি, তা এইরূপ মনে করবেন না। গৃহপতি, সেই ভগবানের শ্বেতবসনধারী গৃহীশিষ্যা যতজন এই ধর্ম-বিনয়ে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত, প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত, আশ্বাসপ্রাপ্ত, সন্দেহোত্তীর্ণ, বিগতশঙ্কা, বৈশারদ্য-প্রাপ্ত ও স্বাধীন এবং শাস্তার শাসনে অবস্থান করে, আমি তাদের অন্যতরা। যার সে বিষয়ে সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা রয়েছে, সে ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তা জিজ্ঞাসা করুক। অধিকন্তু সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ এখন ভগ্গ রাজ্যের সুংসুমার গিরির ভেসকলাবনের মৃগদায়ে অবস্থান করছেন। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।"

৩. অতঃপর গৃহপত্নী নকুলমাতার এরূপ উপদেশে উপদিষ্ট হয়ে নকুলপিতার সেই অসুখ উপশম হলো। গৃহপতি নকুলপিতা সেই অসুখ হতে মুক্ত হলেন। এভাবে গৃহপতি নকুলপিতার সেই অসুখ প্রহীণ হলো। তারপর গৃহপতি নকুলপিতা রোগমুক্ত হয়ে, রোগ মুক্তির অনতিবিলম্বে লাঠিতে ভর করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি নকুলপিতাকে ভগবান এরূপ বললেন :

৪. "গৃহপতি, ইহা তোমার লাভ, ইহা তোমার সুলব্ধ যে, গৃহপত্নী নকুলমাতা অনুকম্পাকারীনি, হিতাকাঙ্ক্ষী, উপদেশ দানকারীনি ও উপদেষ্টা। গৃহপতি, শ্বেতবসনধারী আমার যতজন গৃহীশিষ্যা শীল পরিপূর্ণকারীনি রয়েছে, তাদের মধ্যে গৃহপত্নী নকুলমাতা অন্যতরা। গৃহপতি, শ্বেতবসনধারী আমার যতজন গৃহীশিষ্যা অধ্যাত্ম-চিত্তসমাধিলাভী রয়েছে, তাদের মধ্যে গৃহপত্নী নকুলমাতা অন্যতরা। গৃহপতি, শ্বেতবসনধারী আমার যতজন গৃহীশিষ্যা এই ধর্ম-বিনয়ে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত, প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত, আশ্বাসপ্রাপ্ত, সন্দেহোত্তীর্ণ, বিগতশঙ্কা, বৈশারদ্য-প্রাপ্ত ও স্বাধীন এবং শাস্তার শাসনে অবস্থান করে, তাদের গৃহপত্নী নকুলমাতা অন্যতরা। সত্যিই, গৃহপতি, ইহা তোমার লাভ, ইহা তোমার সুলব্ধ যে

গৃহপত্নী নকুলমাতা অনুকম্পাকারীনি, হিতাকাঙ্ক্ষী, উপদেশ দানকারীনি ও উপদেষ্টা।”

নকুল পিতা সূত্র সমাপ্ত

৭. নিদ্রা সূত্র

১৭.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান সায়াহ্নকালে নির্জনতারূপ ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে উপস্থানশালা বা সভাগৃহে গমনপূর্বক প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্রও সান্ধ্য সময়ে নির্জনতারূপ ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে উপস্থানশালা বা সভাগৃহে গমনপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অনুরূপভাবে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন,[১] আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ,[২] আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন,[৩] আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক,[৪] আয়ুষ্মান মহাচুন্দ,[১] আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন,[২] আয়ুষ্মান

---

[১]। **মহামৌদ্গাল্লায়ন** হচ্ছেন বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক। তিনি রাজগৃহের নিকটস্থ কোলিত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতার নাম ছিল মোগ্গলী ব্রাহ্মণী এবং তার পিতা ছিলেন গ্রামের প্রধান গৃহপতি। বুদ্ধের অপর প্রধান অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রের সাথে মৌদ্গাল্লায়নের পরিবার সাত প্রজন্ম ধরে এক সুদৃঢ় বন্ধুত্বতা রক্ষা করে আসছিল। আর সে সুবাদে তারা দুজনও ছোটকাল হতে বেশ ঘনিষ্ট ছিলেন। থেরগাথা, ৫১৪ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতার্থ দ্রষ্টব্য।

[২]। **মহাকাশ্যপ** ছিলেন ভগবান বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক। গৃহীকলে তার নাম ছিল পিপ্ফলী মানব। তিনি ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত হয়ে মগধ রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ ব্রাহ্মণ গ্রামে ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে জন্ম নেন। অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম নিপাতের এতদগ্গ বর্গের প্রথম বর্গে বুদ্ধ মহাকাশ্যপকে ধুতাঙ্গজীবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিধায় ভূষিত করেন (অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা; অনুবাদক : সুমঙ্গল বড়ুয়া)। সংযুক্তনিকায়ের নিদান বর্গ, কাশ্যপ সংযুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৬ (অনুবাদক : শীলানন্দ ব্রহ্মচারী)-এ দেখা যায়, তথাগত মহাকাশ্যপ স্থবিরের ধুতাঙ্গ পালন বিষয়ে প্রশংসাবাক্য ভাষণ করছেন। থেরগাথা, পৃষ্ঠা ৪৮৬-এ বিস্তৃতার্থ দেখুন।

[৩]। **মহাকাত্যায়ন স্থবির** সংক্ষিপ্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন (অঙ্গুত্ত-নিকায়, এক নিপাত, ৩০ পৃষ্ঠা, অনুবাদক : সুমঙ্গল বড়ুয়া)। বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। উজ্জেনীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের পুরোহিতের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুবর্ণময় দেহবর্ণের জন্য কাঞ্চন মানব এবং গোত্রের নাম কচ্চান বা কাত্যায়ন হওয়ায় তিনি কাত্যয়িন নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অপাদান গ্রন্থ, ২য় খণ্ডে দেখা যায়, কাত্যায়ন স্থবিরের পিতার নাম তিরীটিবচ্ছ বা তিদিববচ্ছ এবং মাতার নাম চন্দপদুম। থেরগাথার ৩১৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতার্থ দ্রষ্টব্য।

[৪]। **মহাকোট্ঠিক** বা মহাকোট্ঠিত প্রতিসম্ভিদা তথা বিশ্লেষণাত্বক প্রজ্ঞা প্রাপ্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন (অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা, সুমঙ্গল বড়ুয়া; দীপবংস, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড,

অনুরুদ্ধ,[৩] আয়ুষ্মান রেবত[৪] এবং আয়ুষ্মান আনন্দও সান্ধ্য সময়ে নির্জনতারূপ ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে উপস্থানশালা বা সভাগৃহে গমনপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর ভগবান রাত্রির বহুক্ষণ উপবিষ্টাবস্থায় সময় কাটিয়ে আসন হতে উঠে বিহারকক্ষে প্রবেশ করলেন। সেই আয়ুষ্মানগণও ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আসন হতে উঠে নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। তখন যে-সকল ভিক্ষু নতুন, অচিরপ্রব্রজিত, এই ধর্ম-বিনয়ে অধুনাগত; তারা সূর্যোদয়ের পরও সশব্দে নিশ্বাস ফেলে ঘুমাতে লাগল। ভগবান অমানুষিক, বিশুদ্ধ দিব্যনেত্র দ্বারা সেই ভিক্ষুদের সূর্যোদয়ের পরও নাক ডেকে ডেকে ঘুমাতে দেখলেন। তা দেখে

ওলর্ডেনবার্গ সম্পাদিত)। তিনি ৮০ জন মহাশ্রাবকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতর। শ্রাবস্তীর ধনাঢ্য পরিবারে জন্মজাত এই স্থবিরের পিতার নাম অশ্বলায়ন এবং মাতার নাম ছিল চন্দ্রবতী। সংযুক্তনিকায়, নিদান বর্গের নলকলাপিয় সুত্ত; খন্ধ বর্গের সীল সুত্ত; একই বর্গের সমুদয় ধর্মবিষয়ক তিনটি সুত্ত; অস্সাদবিষয়ক দুটি সুত্ত; সমুদয়বিষয়ক দুটি সুত্ত; এবং তিনটি অবিদ্যা ও বিদ্যাবিষয়ক সুত্তে মহাকোট্ঠিক স্থবিরকে প্রশ্নকর্তা এবং সারিপুত্র স্থবিরকে উত্তরদাতার ভূমিকায় দেখা যায়। থেরগাথা, পৃষ্ঠা ৫-এ পূর্বযোগ দ্রষ্টব্য।

[১]। মহাচুন্দ ছিলেন ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সারিপুত্রের পরে প্রব্রজিত হয়ে তারই আশ্রয়ে ষড়ভিজ্ঞাসহ অর্হত্ত্বফল লাভ করেন (থেরগাথা, পৃষ্ঠা ১৫৮)। পালি সাহিত্যে মহাচুন্দ, চূলচুন্দ এবং চুন্দ সমনুদ্দেস নামে তিনটি নামের ব্যবহার রয়েছে। অর্থকথাচার্যদেরও এই তিনটি নাম নিয়ে সংশয়াপন্ন হতে দেখা যায়। বিস্তৃতার্থ দেখুন—*Pali Proper Names by G.P.Malalasekera,Vol.1.Page no. 878.*

[২]। সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত অঙ্গুত্তরনিকায়, এক নিপাত, পৃষ্ঠা ৩১-এ মহাকপ্পিন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ইনি বুদ্ধশাসনে ভিক্ষুদের উপদেশ দানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বুদ্ধের চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ মহাকপ্পিন জন্মগ্রহণ করেন কুক্কুটবতী রাজ্য হতে তিনশ যোজন দূরে সীমান্তবর্তী এক রাজ্যে।

[৩]। অনুরুদ্ধ বুদ্ধের আপন কাকাতো ভাই হতেন এবং তিনি ছিলেন শ্রাবকসংঘের মধ্যে অন্যতম। অনুরূদ্ধের পিতার নাম অমিতোদন শাক্য এবং তার বড় ভাইয়ের নাম মহানাম শাক্য। ধর্মরত্ন মহাথেরো অনূদিত মহাপরিনির্বাণ সুত্তং, পৃষ্ঠা ২৪৮-এ উল্লেখ আছে : অনুরূদ্ধের পিতার নাম শুক্লোদন। সঠিক কোনটি তা বিবেচ্য বিষয়। তথাগতের অনুপিয় আম্রকাননে অবস্থানকালে আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত এবং নাপিত উপালিসহ অনুরুদ্ধ প্রব্রজিত হন (বিনয় গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮০-৩; মহাবস্তু, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৭, PTS সম্পাদনা)। বিস্তৃতার্থ থেরগাথা, ২৫৬ নং, পৃষ্ঠা ৪৩৮ এবং রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাথেরো অনূদিত মহাপরিনির্বাণ সুত্তং, পৃষ্ঠা ২৪৮।

[৪]। অরণ্যবিহারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত রেবত থেরো ছিলেন বুদ্ধের শ্রাবকদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ (অঙ্গুত্তরনিকায়, এক নিপাত, পৃষ্ঠা ৩১; অনুবাদক : সুমঙ্গল বড়ুয়া)। তিনি সারিপুত্রের ভ্রাতা ছিলেন।

সভাগৃহে গমনপূর্বক প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট হয়ে ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র কোথায়? মৌদ্গাল্লায়ন কোথায়? মহাকাশ্যপ, মহাকাত্যায়ন, মহাকোট্ঠিক, মহাচুন্দ, মহাকপ্পিন, অনুরুদ্ধ, রেবত এবং আনন্দই[১] বা কোথায়? ভিক্ষুগণ, স্থবির শ্রাবকেরা কোথায় গিয়েছে?"

"ভন্তে, ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে সেই আয়ুষ্মানগণও আসন হতে উঠে নিজ নিজ অবস্থান কক্ষে চলে গিয়েছিলেন।"

"তাহলে, ভিক্ষুগণ, তোমরাই এখন স্থবির (বা বয়োজ্যেষ্ঠ)। কিন্তু তথাপি সূর্যোদয়ের পরও তোমরা সশব্দে নিশ্বাস ফেলে ঘুমাচ্ছো? ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কি তোমরা দেখেছো কিংবা শুনেছো যে, 'রাজরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়রাজা যাবজ্জীবন রাজত্বকালে বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে জনপ্রিয় ও জননন্দিত হয়েছে?'"

"না ভন্তে, তা আমরা দেখিনি এবং শুনিও নাই।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'রাজরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়রাজা যাবজ্জীবন রাজত্বকালে বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে জনপ্রিয় ও জননন্দিত হয়েছে।'

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কী তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত যে, 'রাষ্ট্রীয় লোক যাবজ্জীবন রাষ্ট্রীয় কার্যে বহাল থাকার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য রাষ্ট্রীয় লোকদের জনপ্রিয় ও জননন্দিত হয়েছে?'"

"না ভন্তে, তা আমরা দেখিনি এবং শুনিও নাই।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'রাষ্ট্রীয় লোক যাবজ্জীবন রাষ্ট্রীয় কার্যে বহাল থাকার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য রাষ্ট্রীয় লোকদের জনপ্রিয় ও জননন্দিত হয়েছে।'

---

[১]। শুদ্ধোদনের ভ্রাতা অমিতোদন হচ্ছেন আনন্দের পিতা আর মহানাম ও অনুরুদ্ধ সম্ভবত তার সৎভাই (249 p. vol.1, dic of pali proper names)। কিন্তু মহাবস্তু, ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, শুক্লোদন হচ্ছেন তার পিতা এবং দেবদত্ত ও উপধান হচ্ছেন তার ভাই। বহুশ্রুত, স্মৃতিমান ইত্যাদির মধ্যে আনন্দ স্থবিরই শ্রেষ্ঠ বলে বুদ্ধ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছেন (সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তরনিকায়, এক নিপাত, ৩১ পৃষ্ঠা)।

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত যে, 'পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবনযাপনকারী ব্যক্তি যাবজ্জীবন পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবনযাপন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্যদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবনযাপনকারী ব্যক্তি যাবজ্জীবন পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবনযাপন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্যদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে।'

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কি তোমরা দেখেছো কিংবা শুনেছো যে, 'সেনাপতি যাবজ্জীবন সেনাপতিত্ব করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য সেনাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে?"

"না ভন্তে, তা আমরা দেখিনি এবং শুনিও নাই।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'সেনাপতি যাবজ্জীবন সেনাপতিত্ব করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য সেনাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে ।'

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত যে, 'গ্রাম্য মোড়ল যাবজ্জীবন সেই দায়িত্ব পালন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য মোড়লদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'গ্রাম্য মোড়ল যাবজ্জীবন সেই দায়িত্ব পালন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য মোড়লদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে।'

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত যে, 'সমাজপ্রধান যাবজ্জীবন সেই দায়িত্ব পালন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্যদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'সমাজপ্রধান যাবজ্জীবন সেই দায়িত্ব পালন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্যদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে।'

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত যে, 'কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যথেচ্ছা বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে, ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্ত, কুশলধর্মাদির প্রতি বিশেষভাবে অদর্শনকারী, রাত্রির পূর্ব ও পরভাগে বোধিপক্ষীয়ধর্মে মনোসংযোগে অননুযুক্ত, কিন্তু আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছে?"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যথেচ্ছা বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে, ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্ত, কুশলধর্মাদির প্রতি বিশেষভাবে অদর্শনকারী, রাত্রির পূর্ব ও পরভাগে বোধিপক্ষীয়ধর্মে মনোসংযোগে অননুযুক্ত, কিন্তু আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছে।

৩. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য : 'আমরা ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার হবো। ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অনুযুক্ত, কুশলধর্মাদির প্রতি বিশেষভাবে দর্শনকারী, রাত্রির পূর্ব ও পরভাগে বোধিপক্ষীয়ধর্মে মনোসংযোগে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থান করব।' এরূপই, ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা কর্তব্য।"

নিদ্রা সূত্র সমাপ্ত

৮. জেলে সূত্র

১৮.১. একদা ভগবান মহতী ভিক্ষুসংঘের সাথে কোশলরাজ্যে[১] পর্যটন করছিলেন। ভগবান কোশলের অর্ধপথে উপনীত হয়ে এক প্রদেশে জনৈক জেলেকে জাল দ্বারা মাছ ধরে বিক্রয় করতে দেখলেন। তা দেখে রাস্তা হতে অবতরণপূর্বক এক বৃক্ষমূলের প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। তথায় উপবিষ্ট হয়ে ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অমুক জেলেকে জাল দ্বারা মাছ ধরে বিক্রয় করতে দেখো নাই?"

"ভন্তে, আমরা তা দেখেছি।"

"ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে যে 'কোনো জেলে জাল দ্বারা মাছ ধরে বিক্রয় করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকানির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণপূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্যসম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে, কোনো জেলে জাল দ্বারা মাছ ধরে বিক্রয় করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকানির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণপূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্যসম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে।' তার কারণ কী? কারণ হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সেই জেলে বধ্য ও হত্যার জন্য

---

[১]। কোশলার অধিকৃত ছিল কোশলরাজ্যটি। এটা মগধের উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং কাশীরাজ্যের পরে অবস্থিত ছিল। তদনীন্তন ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে এটা দ্বিতীয় ছিল (অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)। বুদ্ধের সময়ে এই রাজ্য প্রসেনজিৎ রাজার মহানুভবে অত্যন্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সে-সময়ে কাশী-জনপদ ছিল কোশলের অধীনে। এ প্রসঙ্গে জাতকের ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৭ এবং ৪র্থ খণ্ড ৩৪২ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, মহাকোশলের কন্যা এবং প্রসেনজিতের বোন কোশলদেবীকে যখন মগধরাজ বিম্বিসার বিবাহ করেন, তখন তিনি উপঢৌকন হিসেবে কাশীর অন্তর্গত একটি গ্রাম পান। কোশল ও কাশীর মধ্যকার যুদ্ধ যে অত্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় জাতক ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১; ৩য় খণ্ড, ১১৫, ২১১ পৃষ্ঠা; এবং ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৬, ৪২৫ প্রভৃতিতে।

আনীত মৎস্যসমূহকে পাপচিত্তে বিবেচনা করে।[১] তাই সে হস্তী, অশ্ব, রথ, কিংবা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হয়ে গমন করতে সক্ষম হয় না এবং মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগকারী হয় না ও ভোগ্যরাশিতে বাস করতেও পারে না।

"ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে যে 'কোনো কসাই পশু বধ করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকানির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণপূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্যসম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'কোনো কসাই পশু বধ করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকানির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণপূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্যসম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে।' তার কারণ কী? কারণ হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সেই কসাই বধ্য ও হত্যার জন্য আনীত পশুদের পাপচিত্তে বিবেচনা করে। তাই সে হস্তী, অশ্ব, রথ, কিংবা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হয়ে গমন করতে সক্ষম হয় না এবং মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগকারী হয় না ভোগ্যরাশিতেও বাস করতে পারে না।

"ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে যে 'কোনো শুকরিক (শুকরের মাংস ব্যবসায়ী) মাংস ব্যবসা করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকানির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণপূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্যসম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'কোনো শুকরিক মাংস ব্যবসা করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকানির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণপূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য

---

[১]। ইংরেজি অনুবাদে এই লাইনটির ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যা মূল পালির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কোনো বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্যসম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে।' তার কারণ কী? কারণ হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সেই শুকরিক বধ্য ও হত্যার জন্য আনীত শুকরদের পাপচিত্তে বিবেচনা করে। তাই সে হস্তী, অশ্ব, রথ, কিংবা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হয়ে গমন করতে সক্ষম হয় না এবং মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগকারী হয় না, ভোগ্যরাশিতেও বাস করতে পারে না।

"ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কী তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে যে 'কোনো পক্ষী শিকারী পাখি শিকার করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকানির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণপূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্যসম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'কোনো পক্ষী শিকারী পাখি শিকার করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকানির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণপূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্যসম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে।' তার কারণ কী? কারণ হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সেই পক্ষী শিকারী হত্যার জন্য পাখিদের পাপচিত্তে বিবেচনা করে। তাই সে হস্তী, অশ্ব, রথ, কিংবা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হয়ে গমন করতে সক্ষম হয় না এবং মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগকারী হয় না, ভোগ্যরাশিতেও বাস করতে পারে না।

"ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে করো, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে যে 'কোনো পশু শিকারী পশু শিকার করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকানির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণপূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্যসম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে 'কোনো পশুশিকারী পশু শিকার করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকানির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণপূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্যসম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে।' তার কারণ কী? কারণ

হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সেই পশুশিকারী বধ্য ও হত্যার জন্য পশুদের পাপচিত্তে বিবেচনা করে। তাই সে হস্তী, অশ্ব, রথ, কিংবা অন্য কোনো বাহনে আরূঢ় হয়ে গমন করতে সক্ষম হয় না এবং মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগকারী হয় না, ভোগ্যরাশিতেও বাস করতে পারে না।

৩. ভিক্ষুগণ, বধ্য ও হত্যার জন্য আনীত সেই তির্যক প্রাণীদের হত্যাকারী ব্যক্তি তাদৃশ কর্মহেতু হস্তী, অশ্ব, রথ কিংবা অন্য কোনো যানারূঢ় হবে এবং মহাভোগ্যসম্পত্তি ভোগী ও মহাভোগ্যরাশিতে বাস করবে, তা কখনোই সম্ভব নয়। আর যে বধ্য ও হত্যার জন্য আনীত মনুষ্যদের পাপচিত্তে বিবেচনা করে, তার সম্পর্কে কী-বা বলার আছে, ভিক্ষুগণ, তা নিশ্চয়ই তার দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

জেলে সূত্র সমাপ্ত

৯. প্রথম মরণানুস্মৃতি সূত্র[১]

১৯.১. একসময় ভগবান নাতিকে[২] ইষ্টক নির্মিত আবাসে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় ভগবান ভিক্ষুদের "হে ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ ভন্তে" বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, মরণস্মৃতি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহাফল-প্রদায়ী, মহা-আনিশংসকর, অমৃত-সুধায় নিমজ্জন সদৃশ হয় এবং অমৃতেই পর্যাবসান হয়। ভিক্ষুগণ, তোমরা মৃত্যু চিন্তা করো কী?"

৩. এরূপ বলা হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা করো?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে, 'অহো! সত্যিই আমি

---

[১]। অঙ্গুত্তরনিকায়, অষ্টক নিপাতের যমক বর্গে সূত্রটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

[২]। বজ্জী-জনপদের অন্তর্গত **নাতিক** বা ঞাতিক অথবা নাদিক অবস্থিত ছিল কোটিগ্রাম ও বৈশালীর সংযোগ-সড়কের পাশে। বুদ্ধ ধর্ম প্রচারার্থে এখানে আগমন করলে গিঞ্জকাবসথ নামক একটি সুরম্য ইষ্টকের বিহার নির্মিত হয়েছিল (মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৪)। ধর্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত মহাপরিনির্বাণ সুত্তের ২৩৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, এক তড়াগের দু-পাশে চুল্লতাত ও জেষ্ঠ্যতাত ভাইয়ের দুটি গ্রাম ছিল। সেই দুই গ্রাম একই জ্ঞাতির বলে পরবর্তীকালে এর নামকরণ হয় জ্ঞাতিক। ঞাতিক, নাতিক বা নাদিক নামেও এর পরিচিতি ছিল।

যদি এক দিবারাত্র বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমি বহু ব্রত সম্পাদন করতে পারব।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

৪. অপর এক ভিক্ষুও ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আমিও মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা করো?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে, 'অহো! সত্যিই আমি যদি একদিনও বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

৫. অপর এক ভিক্ষুও ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি অনুধ্যান করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা করো?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে, 'অহো! সত্যিই আমি যদি অর্ধ দিবসও বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

৬. অন্য এক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা করো?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে, 'অহো! সত্যিই আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে এক পিণ্ডপাত পরিভোগ করা যায়, তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

৭. অতঃপর অপর এক ভিক্ষুও ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা করো?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে, 'অহো! সত্যিই আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে অর্ধ পিণ্ডপাত পরিভোগ করা যায়, তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

৮. অন্য এক ভিক্ষুও ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি

ভাবনা করি।”

“হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা করো?”

“ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে, ‘অহো! সত্যিই আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে চার বা পাঁচ গ্রাসে আহার গলধঃকরণ করা যায়, তাহলে ভগবানের শাসনে মনোসংযোগ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।’ ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।”

৯. অতঃপর অন্য এক ভিক্ষুও ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি ভাবনা করি।”

“হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা করো?”

“ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে, ‘অহো! সত্যিই আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে এক গ্রাস আহার গলধঃকরণ করা যায়, তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।’ ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।”

১০. অন্য এক ভিক্ষুও ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি ভাবনা করি।”

“হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা করো?”

“ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে, ‘অহো! সত্যিই আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে নিশ্বাস গ্রহণ করে প্রশ্বাস ফেলি কিংবা প্রশ্বাস ফেলে নিশ্বাস গ্রহণ করি, তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।’ ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি অনুধ্যান করি।”

১১. এরূপ বলা হলে ভগবান সেই ভিক্ষুদের বললেন, “ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ-চিন্তা অনুধ্যান করে; যথা : ‘অহো! সত্যিই আমি যদি এক দিবারাত্র বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোসংযোগ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।’

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ-চিন্তা অনুধ্যান করে; যথা : ‘অহো! সত্যিই আমি যদি এক দিনমাত্র বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোসংযোগ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।’

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ-চিন্তা অনুধ্যান করে; যথা : ‘অহো! সত্যিই আমি যদি অর্ধ দিবসও বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোসংযোগ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।’

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ-চিন্তা অনুধ্যান করে; যথা : 'অহো! সত্যিই আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে এক পিণ্ডপাত পরিভোগ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।'

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ-চিন্তা অনুধ্যান করে; যথা : 'অহো! সত্যিই আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে অর্ধ পিণ্ডপাতও পরিভোগ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।'

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ-চিন্তা অনুধ্যান করে; যথা : 'অহো! সত্যিই আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে চার বা পাঁচ গ্রাসে আহার গলধঃকরণ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোসংযোগ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।'

ভিক্ষুগণ, যেসব ভিক্ষুরা এরূপ বলে তারা প্রমত্ত; তারা শিথিলভাবে আসক্তি ক্ষয়ের জন্য মরণস্মৃতি অনুধ্যান করে। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এরূপে মৃত্যু চিন্তা করে; যথা : 'অহো! সত্যিই আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে এক গ্রাস আহার গলধঃকরণ করা যায়, তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' অথবা যে ভিক্ষু এরূপে মৃত্যু চিন্তা করে; যথা : 'অহো! সত্যিই আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে নিশ্বাস গ্রহণ করে প্রশ্বাস ফেলি কিংবা প্রশ্বাস ফেলে নিশ্বাস গ্রহণ করি, তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভিক্ষুগণ, এসব ভিক্ষুদের বলা যায় এরা অপ্রমত্তভাবে বাস করে এবং আসক্তি ক্ষয়ের জন্য গভীরভাবে মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান করে।

১২. তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে, 'আমরা অপ্রমত্তভাবে অবস্থান করব এবং আসক্তি ক্ষয়ের জন্য গভীরভাবে মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান করব।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।"

প্রথম মরণানুস্মৃতি সূত্র সমাপ্ত

১০. দ্বিতীয় মরণস্মৃতি সূত্র

২০.১. একসময় ভগবান নাতিকে ইষ্টক নির্মিত আবাসে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় ভগবান ভিক্ষুদের "হে ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ ভন্তে" বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বললেন :

২. "হে ভিক্ষুগণ, মরণস্মৃতি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহাফল-প্রদায়ী, মহা-আনিশংসকর, অমৃত-সুধায় নিমজ্জন সদৃশ হয় এবং অমৃতেই পর্যাবসান হয়। কিভাবে মৃত্যুস্মৃতি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহাফল-প্রদায়ী, মহা-আনিশংসকর, অমৃত-সুধায় নিমজ্জন সদৃশ হয় এবং অমৃতেই পর্যাবসান হয়?

৩. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, দিবাবসানে যখন রাত্রি ঘনিয়ে আসে তখন ভিক্ষু গভীরভাবে এরূপ চিন্তা করে : 'আমার মৃত্যুর নানা কারণ রয়েছে; যেমন : সর্প, বৃশ্চিক কিংবা শতপদীর কামড়ে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর। আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারি; ভুক্ত খাদ্য-দ্রব্য আমাকে পীড়াগ্রস্ত করতে পারে; পিত্ত, শ্লেষ্মা ও শস্ত্র সদৃশ আমার অভ্যন্তরে বায়ু কুপিত হতে পারে; ফলে আমার মৃত্যুও হতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর।'

ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর চিন্তা করা উচিত যে, 'অদ্য রাতে আমি যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে তাতে বাধা হতে পারে এরূপ কোনো অপ্রহীন পাপমূলক অকুশল বিষয় আমার মধ্যে কী আছে?'

যদি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিন্তা করে জ্ঞাত হয় যে, 'অদ্য রাতে আমি যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে তাতে বাধা হতে পারে এরূপ কোনো অপ্রহীন পাপমূলক অকুশল বিষয় আমার মধ্যে আছে।' তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে সেসব পাপ-অকুশল বিষয় প্রহীনের জন্য অধিক মাত্রায় ছন্দ বা আগ্রহী, উদ্যমী, উৎসাহী, প্রচেষ্টাকারী, উদ্দীপনাপূর্ণ, স্মৃতিমান ও করণীয় বিষয়ে সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে; যেমন : ভিক্ষুগণ, মাথার পাগড়ীতে বা চুলে যার আগুন ধরেছে, তার সেই জ্বলন্ত আগুন নিভানোর জন্য তাকে যেমন ঐকান্তিক আগ্রহ, উদ্যম, উৎসাহ, প্রয়াস, উদ্দীপনা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানতা কাজে লাগাতে হয়, ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে সেসব পাপ-অকুশল বিষয় প্রহীণের জন্য অধিক মাত্রায় আগ্রহী, উদ্যমী, উৎসাহী, প্রচেষ্টাকারী, উদ্দীপনাপূর্ণ ও স্মৃতিমান হতে হবে এবং তার মধ্যে করণীয় বিষয়ে সম্প্রজ্ঞানতা থাকতে হবে।

যদি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিন্তা করে জ্ঞাত হয় যে, 'অদ্য রাতে আমি যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে তাতে বাধা হতে পারে এরূপ কোনো অপ্রহীণ

পাপমূলক অকুশল বিষয় আমার মধ্যে নাই।' তাহলে ভিক্ষুগণ, সে ভিক্ষুর স্বয়ং দিবারাত্র কুশলধর্মের অনুশীলনে প্রীতি-প্রমোদে অবস্থান করা উচিত।"

দ্বিতীয় মরণস্মৃতি সূত্র সমাপ্ত

সহানুভূতিশীল বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

দুই সারণীয়, নিঃসরণীয় ও ভদ্রক সূত্র,
অনুতপ্ত, নকুলপিতা ও নিদ্রা হলো ব্যক্ত
জেলে ও দুই মরণস্মৃতি মিলে বর্গ সমাপ্ত।

৩. অনুত্তর বর্গ

১. সামক[1] সূত্র

২১.১. একসময় ভগবান সক্ক বা শাক্যদের সাম গ্রামের[2] সন্নিকটস্থ পোক্খরণীতে[3] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর জনৈক দেবতা রাত্রির শেষভাগে পোক্খরণীকে কমনীয়রূপে উদ্ভাসিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত হয়ে সেই দেবতা ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, ত্রিবিধ বিষয় ভিক্ষুকে পরিহানির দিকে নিয়ে যায়। সেই ত্রিবিধ কী কী? যথা : কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি এবং নিদ্রাসক্তি। ভন্তে, এই ত্রিবিধ ধর্ম ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।" সেই দেবতা এরূপ বললে শাস্তা তা অনুমোদন করলেন। অতঃপর সেই দেবতা 'শাস্তা আমার বাক্য অনুমোদন করেছেন' এরূপ জ্ঞাত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন

---

[1]। ইরেজি অনুবাদে 'সামগাম' উল্লেখ থাকলেও আমাদের মূল পালিতে 'সামক' শব্দটিই ধৃত হয়েছে। উভয়ই অর্থগত দিকে অভিন্ন।

[2]। এই সাম গ্রামটি ছিল শাক্যদের। এ স্থানে সাম গ্রাম সূত্রটি তথাগত দেশনা করেন (মধ্যমনিকায়, ২য় খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা)। সম্ভবত বেধঞ্ঞ নামক শাক্য এখানে বাস করতেন। কেননা, দীর্ঘনিকায় ৩য় খণ্ডে, ১১৭ পৃষ্ঠার পাসাদিক সুত্ত অনুসারে, বুদ্ধ বেধঞ্ঞ শাক্যের আম্রকাননে অবস্থানকালে সাম গ্রাম সুত্তটি দেশনা করেন এবং নিগ্রন্থ নাথপুত্রের মৃত্যু সংবাদ পান।

[3]। সাম গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিহারকে পোক্খরণীয় বলা হতো। অঙ্গুত্তরনিকায় ষষ্ঠক নিপাতের ইংরেজি অনুবাদক এর অর্থ করেছেন পদ্মপুষ্করিণী নামে। কিন্তু অর্থকথায় এটা বিহার বলে উক্ত হয়েছে। অঙ্গুত্তরনিকায় অর্থকথা, ২য় খণ্ড ৬৬০ পৃষ্ঠা।

করে প্রদক্ষিণপূর্বক তথায়ই অন্তর্হিত হলেন।

৩. অতঃপর ভগবান সেই রাত্রির অবসানে ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আজ রাত্রির শেষ যামে জনৈক দেবতা পোক্খরণীকে কমনীয়রূপে উদ্ভাসিত করে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিল। উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে স্থিত হয়ে এরূপ বলল :

৪. 'ভন্তে, ত্রিবিধ বিষয় ভিক্ষুকে পরিহানির দিকে নিয়ে যায়। সেই ত্রিবিধ কী কী? যথা : কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি এবং নিদ্রাসক্তি। ভন্তে, এই ত্রিবিধ ধর্ম ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।' সেই দেবতা এরূপ বলে আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক তথায়ই অন্তর্হিত হলো। ভিক্ষুগণ, তা তোমাদের অলাভ, তা তোমাদের দুর্লব্ধ যে, দেবতাগণও অকুশলধর্মে তোমাদের পরিহানি জ্ঞাত আছে। ভিক্ষুগণ, আমি এখন অপর ত্রিবিধ পরিহানিকর-ধর্ম দেশনা করব। তা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোসংযোগ করো; আমি বলছি।" সেই ভিক্ষুরা "তথাস্তু ভন্তে" বলে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন :

৫. "ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ পরিহানিকর-ধর্ম কী কী? যথা : সামাজিক সঙ্গানন্দতা, বিবাদ প্রিয়তা ও পাপমিত্রতা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ হচ্ছে পরিহানিকর-ধর্ম। ভিক্ষুগণ, অতীতে যারা কুশলধর্ম হতে পরিহানিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশলধর্ম হতে পরিহানিপ্রাপ্ত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যারা কুশলধর্ম হতে পরিহানি প্রাপ্ত হবে তারাও সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশলধর্ম হতে পরিহানি প্রাপ্ত হবে। এবং বর্তমানে যারা কুশলধর্ম হতে পরিহানিপ্রাপ্ত হচ্ছে, তারাও সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশলধর্ম হতে পরিহানিপ্রাপ্ত হচ্ছে।"

সামক সূত্র সমাপ্ত

২. অপরিহানিকর সূত্র

২২.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অপরিহানিকর-ধর্ম দেশনা করব। তা শ্রবণ করো, উত্তমরূপে মনোসংযোগ করো; আমি বলছি।" সেই ভিক্ষুরা "তথাস্তু ভন্তে" বলে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন :

২. "ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অপরিহানিকর-ধর্ম কী কী? যথা : কর্মের প্রতি অনাসক্তি, বাজে আলাপে অনাসক্তি, নিদ্রার প্রতি অনাসক্তি, সামাজিক সঙ্গানন্দে বিমুখতা, অবিবাদপ্রিয়তা এবং কল্যাণবন্ধুত্ব। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার হচ্ছে অপরিহানিকর-ধর্ম। ভিক্ষুগণ, যারা অতীতে কুশলধর্ম হতে

অপরিহানিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশলধর্ম হতে অপরিহানিপ্রাপ্ত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যারা কুশলধর্ম হতে অপরিহানিপ্রাপ্ত হবে, তারাও সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশলধর্ম হতে অপরিহানিপ্রাপ্ত হবে। এবং বর্তমানে যারা কুশলধর্ম হতে অপরিহানিপ্রাপ্ত হচ্ছে, তারাও সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশলধর্ম হতে অপরিহানিপ্রাপ্ত হচ্ছে।"

অপরিহানিকর সূত্র সমাপ্ত

৩. ভয় সূত্র

২৩.১. "ভিক্ষুগণ, 'ভয়' শব্দটি ইন্দ্রিয়পরতা বা কামের অপর একটি নাম। এরূপে ভিক্ষুগণ, 'দুঃখ, রোগ, গণ্ড (ফোঁড়া বা ব্রণ), বন্ধন ও পঙ্ক (কাদামাটি)' এই শব্দগুলোও কামের সমার্থবোধক নাম। কিরূপে ভিক্ষুগণ, 'ভয়' ইন্দ্রিয়পরতা বা কামের অপর একটি নাম? ভিক্ষুগণ, যেহেতু, কামরাগাসক্ত, ছন্দরাগাবদ্ধ ব্যক্তি ইহজাগতিক ভয় থেকেও মুক্ত নহে কিংবা পরলৌকিক ভয় হতেও মুক্ত নহে; এ কারণে ভয় কামনাসমূহের অপর একটি নাম।

২. কিভাবে ভিক্ষুগণ, দুঃখ, রোগ, গণ্ড (ফোঁড়া বা ব্রণ), বন্ধন ও পঙ্ক ইন্দ্রিয়পরতা বা কামের অপর একটি নাম? ভিক্ষুগণ, যেহেতু, কামরাগাসক্ত, ছন্দরাগাবদ্ধ ব্যক্তি ইহজাগতিক কিংবা পরলৌকিক দুঃখ, রোগ, গণ্ড (ফোঁড়া বা ব্রণ), বন্ধন ও পঙ্ক হতেও মুক্ত নহে; এ কারণে দুঃখ, রোগ, গণ্ড (ফোঁড়া বা ব্রণ), বন্ধন ও পঙ্ক কামনাসমূহের ভিন্ন সংজ্ঞা বা নাম।"

"ভয়, দুঃখ, রোগ, গণ্ড, পঙ্ক, আর বন্দিত্ব,
কামনার সংজ্ঞা এসব যাতে সত্ত্ব গ্রথিত;
জীবন-মৃতের আদি কারণ হচ্ছে উপাদান,
সে উপাদানে ভীত হন জ্ঞানী সম্প্রজ্ঞান;
ভীত হয়ে করেন ধ্বংস জন্ম-মরণ যিনি,
উপাদানহীনতায় হন সুবিমুক্ত তিনি।
ক্ষেমপ্রাপ্ত, হন আরও সুখী অতিশয়,
ইহলোকেই নিবৃতি লভেন সেই মহাশয়;
সর্ব ভয় বৈরাতীত হন সকল ধামে,
মহাসুখে থাকেন সদা সর্ব দুঃখ অতিক্রমে।

ভয় সূত্র সমাপ্ত

৪. হিমালয় সূত্র

২৪.১. হে ভিক্ষুগণ, ষড়বিধ গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পর্বতরাজ হিমালয়কে বিদীর্ণ করতে সক্ষম। অকিঞ্চিৎকর অবিদ্যার সম্পর্কে কি-বা বলার আছে, সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সমাধি অর্জনে (সমাপত্তি) নিপুণ হয়, সমাধির স্থিতিতে কুশলী হয়, সমাধি হতে উত্থানে নিপুণ হয়, সমাধিতে মনোজ্ঞ কুশলী হয়, সমাধির গোচর কুশলী হয় এবং সমাধি মীমাংসায় কুশলী বা দক্ষ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পর্বতরাজ হিমালয়কে বিদীর্ণ করতে সক্ষম। অকিঞ্চিৎকর অবিদ্যার সম্পর্কে কি-বা বলার আছে।"

হিমালয় সূত্র সমাপ্ত

৫. অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র

২৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, অনুস্মৃতির ছয় প্রকার পর্যায় রয়েছে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করে; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক তথাগতের গুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের[১] অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি আলম্বনরূপে গ্রহণ করে (ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণপূর্বক) বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক ধর্মগুণ অনুস্মরণ করে; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞ কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।" ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের গুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

---

[১]। পঞ্চ কামগুণ হচ্ছে : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকসংঘের গুণ অনুস্মরণ করে; যথা : 'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান—আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভের যোগ্য এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবকসংঘের গুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করে। ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করে; যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে, আমি মাৎসর্যমলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে বিগত-মাৎসর্যমল-চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চামাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি।' ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করে; যথা : 'চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবত্রিংশবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিত দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িক এবং তাদের ঊর্ধ্বতন দেবগণও রয়েছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই

দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রদ্ধা আমার মধ্যেও বিদ্যমান। যেরূপ শ্রুতি, ত্যাগগুণ, প্রজ্ঞায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রুতি, ত্যাগগুণ, প্রজ্ঞা আমার মধ্যেও বিদ্যমান।' ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগগুণ, ও প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র সমাপ্ত

৬. মহাকাত্যায়ন সূত্র

২৬.১. তথায় আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন ভিক্ষুদের 'আবুসো ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলেন আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন এরূপ বললেন :

২. "আশ্চর্য! আবুসোগণ, সত্যিই তা অদ্ভুত যে, ফাঁদ হতে সত্ত্বগণের আত্মমুক্তির জন্য, বিশুদ্ধিতার জন্য, শোক-পরিদেবন অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্যের অস্তগমনের জন্য, জ্ঞানের অধিগম ও নির্বাণ লাভের জন্য ছয় প্রকার অনুস্মৃতির বিষয় সেই ভগবান, জ্ঞানী, দর্শনজ্ঞ, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুচিন্তিত। সেই ছয় প্রকার কী কী?

৩. এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক তথাগতের গুণ অনুস্মরণ করে; যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার আলম্বনরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক ধর্মগুণ অনুস্মরণ করে; যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য,

নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞ কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।' আবুসোগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের গুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবকসংঘের গুণ অনুস্মরণ করে; যথা : 'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান—আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভের যোগ্য এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আবুসোগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবকসংঘের গুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করে। আবুসোগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করে; যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে আমি মাৎসর্যমলে

পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে বিগত-মাৎসর্যচিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চামাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বণ্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি।' আবুসোগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করে; যথা : 'চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবত্রিংশবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিত দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত-বশবর্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িক এবং এ সমস্ত ব্যতীতও ঊর্ধ্বতন দেবগণ রয়েছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রদ্ধা আমার মধ্যেও বিদ্যমান। যেরূপ শ্রুতি, ত্যাগগুণ, প্রজ্ঞায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রুতি, ত্যাগগুণ, প্রজ্ঞা আমার মধ্যেও বিদ্যমান।' আবুসোগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়, বাঁধামুক্ত হয়, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপে ইহাকে কোনো কোনো ব্যক্তি ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৪. আশ্চর্য! আবুসোগণ, সত্যিই তা অদ্ভুত যে, ফাঁদ হতে সত্ত্বগণের আত্মমুক্তির জন্য, বিশুদ্ধিতার জন্য, শোক-পরিদেবন অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্যের অস্তগমনের জন্য, জ্ঞানের অধিগম ও নির্বাণ লাভের জন্য ছয় প্রকার অনুস্মৃতির বিষয় সেই ভগবান, জ্ঞানী, দর্শনজ্ঞ, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুচিন্তিত।"

মহাকাত্যায়ন সূত্র সমাপ্ত

৭. প্রথম সময় সূত্র

২৭.১. একদা জনৈক ভিক্ষু ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, মনোভাবনীয় বা ভাবনাকারী[১] ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময় কয়টি?"

"হে ভিক্ষু, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময় ছয় প্রকার। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৩. এক্ষেত্রে, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু কামরাগে পর্যুদস্ত ও কামরাগে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, আমি কামরাগে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন কামরাগের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে কামরাগ প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু কামরাগ প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার প্রথম উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু ব্যাপাদে পর্যুদস্ত ও ব্যাপাদে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, আমি ব্যাপাদে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে ব্যাপাদ প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু ব্যাপাদ প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার দ্বিতীয় উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও আলস্য-তন্দ্রায় উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার নিঃসরণ বা

---

[১]। অর্থকথানুসারে মনোভাবনীযস্সাতি এত্থ মনং ভাবেতি বড়্ঢেতী'তি মনোভাবনীযো। অর্থাৎ যিনি মনকে স্মৃতিপথে ভাবিত ও স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান বর্দ্ধিত করেন। রাজগুরু ধর্মরত্ন ভন্তে তৎ অনুদিত মহাপরিনির্বাণ সূত্র গ্রন্থের পরিশিষ্টে মনভাবনীয-এর অর্থ করেছেন 'ভাবিতমনা বা বর্দ্ধিতমনা যারা রাগ-রজাদি ত্যাগ করেছেন।

প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, আমি আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে আলস্য-তন্দ্রা প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু আলস্য-তন্দ্রা প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার তৃতীয় উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যে (অহংকার ও অনুশোচনাভাব) পর্যুদস্ত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, আমি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার চতুর্থ উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু বিচিকিৎসা বা সন্দেহভাবে পর্যুদস্ত ও বিচিকিৎসায় উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, আমি বিচিকিৎসায় পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে বিচিকিৎসা প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু বিচিকিৎসা প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার পঞ্চম উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু যেরূপ নিমিত্তের (পূর্বাভাসের) দরুন, যেরূপ নিমিত্তাদির বিবেচনা করার দরুন সর্বদা আসবসমূহ ক্ষয় পায়, তাদৃশ নিমিত্তাদি জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, যেরূপ নিমিত্তাদির বিবেচনা করার দরুন সর্বদা আসবসমূহ ক্ষয় পায়, তাদৃশ নিমিত্তাদি আমি জানি না। সত্যিই,

আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে আসবসমূহ ক্ষয়কর নিমিত্তাদি সম্পর্কে ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার ষষ্ঠ উপযুক্ত সময়। হে ভিক্ষু, এই ছয় প্রকার হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময়।”

প্রথম সময় সূত্র সমাপ্ত

৮. দ্বিতীয় সময় সূত্র

২৮.১. একসময় বহু স্থবির ভিক্ষু বারাণসীর[১] নিকটস্থ ঋষিপতনের মৃগদায়ে[২] অবস্থান করছিলেন। সেই স্থবির ভিক্ষুরা পিণ্ডচারণ হতে প্রত্যাবর্তনের এবং আহারকৃত্য সম্পাদনের পর মণ্ডলমালে (বা ভোজনশালায়) বসে এরূপ আলোচনা করতে লাগলেন :

২. “বন্ধুগণ, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময় কয়টি?”

এরূপে আলোচনার সূত্রপাত হলে জনৈক ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৩. “আবুসোগণ, যে-সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষু পিণ্ডচারণ সমাপনে আহারকৃত্য সমাধা করে পাদপ্রক্ষালনপূর্বক পর্যঙ্কাবদ্ধ (পদ্মাসন) হয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে, সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, সেই সময়ই তাকে দর্শনের জন্য উপযুক্ত।”

৪. এরূপ বলা হলে অন্য এক ভিক্ষু সেই স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

“নহে, আবুসো, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়। কেননা, আবুসো, যখন ভাবনাকারী ভিক্ষু পিণ্ডচারণ ও আহারকৃত্য সমাপনে পাদপ্রক্ষালনপূর্বক পদ্মাসনে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, কিন্তু পিণ্ডচারণ বা ভুক্ত খাদ্যের দরুন তিনি অবসন্ন বোধ করেন এবং ক্লান্ত হন। তাই, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের

---

[১]। প্রাচীন কাশী জনপদের রাজধানী ছিল এই বারাণসী। মহারাজ দিসম্পতির মন্ত্রী মহাগোবিন্দ কর্তৃক স্থাপিত। বারাণসীস্থ ঋষিপতন সারনাথে ভগবান বুদ্ধ প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন (দীর্ঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)।

[২]। বারাণসীর সন্নিকটস্থ উন্মুক্ত স্থান। সুবিখ্যাত মৃগদায় এতে অবস্থিত ছিল। সাতাশ ক্রোশ বা ৫৪ মাইল দূরত্ব ছিল উরুবেলা হতে মৃগদায়ের। বিনয় গ্রন্থ, ১ম প্রথম খণ্ড, ১০-এ উল্লেখ আছে, ৮০ কোটি ব্রহ্মা এবং অসংখ্য দেবগণ সত্যধর্ম লাভ করেছিল এই স্থানে প্রদত্ত ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র শ্রবণের মাধ্যমে। দিনটি ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা। বুদ্ধ এই স্থানে তার প্রথম বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করেন।

জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়। আবুসো, যখন ভাবনাকারী ভিক্ষু সন্ধ্যাকালীন সময়ে নির্জনতা হতে উত্থিত হয়ে আবাসের ছায়াময় স্থানে পদ্মাসনে বসে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, সেই সময়ই তাকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত।"

৫. এরূপ বলা হলে অন্য আর এক ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে বললেন :

"নহে আবুসো, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়। কেননা, আবুসো, যখন ভাবনাকারী ভিক্ষু সন্ধ্যাকালীন সময়ে নির্জনতা হতে উত্থিত হয়ে আবাসের ছায়াময় স্থানে পদ্মাসনে বসে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, সেই সময়ে দিনের বেলায় গৃহীত ভাবনার নিমিত্তাদি তার চিত্তে উদিত হয়। তাই, আবুসো, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়। আবুসো, যখন ভাবনাকারী ভিক্ষু রাত্রির অন্তিম যামে জাগ্রত হয়ে পদ্মাসনে বসে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, সেই সময়ই তাকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত।"

৬. এরূপ বলা হলে অন্য আরেক ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে বললেন :

"নহে আবুসো, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়। কেননা, আবুসো, যখন ভাবনাকারী ভিক্ষু রাত্রির অন্তিম যামে জাগ্রত হয়ে পদ্মাসনে বসে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, সেই সময়ে তার শরীর রসপূর্ণ[১] হয় এবং বুদ্ধের শাসনে বা শিক্ষায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন। তাই, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়।"

৭. এরূপ বলার পর আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

"হে আবুসোগণ, আমি ভগবানের নিকট শুনেছি এবং ধারণ করেছি যে, "হে ভিক্ষু, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় ছয় প্রকার। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৮. এক্ষেত্রে, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু কামরাগে পর্যুদস্ত ও কামরাগে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, আমি কামরাগে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন কামরাগের বিনাশ বা নিঃসরণ

---

[১]। রসপূর্ণ হওয়া—ওজট্‌ঠায়ি। অর্থকথায় ওজাযঠিতো, পতিট্‌ঠিতো।

যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে কামরাগ প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু কামরাগ প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার প্রথম উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু ব্যাপাদে পর্যুদস্ত ও ব্যাপাদে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, আমি ব্যাপাদে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে ব্যাপাদ প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু ব্যাপাদ প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার দ্বিতীয় উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও আলস্য-তন্দ্রায় উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, আমি আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে আলস্য-তন্দ্রা প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু আলস্য-তন্দ্রা প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার তৃতীয় উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যে (অহংকার ও অনুশোচনাভাব) পর্যুদস্ত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, আমি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের

জন্য গমন করার চতুর্থ উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু বিচিকিৎসা বা সন্দেহভাবে পর্যুদস্ত ও বিচিকিৎসায় উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, আমি বিচিকিৎসায় পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে বিচিকিৎসা প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু বিচিকিৎসা প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার পঞ্চম উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে-সময়ে কোনো ভিক্ষু যেরূপ নিমিত্তের (পূর্বাভাসের) দরুন, যেরূপ নিমিত্তাদির বিবেচনা করার দরুন সর্বদা আসবসমূহ ক্ষয় পায়, তাদৃশ নিমিত্তাদি জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত : 'আবুসো, যেরূপ নিমিত্তাদির বিবেচনা করার দরুন সর্বদা আসবসমূহ ক্ষয় পায়, তাদৃশ নিমিত্তাদি আমি জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে আসবসমূহ ক্ষয়কর-নিমিত্তাদি সম্পর্কে ধর্মদেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার ষষ্ঠ উপযুক্ত সময়। হে ভিক্ষু, এই ছয় প্রকার হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময়।"

৯. হে আবুসোগণ, আমি ভগবানকে এরূপ বলতে শুনেছি এবং তা ধারণ করেছি যে, 'ভিক্ষু, এই ছয় প্রকার হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময়।'

দ্বিতীয় সময় সূত্র সমাপ্ত

৯. উদায়ী সূত্র

২৯.১. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে[১] ডেকে বললেন :

"হে উদায়ী, অনুস্মৃতির (বা ভাবনার) কয়টি বিষয় আছে?"

এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়ী চুপ রইলেন। দ্বিতীয়বারও ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে ডেকে বললেন :

---

[১]। অর্থকথামতে ইনি লালুদায়ী। বিনয় গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, ১১৫; দীর্ঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"হে উদায়ী, অনুস্মৃতির (বা ভাবনার) কয়টি বিষয় আছে?"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী নিরব থাকলেন। তৃতীয়বারও ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে ডেকে বললেন :

"হে উদায়ী, অনুস্মৃতির (বা ভাবনার) কয়টি বিষয় আছে?"

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী নিরব রইলেন।

২. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন :

"আয়ুষ্মান উদায়ী, ভগবান আপনাকে কিছু বলছেন।"

"আয়ুষ্মান আনন্দ, আমি ভগবানের কথা শুনেছি। ভন্তে, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু নানা প্রকারে পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন; যেমন : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প এবং বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি।' এই প্রকারে তিনি আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন। ভন্তে, এটাই অনুস্মৃতির বিষয়।"

৩. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে ডেকে বললেন, "হে আনন্দ, আমি জানতাম যে এই মূর্খ উদায়ী অধিচিত্তে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থান করে না। আনন্দ, তুমিই বল, অনুস্মৃতির বিষয় কয়টি?"

৪. "ভন্তে, অনুস্মৃতির বিষয় পাঁচটি। সেই পাঁচটি কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে, ভন্তে, ভিক্ষু যাবতীয় কামসম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে এবং অকুশল-চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি-নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' বলে আখ্যা দেন, সেই তৃতীয় ধ্যান

অধিগত করে বিচরণ করেন।[১] ভন্তে, এই অনুস্মৃতির বিষয় এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা ইহজীবনেই সুখবিহারের জন্য চালিত হয়।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভিক্ষু আলোক-সংজ্ঞায় মনোনিবেশ করেন, দিবা-সংজ্ঞায় দৃঢ়রূপে মনোযোগ স্থাপন করেন। যেমন দিন তেমনই রাত্রি, যেমন রাত্রি তেমনই দিন। এরূপে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের দ্বারা তিনি প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করেন। ভন্তে, এই অনুস্মৃতির বিষয় এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা জ্ঞানদর্শন লাভের জন্য সংবর্তিত বা চালিত হয়।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভিক্ষু পদতল হতে ঊর্ধ্বে এবং কেশাগ্র হতে নিম্নে ত্বক পরিবেষ্টিত নানা প্রকার অশুচিপূর্ণ এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ করেন—'এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, মূত্রাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ক্লোম (পিত্তকোষ), প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ (বা মল), মগজ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, লালা, নাসামল, লসিকা ও মূত্র আছে। ভন্তে, এই অনুস্মৃতির বিষয় এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা কামরাগ প্রহাণের জন্য চালিত হয়।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভিক্ষু শ্মশানে পরিত্যক্ত এক দিনের মৃত, দুই দিনের মৃত, তিন দিনের মৃত, স্ফীত, নীল, পূযপূর্ণদেহ দেখেন। তখন তিনি ওই দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন : 'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামী, ইহাও ওই নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন তিনি আরও দেখতে পান, শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহকে কাক, কুলাল বা শ্যেন পাখি, গৃধ্র, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি প্রাণী ভক্ষণ করছে। তখন তিনি ওই দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন : 'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামী, ইহাও ওই নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন, তিনি আরও দেখতে পান, শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ অস্থিশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, রক্ত-মাংসে যুক্ত এবং স্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ। তখন তিনি ওই দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন : 'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামী, ইহাও ওই নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন, তিনি আরও দেখতে পান, শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ অস্থিশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, মাংসহীন শুধু রক্তমাখা ও স্নায়ুতে বদ্ধ। তখন তিনি ওই দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন : 'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামী, ইহাও ওই নিয়মের অনতিক্রম্য।

---

[১]। চতুর্থ ধ্যানের কথা এই অংশে ধৃত হয়নি কেননা তা সুখবিবর্জিত।

যেমন, তিনি আরও দেখতে পান, শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ অস্থিশৃঙ্খল, রক্ত-মাংসহীন শুধু স্নায়ু বদ্ধ। তখন তিনি ওই দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন : 'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামী, ইহাও ওই নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন, তিনি আরও দেখতে পান, শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন অস্থিপুঞ্জ, এক স্থানে হস্তাস্থি, অন্য স্থানে কটি-অস্থি, অন্য স্থানে পঞ্জরাস্থি, এক স্থানে মেরুদণ্ড অস্থি, অন্য স্থানে স্কন্ধ-অস্থি, এক স্থানে গ্রীবাস্থি, অন্য স্থানে চোয়াল-অস্থি, এক স্থানে দন্ত-অস্থি, অন্য স্থানে মাথার খুলি। তখন তিনি ওই দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন : 'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামী, ইহাও ওই নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন, তিনি আরও শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ দেখতে পান, তা শ্বেত, শঙ্খবর্ণ সদৃশ, বর্ষাধিকের পুঞ্জীভূত, গলিত, চূর্ণীকৃত অস্থিপুঞ্জ। তখন তিনি ওই দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন : 'এই দেহও ওইরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ওইরূপ পরিণামী, ইহাও ওই নিয়মের অনতিক্রম্য। ভন্তে, তা আমিত্বরূপ মানের মূলোৎপাটনের জন্য চালিত হয়।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভিক্ষু সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। ভন্তে, এই অনুস্মৃতির বিষয় এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা নানাধাতু উপলব্ধির জন্য সংবর্তিত হয়। ভন্তে, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে অনুস্মৃতির বিষয়।"

৫. "সাধু, আনন্দ, সাধু, তাহলে আনন্দ, এই ষষ্ঠ অনুস্মৃতির বিষয়টিও ধারণ কর। এক্ষেত্রে আনন্দ, ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়ে অগ্রসর হয়, স্মৃতিমান হয়েই পশ্চাদ্ধাবন করে। সে স্মৃতিমান হয়েই দাঁড়ায়, উপবেশন করে, শয্যা প্রস্তুত করে এবং স্মৃতিমান হয়েই কর্মাদিতে মনোযোগ স্থাপন করে। আনন্দ, এই অনুস্মৃতির বিষয় এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানতার জন্য চালিত হয়।"

উদায়ী সূত্র সমাপ্ত

১০. শ্রেষ্ঠ সূত্র

৩০.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠ রয়েছে। সেই ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠ কী কী? যথা : দর্শনের শ্রেষ্ঠ, শ্রবণের শ্রেষ্ঠ, লাভের শ্রেষ্ঠ, শিক্ষার শ্রেষ্ঠ, পরিচর্যার শ্রেষ্ঠ এবং অনুস্মৃতির শ্রেষ্ঠ।

২. ভিক্ষুগণ, দর্শনের মধ্যে কিরূপ দর্শনই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মনিরত্ন, উচ্চ-নীচ প্রভেদ দর্শনের জন্য এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে দর্শনের জন্য গমন করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই তা কী দর্শন? নহে, আমি বলছি, তা প্রকৃত দর্শন নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ দর্শন হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্টপ্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবককে দর্শনের জন্য গমন করেন; তাদৃশ দর্শনই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ দর্শন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ দর্শন। এরূপেই দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, শ্রবণের মধ্যে কিরূপ শ্রবণই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ভেরী শব্দ, বীণা শব্দ, গীত শব্দ, উচ্চ-নীচ প্রভেদ শব্দ এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট ধর্মশ্রবণের জন্য গমন করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই তা কি শ্রবণ? নহে, আমি বলছি, তা প্রকৃত শ্রবণ নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ শ্রবণ হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্টপ্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবকের নিকট ধর্মশ্রবণের জন্য গমন করেন; তাদৃশ শ্রবণই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ শ্রবণ। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ শ্রবণ। এরূপেই দর্শন ও শ্রবণের শ্রেষ্ঠত্ব হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, লাভের মধ্যে কিরূপ লাভই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি পুত্র, স্ত্রী, ধন-সম্পদ, নানা প্রকার বিষয়াদি লাভ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পত্তি লাভ করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই তা কী লাভ? নহে, আমি বলছি, তা প্রকৃত লাভ নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ লাভ হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি

শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্টপ্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন; তাদৃশ লাভই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ লাভ। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ লাভ। এরূপেই দর্শন, শ্রবণ ও লাভের শ্রেষ্ঠত্ব হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, শিক্ষার মধ্যে কিরূপ শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি হস্তী, অশ্ব, রথ চালনা, ধনুবিদ্যা, তরোয়াল চালনা ও নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট মিথ্যাবিষয় শিক্ষা করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই তা কী শিক্ষা? নহে, আমি বলছি, তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ শিক্ষা হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্টপ্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে শ্রেষ্ঠ শীল-সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষা করেন; তাদৃশ শিক্ষাই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এরূপেই দর্শন, শ্রবণ, লাভ ও শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, পরিচর্যার মধ্যে কিরূপ পরিচর্যাই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি কিংবা জনসাধারণের পরিচর্যা করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে পরিচর্যা করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি তা যথার্থ পরিচর্যা? নহে, আমি বলছি, তা প্রকৃত পরিচর্যা নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ পরিচর্যা হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্টপ্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবককে পরিচর্যা করেন; তাদৃশ পরিচর্যাই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা। এরূপেই দর্শন, শ্রবণ, লাভ, শিক্ষা ও পরিচর্যার শ্রেষ্ঠত্ব হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, অনুস্মৃতি বা সর্বদা চিন্তনের মধ্যে কিরূপ অনুস্মৃতিই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ব্যক্তি পুত্র, স্ত্রী, ধন-সম্পদ, নানা

প্রকার বিষয়াদি লাভের কথা সর্বদা চিন্তা করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে সর্বদা চিন্তা করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি তা যথার্থ অনুস্মৃতি? নহে, আমি বলছি, তা প্রকৃত অনুস্মৃতি নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ অনুস্মৃতি হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্টপ্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যকে অনুস্মৃতি করেন; তাদৃশ চিন্তনই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ চিন্তন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ অনুস্মৃতি। এরূপেই দর্শন, শ্রবণ, লাভ, শিক্ষা, পরিচর্যা ও অনুস্মৃতির শ্রেষ্ঠত্ব হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকারই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।"

"দর্শনের শ্রেষ্ঠভাব লভিলেন যারা,
লব্ধ যাদের শ্রবণ-লাভের শ্রেষ্ঠ ধারা;
আর্যশিক্ষায় আছেন তারা সদা নিয়োজিত,
সেবা পূজায় মতি তাদের পুণ্য হস্তগত;
বিবেকযুক্ত অমৃতগামী পথের সাধনা,
ক্ষেমপ্রদ অনুস্মৃতিতে করেন সদা ভাবনা;
অপ্রমাদে প্রমোদিত বিচক্ষণ শীলবান,
যথাকালে পান সবে অমৃতের সন্ধান।"

শ্রেষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত

শ্রেষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

সামক, অপরিহানিকর, আর ভয় সূত্র,
হিমালয়, অনুস্মৃতির বিষয় হলো বিবৃত;
কাত্যায়ন, দ্বে সময় সূত্র মিলে অষ্টবিধ,
উদায়ী ও শ্রেষ্ঠ সূত্রে বর্গ সমাপ্ত।

৪. দেবতা বর্গ

১. শৈক্ষ্য সূত্র

৩১.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার বিষয় শৈক্ষ্য বা শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত বা চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সামাজিক সঙ্গানন্দপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বারতা এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। এই ছয় প্রকার বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে পরিহানির দিকে নিয়ে যায়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির দিকে নিয়ে যায়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয় না হওয়া, বাজে আলাপে অনাসক্তি, নিদ্রাপ্রিয় না হওয়া, সামাজিক সঙ্গানন্দপ্রিয় না হওয়া, ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার এবং ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা। এই ছয় প্রকার বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির দিকে নিয়ে যায়।"

শৈক্ষ্য সূত্র সমাপ্ত

২. প্রথম অপরিহানি সূত্র

৩২.১. অতঃপর জনৈক দেবতা রাত্রির শেষ ভাগে কমনীয়রূপে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত সেই দেবতা ভগবানকে বললেন :

২. "ভন্তে, ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা : শাস্তার প্রতি গারবতা, ধর্মের প্রতি গারবতা, সংঘের প্রতি গারবতা, শিক্ষার প্রতি গারবতা, অপ্রমাদের প্রতি গারবতা এবং মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি গারবতা। ভন্তে, এই ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়।" সেই দেবতা এইরূপ বললে ভগবান তা অনুমোদন করলেন। 'শাস্তা আমার বাক্য অনুমোদন করেছেন' ইহা জ্ঞাত হয়ে সেই দেবতা ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণপূর্বক সে-স্থানেই অন্তর্হিত হলেন।

৩. অতঃপর সেই রাত্রির অবসানে প্রত্যুষে ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, জনৈক দেবতা অদ্য রাত্রির শেষ ভাগে কমনীয়রূপে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে আমার নিকট উপস্থিত হলো।

উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালো। একপাশে স্থিত হয়ে সেই দেবতা আমাকে বলল, 'ভন্তে, ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা : শাস্তার প্রতি গারবতা, ধর্মের প্রতি গারবতা, সংঘের প্রতি গারবতা, শিক্ষার প্রতি গারবতা, অপ্রমাদের প্রতি গারবতা এবং মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি গারবতা। ভন্তে, এই ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়।' ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা আমাকে এরূপ বলে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে সে-স্থানেই অন্তর্হিত হলো।"

বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘে যার তীব্র গারবতা,
অপ্রমাদ ও মৈত্রীবাক্যে আছে প্রফুল্লতা;
তাদৃশ ভিক্ষুর নহে পরিহানি কদাচন,
নির্বাণের সন্নিধানে হয় তারই গমন।

প্রথম অপরিহানি সূত্র সমাপ্ত

৩. দ্বিতীয় অপরিহানি সূত্র

৩৩.১. "ভিক্ষুগণ, জনৈক দেবতা অদ্য রাত্রির শেষ ভাগে কমনীয়রূপে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে আমার নিকট উপস্থিত হলো। উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালো। একপাশে স্থিত হয়ে সেই দেবতা আমাকে বলল, 'ভন্তে, ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা : শাস্তার প্রতি গারবতা, ধর্মের প্রতি গারবতা, সংঘের প্রতি গারবতা, শিক্ষার প্রতি গারবতা, পাপে লজ্জার প্রতি গারবতা এবং পাপে ভয়ের প্রতি গারবতা। ভন্তে, এই ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়।' ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা আমাকে এরূপ বলে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে সে-স্থানেই অন্তর্হিত হলো।"

বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘে যার তীব্র গারবতা,
পাপে লজ্জা আর ভয়ে আছে মান্যতা;
তাদৃশ ভিক্ষুর নহে পরিহানি কদাচন,
নির্বাণের সন্নিধানে হয় তারই গমন।

দ্বিতীয় অপরিহানি সূত্র সমাপ্ত

৪. মহামৌদ্গাল্লায়ন সূত্র

৩৪.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর সন্নিকটস্থ অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের একাকী নির্জনবাসের সময় এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো : "কোন দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন,[১] অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?' সেই সময়ে তিষ্য[২] নামক জনৈক ভিক্ষু অধুনা কালগত হয়ে এক ব্রহ্ম লোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। সে-স্থানে সকলের নিকট তিনি সুপরিচিত যে, 'তিষ্য ব্রহ্মা মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন।'

২. অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বলবান ব্যক্তির সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে সেই ব্রহ্মালোকে আবির্ভূত হলেন। তিষ্য ব্রহ্মা দূর হতে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে আগমনরত দেখে বললেন, "আসুন, প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, স্বাগতম প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, দীর্ঘদিন পরই এখানে আসলেন। প্রভু, এই প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসুন। আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়ন প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। তিষ্য ব্রহ্মাও আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়নকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট তিষ্য ব্রহ্মাকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন এরূপ বললেন :

৩. "হে তিষ্য, কোন দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?'"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, চতুর্মহারাজিক দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'"

"হে তিষ্য, চতুর্মহারাজিক দেবতাগণের সকলের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত

---

[১]। স্রোতাপন্ন শব্দের অর্থ যারা আর্য তথা মুক্তির স্রোতে আপন্ন হয়েছে। যারা মুক্তির ধারায় পড়েছেন। স্রোতাপন্নের ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শন, ঈর্ষা, মাৎসর্য এই পঞ্চবিধ সংযোজন প্রহীন হয়।

[২]। খুব সম্ভবত, এই তিষ্য নামধেয় ভিক্ষু পরবর্তীতে ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত হয়ে পুন মোদ্গালিপুত্র ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এবং পরে প্রব্রজিত হন। সম্রাট অশোকের সহায়তায় এই মোদ্গালিপুত্র তিষ্য স্থবিরই তৃতীয় সঙ্গায়নে সভাপতির ভূমিকা রাখেন। দ্র. ৩৫৩ পৃষ্ঠা, সদ্ধর্ম রত্নাকর, ধর্মতিলক স্থবির।

সম্বোধিপরায়ণ?'"

"নহে, প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, চতুর্মহারাজিক দেবগণের সকলের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে যে-সকল দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' কিন্তু প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, যে-সকল চতুর্মহারাজিক দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

৪. "তিষ্য, এই যে চতুর্মহারাজিক দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' তাদৃশ জ্ঞান কী তাবত্রিংশ দেবগণের নিকট উৎপন্ন হয় না?"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, তাবত্রিংশ দেবগণের নিকটেও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

"হে তিষ্য, তাবত্রিংশবাসী সকল দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?"

"নহে, প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, তাবত্রিংশবাসী সকল দেবগণের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, তাবত্রিংশবাসী যে-সকল দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' কিন্তু প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, তাবত্রিংশবাসী যে-সকল দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'"

৫. "তিষ্য, এই যে তাবত্রিংশবাসী দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' তাদৃশ জ্ঞান কী যামবাসী দেবগণের নিকট উৎপন্ন হয় না?"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, যামবাসী দেবগণের নিকটেও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

"হে তিষ্য, যামবাসী সকল দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?"

"নহে, প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, সকল যামবাসী দেবগণের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, যে-সকল যামবাসী দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' কিন্তু প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, যে-সকল যামবাসী দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

৬. "তিষ্য, এই যে যামবাসী দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' তাদৃশ জ্ঞান কী তুষিতলোকের দেবগণের নিকট উৎপন্ন হয় না?"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, তুষিতলোকের দেবগণের নিকটেও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

"হে তিষ্য, তুষিতলোকের সকল দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?"

"নহে, প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, তুষিতলোকের সকল দেবগণের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, যে-সকল তুষিতলোকের দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' কিন্তু প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, যে-সকল তুষিতলোকের দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

৭. "তিষ্য, এই যে তুষিতলোকের দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' তাদৃশ জ্ঞান কী নির্মাণরতির দেবগণের নিকট উৎপন্ন হয় না?"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, নির্মাণরতির দেবগণের নিকটেও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

"হে তিষ্য, নির্মাণরতির সকল দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?"

"নহে, প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, নির্মাণরতির সকল দেবগণের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, যে-সকল নির্মাণরতির দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' কিন্তু প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, যে-সকল নির্মাণরতির দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

৮. "তিষ্য, এই যে নির্মাণরতির দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' তাদৃশ জ্ঞান কী পরনির্মিত-বশবর্তী-লোকের দেবগণের নিকট উৎপন্ন হয় না?"

"প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, পরনির্মিত-বশবর্তী-লোকের দেবগণের নিকটেও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

"হে তিষ্য, পরনির্মিত-বশবর্তী-লোকের সকল দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?'"

"নহে, প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, পরনির্মিত-বশবর্তী-লোকের সকল দেবগণের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, যে-সকল পরনির্মিত-বশবর্তী-লোকের দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে-সকল

দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' কিন্তু প্রভু মৌদ্গল্লায়ন, যে-সকল পরনির্মিত-বশবর্তী-লোকের দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে-সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়; যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।"

৯. অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্লায়ন তিষ্য ব্রহ্মার ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে বলবান পুরুষেরর সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে জেতবনে উপস্থিত হলেন।

মহামৌদ্গল্লায়ন সূত্র সমাপ্ত

৫. বিদ্যার অংশ সূত্র

৩৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার বিষয় হচ্ছে বিদ্যা বা প্রজ্ঞার অংশ। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার বিষয় হচ্ছে বিদ্যা বা প্রজ্ঞার অংশ।"

বিদ্যার অংশ সূত্র সমাপ্ত

৬. বিবাদের মূল সূত্র

৩৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, বিবাদের মূল কারণ ছয় প্রকার। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী?

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ক্রোধী এবং দোষান্বেষণকারী হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না; সে সংঘমধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে

তোমরা সেই পাপবিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপবিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপবিবাদমূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপবিবাদমূল অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ম্রক্ষী (অন্যের নিন্দাকারী) এবং বিদ্বেষপরায়ণ হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ম্রক্ষী এবং বিদ্বেষপরায়ণ, সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না, সে সংঘমধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপবিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপবিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপবিবাদমূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপবিবাদমূল অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ঈর্ষাপরায়ণ ও মৎসরী (লোভী) হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ঈর্ষাপরায়ণ ও মৎসরী, সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী, গৌরবকারী অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না, সে সংঘমধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপবিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপবিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপবিবাদমূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপবিবাদমূল

অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী, সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না, সে সংঘমধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপবিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপবিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপবিবাদমূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপবিবাদমূল অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পাপেচ্ছু ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পাপেচ্ছু ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না, সে সংঘমধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপবিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপবিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপবিবাদমূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপবিবাদমূল অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বদ্ধদৃষ্টিক, একগুঁয়ে ও অবাধ্য হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু বদ্ধদৃষ্টিক, একগুঁয়ে ও অবাধ্য, সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি

সংঘের প্রতিও অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না, সে সংঘমধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপবিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপবিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপবিবাদমূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপবিবাদমূল অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার বিবাদের মূল।”

বিবাদের মূল সূত্র সমাপ্ত

৭. ষড়বিধ অঙ্গসমন্বিত দান সূত্র

৩৭.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে উপাসিকা বেলুকণ্টকী নন্দমাতা সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ষড়বিধ গুণসমৃদ্ধ দানযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। ভগবান অতিমানবীয়, বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা সে বিষয় অবলোকন করলেন। তা দেখে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন :

২. “ভিক্ষুগণ, উপাসিকা বেলুকন্টকী নন্দমাতা সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে ষড়বিধ অঙ্গসমন্বিত দানযজ্ঞ সম্পাদন করেছে। ভিক্ষুগণ, কিরূপে দক্ষিণা বা দান ষড়বিধ অঙ্গসমৃদ্ধ হয়?

৩. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, দায়কের ত্রিবিধ এবং প্রতিগ্রাহকের ত্রিবিধ দানের অঙ্গ আছে। দায়কের ত্রিবিধ দান-অঙ্গ কী কী? যথা : এক্ষেত্রে দায়ক দান দেয়ার পূর্বে পবিত্রমনা হয়, দানকালে প্রসন্ন হয়ে দান করে এবং দান দেয়ার পরে সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থান করে। এই ত্রিবিধ হচ্ছে দায়কের দান-অঙ্গ।

৪. প্রতিগ্রাহকের ত্রিবিধ দান-অঙ্গ কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে প্রতিগ্রাহকেরা বীতরাগ (রাগাসক্তি শূন্য) কিংবা রাগাসক্তি পরিত্যাগের জন্য প্রতিপন্ন বা নিযুক্ত হয়, বীতদ্বেষ কিংবা দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য নিযুক্ত এবং বীতমোহ বা মোহ পরিত্যাগের নিমিত্তে রত হয়। এই ত্রিবিধ হচ্ছে প্রতিগ্রাহকের দানের অঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এরূপে দায়কের ত্রিবিধ এবং প্রতিগ্রাহকের ত্রিবিধ মোট ষড়বিধ অঙ্গসমৃদ্ধ দক্ষিণা হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, এই ষড়বিধ অঙ্গসমন্বিত দানের পুণ্যফল এরূপে পরিমাপ

করা সুকর নহে; যেমন : 'এই পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক। যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই চালিত হয়।' কিন্তু অসংখ্য ও অপ্রমেয় মহাপুণ্যফলও পরিমাপ করা সম্ভব।

যেমন, ভিক্ষুগণ, এরূপে মহাসমুদ্রের জল পরিমাপ করা সহজ সাধ্য নয়; যথা : 'এত পরিমাণ জলপাত্র, এত শত পরিমাণ জলপাত্র, এত সহস্র পরিমাণ জলপাত্র কিংবা এত শত-সহস্র (লক্ষ) পরিমাণ জলপাত্র।' কিন্তু অসংখ্য, অপ্রমেয় মহাজলরাশিও পরিমাপ করা সম্ভব। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, এই ষড়বিধ অঙ্গসমন্বিত দানের পুণ্যফল এরূপে পরিমাপ করা সুকর নহে; যেমন : 'এই পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক। যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই চালিত হয়।' কিন্তু অসংখ্য ও অপ্রমেয় মহাপুণ্যফলও পরিমাপ করা সম্ভব।"

"দানপূর্বে দাতা হয় সুমনা অতিশয়,
দানকালে চিত্ত তার প্রসাদিত রয়;
সন্তুষ্ট হন তিনি দানযজ্ঞ সম্পাদনে,
দানের পূর্ণতা এরূপে শুন সুধী জনে।
রাগ-দ্বেষ-মোহহীন অনাসবীগণ,
সংযত যতি দানের যোগ্য পাত্র হন।
আচমনে দেহ শুদ্ধি লভিবার পরে,
স্বয়ং হস্তে করেন দান অতি শ্রদ্ধা ভরে;
এইরূপে হলে দান কর্ম সম্পাদিত,
আত্ম-পর পুণ্যফল লভে সুনিশ্চিত;
মুক্তচিত্তে শ্রদ্ধাবান মেধাবী বিদ্বান,
এরূপে দানযজ্ঞ করেন সম্প্রদান;
অব্যাপাদী সুখময় পুণ্যধাম যথায়,
তাদৃশ পণ্ডিতজন জনম লভে তথায়।"

ষড়বিধ অঙ্গসমন্বিত দান সূত্র সমাপ্ত

৮. আত্মকারী সূত্র

৩৮.১. অনন্তর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধনযোগ্য ও স্মরণীয় কথা আলাপনের পর

একপাশে উপবিষ্ট হলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "মাননীয় গৌতম, আমি এরূপ মতবাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন; যথা : 'আত্মশক্তি কিংবা পরশক্তি বলে কিছু নাই।'"

"নহে, হে ব্রাহ্মণ, আমি এ জাতীয় মতবাদ দেখি নাই এবং শুনিও নাই। কিভাবে একজন নিজে অগ্রগামী ও নিজেই পশ্চাদ্গামী হয়ে বলবে যে, 'আত্মশক্তি ও পরশক্তি বলে কিছু নাই।'

৩. ব্রাহ্মণ, তা কিরূপ মনে করো, আরম্ভসূচক বিষয় আছে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আছে।"

"তার বিদ্যমানতা থাকলে মানুষেরা কি সেরূপ আরম্ভ বা উপক্রমন করতে পারে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, পারে।"

"ব্রাহ্মণ, এই যে আরম্ভসূচক বিষয় রয়েছে এবং মানুষেরা সেরূপ উপক্রমন করতে পারে, আর ইহাই হচ্ছে সত্ত্বগণের আত্মশক্তি ও পরশক্তি।

৪. ব্রাহ্মণ, তা কিরূপ মনে করো, প্রয়াস করার বিষয়, পরাক্রম করার বিষয়, প্রাণশক্তি, স্থিতি অবস্থা, কোনো কিছুর অভিমুখে চলার বিষয় আছে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আছে।"

"সে-সমস্তের বিদ্যমানতা থাকলে মানুষেরা কি সেরূপ বিষয় সম্পাদন করতে পারে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, পারে।"

"ব্রাহ্মণ, এই যে প্রয়াস করার বিষয়, পরাক্রম করার বিষয়, প্রাণশক্তি, স্থিতি অবস্থা, কোনো কিছুর অভিমুখে চলার বিষয় রয়েছে এবং মানুষেরা সেরূপ বিষয় সম্পাদন করতে পারে, আর ইহাই হচ্ছে সত্ত্বগণের আত্মশক্তি ও পরশক্তি।

৫. নহে, হে ব্রাহ্মণ, আমি এ জাতীয় মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি দেখি নাই ও শুনি নাই। কীভাবে একজন নিজে অগ্রগামী ও নিজেই পশ্চাৎগামী হয়ে বলবে যে, 'আত্মশক্তি ও পরশক্তি বলে কিছুই নাই।"

৬. "আশ্চর্য! মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত! মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে কিংবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই, মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ

যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎ প্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।”

আত্মকারী সূত্র সমাপ্ত

৯. আদি কারণ সূত্র

৩৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, কর্মসমুদয়ের ত্রিবিধ আদি কারণ রয়েছে। সেই ত্রিবিধ কী কী? যথা :

২. লোভ, দ্বেষ ও মোহ হচ্ছে কর্মসমুদয়ের আদি কারণ। ভিক্ষুগণ, লোভ হতে অলোভ উদ্ভূত হয় না, লোভ হতে লোভই উৎপন্ন হয়। দ্বেষ হতেও অদ্বেষ উদ্ভূত হয় না, দ্বেষই উৎপন্ন হয়। এবং মোহ হতে কখনোই অমোহ উৎপন্ন হয় না, মোহ হতে মোহেরই উৎপত্তি হয়। ভিক্ষুগণ, লোভ, দ্বেষ ও মোহজনিত কর্মের দ্বারা কখনোই দেব, মনুষ্য কিংবা অন্য যেকোনো সুগতি পাওয়া যায় না। তাদৃশ কর্মের দরুন নিরয়, তীর্যক, প্রেতলোক কিংবা অন্য যেকোনো দুর্গতিই অবধারিত। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ হচ্ছে কর্মসমুদয়ের আদি কারণ।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কর্মসমুদয়ের অপর ত্রিবিধ কারণ আছে। সেই ত্রিবিধ কারণ কী কী? যথা :

৪. অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ হচ্ছে কর্মসমুদয়ের আদি কারণ। ভিক্ষুগণ, অলোভ হতে লোভ উদ্ভূত হয় না, অলোভ হতে অলোভই উৎপন্ন হয়। অদ্বেষ হতেও দ্বেষ উদ্ভূত হয় না, অদ্বেষই উৎপন্ন হয়। এবং অমোহ হতে কখনোই মোহ উৎপন্ন হয় না, অমোহ হতে অমোহেরই উৎপত্তি হয়। ভিক্ষুগণ, অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহজনিত কর্মের দ্বারা কখনোই নরক, তীর্যক, প্রেতলোক কিংবা অন্য যেকোনো দুর্গতি হয় না। তাদৃশ কর্মের দরুন দেব, মনুষ্য কিংবা অন্য যেকোনো সুগতিই লাভ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ হচ্ছে কর্মসমুদয়ের অপর আদি কারণ।”

আদি কারণ সূত্র সমাপ্ত

১০. কিমিল সূত্র

৪০.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান কিমিলের[১] নিকটস্থ নিচুল বনে[২] অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান কিমিল[৩] ভগবান সকাশে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান কিমিল ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণ লাভের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় না?"

"এক্ষেত্রে, হে কিমিল, তথাগতের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকারা শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে; এবং শিক্ষার প্রতি, অপ্রমাদের প্রতি ও মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে। কিমিল, এই হেতু, এই প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণ লাভের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় না।"

৩. "ভন্তে, কী হেতু, কী প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণ লাভের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়?"

"এক্ষেত্রে, হে কিমিল, তথাগতের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকারা শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি গৌরবকারী ও সুবাধ্য হয়ে অবস্থান করে; এবং শিক্ষার প্রতি, অপ্রমাদের প্রতি ও মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি গৌরবকারী ও সুবাধ্য হয়ে অবস্থান করে। কিমিল, এই হেতু, এই প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণ লাভের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়।"

কিমিল সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। **কিমিল** হচ্ছে গঙ্গার তীরবর্তী নগর। কাশ্যপ বুদ্ধের আমলেও এই নগরী ছিল এবং এতে এক নারী বাস করতেন। পরে অবশ্য তিনি পেত্তিবিসয় বা প্রেতলোকে কন্নমুণ্ড প্রেতী নামে উৎপন্ন হয়েছিলেন পাপকর্মের দরুন (পেতবত্থু, ১২, পেতবত্থু অর্থকথা, ১৫১)। জাতক, ৪র্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে, রাজা নেমী স্বর্গ ভ্রমণের সময় এই কিমিল বা কিম্বিলা রাজ্যের জনৈক সুবিখ্যাত ব্যক্তির দেখা পেয়েছিলেন।

[২]। **নিচুলবন** শব্দের স্থলে বেলুবন বা বাঁশবন শব্দের ব্যবহার দেখা যায় পালি সাহিত্যে। অধিকন্তু, অঙ্গুত্তরনিকায় ষষ্ঠক নিপাতের অর্থকথায় নিচুলবন শব্দের ব্যাখ্যায় **মুচলিন্দ বন** শব্দটি ধৃত হয়েছে।

[৩]। **কিম্বিল** অথবা কিমিল কিংবা কিম্মিল এই ত্রিবিধ শব্দের ব্যবহার পাওয়া গেছে পালি গ্রন্থে। আয়ুষ্মান কিমিল স্থবির কপিলবাস্তুর জনৈক শাক্যপুত্র। অপদান গ্রন্থে এই কিমিল স্থবিরকেই সম্ভবত সললমণ্ডপিয় স্থবির নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

১১. গাছের গুড়ি সূত্র

৪১.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র রাজগৃহের[১] গৃধ্রকূট পর্বতে[২] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর নিয়ে বহু ভিক্ষুর সাথে গৃধ্রকূট পর্বত হতে অবতরণ করছিলেন। অবতরণকালে তিনি একস্থানে বৃহৎ গাছের গুড়ি দেখতে পেলেন। তা দেখে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২. "বন্ধুগণ, তোমরা কি ওই বৃহৎ বৃক্ষগুড়ি দেখতে পাচ্ছো না?"

"হ্যাঁ বন্ধু, দেখতে পাচ্ছি।"

"বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ওই গাছের গুড়িকে পৃথিবী-সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কী? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে পৃথিবীধাতু বিদ্যমান, যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু পৃথিবী-সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ওই গাছের গুড়িকে জল-সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কী? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে জল (আপ্)-ধাতু বিদ্যমান, যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু জল-সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ওই গাছের গুড়িকে তেজ-সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কী? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে তেজধাতু বিদ্যমান, যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু তেজ-সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ

---

[১]। মগধের রাজধানী ছিল এই রাজগৃহ। এর বর্তমান নাম রাজগীর। প্রাচীনকালে এটা গিরিব্রজ নামেও খ্যাত ছিল। বেভার, পণ্ডব, বেপুল্ল, গৃধকূট, এবং ঋষিগিলি এই পাঁচটি পর্বত দ্বারা এটা পরিবেষ্টিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা অজাতশত্রুর পিতা রাজা বিম্বিসার এস্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

[২]। রাজগৃহকে পরিবেষ্টনকারী পাঁচটি পর্বতের মধ্যে একটি। এই গৃধকূট পর্বতের উপর হতে দেবদত্ত বুদ্ধের জীবননাশের জন্য মস্ত পাথর নিক্ষেপ করেছিল (বিনয় গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩ ইত্যাদি)। এস্থানে তথাগত বেশ কিছু সুপ্রসিদ্ধ সূত্র ভাষণ করেন। যেমন : মাঘ, ধম্মিক, ছলভিজাতি, সপ্ত অপরিহানি সূত্র, মহাসারোপম এবং আটনাটিয় সূত্র। দেখুন, সংযুক্তনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫, ১৮৫, ১৯০, ২৪১; ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২১; অঙ্গুত্তরনিকায়, চতুষ্ক নিপাত, পৃষ্ঠা ৭৩; পঞ্চক নিপাত, পৃষ্ঠা ২১; সত্তক নিপাত, পৃষ্ঠা ১৬০ প্রভৃতি।

করতে পারে।

বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ওই গাছের গুড়িকে বায়ু-সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কী? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে বায়ুধাতু বিদ্যমান, যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু বায়ু-সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ওই গাছের গুড়িকে শুভ-সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কী? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে শুভধাতু বিদ্যমান যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু শুভ-সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ওই গাছের গুড়িকে অশুভ-সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কী? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে অশুভধাতু বিদ্যমান, যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত-বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু অশুভ-সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।"

গাছের গুড়ি সূত্র সমাপ্ত

১২. নাগিত সূত্র[১]

৪২.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সাথে কোশলরাজ্যে পর্যটন করতে করতে ইচ্ছানঙ্গল[২] নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হলেন। ভগবান তথায় ইচ্ছানঙ্গল বনে অবস্থান করতে লাগলেন।

২. ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনতে পেলেন যে 'শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত, শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম ইচ্ছানঙ্গলের নিকটস্থ অরণ্যে অবস্থান

---

[১]। অঙ্গুত্তরনিকায় অষ্টক নিপাত-এর ৮৬ নং সূত্রের (যশ সূত্র) সাথে এই সূত্রের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান।

[২]। এটা কোশলরাজ্যের অন্তর্গত একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। এর সন্নিকটে অবস্থিত বনসণ্ডে অবস্থানকালীন সময়ে বুদ্ধ অম্বট্‌ঠ সূত্র দেশনা করেন (দীর্ঘনিকায়, ১ম খণ্ড)। সূত্রনিপাত গ্রন্থে ইচ্ছানঙ্গল শব্দের পরিবর্তে ইচ্ছাঙ্কল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সূত্র নিপাত এবং মধ্যমনিকায়, ২য় খণ্ড, বাসিট্‌ঠ সূত্র, ৩০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, এই গ্রামেই তখনকার বিখ্যাত বিখ্যাত বহু ব্রাহ্মণ যথা, চঙ্কী, তারুক্ষ, পোক্ষরসাতি, জানুশ্রোণি, তোদেয়্য, প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন।

করছেন। সেই ভগবৎ গৌতমের সুকীর্তি এরূপে বিঘোষিত হয়েছে যে, 'সেই ভগবান অরহৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান'। তিনি এই পৃথিবী, দেবতা, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্যদের স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মদেশনা করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক এবং শুধুমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করেন। সেরূপ অর্হৎ দর্শন মঙ্গলজনক। তাই সেই রাত্রির অবসানে ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ প্রভুত খাদ্য-ভোজ্য সঙ্গে নিয়ে ইচ্ছানঙ্গল বনে উপস্থিত হলেন। এবং উচ্চশব্দ ও মহাশব্দ করে বহির্দ্বারে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৩. সে-সময়ে আয়ুষ্মান নাগিত[১] ভগবানের ব্যক্তিগত সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান নাগিতকে ডেকে বললেন :

"হে নাগিত, এরা কারা উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করছে? মনে হচ্ছে যেন কৈবর্তেরা (জেলে) মাছ ধরছে!"

"ভন্তে, এরা ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ-গৃহপতি। এরা ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে প্রভুত খাদ্য-ভোজ্য নিয়ে বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"নাগিত, আমি যশের দ্বারা কিংবা যশ আমার দ্বারা মিলিত নহে। নাগিত, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, সহজে এবং বিনাকষ্টে এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ (নির্জনতাজনিত সুখ), উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ লাভ করতে পারে না, যা আমি স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করি; সে সেই বিষ্ঠাসুখ, অসার সুখ, লাভ-সৎকার সুখ ও যশ সুখ উপভোগ করুক।"

"ভন্তে, ভগবান তাদের দান গ্রহণ করুন। সুগত, তাদের দান গ্রহণ করুন। ভন্তে, তাদের দান গ্রহণ করার এখনই উপযুক্ত সময়। ভন্তে, ভগবান এখন যেখানেই গমন করুক না কেন, নগর ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরাও সেখানে উপস্থিত হবেন। যেমন, ভন্তে, যখন বৃষ্টিদেবতা বৃষ্টির বড় ফোঁটা বর্ষণ করলে তখন জল ঢালু ভূমি বেয়ে প্রবাহিত হয়; ঠিক তদ্রূপ, ভন্তে, এখন ভগবান যেখানেই গমন করুক না কেন, নগর ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরাও সেখানে গমন করবে। তার কারণ কী? ভন্তে, তথাগতের

---

[১]। নাগিত স্থবির কিছু সময়ের জন্য বুদ্ধের ব্যক্তিগত সেবকরূপে নিয়োজিত হন। তিনি ছিলেন সীহ শ্রামণের মাতুল। অঙ্গুত্তরনিকায়, পঞ্চক নিপাত, ৩০ নং সূত্র; ১০ নিপাত; দীর্ঘনিকায়, ১ম খণ্ড, ১৫১; জাতক ৪র্থ খণ্ডসহ পালি ত্রিপিটকের নানান স্থলে এই নাগিত স্থবিরের উপস্থিতি দেখা যায়।

শীল ও প্রজ্ঞাই তৎ কারণ।”

৪. “নাগিত, আমি যশের দ্বারা কিংবা যশ আমার দ্বারা মিলিত নহে। নাগিত, আমি এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ (নির্জনতাজনিত সুখ), উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ স্বেচ্ছায়, সহজে এবং বিনাকষ্টে লাভ করি। কিন্তু যে ব্যক্তি তা স্বেচ্ছায়, সহজে এবং বিনাকষ্টে লাভ করতে পারে না; সে-ই তাদৃশ বিষ্ঠাসুখ, অসার সুখ, লাভ-সৎকার ও যশ সুখ উপভোগ করুক।

৫. এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি গ্রামান্ত বিহারী সমাহিত ও উপবিষ্ট ভিক্ষুকে দেখি। তখন আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় : ‘অনতিবিলম্বে কোনো আরামি (আরাম বা বিহারে অবস্থানকারী) এই ভিক্ষুর নিকট আসবে, অথবা কোনো শ্রমণ এসে এই আয়ুষ্মানকে সমাধি হতে স্খলিত করবে। তাই নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর গ্রামান্ত বিহারে সন্তুষ্ট নই।

৬. এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি আরণ্যিক ভিক্ষুকে নিদ্রালুবস্থায় অরণ্যে উপবিষ্টরূপে দেখতে পাই। এরূপ দেখে আমি চিন্তা করি—‘এখনই এই আয়ুষ্মান তার নিদ্রালুতা ও তন্দ্রাচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করে অরণ্য-সংজ্ঞায় ও একাকীত্বে মনোনিবেশ করবে। তাই নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর অরণ্যবাসে প্রসন্ন।

৭. এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি আরণ্যিক ভিক্ষুকে অসমাহিতবস্থায় দেখতে পাই। তখন আমার এরূপ চিন্তা হয়—‘এখন এই আয়ুষ্মান অসমাহিত-চিত্তকে সমাহিত করবে এবং সমাহিত-চিত্তকে রক্ষা করবে।’ তাই নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর অরণ্যবিহারে প্রসন্ন।

৮. এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি আরণ্যিক ভিক্ষুকে সমাহিতবস্থায় অরণ্যে উপবিষ্টরূপে দেখতে পাই। তখন আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় : ‘বর্তমানে এই আয়ুষ্মান অবিমুক্তচিত্তকে বন্ধনমুক্ত করবে এবং বিমুক্তচিত্তকে রক্ষা করবে।’ তাই নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর অরণ্যবাসে প্রসন্ন।

৯. এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি গ্রামান্তে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করতে দেখি। সে সেই লাভ-সৎকার ও যশে আপ্লুত হয়ে নির্জনতা পরিত্যাগ করে। অরণ্যের প্রান্তে, বনপ্রান্তের শয্যাসন পরিত্যাগ করে। সে গ্রাম-নিগম কিংবা রাজধানীতে প্রবেশ করে তথায়ই জীবনযাপন করে। তাই নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর গ্রাম্যবিহারে অপ্রসন্ন।

১০. এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি অরণ্যে অবস্থানরত ভিক্ষুকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করতে

দেখি। সে সেই লাভ-সৎকার ও যশকে অগ্রাহ্য করে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না। এবং অরণ্যের প্রান্তে, বনপ্রান্তের শয্যাসন পরিত্যাগ করে না। তাই, নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর অরণ্যবিহারে অভিপ্রসন্ন। নাগিত, যে-সময়ে আমি অর্ধপথে উপনীত হই, তখন সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে আমার নিকট আনন্দকর কিছুই আমি দর্শন করি না। অন্তত তা বাহ্য-প্রস্রাবের জন্য হলেও।"

নাগিত সূত্র সমাপ্ত

দেবতা বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

শৈক্ষ্য, দুই অপরিহানি ও মৌদ্গাল্লায়ন সূত্র,
বিদ্যার অংশ, বিবাদের মূল হলো বিবৃত;
ষড়বিধ দান, আত্মকারী ও আদিকারণ সূত্র,
কিমিল, বৃক্ষগুড়ি ও নাগিত মিলে বর্গ সমাপ্ত।

৫. ধার্মিক বর্গ

১. নাগ সূত্র

৪৩.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হলেন। শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণ করে আহারকৃত্য সমাপনে আয়ুষ্মান আনন্দকে ডেকে বললেন :

"হে আনন্দ, চল, দিবাবিহারের নিমিত্তে যেখানে মিগারমাতার[১] পূর্বারাম প্রাসাদ[২] সেখানে যাই।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে মিগারমাতার পূর্বারাম প্রাসাদে গেলেন।

---

[১]। বিশাখার অপর নাম মিগারমাতা। তার শ্বশুরের নাম ছিল মিগার শ্রেষ্ঠী। বিশাখার স্তন মুখে নিয়ে যেদিন তার শ্বশুর তাকে মাতৃ-আসনে অধিষ্ঠিত করেন, সেদিন হতেই বিশাখা মিগারমাতা নামে প্রসিদ্ধ হন।

[২]। শ্রাবস্তীর পূর্ব তোরণের বহির্পাশে অবস্থিত ছিল এই পূর্বারামটি। এ স্থানে বিশাখা নির্মিত আরামটি মিগারমাতুপাসাদ নামেও পরিচিত ছিল। নয় কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ভূমি ক্রয়পূর্বক আরও নয় কোটি মুদ্রা দিয়ে সুরম্য বিহার-ভবন নির্মাণ করেছিলেন তিনি। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ধর্মপদ অর্থকথা, ১ম খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা।

অতঃপর ভগবান সায়াহ্নকালে নির্জনতা হতে উত্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে ডেকে বললেন :

"হে আনন্দ, চল, স্নানের জন্য পূর্বকোষ্টকে[১] যাই।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান স্নান করার জন্য আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে পূর্বকোষ্টকে গেলেন। পূর্বকোষ্টকে স্নান করে জল হতে উঠে শরীর শুকানোর জন্য একটি চীবর (পরিধান) দাঁড়িয়ে রইলেন।

২. সেই সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিতের[২] শ্বেত নামক হস্তী মহাতূর্যধ্বনিসহ নানান তাল-বাদ্য-বাজনা-সহকারে স্নান স্থান হতে চলে আসছিল। তা জন-সাধারণেরা দেখে পরস্পর এরূপ বলতে লাগল : 'সত্যিই মহাশয়, রাজহস্তী অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক। সত্যিই মহাশয়, রাজহস্তীর কী বিশাল দেহ, সত্যিই, মহাশয়, এই নাগ (হস্তী) প্রকৃতই নাগ[৩]।' এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানকে বললেন :

৩. "ভন্তে, জনতারা এই প্রকাণ্ড, বৃহদাকার হস্তী দেখে বলছে যে, 'সত্যিই, মহাশয়, এই হস্তী প্রকৃতই নাগ।' অধিকন্তু, আর অন্য কীসের বৃহদাকার দর্শন করে জনতারা বলে যে 'সত্যিই, মহাশয়, এই নাগ প্রকৃতই নাগ'।"

"হে উদায়ী, জনতারা প্রকাণ্ড, বৃহদাকার হস্তী দেখে বলছে যে, 'সত্যিই, মহাশয়, এই হস্তী প্রকৃতই নাগ বটে।' অধিকন্তু, প্রকাণ্ড, বৃহদাকার অশ্ব দেখে বলে যে, 'সত্যিই, মহাশয়, এই অশ্ব প্রকৃতই নাগ বটে।' প্রকাণ্ড, বৃহদাকার গরু দেখে বলে যে, 'সত্যিই, মহাশয়, এই গরু প্রকৃতই নাগ বটে।' প্রকাণ্ড, বৃহদাকার সর্প দেখে বলে যে, 'সত্যিই, মহাশয়, এই সর্প প্রকৃতই নাগ বটে।' প্রকাণ্ড, বৃহদাকার বৃক্ষ দেখে বলে যে, 'সত্যিই, মহাশয়, এই বৃক্ষ প্রকৃতই নাগ বটে।' প্রকাণ্ড, বৃহদাকার মনুষ্য দেখে বলে যে, 'সত্যিই,

---

[১]। শ্রাবস্তীতে অবস্থিত স্নানের নির্দিষ্ট স্থান। এটা পূর্বারাম প্রাসাদের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল।

[২]। ইনি ছিলেন কোশলরাজ্যের রাজা এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি ছিলেন মহাকোশল রাজার পুত্র। লিচ্ছবী মহালী ও মল্ল যুবরাজ বন্ধুলসহ প্রসেনজিৎ তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করেন। শিক্ষা সমাপনে প্রত্যাবর্তনের পর প্রসেনজিতের বিদ্যা-কলাকৌশল-নৈপুণ্যে পিতা মহাকোশল সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রাজরূপে অভিসিক্ত করেন (ধর্মপদ অর্থকথা, ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃ)।

[৩]। নাগ শব্দটি এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত গুণবাচক নাম-বিশেষণ।

মহাশয়, এই মানুষ প্রকৃতই নাগ বটে।' অপিচ, উদায়ী, মার-ব্রহ্মাসহ দেবলোক ও পৃথিবীস্থ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্যদের যিনি কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা ক্ষতিসাধন করেন না, তাকেই আমি 'নাগ' বলি।"

৪. "আশ্চর্য! ভন্তে, অদ্ভুত! ভন্তে, ভগবান কর্তৃক তা সত্যিই সুভাষিত হয়েছে যে 'উদায়ী, মার, ব্রহ্মাসহ দেবলোক ও পৃথিবীস্থ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্যদের যিনি কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা ক্ষতিসাধন করেন না, তাকেই আমি নাগ বলি।' এখন, অবশ্যই আমি ভগবান কর্তৃক সুভাষিত বিষয়টি এই গাথার দ্বারা অনুমোদন করব :

মানবপুত্র সম্বুদ্ধ আত্মদান্ত সমাহিত,
অবস্থানরত ব্রহ্মপথে চিত্ত দমনে রত;
সর্বধর্মে পারঙ্গম তিনি শ্রেষ্ঠ নমস্য,
সকল লোকের পূজনীয় ধন্য আরাধ্য;
দেবগণও করেন তাকে পূজা আরাধন,
অর্হতের নিকট পাই তারই বিবরণ।
সর্ব সংযোজন যার হয়েছে প্রহীন,
ক্লেশবন হতে যিনি হলেন বনহীন;
শৈলহীন স্বর্ণের ন্যায় হয়ে কাম বর্জিত,
নৈষ্ক্রম্যে হন তিনি অতীব অভিরত।
পর্বতমালার মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ হিমালয়,
সকলজনের মধ্যে তেমন নাগ শ্রেষ্ঠ হয়;
সর্ব নাগের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ অনুত্তর,
সত্য নামক বুদ্ধনাগ মহতো প্রবর।
তেমন বুদ্ধনাগের গুণ করব এখন ভাষণ,
পাপ নাহি করেন তিনি কভূ কদাচন;
শীল, করুণা হচ্ছে যে তার সম্মুখ পদদ্বয়,
তপ, ব্রহ্মচর্যাকে তার অপর চরণ কয়;
শ্রদ্ধা হচ্ছে শুণ্ড তার দন্ত উপেক্ষা,
স্মৃতি হচ্ছে গ্রীবা আর শির যে প্রজ্ঞা;
আঘ্রাণ বা বীমংসা তার ধর্মচিন্তন,
পুচ্ছ হচ্ছে বিবেক আর উদর বিদর্শন;
সুদক্ষ ধ্যানী তিনি পরম শ্বাসে রত,
অধ্যাত্মভাবে হয়েছেন অতি সমাহিত;

গমনকালে সমাহিত দাঁড়ানেও তাই,
উপবেশন ও শয়নে বিস্মৃতিভাব নাই।
এরূপে বুদ্ধনাগ সংযত সর্বক্ষণ,
ইহা বুদ্ধনাগের গুণ জান সর্বজন।
দোষপূর্ণ বিষয়াদি করিয়া বর্জন,
অনবদ্য খাদ্য তিনি করেন ভোজন;
খাদ্য-বস্ত্র লভিয়া ভবিষ্যতের তরে,
মজুদকরণ কর্ম কদাচ না করে;
অনু-স্থূল সংযোজন সব করিয়া ছেদন,
অনপেক্ষভাবে করেন সর্বত্র গমন।
জলে জাত প্রবর্ধিত শ্বেত পদ্ম যেমন,
অনুলিপ্ত নাহি হয় জলে কদাচন।
সেরূপে বুদ্ধনাগ ইহধামে করেন জন্মধারণ,
পদ্মের ন্যায় সংসার জলে লিপ্ত নাহি কদাচন;
ইন্দনহীনে মহা-অগ্নি নিভিয়া গেলে,
অঙ্গার উপশান্তে নিবৃত সকলে বলে।
ঠিক সেরূপে অর্থ প্রকাশিনী নাগের উপমা,
বিজ্ঞজন কর্তৃক হলো তার বর্ণনা।
অর্হৎ নাগে করল ভাষণ মহানাগের গুণ,
ক্ষীণাসব নাগ সবে তাহা পরিজ্ঞাত হউন;
রাগ-দ্বেষ-মোহহীন অনাসবী নাগ বুদ্ধ,
রূপকায় ত্যাজিয়া লভিবেন নির্বাণ পরিশুদ্ধ।

নাগ সূত্র সমাপ্ত

২. মিগসালা সূত্র

৪৪.১. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে উপাসিকা মিগসালার[১] গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। তারপর উপাসিকা মিগসালা আয়ুষ্মান আনন্দের

---

[১]। ইনি বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। মিগসালার পিতা পোরাণ গৃহী অবস্থায় রাজা প্রসেনজিতের গৃহাধ্যক্ষ বা গৃহস্থালি কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ঋষিদত্ত পোরাণের আপন ভ্রাতা হতেন। অঙ্গুত্তরনিকায়, দশক নিপাত দ্রষ্টব্য।

নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্টা উপাসিকা মিগসালা আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আনন্দ, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম অজ্ঞেয়; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে? ভন্তে, আমার পিতা পোরাণ গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত, দূরে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিতলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, আমার কাকা ঋষিদত্ত ছিলেন অব্রহ্মচারী এবং শুধুমাত্র নিজ ভার্যায় সন্তুষ্ট। তিনিও কালগত হলে ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম অজ্ঞেয়; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে?"

"হে ভগ্নি, ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে।"

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ উপাসিকা মিগসালার গৃহে পিণ্ডপাত গ্রহণ করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। তারপর আয়ুষ্মান আনন্দ আহারকৃত্য সমাপনে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৪. "ভন্তে, আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে উপাসিকা মিগসালার গৃহে গমন করি। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশনের পর উপাসিকা মিগসালা আমার সম্মুখে আসেন। এসে আমাকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করেন। একপাশে উপবেশনের পর উপাসিকা মিগসালা আমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন :

৫. "ভন্তে, আনন্দ, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম অজ্ঞেয়; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে? ভন্তে, আমার পিতা পোরাণ গ্রাম্যধর্ম মৈথুন হতে বিরত, দূরে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিতলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, আমার কাকা ঋষিদত্ত ছিলেন অব্রহ্মচারী এবং শুধুমাত্র নিজ ভার্যায় সন্তুষ্ট। তিনিও কালগত হলে ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, কী কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম অজ্ঞেয়; যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতিপ্রাপ্ত হবে?"

এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি উপাসিকা মিগসালাকে বললাম, "হে ভগ্নি,

ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে।”

৬. “হে আনন্দ, কে সেই নির্বোধ, অজ্ঞ, স্ত্রী-কায়িক এমনকি স্ত্রী-বুদ্ধিসম্পন্না উপাসিকা মিগসালা; যে মানুষে মানুষের প্রভেদ নির্ণয় করতে পারে? আনন্দ, জগতে ছয় প্রকার পুদ্গল বা মানুষ বিদ্যমান। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৭. এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি সুসংযত, আন্তরিকভাবে সহবস্থানকারী হয়। তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সাম্যভাবে অবস্থানের দরুন অভিনন্দিত করে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য[১] বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় না এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নহে।

৮. এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি সুসংযত, আন্তরিকভাবে সহবস্থানকারী হয়। তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সাম্যভাবে অবস্থানের দরুন অভিনন্দিত করে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সফলতাতেই গমন করে, পরিহানিতে নহে।

৯. তথায়, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারীরা তাদের মূল্যায়ন করে বলে যে ‘তার গভীরতা এতটুকু আর ওঁনার গভীরতাও এতটুকু। তবুও কেন তাদের মধ্যে একজন হীন এবং অন্যজন প্রণীত বা শ্রেষ্ঠ’; আনন্দ, তা তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

১০. তথায়, আনন্দ, যে ব্যক্তি সুসংযত, আন্তরিকভাবে সহাবস্থানকারী হয়। তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সাম্যভাবে অবস্থানের দরুন অভিনন্দিত করে। ফলে তার ধর্মশ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং

---

[১]। “বাহুসচ্চ” শব্দটির আভিধানিক অর্থ মহাজ্ঞান। কিন্তু অর্থকথায় “বাহুসচ্চেন”-এর অর্থ দেয়া হয়েছে ‘বীরিযং’। যথা : বাহুসচ্চেনপি অকতং হোতীতি এত্থ বহুসচ্চং বুচ্চতি বীরিযং, বীরিযেন কত্তব্বযুত্তকং অকতং হোতীতি অত্থো। সম্পূর্ণ বইটিতেই মূল ও অর্থকথার সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে অনুবাদের প্রয়াস করেছি।

সাময়িক বিমুক্তিও[১] লাভ করে; সে অপর ব্যক্তি হতে অগ্র ও প্রণীততর। তার কারণ কী? কারণ, হে আনন্দ, সেই ব্যক্তিকে ধর্মস্রোত সম্মুখে নিয়ে যায়। আর সেই পার্থক্য তথাগত ব্যতীত আর কে-বা জানতে পারে; তাই, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারী হয়ো না এবং তাদৃশ মূল্যায়ন করতেও যেও না। আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নেরত জন নিজের জন্যই গর্ত খনন করে। আনন্দ, শুধুমাত্র আমি কিংবা মাদৃশ জনই ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে।

১১. এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু তার নিকট সময়ে সময়ে লোভধর্ম উৎপন্ন হয়। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় না এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নহে।

১২. এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু তার নিকট সময়ে সময়ে লোভধর্ম উৎপন্ন হয়। (লোভধর্ম উৎপন্ন হলেও) তার ধর্মশ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সফলতাতেই গমন করে, পরিহানিতে নহে।

১৩. তথায়, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারীরা তাদের মূল্যায়ন করে বলে যে 'তার গভীরতা এতটুকু আর ওনার গভীরতাও এতটুকু। তবুও কেন তাদের মধ্যে একজন হীন এবং অন্যজন প্রণীত বা শ্রেষ্ঠ'; আনন্দ, তা তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

১৪. তথায়, আনন্দ, যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু তার নিকট সময়ে সময়ে লোভধর্ম উৎপন্ন হয়। (লোভধর্ম উৎপন্ন হলেও) তার ধর্মশ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে; সে অপর ব্যক্তি হতে অগ্র ও প্রণীততর। তার কারণ কী? কারণ, হে আনন্দ, সেই ব্যক্তিকে ধর্মস্রোত সম্মুখে নিয়ে যায়। আর

---

[১]। সাময়িক বিমুক্তি লাভ করে না অর্থাৎ ধর্মশ্রবণহেতু উৎপন্ন প্রীতি-প্রামোদ্য লাভ করে না। (অর্থকথা)

সেই পার্থক্য তথাগত ব্যতীত আর কে-বা জানতে পারে; তাই, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারী হয়ো না এবং তাদৃশ মূল্যায়ন করতেও যেও না। আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নে রত জন নিজের জন্যই গর্ত খনন করে। আনন্দ, শুধুমাত্র আমি কিংবা মাদৃশ জনই ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে।

১৫. এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে তার নিকট বাচনিক সংস্কার জাগ্রত হয়। ফলে তার ধর্মশ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় না এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নহে।

১৬. এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে তার নিকট বাচনিক সংস্কার উৎপন্ন হয়। (বাচনিক সংস্কার উৎপন্ন হলেও) তার ধর্মশ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সফলতাতেই গমন করে, পরিহানিতে নহে।

১৭. তথায়, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারীরা তাদের মূল্যায়ন করে বলে যে 'তার গভীরতা এতটুকু আর ওনার গভীরতাও এতটুকু। তবুও কেন তাদের মধ্যে একজন হীন এবং অন্যজন প্রণীত বা শ্রেষ্ঠ'; আনন্দ, তা তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

১৮. তথায়, আনন্দ, যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে তার নিকট বাচনিক সংস্কার জাগ্রত হয়। (বাচনিক সংস্কার উৎপন্ন হলেও) তার ধর্মশ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে; সে অপর ব্যক্তি হতে অগ্র ও প্রণীততর। তার কারণ কী? কারণ, হে আনন্দ, সেই ব্যক্তিকে ধর্মস্রোত সম্মুখে নিয়ে যায়। আর সেই পার্থক্য তথাগত ব্যতীত আর কে-বা জানতে পারে; তাই, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারী হয়ো না এবং তাদৃশ মূল্যায়ন করতেও যেও না। আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নে রত জন

নিজের জন্যই গর্ত খনন করে। আনন্দ, শুধুমাত্র আমি কিংবা মাদৃশ জনই ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে।

১৯. আনন্দ, কে সেই নির্বোধ, অজ্ঞ, স্ত্রী-কায়িক এমনকি স্ত্রী-বুদ্ধিসম্পন্না উপাসিকা মিগসালা; যে মানুষে মানুষের প্রভেদ নির্ণয় করতে পারে। আনন্দ, জগতে এই ছয় প্রকার পুদ্গল বা মানুষ বিদ্যমান। আনন্দ, যেরূপ শীলে পোরাণ সমৃদ্ধ ছিলেন, একই শীলেও ঋষিদত্ত ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। তাই, এক্ষেত্রে, পোরাণ ও ঋষিদত্তের পরলৌকিক গতি ভিন্ন হয়নি। আনন্দ, যেরূপ প্রজ্ঞায় ঋষিদত্ত সমৃদ্ধ ছিলেন, একই প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত ছিলেন পোরাণও। তাই, ঋষিদত্ত ও পোরাণের গতিও একই স্থানে হয়েছে। আনন্দ, এরূপে এই উভয় ব্যক্তিরই একটি অঙ্গ[১] কম ছিল।"

মিগসালা সূত্র সমাপ্ত

৩. ঋণ সূত্র

৪৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে দারিদ্রতা কি কামভোগীর পক্ষে দুঃখজনক?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ভিক্ষুগণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে। জগতে কি কামভোগীর পক্ষে ঋণ গ্রহণ করাও দুঃখজনক?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ভিক্ষুগণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে ঋণের সুদ দেয়ার অঙ্গীকার করে। ভিক্ষুগণ, জগতে কামভোগীর পক্ষে ঋণের সুদ দেয়াও কি দুঃখজনক?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ভিক্ষুগণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য ব্যক্তি ঋণ গ্রহণপূর্বক ঋণের সুদ দেয়ার অঙ্গীকার করে যথাসময়ে সুদ না দেয়, তবে তাকে ঋণ দানকারীরা অভিযুক্ত করে। ভিক্ষুগণ, জগতে কামভোগীর পক্ষে অভিযুক্ত হওয়াও কি দুঃখজনক?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ভিক্ষুগণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়েও সুদ না দিলে

---

[১]। একঙ্গহীনা—অর্থাৎ 'পূরণো সীলেন বিসেসী অহোসি ইসিদত্তো পঞ্ঞায'। পুরাণ ছিলেন শীলসমৃদ্ধ আর ঋষিদত্ত প্রজ্ঞামণ্ডিত। উভয়েই পৃথক গুণাধিকারী ছিল। এবং একের গুণ অন্যেতে প্রকট ছিল না বিধায় একঙ্গহীনা উল্লেখ আছে।

ঋণদাতারা তার পশ্চাদ্‌গামী হয়। ভিক্ষুগণ, জগতে কেউ সুদের জন্য কামভোগীর পশ্চাৎগামী হলে তা কি কামভোগীর পক্ষে দুঃখজনক হবে?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ভিক্ষুগণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য ব্যক্তি অপরের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হলেও যদি সে সুদ না দেয়, তবে ঋণ দাতারা তাকে বন্দী করে। ভিক্ষুগণ, জগতে কামভোগীর পক্ষে বন্ধনও কি দুঃখজনক?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

২. "এরূপে, হে ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে কামভোগীর পক্ষে দারিদ্রতা, ঋণ গ্রহণ, সুদ প্রদান, অভিযুক্ত হওয়া, পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া এবং বন্দী হওয়াও দুঃখজনক। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, যার মধ্যে কুশলধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, কুশলধর্মরূপ পাপে লজ্জা, পাপে ভয় নাই, কুশলধর্মেতে উৎসাহ নাই এবং কুশলধর্মে প্রজ্ঞা নাই; তাকে আর্যবিনয়ে বলা হয় 'দরিদ্র, নিঃস্ব ও অনাঢ্য।'

৩. ভিক্ষুগণ, সেরূপ দরিদ্র, নিঃস্ব ও অনাঢ্য ব্যক্তি কুশলধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার অনুপস্থিতিতে, কুশলধর্মরূপ পাপে লজ্জা ও ভয়ের অবিদ্যমানতায় এবং কুশলধর্মেতে উৎসাহ ও প্রজ্ঞার অনুপস্থিতিতে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা অন্যায়কর্ম করে। ইহা আমি বলি 'ঋণ গ্রহণ।' সে সেই 'কায় দুশ্চরিত্র গোপন করে পাপ ইচ্ছা পোষণ করে। যথা, সে ইচ্ছা করে যে, 'কেউ আমাকে জানতে না পারুক।' সে সংকল্প করে যে, 'কেউ আমাকে না জানুক।' সে বলে যে, 'কেউ আমাকে না জানুক।' সে কায়ের দ্বারা পরাক্রমও করে যাতে 'কেউ আমাকে না জানুক।' সে সেই বাক্য দুশ্চরিত্র গোপন করে পাপ-ইচ্ছা পোষণ করে। যথা : সে ইচ্ছা করে যে, 'কেউ আমাকে জানতে না পারুক।' সে সংকল্প করে যে, 'কেউ আমাকে না জানুক।' সে বলে যে, 'কেউ আমাকে না জানুক।' সে কায়ের দ্বারা পরাক্রমও করে যাতে 'কেউ আমাকে না জানুক।' সে সেই মনোদুশ্চরিত্র গোপন করে পাপ ইচ্ছা পোষণ করে। যথা, সে ইচ্ছা করে যে, 'কেউ আমাকে জানতে না পারুক।' সে সংকল্প করে যে, 'কেউ আমাকে না জানুক।' সে বলে যে, 'কেউ আমাকে না জানুক।' সে কায়ের দ্বারা পরাক্রমও করে যাতে 'কেউ আমাকে না জানুক।' আমি বলি ইহা হচ্ছে তার 'গৃহীত ঋণের সুদ।'

তাকে তার সদাচারী সব্রহ্মচারীরা বলে যে, 'এই আয়ুষ্মান এবংবিধ কর্ম করে এবং এরূপ আচরণ করে।' আমি বলি ইহা হচ্ছে তার 'অভিযুক্তকরণ।'

সে অরণ্যাগত, বৃক্ষমূলাগত, শূন্যাগারগত হলেও অনুশোচনারূপ পাপ-

অকুশল-বিতর্ক তার পশ্চাদ্ধাবন করে। আমি বলি ইহা হচ্ছে তার 'পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া।'

৪. ভিক্ষুগণ, সে দরিদ্র, নিঃস্ব ও অনাঢ্য ব্যক্তি কায়, বাক্য ও মনোদ্বারে অসদাচরণ করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর নিরয় কিংবা তির্যক বন্ধনে বন্দী হয়। ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক বন্ধনও দেখছি না, যা সেইরূপ নিদারুণ, কষ্টকর এবং অনুত্তর যোগক্ষেম লাভের জন্যে অন্তরায়কর। আর তা হচ্ছে নিরয় কিংবা তির্যক বন্ধন।"

দুঃখপূর্ণ বলা হয় দারিদ্রতা আর,
ঋণ গ্রহণও দুঃখময় এজগৎ মাঝার;
দীন-হীন দরিদ্রজন ঋণ করে গ্রহণ,
পরিভোগকালে পায় দুঃখ অগনন;
ঋণ গ্রহণের দরুন পায় দুঃখ অতিশয়,
পশ্চাদ্ধাবনসহ বন্ধন প্রাপ্ত হতে হয়;
ভোগ্যাকাঙ্ক্ষী জনের যদি হয় এরূপ দশা,
দুঃখ তার বাড়ে সদা হয় ভ্রষ্ট দিশা।
আর্যবিনয় মতে যার শ্রদ্ধা নাহি বিদ্যমান,
পাপে নির্লজ্জী, নির্ভয়ী যে পাপেই বলীয়ান;
কায়-বাক্য-মনোদ্বারে করে পাপাচরণ,
আকাঙ্ক্ষা করে সে 'ইহা না জানুক কেউ কখন';
বারংবার পাপকর্ম হওয়ায় প্রবর্ধিত,
কায়-বাক্য-মনে হয় সেই পাপী কম্পিত;
আত্মকৃত পাপ জ্ঞাত মূর্খ দীনজন,
নিদারুণ কষ্ট ভোগে করে ঋণ গ্রহণ;
মনস্তাপ, পাপচিন্তা তার করে অনুস্মরণ,
গ্রামারণ্যে সদা তাকে করে পশ্চাদ্ধাবন;
আত্মকৃত পাপ জ্ঞাত মূর্খ-দীনজন,
তির্যক বা নিরয়ে গিয়ে পায় দণ্ড অনুক্ষণ।
এরূপ বন্ধনাদির ন্যায় দুঃখ যত আছে,
মুক্ত থাকেন ধীর, পণ্ডিত সর্বদুঃখ মাঝে।
ধর্মলব্ধ ভোগ্য দানে চিত্ত করে প্রসাদিত,
শ্রদ্ধাবান গৃহী হয় উভয়লোকেই প্রীত;
এবংবিধ গৃহস্থের বদান্যতার দান,

পুণ্য প্রবর্ধিত হয় তার অতিমহীয়ান।
আর্যবিনয়ে তাইতো তিনি প্রাজ্ঞ, শ্রদ্ধান্বিত,
সলজ্জী, ভীত পাপে সদা শীলসংবৃত;
এহেন জনকে বলা হয় আর্যবিনয়ে,
'সুখজীবি' জন তিনি খ্যাত এই নামে।
নিরামিষ সুখ লভিয়া উপেক্ষায় স্থিত,
পঞ্চ নীবরণ ত্যাগে থাকেন নিত্য দৃঢ়বীর্য;
ধ্যানাদি সব অধিগত সুশান্ত মন,
সতর্ক, দক্ষ তিনি স্মৃতিমান হন।
সর্ব সংযোজন ক্ষয়ে জ্ঞাত যথাভূত,
সর্বাসক্তি ক্ষয়ে তার চিত্ত সুবিমুক্ত;
তাদৃশ বিমুক্তজনের হয় এরূপ ভাবোদয়,
ভববন্ধন ক্ষয়ে মম বিমুক্তি সুনিশ্চয়।
এরূপ জ্ঞানই পরম আর সুখ শ্রেষ্ঠ অতিশয়,
অশোক, বিরজ, ক্ষেম একেই সর্বোত্তম ঋণমুক্তি কয়।

ঋণ সূত্র সমাপ্ত

৪. মহাচুন্দ সূত্র

৪৬.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ চেতীরাজ্যের[১] সয়ংজাতিয়াতে[২] (সহজাতি) অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ভিক্ষুবৃন্দকে "হে বন্ধু ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। "হ্যা আবুসো (বন্ধু)" বলে ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে প্রত্যুত্তর দিলে তিনি বলতে লাগলেন :

২. "এক্ষেত্রে আবুসোগণ, ধর্মকথিক ভিক্ষুরা (ধম্মযোগা) ধ্যানী ভিক্ষুদের এরূপে অবজ্ঞা করে। যথা : এরা বলে যে, 'আমরা ধ্যানী, আমরা ধ্যানী,' এরা ধ্যান করে, প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান করে, গভীরভাবে ধ্যান করে এবং

---

[১]। বুদ্ধ সময়ে ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে এই চেতী অন্যতম (অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, ২১৩ প্রভৃতি)। সম্ভবত প্রাচীন ব্যবহারে একে চেদী বলা হতো।

[২]। **সহজাতি বা সহজাতা**—বজ্জীপুত্রদের বিনয়বহির্ভূত দশবত্থু সম্বন্ধে মন্ত্রণা করার জন্য যশ কাকণ্ডকপুত্ত এস্থানে সোরেয়্য রেবতের সাথে সাক্ষাত করেন। এই সহজাতি যে চেতীর অন্তর্গত নিগমবা পৌর এলাকা, তা অঙ্গুত্তরনিকায়ের দশক নিপাতেও উল্লেখ আছে। পালি সাহিত্যে সহজাতি শব্দের স্থলে ভুলবশত সহঞ্চনিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

নিখুঁতভাবেই ধ্যান করে। কিন্তু এরা কী ধ্যান করে, কিভাবে ধ্যান করে এবং কী কারণেই বা ধ্যান করে? সেজন্য ধর্মকথিক ভিক্ষুরা প্রসাদিত হয় না, ধ্যানী ভিক্ষুরা তো নহেই। তারা তাই বহুজনের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না। বহুজনের কল্যাণ এবং দেব-মনুষ্যের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না।

৩. এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ধ্যানী ভিক্ষুরা ধর্মকথিক ভিক্ষুদের এরূপে অবজ্ঞা করে; যথা : এরা বলে যে, 'আমরা ধর্মকথিক, আমরা ধর্মকথিক।' কিন্তু এরা উদ্ধত (অবিনীত), রূঢ়, চপল, মুখর, বিক্ষিপ্তভাষী, অমনোযোগী, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত এবং স্থূল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। তাদের ধর্মকথা কিরূপ, তারা ধর্মকথা কিভাবে বলে, কী কারণেই বা তারা ধর্মকথা বলে?' সেজন্য ধ্যানী ভিক্ষুরা প্রসাদিত হয় না, ধর্মকথিক ভিক্ষুরা তো নয়ই। তারা তাই বহুজনের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না। বহুজনের কল্যাণ এবং দেব-মনুষ্যের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না।

৪. এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ধর্মকথিক ভিক্ষুরা শুধুমাত্র ধর্মকথিক ভিক্ষুদেরই প্রশংসা করে, ধ্যানী ভিক্ষুদের নহে। সেজন্য ধ্যানী ভিক্ষুরা প্রসাদিত হয় না, ধর্মকথিক ভিক্ষুরা তো নহেই। তারা তাই বহুজনের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না। বহুজনের কল্যাণ এবং দেব-মনুষ্যের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না।

৫. এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ধ্যানী ভিক্ষুরা শুধুমাত্র ধ্যানী ভিক্ষুদেরই প্রশংসা করে, ধর্মকথিক ভিক্ষুদের নহে। সেজন্য ধ্যানী ভিক্ষুরা প্রসাদিত হয় না, ধর্মকথিক ভিক্ষুরাতো নহেই। তারা তাই বহুজনের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না। বহুজনের কল্যাণ এবং দেব-মনুষ্যের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না।

৬. তদ্ধেতু, আবুসোগণ, তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য যে, 'ধর্মকথিক ভিক্ষুদের ন্যায় ধ্যানী ভিক্ষুদেরও প্রশংসা করব।' তার কারণ কী? কেননা, আবুসোগণ, সেরূপ বিস্ময়কর ব্যক্তি জগতে দুর্লভ, যারা ইহকালেই অমৃত-অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। অধিকন্তু, আবুসোগণ, তোমাদের এরূপও শিক্ষা করণীয় যে, 'ধ্যানী ভিক্ষুদের ন্যায় ধর্মকথিক ভিক্ষুদেরও প্রশংসা করব।' তার কারণ কী? কেননা, আবুসোগণ, সেরূপ বিস্ময়কর ব্যক্তি জগতে দুর্লভ, যারা গম্ভীর অর্থপদ প্রজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করে দর্শন করেন।"

মহাচুন্দ সূত্র সমাপ্ত

৫. প্রথম সন্দৃষ্টিক সূত্র

৪৭.১. অনন্তর পরিব্রাজক মোলিয় সীবক[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধনযোগ্য কথা বললেন। সম্বোধনীয় কথা ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে পরিব্রাজক মোলিয় সীবক ভগবানকে জিজ্ঞাসিলেন :

২. "ভন্তে, এই যে ধর্ম সন্দৃষ্টিক বা দর্শনযোগ্য,[২] সন্দৃষ্টিক বলা হয়; কিরূপে ধর্ম সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত,[৩] এসে দেখার যোগ্য,[৪] পথপ্রদর্শক[৫] এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য হয়[৬]?"

"তাহলে হে সীবক, আমি তোমাকে এ বিষয়ে প্রতিপ্রশ্ন করছি। তুমি যেরূপ মনে করো সেরূপ উত্তর দিও। হে সীবক, তা তুমি কিরূপ মনে করো; যথা : তোমার মধ্যে লোভ থাকলে 'লোভ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে লোভ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"সীবক, এই যে তুমি নিজের মধ্যে লোভ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত,

---

[১]। মোলিয় সীবক ছিল পর্যটনকারী সন্ন্যাসী। বুদ্ধসময়ে এরূপ বহু পরিব্রাজক বুদ্ধ আদিষ্ট ধর্ম-বিনয়ে প্রবিষ্ট হন সাগ্রহে। সারিপুত্র এবং মৌদ্গাল্লায়নও পূর্বে সঞ্জয়ের তত্ত্বাবধানে পরিব্রাজক-জীবন আচরণ করেন। দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে এদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সবিশেষ বর্ণিত হয়েছে। একদা মোলিয় সীবক বেলুবনে অবস্থানরত তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর তথা বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে তিনি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (সংযুক্তনিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)। এই প্রাসঙ্গিক আলোচনাটি মিলিন্দ প্রশ্নেও দেখা যায়। সংযুক্তনিকায়, ৩য় খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠায় আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, মোলিয় সীবকের আদত নাম ছিল শুধুমাত্র সীবক।

[২]। সন্দৃষ্টিক বা স্বয়ং দর্শনীয়। এই আর্যমার্গ কাম-রাগাদি বিহীন অবস্থায় স্বয়ং দর্শনীয়।

[৩]। কালাকাল বিরহিত। এই ধর্মের ফলপ্রদানের নির্দিষ্ট কাল নাই বলে অকাল। অকাল স্বভাবযুক্ত বলে অকালিক বা কালাকাল বিরহিত। পাঁচ সাত দিন পর ফল দিবে বলে নিয়ম নাই। কার্যারম্ভের পরই ফলদায়ক বলে কালাকাল বিরহিত।

[৪]। এসো দেখো। এই নববিধ লোকোত্তর ধর্ম "এসো দেখো" এই বিধির উপযুক্তহেতু "এসো দেখো" বলে আহ্বান করার উপযুক্ত।

[৫]। পালিতে ওপনাযিকো অর্থাৎ নির্বান পথ দেখিয়ে দেয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনাবলে চিত্তে উপনয়ন বা আগমন করে বলেও ওপনায়িকো।

[৬]। উদ্ঘাটিতজ্ঞ বা উদাহরণে বুঝতে সমর্থ প্রভৃতি বিজ্ঞজন কর্তৃক নিজে নিজেই জ্ঞাতব্য। এই ধর্ম সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখার যোগ্য বিধায় বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য অজ্ঞজন কর্তৃক নয়।

এসে দেখার যোগ্য, পথপ্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

হে সীবক, তা তুমি কিরূপ মনে করো; যথা : তোমার মধ্যে দ্বেষ থাকলে 'দ্বেষ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে দ্বেষ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"সীবক, এই যে তুমি নিজ মধ্যে দ্বেষ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথপ্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

হে সীবক, তা তুমি কিরূপ মনে করো; যথা : তোমার মধ্যে মোহ থাকলে 'মোহ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে মোহ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"সীবক, এই যে তুমি নিজের মধ্যে মোহ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথপ্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।"

৩. "আশ্চর্য! ভন্তে, অদ্ভুত! ভন্তে, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে কিংবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই, মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

প্রথম সন্দৃষ্টিক সূত্র সমাপ্ত

৬. দ্বিতীয় সন্দৃষ্টিক সূত্র

৪৮.১. অনন্তর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধনযোগ্য কথা বললেন। সম্বোধনীয় কথা ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "মাননীয় গৌতম, এই যে ধর্ম সন্দৃষ্টিক সন্দৃষ্টিক বলা হয়, কিরূপে ধর্ম সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথপ্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য হয়?"

"তাহলে, হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে এ বিষয়ে প্রতিপ্রশ্ন করছি। তুমি যেরূপ মনে করো সেরূপ উত্তর দিও। হে ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে করো; যথা : তোমার মধ্যে লোভ থাকলে 'লোভ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে লোভ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজের মধ্যে লোভ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথপ্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে করো; যথা : তোমার মধ্যে দ্বেষ থাকলে 'দ্বেষ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে দ্বেষ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজের মধ্যে দ্বেষ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথপ্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে করো; যথা : তোমার মধ্যে মোহ থাকলে 'মোহ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে মোহ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজের মধ্যে মোহ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথপ্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে করো; যথা : তোমার মধ্যে কায়িক অপবিত্রতা থাকলে 'কায়িক অপবিত্রতা আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে কায়িক অপবিত্রতা নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজের মধ্যে কায়িক অপবিত্রতা থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথপ্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে করো; যথা : তোমার মধ্যে বাচনিক অপবিত্রতা থাকলে 'বাচনিক অপবিত্রতা আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে বাচনিক অপবিত্রতা নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজের মধ্যে বাচনিক অপবিত্রতা থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথপ্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে করো; যথা : তোমার মধ্যে মানসিক অপবিত্রতা থাকলে 'মানসিক অপবিত্রতা আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে মানসিক অপবিত্রতা নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজের মধ্যে মানসিক অপবিত্রতা থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথপ্রদর্শক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।"

৩. "আশ্চর্য! মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত! মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে কিংবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই, মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

দ্বিতীয় সন্দৃষ্টিক সূত্র সমাপ্ত

৭. ক্ষেম সূত্র

৪৯.১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর সন্নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান ক্ষেম এবং আয়ুষ্মান সুমন[১] শ্রাবস্তীর নিকটস্থ অন্ধবনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান ক্ষেম ও সুমন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট

---

[১]। আয়ুষ্মান ক্ষেম এবং সুমনের ইতিবৃত্ত তথা জন্ম, গ্রাম, নাম-ধাম প্রভৃতি অর্থকথাসহ বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থাদিতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র এই দুজন একত্রে সহাবস্থানকারী রূপে উক্ত হয়েছে।

হয়ে আয়ুষ্মান ক্ষেম ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, জীবন উদ্‌যাপিত, যার করণীয় কৃত হয়েছে, যার ভার অপসৃত, নিজের মঙ্গল প্রাপ্ত, ভব সংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত, তার এরূপ ভাবোদয় হয় না; যথা : 'আমার হতে উত্তম কিংবা মম সদৃশ অথবা আমার হতেও হীন জন রয়েছে।' আয়ুষ্মান ক্ষেম এরূপ বলায় ভগবান তা অনুমোদন করলেন। 'ভগবান আমার ভাষণ অনুমোদন করেছেন' ইহা জ্ঞাত হয়ে আয়ুষ্মান ক্ষেম আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন।

৩. অতঃপর আয়ুষ্মান ক্ষেমের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আয়ুষ্মান সুমন ভগবানকে বললেন :

"ভন্তে, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, জীবন উদ্‌যাপিত, যার করণীয় কৃত হয়েছে, যার ভার অপসৃত, নিজের মঙ্গল প্রাপ্ত, ভব সংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত, তার এরূপ ভাবোদয় হয় না; যথা : 'আমার হতে উত্তম কিংবা মম সদৃশ অথবা আমার হতেও হীন জন রয়েছে।'

আয়ুষ্মান সুমনও এরূপ বলায় ভগবান তা অনুমোদন করলেন। 'ভগবান আমার ভাষণ অনুমোদন করেছেন' ইহা জ্ঞাত হয়ে আয়ুষ্মান সুমনও আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

৪. অতঃপর আয়ুষ্মান ক্ষেম ও সুমনের প্রস্থানের পর ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

"ভিক্ষুগণ, এরূপে কুলপুত্রেরা স্বতন্ত্ররূপে নিজকে ব্যাখ্যা করে। আত্মবিষয়ক কথা উল্লেখ না করে তারা অর্থ ভাষণ করে। অথচ আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এখানে কোনো কোনো মূর্খ-পুরুষ বড়াই করে স্বতন্ত্ররূপে নিজকে ব্যাখ্যা করে। তারাই পরে দুঃখ প্রাপ্ত হয়।"

উচ্চ-নীচ প্রভেদ নহে, নহে সাম্যতা, অপবাদ;
জন্ম ক্ষীণ, উদ্‌যাপিত ব্রহ্মচর্য,
সংযোজনসমূহ হতে হলো চিত্ত সুবিমুক্ত।

ক্ষেম সূত্র সমাপ্ত

৮. ইন্দ্রিয়-সংবর সূত্র

৫০.১. "হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয়-সংবরের অনুপস্থিতে ইন্দ্রিয়-সংবরবিপন্নের শীলরূপ অবলম্বন বিনষ্ট হয়, শীলের অবিদ্যমানতায় শীলবিপন্নের সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়, সম্যক সমাধির অনুপস্থিতিতে সম্যক সমাধিবিপন্নের

যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শনের অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শনবিপন্নের নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়, নির্বেদ-বিরাগের অনুপস্থিতে নির্বেদ-বিরাগবিপন্নের বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়।

যেমন, ভিক্ষুগণ, শাখা-পত্রহীন বৃক্ষের শাখা-পল্লব, বাকল, বহিরভাগের কাষ্ঠ এবং তরুমজ্জাও পরিপূর্ণতা লাভ করে না; ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয়-সংবরের অনুপস্থিতে ইন্দ্রিয়-সংবরবিপন্নের শীলরূপ অবলম্বন বিনষ্ট হয়, শীলের অবিদ্যমানতায় শীলবিপন্নের সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়, সম্যক সমাধির অনুপস্থিতিতে সম্যক সমাধিবিপন্নের যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শনের অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞানদর্শনবিপন্নের নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়, নির্বেদ-বিরাগের অনুপস্থিতিতে নির্বেদ-বিরাগবিপন্নের বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়।

২. ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয়-সংবরের বিদ্যমানতায় ইন্দ্রিয়-সংবরসম্পন্নের শীলরূপ অবলম্বন বিনষ্ট হয় না, শীলের উপস্থিতিতে শীলবানের সম্যক সমাধি অর্জিত হয়, সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় সম্যক সমাধিসম্পন্নের যথাভূত জ্ঞানদর্শন অধিগত হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উপস্থিতিতে যথাভূত জ্ঞানদর্শনকারীর নির্বেদ ও বিরাগ লাভ হয়, নির্বেদ ও বিরাগের উপস্থিতিতে নির্বেদ ও বিরাগীর বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন লাভ হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, শাখা-পত্রসম্পন্ন বৃক্ষের শাখা-পল্লব, বাকল, বহিরভাগের কাষ্ঠ ও তরুমজ্জাও পরিপূর্ণতা লাভ করে; ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয়-সংবরের বিদ্যমানতায় ইন্দ্রিয়-সংবরসম্পন্নের শীলরূপ অবলম্বন বিনষ্ট হয় না, শীলের উপস্থিতিতে শীলবানের সম্যক সমাধি অর্জিত হয়, সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় সম্যক সমাধিসম্পন্নের যথাভূত জ্ঞানদর্শন অধিগত হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শনের উপস্থিতিতে যথাভূত জ্ঞানদর্শনকারীর নির্বেদ ও বিরাগ লাভ হয়, নির্বেদ ও বিরাগের উপস্থিতিতে নির্বেদ ও বিরাগীর বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন লাভ হয়।”

ইন্দ্রিয়-সংবর সূত্র সমাপ্ত

৯. আনন্দ সূত্র

৫১.১. অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা, স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২. "আবুসো সারিপুত্র, কিরূপে একজন ভিক্ষু অশ্রুতপূর্ব ধর্মশ্রবণ করে এবং শ্রুত ধর্ম ভুলে যায় না। যে-সমস্ত ধর্ম পূর্বে মনের দ্বারা সে উপলব্ধি করে, তৎসমুদয় আচরণ করে এবং অজ্ঞাত বিষয় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়?"

"আয়ুষ্মান আনন্দ বহুশ্রুত। হে আয়ুষ্মান, আপনিই সেই অর্থ প্রকাশ করুন।"

"তাহলে, আবুসো সারিপুত্র, শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন। আমি ভাষণ করছি।"

"তথাস্তু" বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান আনন্দ বলতে লাগলেন :

৩. "এক্ষেত্রে,আবুসো সারিপুত্র, ভিক্ষু সূত্র, গেয়্য, বেয়্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুদধর্ম ও বেদল্লরূপ ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করে। সে যথাশ্রুত ও যেরূপে কণ্ঠস্থ করেছে, সেরূপেই ধর্মাদি অপরের নিকট বিস্তারিতভাবে দেশনা করে। যথাশ্রুত ও যথাকণ্ঠস্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট বলে; এমনকি নিজেও বিস্তারিতভাবে স্বাধ্যয়ন করে এবং চিত্তের দ্বারা বিতর্ক, বিচার করে ও মনের দ্বারা সাবধানে বিবেচনা করে। যেই আবাসে বহুশ্রুত, ত্রিপিটক কণ্ঠস্থকারী, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর স্থবির ভিক্ষুবৃন্দ অবস্থান করেন, সেরূপ আবাসে সে বর্ষা উদ্‌যাপন করে। সে সেরূপ ভিক্ষুবৃন্দের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে এরূপে প্রতি জিজ্ঞাসা করে, প্রতি প্রশ্ন করে—'ভন্তে, এই ভাষণের অর্থ কিরূপ?' তারা সেই আয়ুষ্মানের নিকট অবিবৃত বিষয় ব্যক্ত করেন, অপ্রতীত বিষয় প্রতীয়মান করেন এবং নানা প্রকারে সন্দেহজনক বিষয় হতে কঙ্খা বা সন্দেহ দূরীভূত করেন। এরূপেই, হে আবুসো সারিপুত্র, একজন ভিক্ষু অশ্রুতপূর্ব ধর্মশ্রবণ করে এবং শ্রুত ধর্ম ভুলে যায় না। যে-সমস্ত ধর্ম পূর্বে মনের দ্বারা সে উপলব্ধি করে, তৎসমুদয় আচরণ করে এবং অজ্ঞাত বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়।"

৪. আশ্চর্য! আবুসো, অদ্ভুত আবুসো, আয়ুষ্মান আনন্দ কর্তৃক ইহা উত্তমরূপে ভাষিত হয়েছে। আমরা এই ছয় প্রকার ধর্মে আয়ুষ্মান আনন্দকে সমৃদ্ধরূপে ধারণ করছি। যথা : আয়ুষ্মান আনন্দ সূত্র, গেয়্য, বেয়্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুদধর্ম ও বেদল্লরূপ ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করেন। আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশ্রুত ও যথাকণ্ঠস্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট দেশনা করেন। আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশ্রুত ও যথাকণ্ঠস্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট বলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশ্রুত ও

যথাকণ্ঠস্থ ধর্ম নিজেও বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করেন। আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশ্রুত ও যথাকণ্ঠস্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে চিত্তের দ্বারা বিতর্ক-বিচার এবং সাবধানে বিবেচনা করেন। এবং আয়ুষ্মান আনন্দ যে স্থানে বহুশ্রুত, ত্রিপিটক কণ্ঠস্থকারী, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর স্থবির ভিক্ষুবৃন্দ অবস্থান করেন, সেরূপ আবাসে বর্ষা উদ্‌যাপন করেন। তিনি সেরূপ ভিক্ষুবৃন্দের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে এরূপ প্রতি জিজ্ঞাসা ও প্রতি প্রশ্ন করেন— 'ভন্তে, এই ভাষণের অর্থ কিরূপ?' তারা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট অবিবৃত বিষয় ব্যক্ত করেন, অপ্রতীত বিষয় প্রতীয়মান করেন এবং নানা প্রকারে সন্দেহজনক বিষয় হতে কঙ্খা বা সন্দেহ দূরীভূত করেন।"

আনন্দ সূত্র সমাপ্ত

১০. ক্ষত্রিয় সূত্র

৫২.১ অতঃপর জানুশ্রোনি ব্রাহ্মণ[১] ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হলেন উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে জানুশ্রোনি ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "মাননীয় গৌতম, একজন ক্ষত্রিয়ের অভিপ্রায় কী? অন্বেষণ কী? সংকল্প, চাহিদা এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কী?

"হে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের অভিপ্রায় হচ্ছে ভোগ্যসম্পদ, অন্বেষণ হচ্ছে প্রজ্ঞা, বল বা ক্ষমতা হচ্ছে তার সংকল্প, তার চাহিদা হচ্ছে পৃথিবী এবং আধিপত্য হচ্ছে তার আদর্শ।"

"মাননীয় গৌতম, একজন ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় কী? অন্বেষণ কী? সংকল্প, চাহিদা এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কী?"

"ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় হচ্ছে ভোগ্যসম্পদ, অন্বেষণ হচ্ছে প্রজ্ঞা, মন্ত্র হচ্ছে সংকল্প, তার চাহিদা হচ্ছে যাগ বা হোম এবং ব্রহ্মলোক তার

---

[১]। চঙ্কী, তারুক্ষ, পোক্ষরসাতি, তোদেয়্য প্রভৃতির সমপর্যায়ভূক্ত সুবিখ্যাত মহাশাল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এই জানুশ্রোনি (সুত্তনিপাত, ১১৫ পৃষ্ঠা)। ধর্মপদ অর্থকথা ৩৯৯ পৃষ্ঠা মতে, জানুশ্রোনির স্থায়ী আবাস ছিল শ্রাবস্তীতে। তথাগত জেতবনে অবস্থানকালে জানুশ্রোনি তথাগতের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বিবিধ ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। যেমন, অঙ্গুত্তরনিকায়, এক নিপাতে কর্মবিপাক, সন্দিট্‌ঠক নিব্বান, তেবিজ্জ ব্রাহ্মণ; চতুষ্ক নিপাতে মৃত্যুতে অকুতোভয়ী; ষষ্ঠক নিপাতে নানান শ্রেণীর মানুষদের আদর্শ; সত্তক নিপাতে প্রকৃত কৌমার্য; দশক নিপাতে পচ্চারোহনী উদ্‌যাপন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আদর্শ।”

“মাননীয় গৌতম, একজন গৃহপতির অভিপ্রায় কী? অন্বেষণ কী? সংকল্প, চাহিদা এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কী?”

“ব্রাহ্মণ, একজন গৃহপতির অভিপ্রায় হচ্ছে ভোগ্যসম্পদ, অন্বেষণ হচ্ছে প্রজ্ঞা, শিল্পবিদ্যা হচ্ছে তার সংকল্প, তার চাহিদা হচ্ছে কর্ম এবং কর্মের সুসমাধাই হচ্ছে তার আদর্শ।”

“মাননীয় গৌতম, একজন স্ত্রী লোকের অভিপ্রায় কী? অন্বেষণ কী? সংকল্প, চাহিদা এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কী?”

“ব্রাহ্মণ, একজন স্ত্রী লোকের অভিপ্রায় হচ্ছে পুরুষ, অন্বেষণ হচ্ছে অলংকার, পুত্র হচ্ছে তার সংকল্প, তার চাহিদা হচ্ছে পতিহীনা হওয়া[১] এবং আধিপত্য-ই তার আদর্শ।”

“মাননীয় গৌতম, একজন চোরের অভিপ্রায় কী? অন্বেষণ কী? সংকল্প, চাহিদা এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কী?”

“ব্রাহ্মণ, একজন চোরের অভিপ্রায় হচ্ছে চুরি করা, অন্বেষণ হচ্ছে গহীন স্থান, ভ্রমণকারীর দল হচ্ছে তার সংকল্প, তার চাহিদা হচ্ছে অন্ধকার এবং অদর্শনই হচ্ছে তার আদর্শ।”

“মাননীয় গৌতম, একজন শ্রমণের অভিপ্রায় কী? অন্বেষণ কী? সংকল্প, চাহিদা এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কী?”

“ব্রাহ্মণ, একজন শ্রমণের অভিপ্রায় হচ্ছে ক্ষান্তি ও অমায়িকতা, অন্বেষণ হচ্ছে প্রজ্ঞা, শীল হচ্ছে তার সংকল্প, তার চাহিদা বলে কিছুই নেই এবং নির্বাণই হচ্ছে তার আদর্শ।”

“আশ্চর্য! মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত! মাননীয় গৌতম, ক্ষত্রিয়দের অভিপ্রায়, অন্বেষণ, সংকল্প, চাহিদা এবং আদর্শও মাননীয় গৌতম বিদিত। ব্রাহ্মণদের, গৃহীদের, স্ত্রীদের, চোরদের এবং শ্রমণদের অভিপ্রায়, অন্বেষণ, সংকল্প, চাহিদা এবং আদর্শও মাননীয় গৌতম বিদিত।

৩. আশ্চর্য! মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত! মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে কিংবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই, মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ

---

[১]। অর্থকথামতে, সে কামনা করে ‘অসপতী হুত্বা একিকা’ব ঘরে বসেয্যং’তি’। অর্থাৎ স্বামীহীনা হয়ে একাকীই গৃহে বাস করব।

যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।”

ক্ষত্রিয় সূত্র সমাপ্ত

১১. অপ্রমাদ সূত্র

৫৩.১. অনন্তর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. “মাননীয় গৌতম, একটিমাত্র ধর্ম (বিষয়) আছে কি যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়?”

“হে ব্রাহ্মণ, একটিমাত্র ধর্ম আছে যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

“মাননীয় গৌতম, সেই একটিমাত্র ধর্ম কি যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়?”

“ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটিমাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, জঙ্গলের যে-সকল প্রাণী রয়েছে, তাদের সকলের পদচিহ্ন হস্তী পদচিহ্নের মধ্যে সংকুলান হয়। অন্যান্য প্রাণীর পদচিহ্ন হতে বৃহদাকারহেতু হস্তীর পদচিহ্ন শ্রেষ্ঠ। ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটিমাত্র ধর্ম যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ, চূড়াযুক্ত গৃহের যে-সমস্ত বরগা বা সহায়ক কড়িকাষ্ঠ *(Rafter on a beam supporting the roof of a house)* রয়েছে; তৎসমস্তই চূড়াগামী, চূড়া হতে নিম্নাভিমুখী এবং চূড়াতেই মিলিত। সে-সমস্ত কড়িকাষ্ঠ হতে চূড়াই শ্রেষ্ঠ। ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটিমাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ, ঘাস কর্তনকারী তৃণাদি কর্তন করে অগ্রভাগ গ্রহণপূর্বক নাড়ায়, উভয়পার্শ্বেও নাড়ায় এবং সেই কর্তিত তৃণগুলো দিয়ে কোনো কিছুর উপর প্রহার করে। ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটিমাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ, আমফলের বৃন্ত (ডাঁটা) ছেদনে যেমন বৃন্তস্থ সমস্ত গুচ্ছবদ্ধ আমই সেই বৃন্তের সাথে চলে আসে; ঠিক সেরূপই, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটিমাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ, যে-সকল ক্ষুদ্র রাজাগণ রয়েছেন, তারা সকলেই চক্রবর্তী রাজার অধীন হন। এবং তাদের হতে চক্রবর্তী রাজাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটিমাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ, সমস্ত তারকারাজির প্রভা চন্দ্রপ্রভার ষোলো কলার (অংশ) এক কলাও হয় না। সমস্ত তারকার হতে চন্দ্রপ্রভাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রূপই, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটিমাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

হে ব্রাহ্মণ, এই এক প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।"

৩. "আশ্চর্য! মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত! মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে কিংবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই, মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

অপ্রমাদ সূত্র সমাপ্ত

১২. ধার্মিক সূত্র

৫৪.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় আয়ুষ্মান ধার্মিক[১] সমগ্র জাতিভূমিতে[২] সাতটি আবাসে আবাসিকরূপে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে গালাগালি দিতেন, বিরক্ত করতেন, খোঁচা দিতেন এবং রাগান্বিত করতেন। সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাক্য দ্বারা তিরস্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং রাগান্বিত হয়ে সেই আবাস হতে প্রস্থান করতেন, তথায় না থেকে একেবারে চলে যেতেন।

২. অতঃপর জাতিভূমির উপাসকদের এরূপ চিন্তা হলো : 'আমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান প্রত্যয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করি। অথচ আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগপূর্বক চলে যান। কী হেতু, কী কারণে আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগপূর্বক চলে যান?' অতঃপর জাতিভূমির উপাসকদের পুনঃ এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো : 'এই আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদের গালাগালি করেন, বিরক্ত করেন, খোঁচা দেন এবং রাগান্বিত করেন। নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাক্যতুণ্ড দ্বারা সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা তিরস্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং রাগান্বিত হয়ে আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগপূর্বক চলে যান। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ধার্মিককে নির্বাসিত করব।'

৩. তারপর জাতিভূমি উপাসকেরা আয়ুষ্মান ধার্মিকের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ধার্মিককে বললেন, 'ভন্তে, আয়ুষ্মান ধার্মিক, আপনি এই আবাস হতে প্রস্থান করুন। আপনার এখানে অবস্থান করার প্রয়োজন নেই।' অতঃপর আয়ুষ্মান ধার্মিক সেই আবাস হতে অন্য আবাসে গমন করলেন। তথায়ও আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদের গালাগালি দিতেন, বিরক্ত করতেন, খোঁচা দিতেন এবং রাগান্বিত করতেন। সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাক্য দ্বারা তিরস্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং রাগান্বিত হয়ে সেই আবাস হতে প্রস্থান করতেন, তথায় না থেকে একেবারে চলে যেতেন।

---

[১]। ইনি কোশলের ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের জেতবন গ্রহণের দিবসে প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। থেরগাথা (অনু), ২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[২]। জাতিভূমি সম্পর্কে অর্থকথা নিশ্চুপ। মধ্যমনিকায়ে জাতিভূমি বলতে "জাতট্‌ঠান" বা "জন্মস্থান" বলা হয়েছে।

৪. অতঃপর জাতি ভূমির উপাসকদের এরূপ চিন্তা হলো : 'আমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান প্রত্যয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করি। অথচ আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগপূর্বক চলে যান। কী হেতু, কী কারণে আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগপূর্বক চলে যান?' অতঃপর জাতিভূমির উপাসকদের পুনঃ এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো : 'এই আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদের গালাগালি করেন, বিরক্ত করেন, খোঁচা দেন এবং রাগান্বিত করেন। নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাকতুণ্ড দ্বারা সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা তিরস্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং রাগান্বিত হয়ে আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগপূর্বক চলে যান। তাহলে আমরা অবশ্যই আয়ুষ্মান ধার্মিককে নির্বাসিত করব।'

৫. তারপর জাতিভূমির উপাসকেরা আয়ুষ্মান ধার্মিকের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ধার্মিককে বললেন, 'ভন্তে, আয়ুষ্মান ধার্মিক, আপনি এই আবাস হতে প্রস্থান করুন। আপনার এখানে অবস্থান করার প্রয়োজন নেই।' অতঃপর আয়ুষ্মান ধার্মিক সেই আবাস হতে অন্য আবাসে গমন করলেন। তথায়ও আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদের গালাগালি দিতেন, বিরক্ত করতেন, খোঁচা দিতেন এবং রাগান্বিত করতেন। সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাক্য দ্বারা তিরস্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং রাগান্বিত হয়ে সেই আবাস হতে প্রস্থান করতেন, তথায় না থেকে একেবারে চলে যেতেন।

৬. অতঃপর জাতিভূমির উপাসকদের এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো : 'আমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান প্রত্যয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করি। অথচ আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগপূর্বক চলে যান। কী হেতু, কী কারণে আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগপূর্বক চলে যান?' অতঃপর জাতিভূমির উপাসকদের পুনঃ এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো : 'এই আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদের গালাগালি করেন, বিরক্ত করেন, খোঁচা দেন এবং রাগান্বিত করেন। নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাক্যতুণ্ড দ্বারা সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা তিরস্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং রাগান্বিত হয়ে আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগপূর্বক চলে যান। তাহলে আমরা অবশ্যই আয়ুষ্মান ধার্মিককে সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতেই নির্বাসিত করব।'

৭. তারপর জাতিভূমির উপাসকেরা আয়ুষ্মান ধার্মিকের নিকট উপস্থিত

হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ধার্মিককে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আয়ুষ্মান ধার্মিক, আপনি সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতে অন্যত্র চলে যান। আপনার এখানে বাস করার কোনো প্রয়োজন নেই।' অতঃপর আয়ুষ্মান ধার্মিকের এরূপ চিত্তোদয় হলো : 'জাতিভূমির উপাসকদের দ্বারা সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতেই আমি নির্বাসিত হয়েছি। আমি এখন কোথায় যাব?' তারপর পুনঃ তার এরূপ চিন্তা হলো : 'তাহলে আমি যেখানে ভগবান অবস্থান করছেন সেখানেই যাই।'

৮. অতঃপর আয়ুষ্মান ধার্মিক পাত্র-চীবর নিয়ে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। অচিরেই রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থানরত ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান ধার্মিককে ভগবান বললেন :

৯. "হে ব্রাহ্মণ ধার্মিক, তুমি এখন কোথা হতে আসছ?"

"ভন্তে, জাতিভূমির উপাসকদের দ্বারা সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতেই আমি নির্বাসিত হয়েছি।"

"সত্যিই কী ব্রাহ্মণ[১] ধার্মিক, তারা সেখান সেখান হতে তোমাকে নির্বাসিত করল, আর সেই তুমি তাদের দ্বারা সেখান সেখান হতে নির্বাসিত হয়ে আমার কাছেই আসলে! ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে সামুদ্রিক বণিকেরা দিসাকাক সাথে নিয়ে জাহাজযোগে সমুদ্রপথে যেতেন। তারা তীর নির্ণয় করতে না পারলে সঙ্গে আনীত দিসা-কাকটিকে দিক নির্ণয়ের জন্য আকাশে ছেড়ে দিত। সেই পাখিটি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং ঊর্ধ্ব ও অনুদিকে গমন করে যদি অনতিদূরে তীর দেখতে পায়, তবে সেদিকেই গমন করে। আর যদি পাখিটি অনতিদূরে তীর দেখতে না পায়, তাহলে জাহাজেই ফিরে আসতো। ঠিক এরূপেই, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, তাদের দ্বারা সেখান হতে নির্বাসিত হয়ে তুমি আমার নিকট উপনীত হয়েছ।

১০. ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে রাজা কোরব্য[২]-এর সুপ্রতিষ্ঠ নামক পঞ্চশাখাযুক্ত, শীতল ছায়াসম্পন্ন, মনোরম নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ ছিল। ব্রাহ্মণ

---

[১]। ব্রাহ্মণ বলতে এখানে ভিক্ষুকেই বুঝানো হয়েছে। কোশলের ব্রাহ্মণকুল হতে প্রব্রজিত বিধায় সম্ভবত এরূপ সম্বোধন। সংযুক্তনিকায়, নিদান বর্গের ভিক্ষু সংযুক্তেও এরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

[২]। কোরব্য শব্দটি সম্ভবত নাম বিশেষণ। উদাহরণ স্বরূপ জাতক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠায় কোরব্য শব্দের ব্যাখ্যায় দেয়া হয়েছে কুরুরট্‌ঠবাসিক। জাতক, ৪র্থ খণ্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা মতে, কোরব্য রাজা সম্ভবত যুধিট্‌ঠিল গোত্রীয়।

ধার্মিক, নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ-এর শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি ছিল বার যোজন[১] এবং মূলের পরিধি ছিল পাঁচ যোজন। এর সুবৃহৎ ফলগুলো ছিল হাড়ি সদৃশ পাত্রের[২] ন্যায়। সেই নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ-এর এক অংশ অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে রাজা পরিভোগ করতেন, এক অংশ সেনারা, অন্য অংশ নগর ও গ্রাম্য জনগণেরা, আরেক অংশ শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা এবং অপর অংশ পশু-পক্ষীরা পরিভোগ করত। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ-এর কোনো ফলই রক্ষিত হতো না এবং এর ফলসমূহে অন্য কেউ হিংসাও করতো না।

অতঃপর, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, একদিন জনৈক ব্যক্তি নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ-এর ফল প্রয়োজন মতো খেয়ে একটি শাখা ভেঙ্গে চলে গেল। এতে সুপ্রতিষ্ঠ বৃক্ষের অধিষ্ঠাতা দেবতার এরূপ চিন্তার উদয় হলো : 'সত্যিই তা আশ্চর্যজনক, অত্যন্ত অদ্ভুত! এ কেমন পাপী-মানুষ। নিগ্রোধ সুপ্রতিষ্ঠ-এর ফল কণ্ঠপূর্ণ করে খেয়ে শাখা ভেঙ্গে চলে গেল। নিশ্চয়ই, নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ আর ফল না দিক।

১১. তারপর, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, রাজা কোরব্য দেবরাজ ইন্দ্রের[৩] নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন, হে প্রভু, আপনি জানেন কী নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ আর ফল দিচ্ছে না?' অতঃপর, ব্রাহ্মণ দেবরাজ ইন্দ্র এমন ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করলেন, যার ফলে অত্যধিক বাতাস ও বৃষ্টি এসে নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠকে অভিভূত করলো, সমূলে উৎপাটিত করল। অতঃপর, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ-এর অধিষ্ঠাতা দেবতা দুঃখী, দুর্মনা হয়ে অশ্রুমুখে কাঁদতে কাঁদতে একপাশে দাড়িয়ে রইল।

তারপর, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, দেবরাজ ইন্দ্র নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ-এর অধিষ্ঠাতা দেবতার নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাকে এরূপ বললেন :

"হে দেবতা, তুমি কী কারণে দুঃখী, দুর্মনা হয়ে অশ্রুমুখে কাঁদতে

---

[১]। প্রায় সাত মাইলে এক যোজন।

[২]। পালিতে আল্‌হকথালিকা আছে। অর্থাৎ শস্যাদি মাপার এক প্রকার পাত্রবিশেষ।

[৩]। দেবগণের প্রধান। ইন্দ্রকে তিদিবপুরবর এবং সুরবরতর বলা হতো (দীর্ঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)। তিদিবপুরবর শব্দের অর্থ হচ্ছে তিদিবপুর নগরীর বর বা শ্রেষ্ঠ। আবার সুরবরতর শব্দের অর্থ হলো, সুর বা দেবগণের অবতর বা অবতার। উদান অর্থকথা, ৬৭ পৃষ্ঠা মতে দেবরাজ ইন্দ্রের কণ্ঠস্বর বজ্রনির্ঘোষ হওয়ায় সকলে সেই স্বরে ভীত-বিহ্বল হতো সহজেই।

কাঁদতে একপাশে দাঁড়িয়ে আছো?'

'হে প্রভু, এক শক্তিশালী ঝড়ো বাতাস এসে আমার ভবনটিকে সমূলে উৎপাটিত করেছে।'

হে দেবতা, তুমি কী বৃক্ষধর্মে স্থিত ছিলে, যার পরও অত্যধিক ঝড়ো বাতাসে তোমার ভবনটিকে পরাস্ত করে সমূলে উৎপাটিত করেছে?'

'প্রভু, বৃক্ষ কিরূপে বৃক্ষধর্মে স্থিত হয়?'

'এক্ষেত্রে, হে দেবতা, বৃক্ষমূল সংগ্রাহকেরা মূল, বাকল সংগ্রাহকেরা বাকল, পাতা সংগ্রহকারীরা পাতা, পুষ্পচয়নকারীরা পুষ্প এবং ফল সংগ্রাহকেরা ফল সংগ্রহ করে। সেহেতু অধিষ্ঠাতা দেবতার কোনো করণীয় নেই এবং তৎদরুন নিরানন্দিত ও দুঃখী হওয়া অনুচিত। এরূপেই, হে দেবতা, বৃক্ষধর্মে একটি বৃক্ষ স্থিত হয়।

'হে প্রভু, তাহলে বৃক্ষধর্মে আমার অস্থিতির জন্যই অত্যধিক ঝড়ো বাতাস এসে আমার ভবনটিকে পরাস্ত করে সমূলে উৎপাটিত করেছে।'

'হে দেবতা, যদি তুমি বৃক্ষধর্মে স্থিত হও তবে তোমার ভবন পূর্বের ন্যায় হবে।'

'প্রভু, আমি বৃক্ষধর্মে স্থিত হবো। আমার ভবন পূর্বের ন্যায় হোক।'

১২. তারপর, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, দেবরাজ ইন্দ্র পুনঃ সেরূপ ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করল। যদ্দরুন অত্যধিক ঝড়ো-বাতাস এসে নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠকে উত্তোলন করে পূর্বের স্থানে স্থাপন করল। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, এরূপেই তুমিও কি শ্রামণ্যধর্মে স্থিত ছিলে, যার পরও জাতিভূমির উপাসকেরা তোমাকে সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতেই নির্বাসিত করেছে?'

"ভন্তে, একজন শ্রামণ কিরূপে শ্রামণ্যধর্মে স্থিত হয়?"

"এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, শ্রামণ অপরের দ্বারা নিন্দিত হয়ে প্রত্যুত্তরে আক্রোশ করে না, রাগান্বিত হয়ে প্রত্যুত্তরে অপরকে উত্তেজিত করে না এবং কেউ ঝগড়া করলে প্রত্যুত্তরে বিবাদে মগ্ন হয় না।"

"ভন্তে, তাহলে শ্রামণ্যধর্মে আমার অস্থিতির জন্যই জাতিভূমির উপাসকেরা সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতেই আমাকে নির্বাসিত করেছেন।"

১৩. হে ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে সুনেত্র[১] নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, সুনেত্র শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রাবকদের ব্রহ্মালোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, সুনেত্র শাস্তার যে-সকল শ্রাবক ব্রহ্মালোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে-সকল শ্রাবক তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৪. ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে মূগপক্খ নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, মূগপক্খ শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রাবকদের ব্রহ্মালোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, মূগপক্খ শাস্তার যে-সকল শ্রাবক ব্রহ্মালোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে-সকল শ্রাবক তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৫. ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে অরনেমী নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অরনেমী শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রাবকদের ব্রহ্মালোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অরনেমী শাস্তার যে-সকল শ্রাবক ব্রহ্মালোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে-সকল শ্রাবক তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ

---

[১]। বহুপূর্ব জন্মে সুনেত্র, মুগপক্খ, অরনেমি, কুদ্দাল, হস্তীপাল, জ্যোতিপাল এই ছয়জন শাস্তা আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাদের বহুশত অনুসারী ছিল। অঙ্গুত্তরনিকায়, ৪র্থ খণ্ডেও এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তারা সকলে অহিংসা চর্চাসহ মাংসাহার হতে বিরত থাকার চেষ্টা করতেন এবং সেই আসক্তি ক্ষয় করতে সক্ষমও হয়েছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থ দিব্যাবদান, ৬৩ পৃষ্ঠা গ্রন্থে অরক নামক সপ্তম জনের নাম প্রদত্ত হয়েছে।

করেন।

১৬. ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে কুদ্দাল নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, কুদ্দাল শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রাবকদের ব্রহ্মলোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, কুদ্দাল শাস্তার যে-সকল শ্রাবক ব্রহ্মলোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে-সকল শ্রাবক তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৭. ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে হস্তীপাল নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, হস্তীপাল শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রাবকদের ব্রহ্মলোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, হস্তীপাল শাস্তার যে-সকল শ্রাবক ব্রহ্মলোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে-সকল শ্রাবক তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৮. ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, অতীতে জ্যোতিপাল নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, জ্যোতিপাল শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রাবকদের ব্রহ্মলোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, জ্যোতিপাল শাস্তার যে-সকল শ্রাবক ব্রহ্মলোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে-সকল শ্রাবক তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৯. ব্রাহ্মণ ধার্মিক, তা কিরূপ মনে করো, বহুশ্রুত শ্রাবকসংঘ পরিবেষ্টিত এই ছয়জন কামে অবীতরাগ, তীর্থঙ্কর শাস্তাকে যে ব্যক্তি প্রদুষ্ট চিত্তে আক্রোশ করে, দুর্নাম করে, সে কি তৎদরুন বহু অপুণ্য অর্জন করে?”

"হ্যাঁ ভন্তে, তাই।"

"ব্রাহ্মণ ধার্মিক, বহুশত শ্রাবকসংঘ পরিবেষ্টিত কামে অবীতরাগী এই ছয়জন তীর্থঙ্কর শাস্তাকে যে প্রদুষ্টচিত্ত ব্যক্তি আক্রোশ করে, দুর্নাম করে, সে বহু অপুণ্যই প্রসব করে। কিন্তু যে প্রদুষ্ট চিত্তে একজনমাত্র দৃষ্টিসম্পন্নকে আক্রোশ করে, দুর্নাম করে, সে তা হতেও অধিকতর অপুণ্য প্রসব করে। তার কারণ কী? ব্রাহ্মণ ধার্মিক, আমি বলছি, আক্রোশ করে সে নিজে বাইরের কারও জন্য তত বৃহৎ কূপ খনন করে না যতটুকু করে সব্রহ্মচারীদের জন্য। তাই, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, তোমার এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য : 'সব্রহ্মচারীদের প্রতি আমরা প্রদুষ্ট চিত্ত হবো না।' হে ব্রাহ্মণ ধার্মিক, তোমার এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

সুনেত্র, মূগপক্‌খ আর অরনেমী ব্রাহ্মণ,
কুদ্দালক, হস্তীপাল মাণব, জ্যোতিপাল ও গোবিন্দ
নামক ছিল সপ্ত পুরোহিত।
অতীতের এই ছয় যশস্বী প্রবক্তারা ছিল অহিংসক,
প্রথিতযশা, করুণাবিহারী, কাম সংযোজন বিমুক্ত;
কামরাগ প্রহাণে সবে হলেন ব্রহ্মলোকগত।
অনেকশত শিষ্য তাদের ছিল অগণন,
তারাও ছিল প্রথিতযশা, করুণাবিহারী, কাম-সংযোজন বিমুক্ত;
কামরাগ প্রহাণে সবে হলেন ব্রহ্মলোকগত।
এরূপ বীতরাগ, সমাহিত ঋষিদের যে প্রদুষ্ট মনে
করে দুর্নাম রটনা;
সে ব্যক্তি বহু অপুণ্যই প্রসব করে।
অধিকন্তু যে বুদ্ধশিষ্য একজনমাত্র দৃষ্টিসম্পন্ন
ভিক্ষুকে পরিভাষণ করে, সে বহুতর অপুণ্যই প্রসব করে;
শুধুমাত্র দৃষ্টিপ্রহাণই প্রকৃত সাধু নয়,
আর্যসংঘে একে বলা হয় সপ্তম;
কামে অবীতরাগী, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য ও শমথ-বিদর্শনরূপ,
যার পঞ্চইন্দ্রিয় মৃদু;

তাদৃশ ভিক্ষু অনুরক্ত হয়ে প্রথমে নিজেরই ক্ষতি করে,
নিজের ক্ষতি করে পরে অপরের ক্ষতিসাধন করে।

তাই নিজকে রক্ষাকারীর হয় বাহিরও সুরক্ষিত,
তদ্ধেতু, পণ্ডিতগণ বলেন সদা—‘নিজকে রক্ষা করা উচিৎ সর্বদা’।

ধার্মিক সূত্র সমাপ্ত

ধার্মিক বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—স্মারক গাথা

নাগ, মিগশালা, ঋণ আর মহাচুন্দ সূত্র,
দ্বে সন্দৃষ্টিক সূত্র ও ক্ষেম সূত্র হলো উক্ত;
ইন্দ্রিয়-সংবর, আনন্দ, আর ক্ষত্রিয় সূত্র,
অপ্রমাদ, ধার্মিক সূত্রযোগে বর্গ সমাপ্ত।

*　*　*

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক

৬. মহাবর্গ

১. সোণ সূত্র

৫৫.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান সোণ[১] রাজগৃহের সন্নিকটস্থ শীতবনে[২] বাস করতেন। অনন্তর আয়ুষ্মান সোণের নির্জনে, একাকী অবস্থানের সময় এরূপ চিত্ত-বিতর্ক উৎপন্ন হলো : "ভগবানের যে-সকল শ্রাবক আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করেন, তাদের মধ্যে আমি অন্যতর। অথচ আমার চিত্ত আসবরাশি হতে মুক্ত নয় এবং অনাসক্ত নয়। আমার কুলগৃহে ভোগ্যসম্পত্তি বিদ্যমান। আমি তা পরিভোগ করতে এবং তৎদ্বারা পুণ্যকর্ম করতে সক্ষম। তাহলে অবশ্যই আমি গৃহীজীবনে ফিরে গিয়ে ভোগ্যসম্পত্তি পরিভোগ করতে পারব এবং পুণ্যকর্মও করতে সক্ষম হবো।"

২. অতঃপর ভগবান নিজ চিত্ত দ্বারা আয়ুষ্মান সোণের চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হয়ে বলবান পুরুষের সংকোচিত বাহু প্রসারণের ন্যায় কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় গৃধ্রকূট পর্বতে অন্তর্হিত হয়ে শীতবনে আয়ুষ্মান সোণের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। আবির্ভূত হয়ে ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। আয়ুষ্মান সোণও ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সোণকে ভগবান বললেন :

৩. "হে সোণ, নির্জনে একাকী অবস্থানের সময় তোমার কী এরূপ চিত্ত-বিতর্ক উৎপন্ন হয়নি; যথা : ভগবানের যে-সকল শ্রাবক আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করেন তাদের মধ্যে আমি অন্যতর। অথচ আমার চিত্ত আসবরাশি হতে মুক্ত নয় এবং অনাসক্ত নয়। আমার কুলগৃহে ভোগ্যসম্পত্তি বিদ্যমান।

---

[১]। এই স্থবিরের প্রকৃত নাম **সোণ কোলিবিস স্থবির**। কোলিয় ছিলেন বিধায় ইনি সোণ কোলিবিস নামেই অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন (অপদান, ১ম খণ্ড, ৯৫)। সুখুমাল সোণ নামেও ইনি পরিচিত ছিলেন। ইনি চম্পা নগরীর উসভ শ্রেষ্ঠীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। বিস্তারিত দেখুন, থেরগাথা, ৩৬৮ পৃষ্ঠা।

[২]। শীতবনে সপ্প শোণ্ডিকপব্‌ভার ছিল যেখানে উপসেন নামক বিক্ষু সর্পঢ দষ্ট হয়ে মারা যান। (সংযুক্ত-নিকায়, ১ম খণ্ড, ২১০; বিনয় গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃ; ৪র্থ খণ্ড, ১৫৯)। এই স্থানেই সোণ কোলিবিস অর্হত্ত্ব লাভে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই শীতবনে অবস্থানকারী সম্ভূত স্থবিরকে তো শীতবনীয় নামেই ডাকা হতো তার শীতবন-প্রিয়তার জন্য।

আমি তা পরিভোগ করতে এবং তৎদ্বারা পুণ্যকর্ম করতে সক্ষম। তাহলে অবশ্যই আমি গৃহীজীবনে ফিরে গিয়ে ভোগ্যসম্পত্তি পরিভোগ করতে পারব এবং পুণ্যকর্মও করতে সক্ষম হবো?”

“হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্যিই।”

“তা কিরূপ মনে করো, সোণ, তুমি পূর্বে গৃহী অবস্থায় বীণার তন্ত্রীস্বরে সুদক্ষ ছিলে কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে”।

“সোণ, তা কিরূপ মনে করো, যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতিশয় প্রসারিত হলে তখন তোমার বীণা কি স্বরসম্পন্ন কিংবা কর্মক্ষম হত?”

“না ভন্তে”।

“সোণ, তা কিরূপ মনে করো, যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতিশয় শিথিল হলে তখন তোমার বীণা কি স্বরসম্পন্ন কিংবা কর্মক্ষম হত?”

“না ভন্তে”।

“সোণ, তা কিরূপ মনে করো, যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতিশয় প্রসারিত কিংবা শিথিল নহে, অধিকন্তু মধ্যম ভাব প্রাপ্ত; তখন কি সেই বীণা স্বরসম্পন্ন কিংবা কর্মক্ষম হত?”

“হ্যাঁ ভন্তে, তখনই আমার বীণাটি কর্মক্ষম হত?”

“ঠিক তদ্রূপ, হে সোণ, আরব্ধবীর্য ঔদ্ধত্য বা চঞ্চলতায় পর্যবসিত হয়, আর অতিশিথিলবীর্য পরিণত হয় অলসতায়। তাই, সোণ, তুমি বীর্যের সমথায় দৃঢ়রূপে স্থিত হও এবং ইন্দ্রিয়সমূহের (শ্রদ্ধা, বীর্য প্রভৃতি পঞ্চ-ইন্দ্রিয় জ্ঞাতব্য) সমথভাবে স্থিত হয়ে নিমিত্ত (ভাবনার আলম্বন) গ্রহণ কর।”

“তথাস্তু, ভন্তে,” বলে আয়ুষ্মান সোণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এই উপদেশ দ্বারা আয়ুষ্মান সোণকে অনুশাসন করে বলবান পুরুষের সংকোচিত বাহু প্রসারন কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অল্প সময়ের ব্যবধানে শীতবনে অন্তর্হিত হয়ে গৃধ্রকুট পর্বতে প্রাদুর্ভূত হলেন।

৪. অতঃপর আয়ুষ্মান সোণ পরবর্তী সময়ে বীর্যের সমথভাবে দৃঢ়রূপে স্থিত হলেন। এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সমথভাবে স্থিত হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করলেন। আয়ুষ্মান সোণ একাকী, ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও তদ্‌গত চিত্তে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, প্রাপ্ত হয়ে বাস করতে

লাগলেন। জন্ম ক্ষীণ, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এর জন্য আর অন্য কোনো করণীয় নাই বুঝতে পারলেন। এবং আয়ুষ্মান সোণ অর্হৎগণের অন্যতর হলেন।

৫. অতঃপর অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পর আয়ুষ্মান সোণের এরূপ ভাবের উদয় হলো : "নিশ্চয় আমি ভগবানের নিকট গমনপূর্বক আমার অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় তুলে ধরব।" তারপর আয়ুষ্মান সোণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান সোণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৬. "ভন্তে, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, জন্মক্ষীণ, যার করণীয় কৃত, ভার অপসৃত, নিজ কল্যাণপ্রাপ্ত, যার ভব সংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত, সে ছয়টি বিষয়ে অনুরক্ত হয়। যথা : সে নৈষ্ক্রম্যে অনুরক্ত হয়, প্রবিবেক, অব্যাপাদ, তৃষ্ণার ক্ষয়ে, উপাদানের ক্ষয়ে এবং অসম্মোহে অনুরক্ত হয়। সম্ভবত ভন্তে, এক্ষেত্রে কোনো কোনো আয়ুষ্মানের এরূপ চিত্তোদয় হতে পারে। যথা : 'এই আয়ুষ্মান শুধুমাত্র শ্রদ্ধাকে নিশ্রয় করেই নৈষ্ক্রম্যে অনুরক্ত হন।' ভন্তে, তা এরূপ মনে করা অনুচিত। ভন্তে, ক্ষীণাসব, ক্ষীণজন্মা, যার করণীয় কৃত, সে নিজের সম্পাদিত বিষয়ে আরও করণীয় কিংবা সংশ্লিষ্টতার কিছুই দেখতে না পেয়ে রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হওত নৈষ্ক্রম্যে অনুরক্ত হন। দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ (মোহশূন্য) হয়ে নৈষ্ক্রম্যে অনুরক্ত হন।

সম্ভবত ভন্তে, এক্ষেত্রে কোনো কোনো আয়ুষ্মানের এরূপ চিত্তোদয় হতে পারে। যথা : 'এই আয়ুষ্মান লাভ-সৎকার ও যশ কামনা করেই প্রতিবেকে অনুরক্ত হন।' ভন্তে, তাদের এরূপ মনে করা অনুচিত। ভন্তে, ক্ষীণাসব, ক্ষীণজন্মা, যার করণীয় কৃত, সে নিজের সম্পাদিত বিষয়ে আরও করণীয় কিংবা সংশ্লিষ্টতার কিছুই দেখতে না পেয়ে রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হওত প্রবিবেকে অনুরক্ত হন। দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ (মোহশূন্য) হয়ে প্রবিবেকে অনুরক্ত হন।

সম্ভবত ভন্তে, এক্ষেত্রে কোনো কোনো আয়ুষ্মানের এরূপ চিত্তোদয় হতে পারে। যথা : 'এই আয়ুষ্মান সত্যসার হতে পশ্চাৎগামী হয়ে শীল ও ব্রতসংশ্লিষ্ট হয়ে অব্যাপাদে অনুরক্ত হন।' ভন্তে, তাদের এরূপ মনে করা অনুচিত। ভন্তে, ক্ষীণাসব, ক্ষীণজন্মা, যার করণীয় কৃত, সে নিজের সম্পাদিত বিষয়ে আরও করণীয় কিংবা সংশ্লিষ্টতার কিছুই দেখতে না পেয়ে রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হওত অব্যাপাদে অনুরক্ত হন। দ্বেষের ক্ষয়ে

বীতদ্বেষ এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ (মোহশূন্য) হয়ে অব্যাপাদে অনুরক্ত হন।

৭. রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হয়ে তৃষ্ণার ক্ষয়ে অনুরক্ত হন, দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ হওত তৃষ্ণার ক্ষয়ে অনুরক্ত হন এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ হওত তৃষ্ণার ক্ষয়ে অনুরক্ত হন।

তিনি রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হয়ে উপাদানের ক্ষয়ে অনুরক্ত হন, দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ হওত উপাদানের ক্ষয়ে অনুরক্ত হন এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ হওত উপাদানের ক্ষয়ে অনুরক্ত হন।

তিনি রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হয়ে অসম্মোহে অনুরক্ত হন, দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ হওত অসম্মোহে অনুরক্ত হন এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ হওত অসম্মোহে অনুরক্ত হন।

৮. ভন্তে, এরূপে সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্তসম্পন্ন ভিক্ষুর দৃষ্টিপথে চক্ষু দ্বারা বোধগম্য রূপ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট,[১] দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার শ্রোত্রপথে কর্ণ দ্বারা বোধগম্য শব্দ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। সেই বিমুক্তচিত্তসম্পন্ন ভিক্ষুর ঘ্রাণপথে নাসিকা দ্বারা বোধগম্য ঘ্রাণ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার জিহ্বা বা রসপথে জিহ্বা দ্বারা বোধগম্য রস ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার কায়িক স্পর্শপথে কায় দ্বারা বোধগম্য স্পর্শ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার মনোপথে মন দ্বারা বোধগম্য ধর্ম বা বিষয় ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত

---

[১]। 'অমিস্সীকতন্তি'—ক্লেশসমূহ আলম্বনের সাথে চিত্তকে সংশ্লিষ্ট করে। তার অভাবেই বলা হয়েছে অসংশ্লিষ্ট কিংবা অমিস্সীকতং'তি। ইংরেজি বইয়ে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে Untroubled।

করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। ভন্তে, ছিদ্রহীন, গর্তহীন, নিরেট বা ঘন শিলাময় পর্বত যেমন পূর্বদিক হতে ঝড়ো বাতাস আসলেও কম্পিত হয় না, দেদুল্যমান হয় না এবং প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয় না; এমনকি পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতেও তদ্রূপ ঝড়ো বাতাস আসলে শিলাময় পর্বত কম্পিত হয় না, দেদুল্যমান হয় না এবং প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয় না। ঠিক তদ্রূপ, ভন্তে, সম্যকরূপে বিমুক্তচিত্তাধিকারী ভিক্ষুর দৃষ্টিপথে চক্ষু দ্বারা বোধগম্য রূপ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার শ্রোত্রপথে কর্ণ দ্বারা বোধগম্য শব্দ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। সেই বিমুক্তচিত্তসম্পন্ন ভিক্ষুর ঘ্রাণপথে নাসিকা দ্বারা বোধগম্য ঘ্রাণ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার জিহ্বা বা রসপথে জিহ্বা দ্বারা বোধগম্য রস ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার কায়িক স্পর্শপথে কায় দ্বারা বোধগম্য স্পর্শ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার মনোপথে মন দ্বারা বোধগম্য ধর্ম বা বিষয় ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ়-স্থির, সমাহিতভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন।”

নৈষ্ক্রম্যে অধিমুক্ত আর প্রবিবেকময় চিত্ত,
হিংসাবিহীন, অব্যাপাদী, যে উপাদান-তৃষ্ণার ক্ষয়ে সুবিমুক্ত;
অসম্মোহ চিত্ত যিনি আয়তন সবের উদয়-ব্যয় করে দর্শন,
চিত্ত তার হয় সম্যকভাবে বিমুক্ত;
সেরূপ বিমুক্ত, প্রশান্ত চিত্ত ভিক্ষুর আর
অন্য করণীয় নাই।

নিরেট শৈল্য যেমন বাতাসে আন্দোলিত নহে কদাচন;
সেরূপে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বা ইষ্টানিষ্ট
বিষয়ে তিনি প্রকম্পিত না হন।
চিত্ত তার স্থিত, বিপ্রমুক্ত এবং শুধুমাত্র অনিত্যতা দর্শন করে।

সোণ সূত্র সমাপ্ত

২. ফগ্গুন সূত্র

৫৬.১. সেই সময় আয়ুষ্মান ফগ্গুন[১] অসুস্থ, দুঃখীত এবং পীড়াগ্রস্ত ছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান সকাশে উপনীত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "ভন্তে, আয়ুষ্মান ফগ্গুন অসুস্থ, দুঃখীত, পীড়াগ্রস্ত। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান অনুকম্পাপূর্বক আয়ুষ্মান ফগ্গুনের নিকট গমন করেন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মত হলেন। অতঃপর ভগবান সন্ধ্যায় ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ফগ্গুনের নিকট গেলেন। আয়ুষ্মান ফগ্গুন দূর হতেই ভগবানকে আগমনরত দেখে বিছানায় উঠে বসলেন। অতঃপর ভগবান এসে ফগ্গুনকে বললেন, "হে ফগ্গুন, তোমার উঠার প্রয়োজন নেই। অন্য প্রজ্ঞাপ্ত আসন আছে। আমি তাতেই বসব।" ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। আসনে উপবিষ্ট হয়ে ভগবান আয়ুষ্মান ফগ্গুনকে এরূপ বললেন :

৩. "ফগ্গুন তোমার রোগ উপশম হচ্ছে কি? আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে কি? তোমার দুঃখবেদনা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাচ্ছে কি? তোমার ব্যাধি বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে?"

"ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না। আমার রোগের দুঃখ-যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণও নাই। বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভন্তে, কোনো বলবান ব্যক্তি তীক্ষ্ণ তলোয়ার দ্বারা মস্তক বিদীর্ণ করার ন্যায় অধিক মাত্রায় বায়ু আমার শরীরের ঊর্ধ্বে যন্ত্রণা সৃষ্টি করছে। ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না। আমার রোগের দুঃখ-যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণও

---

[১]। সংযুক্তনিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠায় উক্ত ফগ্গুন আর আলোচ্য গ্রন্থের ফগ্গুন সম্ভবত একই।

নাই। বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভন্তে, বলবান ব্যক্তি চামড়ার ফালি দ্বারা দৃঢ়রূপে মস্তক বন্ধন করার মতোন অধিক মাত্রায় আমার মাথায় যন্ত্রণা করছে। ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না। আমার রোগের দুঃখ-যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণও নাই। বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভন্তে, দক্ষ কসাই কিংবা তার শিষ্য যেমন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গরুর নাড়িভুঁড়ি বাহির করে; ঠিক তদ্রূপ, আমার পেটে অধিক বায়ুহেতু নিদারুণ যাতনা হচ্ছে। ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না। আমার রোগের দুঃখ-যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণও নাই। বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যেমন, ভন্তে, দুইজন বলবান ব্যক্তি দুর্বলতর পুরুষকে জোড়পূর্বক ধরে নিয়ে অঙ্গার গর্তে দগ্ধ এবং উত্তপ্ত করার ন্যায় আমার শরীরে অত্যধিক দাহ হচ্ছে (জ্বর-তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে)। ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না। আমার রোগের দুঃখ-যাতনা না কমে বাড়ছে।হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণও নাই। বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান ফগ্গুনকে ধর্মকথায় বুঝালেন, গ্রহণ করালেন এবং ধর্মকথার দ্বারা তাকে উৎসাহিত ও পুলকিত করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। ভগবানের প্রস্থানের পর আয়ুষ্মান ফগ্গুন কালগত হলেন। মরণকালে তার ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত নির্মল হয়েছিল। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৫. "ভন্তে, আয়ুষ্মান ফগ্গুন ভগবানের প্রস্থানের পর পরই মারা গিয়েছিল। মৃত্যুকালে তার ইন্দ্রিয়সমূহ নির্মল দেখাচ্ছিল।"

"হে আনন্দ, ফগ্গুন ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়সমূহ কেন নির্মল হবে না! আনন্দ, পঞ্চবিধ নিম্নভাগীয় সংযোজন[১] হতে ফগ্গুন ভিক্ষুর চিত্ত অবিমুক্ত ছিল। কিন্তু,

---

[১]। নিম্নভাগীয় সংযোজন বা ওরম্ভভাগীয় সংযোজনানি। বৌদ্ধসংস্কৃত দিব্যাবদানে একে 'অবরভাগীয়' বলা হয়েছে। এই নিম্ন বা অধঃ ভাগীয় পঞ্চ সংযোজন হচ্ছে : ১. সৎকায়দৃষ্টি, ২. বিচিকিৎসা, ৩. শীলব্রত-পরামর্শ, ৪. কামচ্ছন্দ, এবং ৫. ব্যাপাদ। থেরীগাথায় এই শব্দের অদ্ভুত সংযোজনা পরিলক্ষিত হয়, যেমন 'ওরম্ভাগ-মনীয'। কিন্তু থেরগাথা অর্থকথা ও টীকায় 'ওরং আগমনীয' (সম্ভবত 'ভ' অক্ষরের নিস্প্রয়োজন)।

আমা কর্তৃক প্রদত্ত সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে পঞ্চবিধ নিম্নভাগীয় সংযোজন হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়।

৬. হে আনন্দ, যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ এবং যথাসময়ে ধর্মের নিগূঢ় অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার ছয়টি সুফল রয়েছে। সেই ছয় প্রকার সুফল কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে, আনন্দ, পঞ্চবিধ নিম্নভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে তখন মৃত্যুকালে তথাগতের দর্শন লাভ করে। তাকে তথাগত এমন ধর্মদেশনা প্রদান করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং সার্থক, সব্যঞ্জক ও কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। সেই ধর্মশ্রবণ করে পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথাসময়ে ধর্মশ্রবণের প্রথম সুফল।

পুনশ্চ, আনন্দ, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে তখন মৃত্যুকালে তথাগতের দর্শন না পেলেও তথাগতের শ্রাবকের দর্শন লাভ করে। তাকে তথাগতের শ্রাবক এমন ধর্মদেশনা প্রদান করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং সার্থক, সব্যঞ্জক ও কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। সেই ধর্মশ্রবণ করে পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথাসময়ে ধর্মশ্রবণের দ্বিতীয় সুফল।

পুনশ্চ, আনন্দ, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে তখন মৃত্যুকালে তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যের দর্শন পায় না। কিন্তু সে যথাশ্রুত ও অধ্যয়নকৃত ধর্মসমূহ চিত্তের দ্বারা চিন্তা করে, বিচার করে এবং সাবধানে বিবেচনা করে। পূর্বে শ্রুত ও অধ্যয়নকৃত ধর্মসমূহ চিন্তা-বিচার এবং সাবধানে বিবেচনা করতে করতে পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথাসময়ে ধর্মের নিগূঢ় অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার তৃতীয় সুফল।

পুনশ্চ, আনন্দ, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত বিমুক্ত হয়। কিন্তু, আসক্তির চরম বিনাশ সাধিত না হওয়ায় তার চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে মৃত্যুকালে তথাগতের দর্শন লাভ করে। তাকে তথাগত এমন ধর্মদেশনা প্রদান করেন আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং সার্থক, সব্যঞ্জক ও কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। সেই ধর্মশ্রবণ করে আসক্তির চরম বিনাশহেতু তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথাসময়ে ধর্মশ্রবণের চতুর্থ সুফল।

পুনশ্চ, আনন্দ, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত বিমুক্ত হয়। কিন্তু, আসক্তির চরম বিনাশ সাধিত না হওয়ায় তার চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে তখন মৃত্যুকালে তথাগতের দর্শন না পেলেও তথাগতের শ্রাবকের দর্শন লাভ করে তাকে তথাগতের শ্রাবক এমন ধর্মদেশনা প্রদান করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং সার্থক, সব্যঞ্জক ও কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। সেই ধর্মশ্রবণ করে আসক্তির চরম বিনাশহেতু তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথাসময়ে ধর্মশ্রবণের পঞ্চম সুফল।

পুনশ্চ, আনন্দ, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত বিমুক্ত হয়। কিন্তু, আসক্তির চরম বিনাশ সাধিত না হওয়ায় তার চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে তখন মৃত্যুকালে তথাগত কিংবা তথাগতের শ্রাবকের দর্শন পায় না। কিন্তু, সে নিজে যথাশ্রুত ও অধ্যয়নকৃত ধর্মসমূহ চিত্তের দ্বারা চিন্তা করে, বিচার করে এবং সাবধানে বিবেচনা করে। পূর্বে শ্রুত ও অধ্যয়নকৃত ধর্মসমূহ চিন্তা-বিচার এবং সাবধানে বিবেচনা করতে করতে আসক্তির চরম বিনাশহেতু তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথাসময়ে ধর্মশ্রবণের ষষ্ঠ সুফল।

হে আনন্দ, যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ এবং যথাসময়ে ধর্মের নিগূঢ় অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার এই ছয়টি সুফল রয়েছে।”

ফগ্গুন সূত্র সমাপ্ত

৩. ষড়বিধ জাতি সূত্র

৫৭.১. একসময় ভগবান রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. “ভন্তে, পূরণকাশ্যপ[১] ছয় জাতির কথা ঘোষণা করেন। যথা : কৃষ্ণ জাতি, নীল জাতি, লোহিত জাতি, হরিদ্রা জাতি, শ্বেত জাতি এবং পরম শ্বেত (বা পবিত্র) জাতি।

---

[১]। বুদ্ধের সমসাময়িক অপর ছয়জন সুপ্রসিদ্ধ লোকনায়ক তথা ধর্মপ্রবক্তাগণের মধ্যে এই পূরণকাশ্যপ ছিলেন একজন। তিনি তার দর্শন অক্রিয়াবাদ প্রচার করতেন জনসমাজে (দীর্ঘনিকায়, ১ম খণ্ড)। হেতু-প্রত্যয়ে অবিশ্বাসী বিধায় তাকে অহেতুবাদীও বলা হতো (সংযুক্তনিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০; ৫ম খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

ভন্তে, এক্ষেত্রে, পূরণকাশ্যপ কর্তৃক কৃষ্ণ জাতি এরূপে বিঘোষিত; যথা : ‘কসাই, শুকর ব্যবসায়ী, পক্ষী শিকারী, ব্যাধ, হিংস্র ব্যক্তি, জেলে, চোর, চোর-ঘাতক, কারাপাল (জেলার jailer) এবং যারা নৃশংস কর্ম করে তারা সকলেই কৃষ্ণ জাতি বা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।”

ভন্তে, পূরণকাশ্যপ কর্তৃক নীল জাতি এরূপে বিঘোষিত; যথা : ‘কন্টক বেষ্টিত ভিক্ষু-শ্রামণ কিংবা যারা কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী তারা সকলেই নীল জাতির অন্তর্ভুক্ত।’

ভন্তে, পূরণকাশ্যপ কর্তৃক লোহিত জাতি এরূপে বিঘোষিত; যথা : ‘নিগ্রন্থ[১] ও লেঙ্গুটিধারীরা *(loin cloth)* লোহিত জাতির অন্তর্গত।’

ভন্তে, পূরণকাশ্যপ কর্তৃক হরিদ্রা জাতি এরূপে বিঘোষিত; যথা : ‘শ্বেতবসনধারী গৃহী ও অচেলক শ্রাবকেরা হরিদ্রা জাতির অন্তর্ভুক্ত।’

ভন্তে, পূরণকাশ্যপ কর্তৃক শ্বেত জাতি এরূপে ঘোষিত; যথা : ‘আজীবক ও আজীবক শ্রাবক শ্বেত জাতির অন্তর্গত।’

ভন্তে, পূরণকাশ্যপ কর্তৃক পরম শ্বেত জাতি এরূপে বিঘোষিত; যথা : নন্দ বৎস,[২] কৃশ সংকিচ্চ[৩] এবং মক্‌খলি গোসাল[৪] হচ্ছে পরম শ্বেত জাতি।’ ভন্তে, পূরণকাশ্যপ কর্তৃক এই ছয় প্রকার জাতি বিঘোষিত বা প্রচারিত হয়।

৩. হে আনন্দ, পূরণকশ্যপের এই ছয় প্রকার জাতির শ্রেণিবিন্যাসের সাথে কি জগতের সকলে মতৈক্য আছে?”

“না ভন্তে, তা নেই বটে।”

“আনন্দ, যেমন কোনো দরিদ্র, কপর্দকশূন্য, অনাঢ্য ব্যক্তি তার অনিচ্ছা

১। বর্তমানের জৈনধর্মকে তৎসময়ে নিগ্রন্থ বলা হতো। নিগ্রন্থ নাথপুত্র ছিলেন এই সন্ন্যাসীদের প্রবক্তা।

২। ইনি আজীবক-প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। আলোচ্য সূত্রসহ দীর্ঘনিকায় অর্থকথা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬২; সুত্তনিপাত অর্থকথা, ১ম খণ্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা প্রভৃতিতে পূরণকাশ্যপ এই **নন্দবৎসকে** পরম শুক্লাভিজাতি বলে মন্তব্য করেন। মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, সচ্চক সূত্রে এই নন্দবৎসের দর্শন, শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

৩। বুদ্ধের সমসাময়িক জনৈক উলঙ্গধর্ম প্রবক্তা ছিলেন এই কৃশ সংকিচ্চ। মধ্যমনিকায় অর্থকথা, ১ম খণ্ডে, আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন, কৃশ হচ্ছে তার নিজ নাম এবং সংকিচ্চ হচ্ছে তার গোত্র।

৪। ‘বিশুদ্ধি লাভে পাপ-পুণ্যেও কোনো হাত নেই’—এরূপ দর্শনে বিশ্বাসী মক্‌খলি গোসাল। **“মা-খলি”** অর্থাৎ **“স্খলিত হয়ো না”** এরূপ গৃহকর্তার নির্দেশকে কেন্দ্র করে তার নাম হয় মক্‌খলি। আর গোয়াল ঘরে জন্মের দরুন ডাকা হতো তাকে গোসাল (দীর্ঘনিকায় অর্থকথা, ১৪৩; মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা)।

সত্ত্বেও অন্য মানুষেরা মাংসখণ্ড অস্ত্র দ্বারা বিখণ্ডিত করে এরূপ বলে যে, 'মহাশয়, এই মাংসখণ্ড আপনার গ্রহণ করা উচিত এবং তজ্জন্য মূল্য প্রদান করা কর্তব্য। ঠিক তদ্রূপ, আনন্দ, সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সম্মতি না নিয়ে তাদের সম্পর্কে এই যে ছয় প্রকার জাতির শ্রেণিবিভাগ পূরণকাশ্যপ দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে; তা সত্যিই মূর্খ, অশিক্ষিত, অক্ষেত্রজ্ঞ ও অদক্ষজন কর্তৃকই প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।

হে আনন্দ, আমি ছয় প্রকার জাতির শ্রেণিবিন্যাস করছি। তা শ্রবণ করো; উত্তমরূপে মনোসংযোগ কর। ভাষণ করছি।"

"তথাস্তু, ভন্তে," বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান বলতে লাগলেন :

৪. "আনন্দ, ছয় প্রকার জাতি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে কোনো কোনো জন কৃষ্ণজাতি হয়ে কৃষ্ণধর্ম প্রাপ্ত হয়। কোনো কোনো জন কৃষ্ণজাতি হয়েও শুক্লধর্ম প্রাপ্ত হয়। কোনো কোনো কৃষ্ণজাতির ব্যক্তি কৃষ্ণ ও শুক্লধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণধর্মই প্রাপ্ত হয়। কেউ কেউ শুক্লজাতি হয়েও কৃষ্ণধর্ম প্রাপ্ত হয়। আবার, কেউ কেউ শুক্লজাতি হয়ে শুক্লধর্মই প্রাপ্ত হয় এবং কোনো কোনো জন শুক্লজাতি হয়েও কৃষ্ণ ও শুক্লধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণধর্মই প্রাপ্ত হয়।

৫. আনন্দ, কিরূপে কোনো কোনো জন কৃষ্ণজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে কৃষ্ণধর্ম প্রাপ্ত হয়?

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি নীচকুলে; যথা : চণ্ডালকুলে, শিকারীকুলে, ঝুড়ি-রথ-নির্মাতাকুলে, ঝাড়ুদারের কুলে এবং দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে, যেখানে অন্ন-পান ভোজন দুষ্প্রাপ্য এবং যেখানে অত্যন্ত কষ্টে খাদ্য ও বস্ত্র লাভ হয়। সে হয় দুর্বর্ণ, কুৎসিত, কদাকার, বহু রোগগ্রস্ত, কানা, হস্তহীন, খঞ্জ বা খোঁড়া ও পঙ্গু। সে অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-যান-প্রসাদনী সামগ্রী, মালা, গন্ধ, শয্যা ও প্রদীপ প্রভৃতি লাভ করতে পারে না। সে কায়, বাক্য ও মনোদ্বারে পাপকর্ম (দুশ্চরিত) সম্পাদন করে। সে তদ্রূপ পাপকর্ম করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এরূপেই, আনন্দ, কৃষ্ণজাতি কৃষ্ণধর্ম প্রাপ্ত হয়।

৬. কিরূপে, আনন্দ, কোনো কোনো জন কৃষ্ণজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও শুক্লধর্ম প্রাপ্ত হয়? এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি নীচকুলে; যথা : চণ্ডালকুলে, শিকারীকুলে, ঝুড়ি-রথ-নির্মাতাকুলে, ঝাড়ুদারের কুলে এবং দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে, যেখানে অন্ন-পান ভোজন দুষ্প্রাপ্য এবং যেখানে অত্যন্ত কষ্টে খাদ্য ও বস্ত্র লাভ হয়। সে হয় দুর্বর্ণ, কুৎসিত, কদাকার, বহু

রোগগ্রস্ত, কানা, হস্তহীন, খঞ্জ বা খোঁড়া ও পঙ্গু। সে অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-যান-প্রসাদনী সামগ্রী, মালা, গন্ধ, শয্যা ও প্রদীপ প্রভৃতি লাভ করতে পারে না। সে কায়, বাক্য ও মনোদ্বারে সদাচরণ করে। সে তদ্রূপ সদাচরণের ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এরূপেই, আনন্দ, কৃষ্ণ জাতি শুক্লধর্ম প্রাপ্ত হয়।

৭. কিরূপে, আনন্দ, কোনো কোনো জন কৃষ্ণজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও কৃষ্ণ ও শুক্লধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণধর্ম প্রাপ্ত হয়? এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি নীচকুলে; যথা : চণ্ডালকুলে, শিকারীকুলে, ঝুড়ি-রথ-নির্মাতাকুলে, ঝাড়ুদারের কুলে এবং দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে, যেখানে অন্ন-পান ভোজন দুষ্প্রাপ্য এবং যেখানে অত্যন্ত কষ্টে খাদ্য ও বস্ত্র লাভ হয়। সে হয় দুর্বর্ণ, কুৎসিত, কদাকার। সে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ প্রব্রজিত হয়ে পঞ্চ নীবরণ[১] পরিত্যাগ করে। প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশকে দুর্বল করে চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থানে[২] নিজ চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এবং বোধ্যঙ্গ,[৩] যথাযথভাবে ভাবনা করে কৃষ্ণ-শুক্লধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণধর্মই প্রাপ্ত হয়। এরূপেই, আনন্দ, কৃষ্ণজাতি কৃষ্ণ ও শুক্লধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণধর্ম প্রাপ্ত হয়।

৮. কিরূপে, আনন্দ, কোনো কোনো শুক্লজাতি কৃষ্ণধর্ম প্রাপ্ত হয়?

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি উচ্চকুল; যথা : মহাসম্পদশালী, আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভুত স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-উপকরণ এবং ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কিংবা গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করে। সে হয় অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোরম, অতীব সুশ্রী। সে অন্ন-পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ, প্রসাদনী সামগ্রী, শয্যা ও প্রদীপ প্রভৃতি লাভ করে। কিন্তু, সে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা অসদাচরণ করে। ফলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এরূপেই, আনন্দ, শুক্লজাতি কৃষ্ণধর্ম প্রাপ্ত

---

[১]। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, ও বিচিকিৎসা। বিশুদ্ধিমার্গ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০ দ্রষ্টব্য।

[২]। কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, এবং ধর্মানুদর্শন। দ্রষ্টব্য : দীর্ঘনিকায়, মহাবর্গ, সতিপট্‌ঠান সুত্তং, ২০৫ পৃষ্ঠা অনুবাদক : ভিক্ষু শীলভদ্র।

[৩]। বোধি+অঙ্গ = বোধ্যঙ্গ। বোধ্যঙ্গ হচ্ছে পরমার্থ জ্ঞানের মৌলিক অংশ বিশেষ। বোধ্যঙ্গ সাত প্রকার; যথা : স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা। (অনু. ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ শ্রী স্থবির, মহাসতিপট্‌ঠান টীকা-টীপ্পনী, পৃষ্ঠা ৩৫ দ্রষ্টব্য)।

হয়।

৯. কিরূপে, আনন্দ, কোনো কোনো শুক্লজাতি শুক্লধর্ম প্রাপ্ত হয়?

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি উচ্চকুল; যথা : মহাসম্পদশালী, আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভুত স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-উপকরণ এবং ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কিংবা গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করে। সে হয় অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোরম, অতীব সুশ্রী। সে অন্ন-পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ, প্রসাদনী সামগ্রী, শয্যা ও প্রদীপ লাভ করে। সে কায়, বাক্য ও মনোদ্বারে পুণ্যকর্মরূপ সদাচরণ করে। সে তদ্রূপ সদাচরণের ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এরূপেই, আনন্দ, শুক্লজাতি শুক্লধর্ম প্রাপ্ত হয়।

১০. কিরূপে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি শুক্লজাতির অন্তর্গত হয়েও কৃষ্ণ ও শুক্লধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণধর্মই প্রাপ্ত হয়?

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোনো কোনো ব্যক্তি উচ্চকুল; যথা : মহাসম্পদশালী, আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভুত স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-উপকরণ এবং ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কিংবা গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করে। সে হয় অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোরম, অতীব সুশ্রী। সে অন্ন-পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ, প্রসাদনী সামগ্রী, শয্যা ও প্রদীপ প্রভৃতি লাভ করে। সে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্বক কাষায়বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ প্রব্রজিত হয়ে পঞ্চ নীবরণ পরিত্যাগ করে। প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশকে দুর্বল করে চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থানে নিজ চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এবং বোধ্যঙ্গ যথাযথভাবে ভাবনা করে কৃষ্ণ ও শুক্লধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণধর্মই প্রাপ্ত হয়। আনন্দ, এই হচ্ছে ছয় প্রকার জাতির শ্রেণিবিন্যাস।”

ষড়বিধ জাতি সূত্র সমাপ্ত

৪. আসব সূত্র

৫৮.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভের যোগ্য বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হন। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর যে-সমস্ত আসব[১] সংবর দ্বারা প্রহাণযোগ্য,

---

[১]। **আসবন্তী** বা আসবা। সবন্তি পবত্তন্তি (প-সূ)। আস্রাবিত হয় অর্থে আসব বা আসব। দীর্ঘ দিন সংরক্ষিত মদ্যাদিকে সাধারণত লোকে আসব (আসক্) বলে জানে। অতএব

তৎ-সমস্ত তার সংবর[১] দ্বারা প্রহীণ হয়। যে-সমস্ত আসব প্রতিসেবন[২] দ্বারা প্রহাণযোগ্য, তৎ-সমস্ত তার প্রতিসেবন দ্বারা প্রহীণ হয়। যে-সমস্ত আসব সহিষ্ণুতার দ্বারা প্রহাণযোগ্য, তৎ-সমস্ত তার সহিষ্ণুতার দ্বারা প্রহীণ হয়। যে-সমস্ত আসব পরিবর্জন দ্বারা প্রহাণযোগ্য, তৎ-সমস্ত তার পরিবর্জন দ্বারা প্রহীণ হয়। যে-সমস্ত আসব অপনোদনের দ্বারা প্রহাণযোগ্য, তৎ-সমস্ত তার অপনোদনের দ্বারা প্রহীণ হয়। যে-সমস্ত আসব ভাবনার[৩] দ্বারা প্রহাণযোগ্য, তৎ-সমস্ত তার ভাবনার দ্বারা প্রহীণ হয়।

৩. হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে আসবরাশি সংবর দ্বারা প্রহাণতব্য, যা সংবর দ্বারাই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষু বিবেচনাপূর্বক জেনে জেনে (প্রতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে) চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়-সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু বিবেচনাপূর্বক জেনে জেনে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে-সকল আসব ও ক্লেশপরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু বিবেচনাপূর্বক জেনে জেনে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়-সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়-সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়-সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু বিবেচনাপূর্বক জেনে জেনে রসনা-ইন্দ্রিয়-সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। রসনা-ইন্দ্রিয়-সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, রসনা-

---

আসব এমন এক বস্তু যাতে অত্যন্ত মত্ততা বা আসক্তি জন্মে। এ স্থলে আসব বলতে এমন এক ধর্মকে বুঝানো হচ্ছে, যা হতে দুঃখ ও ক্লেশ স্রাবিত ও প্রসূত হয়।

[১]। **সংবর** 'সংবর' অর্থে সংযম। সংবরের পূর্বে কোপ বা উত্তেজিতভাব সূচিত হয়। যথা : "হর, হর! কোপ সংবর সংবর।" অতএব বিষ্কম্ভন বা নিরস্ত করাই সংবরের উদ্দেশ্য।

[২]। **'প্রতিসেবন'** অর্থে জ্ঞান সংবর বা প্রত্যবেক্ষণসহ প্রতিসেবন, অর্থাৎ ব্যবহার্য দ্রব্যের যথার্থ ব্যবহার।

[৩]। **ভাবনা**—এ স্থলে 'ভাবনা' অর্থে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনা; প্রত্যবেক্ষণ, অনুশীলন দ্বারা স্মৃতি, বীর্য, প্রভৃতি সপ্ত বোধ্যঙ্গ বর্ধিত করা।

ইন্দ্রিয়-সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু বিবেচনাপূর্বক জেনে জেনে ত্বক-ইন্দ্রিয়-সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। ত্বক-ইন্দ্রিয়-সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, ত্বক-ইন্দ্রিয়-সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু বিবেচনাপূর্বক জেনে জেনে মন-ইন্দ্রিয়-সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। মন-ইন্দ্রিয়-সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, মন-ইন্দ্রিয়-সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় সংবর দ্বারা প্রহাণতব্য আসবরাশি, যা সংবর দ্বারাই প্রহীণ হয়।

৪. ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব প্রতিসেবন দ্বারা পরিত্যাজ্য এবং প্রতিসেবন দ্বারাই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিবেচনা-সহকারে চীবর পরিধান করে; যথা : এই চীবর শুধুমাত্র শীত-উষ্ণতা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, ডাঁশ বা গো-মাছি, মশা, বাতাস, রৌদ্র প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন হতে মুক্তির জন্য এবং লজ্জা নিবারণের জন্যই পরিধান করছি।' সে বিবেচনা-সহকারে পিণ্ডপাত বা আহার পরিভোগ করে; যথা : 'আমি এই পিণ্ড বা আহার ক্রীড়া, মর্দন, মণ্ডন এবং দেহ সৌষ্ঠব্যের জন্য গ্রহণ করছি না। শুধুমাত্র দেহস্থিতির জন্য, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থ, উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন ক্ষুধা-জ্বালা নিবৃতির জন্য এবং যাতে আমার জীবনযাত্রা অনবদ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়, সে জন্যই এই আহার গ্রহণ করছি। সে এইভাবে প্রতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে শয্যাসন পরিভোগ করে; যথা : 'শীতোষ্ণ, ডাঁশ, মশা, বাতাতাপ, সরীসৃপ প্রভৃতির দংশন হতে মুক্তির জন্য, ঋতুভীতি অপনোদন ও নির্জনে সুখ-অবস্থানের নিমিত্ত এই শয্যাসন ব্যবহার করছি।' সে বিবেচনা-সহকারে গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণ ব্যবহার করে; যথা : 'আমার উৎপন্ন ব্যথা-বেদনা প্রতিহত করার জন্য এবং আরোগ্য লাভের জন্যই এই ভৈষজ্যাদি পরিভোগ করছি।' উক্ত প্রকার ব্যবহার্য বস্তুসমূহ পরিভোগ না করলে ভিক্ষুর নিকট যে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ তার নিকট উৎপন্ন হয় না, যদি সে উক্ত প্রকার ব্যবহার্য বস্তুসমূহ পরিভোগ করে। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় প্রতিসেবন বা পরিভোগ দ্বারা পরিত্যাজ্য আসব, যা পরিভোগের মাধ্যমেই প্রহীণ হয়।

৫. ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব সহিষ্ণুতার দ্বারা পরিত্যাজ্য এবং সহিষ্ণুতার মাধ্যমেই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিবেচনার সাথে ধৈর্য ধরে। সে শীতোষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, ডাঁশ, মশা, বাতাস-তাপ, সরীসৃপের সংস্পর্শে ধৈর্যশীল হয়। দুর্বাক্য, অপ্রীতিজনক এবং নিন্দাবাক্য সহ্য করে। সে উৎপন্ন তীব্র, যন্ত্রণাদায়ক, পীড়নকর, অপ্রীতিকর, অমনোজ্ঞ ও প্রাণ হরণকারী কায়িক দুঃখবেদনা সহিষ্ণু প্রকৃতির হয়। ভিক্ষুগণ, যদি সে সহিষ্ণু প্রকৃতির হয়, তাহলে অসহিষ্ণুতার দরুন যে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়, সে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ তার উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় সহিষ্ণুতার দ্বারা পরিত্যাজ্য আসব, যা সহিষ্ণুতার মাধ্যমেই প্রহীণ হয়।

৬. ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব পরিবর্জন দ্বারা পরিত্যাজ্য এবং পরিবর্তনের মাধ্যমেই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিবেচনা-সহকারে চণ্ড হস্তী, চণ্ড অশ্ব, চণ্ড গরু, চণ্ড সর্প-কুকুর পরিবর্জন করে। সে গোঁজ (কাঁটা গাছের গোড়া), ও কন্টকময় স্থান, গভীর খাদ, প্রপাত, মলকুণ্ড এবং ডোবা পরিহার করে চলে। যেরূপ অযোগ্য আসনে উপবেশন করলে, যেরূপ অবিচরণযোগ্য স্থানে বিচরণ করলে এবং যাদৃশ পাপীমিত্রের সাহচর্য করলে বিজ্ঞ-সব্রহ্মচারীগণ ব্যক্তি বিশেষকে পাপ স্থানগত বলে ধারণা করতে পারেন; সেরূপ অযোগ্য আসন, অবিচরণযোগ্য স্থান ও তাদৃশ পাপীমিত্রদের সে পরিহার করে চলে। ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত বিষয় পরিবর্জন না করলে আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত বিষয় পরিহার করার ফলে সে-সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় পরিবর্জনের দ্বারা পরিত্যাজ্য আসব, যা পরিবর্জনের মাধ্যমেই প্রহীণ হয়।

৭. ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব অপনোদন দ্বারা পরিত্যাজ্য এবং অপনোদনের মাধ্যমেই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিবেচনা-সহকারে উৎপন্ন কাম-চিন্তা (বিতর্ক) পোষণ না করে তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশসাধন করে এবং চরম নিবৃত্তি ঘটায়। সে বিবেচনা-সহকারে উৎপন্ন ব্যাপাদ-চিন্তা (দ্বেষ) পোষণ না করে পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশসাধন করে এবং চরম নিবৃত্তি ঘটায়। সে বিবেচনা-সহকারে উৎপন্ন বিহিংসা-চিন্তা (ক্ষতিকর চিন্তা) পোষণ না করে তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশসাধন করে এবং চরম নিবৃত্তি ঘটায়। এমনকি সে উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন পাপ-

অকুশলধর্মসমূহও পোষণ না করে তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশসাধন করে এবং চরম নিবৃত্তি ঘটায়। ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত বিষয় অপনোদন না করলে আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে-সমস্ত বিষয় যদি পরিহার করা হয় তবে আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় অপনোদন দ্বারা পরিত্যাজ্য আসব, যা অপনোদনের মাধ্যমেই প্রহীণ হয়।

৮. ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব ভাবনার দ্বারা পরিত্যাজ্য এবং ভাবনার মাধ্যমেই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু প্রতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞান বা বিবেচনা-সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত এবং বিমুক্তি পরিণামী স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। সে বিবেচনা-সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত এবং বিমুক্তি পরিণামী ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ (বা উপদেশাবলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান) ভাবনা করে। সে বিবেচনা-সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত এবং বিমুক্তি পরিণামী বীর্য-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। সে বিবেচনা-সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত এবং বিমুক্তি পরিণামী প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। সে বিবেচনা-সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত এবং বিমুক্তি পরিণামী প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি)-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। সে বিবেচনা-সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত এবং বিমুক্তি পরিণামী সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। সে বিবেচনা-সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত এবং বিমুক্তি পরিণামী উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত বিষয় ভাবিত না করলে আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়, সে-সমস্ত বিষয় যদি ভাবিত হয় তাহলে আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ আর উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় ভাবনা দ্বারা পরিত্যাজ্য আসব যা ভাবনার মাধ্যমেই প্রহীণ হয়।

ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলি বা বন্দনার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হন।"

আসব সূত্র সমাপ্ত

৫. দারুকর্মিক সূত্র

৫৯.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান নাতিকের ইষ্টকশালায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর গৃহপতি দারুকর্মিক[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হওয়ার পর গৃহপতি দারুকর্মিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২. "হে গৃহপতি, আপনার কুলগৃহে কি দান দেয়া হয়?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমার গৃহে দান দেয়া হয়। ভন্তে, যে-সকল ভিক্ষুরা আরণ্যিক,[২] পিণ্ডপাতিক,[৩] পাংশুকুলিক,[৪] অর্হৎ কিংবা অর্হত্ত্বমার্গ লাভের জন্য রত আছেন, তাদেরকেই আমার কুলগৃহে দান দেয়া হয়।"

"গৃহপতি, আপনার ন্যায় কামভোগী, সন্তানাদির দায়-দায়িত্বে অবস্থানকারী, কাশী-চন্দন ব্যবহারকারী, মালা-গন্ধ-প্রসাধনী ব্যবহারকারী, স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণকারী গৃহীর পক্ষে অর্হৎ কিংবা অর্হত্ত্বমার্গ লাভে প্রয়াসীদের জানা কষ্টসাধ্য।

৩. গৃহপতি, যদি আরণ্যিক ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্তভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়পরবশ হন, তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি আরণ্যিক ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী,

---

[১]। **দারুকর্মিক**—ইনি মূলত গাছ ব্যবসায়ী ছিলেন। গাছের ব্যবসা করতেন বলে সকলের নিকট ইনি দারুকর্মিক নামেই পরিচিত ছিলেন। অঙ্গুত্তরনিকায়, ষষ্ঠক নিপাত অর্থকথা।

[২]। **আরণ্যিক**—গ্রামান্ত শয়নাসন পরিত্যাগপূর্বক অরণ্যে অবস্থানকারীকে আরণ্যিক বলে। মূলত ১৩ প্রকার ধুতাঙ্গের মধ্যে একটি হচ্ছে এই আরণ্যিক ধুতাঙ্গ-ব্রত।

[৩]। যে ভিক্ষু দায়ক প্রদত্ত ১৪ প্রকার ভত্ত বা আহার গ্রহণ হতে বিরত হয়ে শুধুমাত্র পিণ্ডচরণ লব্ধ আহারে স্থিত থাকে তাকে পিণ্ডপাতিক বলা হয়। যদি দায়ক সেরূপ ভিক্ষুকে সংঘভত্ত গ্রহণ করুন ইত্যাদি না বলে আমাদের গৃহে ভিক্ষুসংঘ ভিক্ষা গ্রহণ করছেন আপনিও ভিক্ষা গ্রহণ করুন বলে দান করে তবে সেসকল আহার পিণ্ডপাতিক ভিক্ষু গ্রহণ করতে পারে। বিস্তারিত দেখুন—বিশুদ্ধিমার্গ, ধুতাঙ্গ নির্দেশ, ৮১ পৃষ্ঠা অনুবাদক : শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী।

[৪]। পাংশু শব্দের অর্থ কুৎসিত, বিরূপতা বুঝায়। পাংশুকুল অর্থে যে-স্থানে কুৎসিত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ফেলে দেয়া হয় সে-স্থানই পাংশুকুল। সেই পরিত্যক্ত আবর্জনা স্তূপ হতে সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অল্পেচ্ছুতাদি শীল-প্রতিপদা পরিপূরণ ইচ্ছায় চীবর তৈরি করে ব্যবহারকারী ভিক্ষুকে বলা হয় পাংশুকুলিক। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য—বিশুদ্ধিমার্গ, ধুতাঙ্গ নির্দেশ, ৭৬ পৃষ্ঠা অনুবাদক : শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী।

সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন, তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

গৃহপতি, যদি গ্রামান্ত বিহারী ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্তভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়পরবশ হন, তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি গ্রামের অন্তে অবস্থানকারী ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন, তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

গৃহপতি, যদি পিণ্ডচারিক ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্তভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়পরবশ হন, তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি পিণ্ডচারিক ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন, তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

গৃহপতি, যদি নিমন্ত্রণজীবী[১] ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্তভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়পরবশ হন, তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি নিমন্ত্রণজীবী ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন, তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

গৃহপতি, যদি পাংশুকুলিক ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্তভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়পরবশ হন, তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি পাংশুকুলিক ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন, তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

গৃহপতি, যদি দায়ক প্রদত্ত চীবর ব্যবহারকারী ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্তভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত-চিত্ত

---

[১]। নেমন্তনিক—যে ভিক্ষু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন অথবা নিমন্ত্রণের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করেন (অঙ্গুত্তরনিকায় অর্থকথা বা মনোরথপূরণী; পালি-বাংলা অভিধান, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির)।

এবং ইন্দ্রিয়পরবশ হন, তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি দায়ক প্রদত্ত চীবর ব্যবহারকারী ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন, তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

যা হোক, গৃহপতি, আপনি সংঘের উদ্দেশেই দান দিন। সংঘের উদ্দেশ্যে দান দিলে আপনার চিত্ত প্রসন্ন হবে এবং তাই আপনি প্রসন্নচিত্ত হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকেই উৎপন্ন হবেন।"

"ভন্তে, তাহলে আজ হতে আমি সংঘের উদ্দেশ্যেই দান দিব।"

দারুকর্মিক সূত্র সমাপ্ত

৬. হস্তী সারিপুত্র সূত্র

৬০.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান বারাণসীর নিকটস্থ ঋষিপতনের মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে বহু স্থবির ভিক্ষু আহারকৃত্য সমাপনের পর সভাগৃহে একত্রিত হওত অভিধর্ম বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান চিত্তহস্তী সারিপুত্র[১] সেই স্থবির ভিক্ষুদের অভিধর্মবিষয়ক আলোচনার মাঝে মাঝে বিঘ্নতা সৃষ্টি করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান চিত্তহস্তী সারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২. "হে আয়ুষ্মান চিত্তহস্তী সারিপুত্র, স্থবির ভিক্ষুদের অভিধর্মবিষয়ক আলোচনার মধ্যে অন্তরায় করবেন না। ভিক্ষুদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন" এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান চিত্তহস্তী সারিপুত্রের বন্ধুস্থানীয় ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিককে এরূপ বললেন :

"হে আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক, আয়ুষ্মান চিত্তহস্তী সারিপুত্রকে অবজ্ঞা করবেন না। তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত। আয়ুষ্মান চিত্তহস্তী সারিপুত্র স্থবির ভিক্ষুগণের সাথে অভিধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতে সক্ষম।"

---

[১]। আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী সারিপুত্রের পরিচয় বিশেষ খুঁজে পাই নি। তবে আলোচ্য সূত্রে বহু স্থবিরের অভিধর্মবিষয়ক ধর্মালোচনার প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে ধর্মপদ অর্থকথা, ২য় খণ্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠায়। বহু স্থবিরের স্থলে শুধুমাত্র মহামৌদ্গাল্লায়ন ও মহাকোট্ঠিকের মধ্যকার ধর্মালোচনার কথা বিধৃত হয়েছে। চিত্ত হস্তী সারিপুত্র স্থবির অতীতে কাশ্যপ বুদ্ধের আমলে জনৈক ভিক্ষুকে গৃহী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। অর্হত্ত্ব লাভের হেতু থাকার পরও তিনি সেই পূর্বকৃত পাপের দরুন সাতবার প্রব্রজ্যা জীবনে আসা-যাওয়া করার পর সপ্তমবারে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। অর্থকথা।

৩. হে বন্ধুগণ, অপরের চিত্তের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাতজনের পক্ষে ইহা জানা অতীব কঠিন। এক্ষেত্রে, (এই জগতে—অর্থকথা) বন্ধুগণ, কোনো কোনো পুদ্গল বা ব্যক্তি যাবৎ শাস্তা কিংবা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারীকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করেন তাবৎ তিনি বিনীতের বিনীত, বিনম্র হতেও বিনম্র এবং উপশান্তের ন্যায় শান্ত হন। পরে যখন তিনি শাস্তা এবং গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারীদের পরিত্যাগপূর্বক অন্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

উপমাস্বরূপ, বন্ধুগণ, মনে করো, শস্যভোজী গরু দড়ি দ্বারা শৃঙ্খলিত বা গোয়াল ঘরে অবরুদ্ধ হয়েছে। যদি কেউ মন্তব্য করে যে, 'এই শস্যভোজী গরু এখন আর শস্য খেতে পারবে না।' তবে কি তার মন্তব্য যথার্থ বলে প্রতীত হয়?

"না বন্ধু"।

"হে বন্ধুগণ, সত্যিই তদ্রূপ কারণ বিদ্যমান; যথা : সেই শস্যভোজী গরু শৃঙ্খল ছিন্ন করে কিংবা গোয়াল ঘর ভেঙে পুনরায় শস্যাদির ক্ষেত্রে গমন করবে। ঠিক তদ্রূপ, বন্ধুগণ, এই জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আছেন যিনি যাবৎ শাস্তা কিংবা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারীকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করেন তাবৎ তিনি বিনীতের বিনীত, বিনম্র হতেও বিনম্র এবং উপশান্তের ন্যায় শান্ত হন। পরে যখন তিনি শাস্তা এবং গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারীদের পরিত্যাগপূর্বক অন্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৪. হে বন্ধুগণ, এই জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আছেন যিনি কামনা ও অকুশলধর্ম হতে পৃথক হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি প্রথম ধ্যানলাভী' এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ-

মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

(উপমাস্বরূপ) বন্ধুগণ, মনে করো, বৃষ্টিদেব প্রচুর বর্ষণের মাধ্যমে চৌরাস্তার যাবতীয় ময়লারাশি অপসৃত করল এবং কাদা-আবিলতা পরিষ্কার করল। যদি কেউ তখন মন্তব্য করে যে, 'অমুক চৌরাস্তায় আর ধূলি-ময়লা জমবে না।' তবে কি তার মন্তব্য যথার্থ বলে প্রতীত হয়?"

"না বন্ধু"।

"হে বন্ধুগণ, সত্যিই সেই চৌরাস্তায় মানুষ কিংবা গরু যাতায়ত করবে অথবা রৌদ্র-বাতাস রাস্তার আর্দ্রতা নিঃশেষিত করবে, এরূপ কারণ বিদ্যমান। ফলে রাস্তাটি পুনরায় ধূলি-ময়লাপূর্ণ হবে। ঠিক তদ্রূপ, বন্ধুগণ, এই জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আছেন যিনি কামনা ও অকুশলধর্ম হতে পৃথক হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি প্রথম ধ্যানলাভী' এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৫. হে বন্ধুগণ, এই জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আছেন যিনি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত করে অধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক ও বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি দ্বিতীয় ধ্যানলাভী' এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

(উপমাস্বরূপ) বন্ধুগণ, মনে করো, গ্রাম বা নিগমের অনতিদূরে বৃহৎ

জলাশয় আছে। তথায় বৃষ্টিদেব এমন ভারি বর্ষণ করল যাতে পাড়স্থ শামুক-ঝিনুক, নুড়ি-কঙ্কর সমস্তই পানির নিম্নাভিমুখী টানে জলাশয়ে তলিয়ে গেল। তখন যদি কেউ মন্তব্য করে যে, 'অমুক জলাশয়ে আর শামুক-ঝিনুক কিংবা নুড়ি-কঙ্কর দেখা যাবে না।' তবে কি তার মন্তব্য যথার্থই হয়?"

"না বন্ধু"।

"হে বন্ধুগণ, সত্যিই সেই জলাশয়ে গমনপূর্বক মানুষ বা গরু জল পান করবে অথবা বাতাস-রৌদ্র জলাশয়ের আর্দ্রতা কমিয়ে আনবে, এরূপ কারণ বিদ্যমান। ফলে পুনরায় জলাশয়ে শামুক-ঝিনুক কিংবা নুড়ি-কঙ্কর দৃষ্ট হবে। ঠিক সেরূপই বন্ধুগণ, এই জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আছেন যিনি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত করে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক ও বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি দ্বিতীয় ধ্যানলাভী' এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৬. হে বন্ধুগণ, এই জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আছেন যিনি প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করেন। যে ধ্যানস্তরে উপনীত হলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি তৃতীয় ধ্যানলাভী' এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

(উপমাস্বরূপ) বন্ধুগণ, মনে করো, উত্তম খাদ্য খেয়েছে এমন ব্যক্তিকে বিগত সন্ধ্যার বাসি খাদ্য আকৃষ্ট করতে পারে না। তখন যদি কেউ বলে যে, 'অমুক ব্যক্তিকে আর আহারাদি আকৃষ্ট করতে পারবে না'। তবে কি সেই মন্তব্য যথার্থ বলে প্রতীত হয়?"

"না বন্ধু"।

হে বন্ধুগণ, সত্যিই এরূপ কারণ বিদ্যমান যে, উত্তম খাদ্যভোজী ব্যক্তির যাবৎ ভুক্ত খাদ্য পরিপাক না হয়, তাবৎ অন্য খাদ্যে সে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু যখন তার ভুক্ত খাদ্যরস নিঃশেষিত হয়ে পরে তখনই তার অন্য খাদ্যে আকৃষ্টতা সৃষ্টি হয়। ঠিক তদ্রূপই, বন্ধুগণ, এই জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আছেন প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করেন। যে ধ্যানস্তরে উপনীত হলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি তৃতীয় ধ্যানলাভী' এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৭. হে বন্ধুগণ, এই জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আছেন যার শারীরিক সুখ ও দুঃখ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য অস্তগত হয় এবং তিনি সেই না-সুখ, না-দুঃখরূপ উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী' এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

(উপমাস্বরূপ) বন্ধুগণ, মনে করো, পর্বতের সংকীর্ণ উপত্যকায় বায়ু ও ঢেউহীন হ্রদ আছে। তখন যদি কেউ মন্তব্য করে যে, 'অমুক হ্রদে আর ঢেউ সৃষ্টি হবে না'। তবে কি তার মন্তব্য যথার্থই হয়?"

"না বন্ধু,"

"হে বন্ধুগণ, সত্যি এমন কারণ বিদ্যমান, যাতে পূর্বদিক হতে প্রচণ্ড ঝড়ো বৃষ্টি আসে। তাতে সেই হ্রদে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এমনকি পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতেও প্রচণ্ড ঝড়ো বৃষ্টি আসে। তার ফলে সেই হ্রদে

ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। ঠিক তদ্রূপ, বন্ধুগণ, এই জগতে কোনো কোনো ব্যক্তি আছেন যার শারীরিক সুখ ও দুঃখ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য অস্তগত হয় এবং তিনি সেই না-সুখ, না-দুঃখরূপ উপেক্ষা-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী' এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৮. "বন্ধুগণ, এই জগতে এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি সর্ববিধ নিমিত্তে অমনোযোগহেতু নিমিত্তহীন চিত্ত-সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি নিমিত্তহীন চিত্ত-সমাধিলাভী' এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

(উপমাস্বরূপ) বন্ধুগণ, মনে করো, রাজা কিংবা রাজার মহা-আমাত্য চতুরঙ্গী সৈন্য পরিবৃত হয়ে গন্তব্যের অর্ধপথে উপনীত হলেন। অতঃপর অন্যতর বনষণ্ডে একরাত্রি অবস্থানের জন্য স্থিত হলেন। তথায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্যবাহিনী এবং ভেরী, ঢোল ও বাদ্য-শঙ্খের শব্দের দরুন ঝিঁ ঝিঁ পোকাঁর শব্দ অন্তর্হিত হলো। তখন যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, 'অমুক বনে আর ঝিঁ ঝিঁ পোকাঁর শব্দ শোনা যাবে না।' তবে কি তার বাক্য যথার্থ বলে প্রতীত হয়?"

"না বন্ধু"।

"বন্ধুগণ, সত্যিই সেই রাজা কিংবা রাজ আমাত্য যদি সেই বনষণ্ড হতে প্রস্থান করে, তাহলে পুনরায় ঝিঁ ঝিঁ পোকাঁর শব্দ শ্রুত হবে, এরূপ কারণ বিদ্যমান। ঠিক তদ্রূপ, বন্ধুগণ, এই জগতে এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি সর্ববিধ নিমিত্তে অমনোযোগহেতু নিমিত্তহীন চিত্ত-সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি নিমিত্তহীন চিত্ত-সমাধিলাভী' এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ-মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয়

শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুন রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুন শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৯. অতঃপর আয়ুষ্মান চিত্তহস্তী সারিপুত্র অপর সময়ে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্যজীবনে ফিরে গেলেন। তারপর চিত্তহস্তী সারিপুত্রের বন্ধুস্থানীয় ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিকের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিককে এরূপ বললেন :

১০. "আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিক, আপনি কী নিজের চিত্ত দ্বারা চিত্তহস্তী সারিপুত্রের চিত্ত (মানসিক অবস্থা) জ্ঞাত, বিদিত ছিলেন; যথা : 'চিত্তহস্তী সারিপুত্র এই এই সমাপত্তি (ধ্যানস্তর) লাভী; কিন্তু সে শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন গৃহাশ্রমে ফিরে যাবে'? কিংবা দেবগণ কী আপনাকে বলেছেন যে, 'ভন্তে, চিত্তহস্তী সারিপুত্র এই এই সমাপত্তি (ধ্যানস্তর)-লাভী; কিন্তু সে শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন গৃহাশ্রমে ফিরে যাবে'?"

"হে বন্ধুগণ, আমি নিজ চিত্ত দ্বারা চিত্তহস্তী সারিপুত্রের চিত্ত জ্ঞাত ছিলাম; যথা : এই এই সমাপত্তিলাভী হলেও চিত্তহস্তী সারিপুত্র শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক হীনজীবনে ফিরে যাবে। অধিকন্তু, দেবগণও আমাকে জানিয়েছিলেন যে, 'ভন্তে, চিত্তহস্তী সারিপুত্র এই এই সমাপত্তিলাভী, কিন্তু সে শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক হীন গার্হস্থ্যজীবনে ফিরে যাবে।'"

১১. "অতঃপর চিত্তহস্তী সারিপুত্রের বন্ধু স্থানীয় ভিক্ষুবৃন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, চিত্তহস্তী সারিপুত্র এই এই সমাপত্তিলাভী; কিন্তু শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক হীন গৃহীজীবনে ফিরে গেছেন।"

"হে ভিক্ষুগণ, অচিরেই চিত্তহস্তী সারিপুত্র নৈষ্ক্রম্যের (প্রব্রজ্যাজীবনের) গুণ স্মরণ করবে।"

১২. অতঃপর চিত্তহস্তী সারিপুত্র অচিরেই পুনঃ কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করে, কাষায়বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হলেন। তারপর আয়ুষ্মান চিত্তহস্তী সারিপুত্র একাকী, ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও তদ্গত চিত্তে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; সেই অনুত্তর

ব্রহ্মচর্যাবসান ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, প্রাপ্ত হয়ে বাস করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং আসব ক্ষয়ের নিমিত্ত আর অন্য কোনো করণীয় নাই।' আয়ুষ্মান চিত্তহস্তী সারিপুত্র অন্যতর অর্হৎ হলেন।

হস্তী সারিপুত্র সূত্র সমাপ্ত

৭. মধ্য[১] সূত্র

৬১.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান বারাণসীর সন্নিকটস্থ ঋষিপতনের মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে বহু স্থবির ভিক্ষুরা পিণ্ডচারণ হতে প্রত্যাবর্তনের পর আহারকৃত্য সম্পাদন করে বৃত্তাকার চত্বরে (মণ্ডলমাল) একত্রিত হলেন। একত্রিত হলে তাদের মধ্যে এরূপ আলোচনার সূত্রপাত হলো :

২. "বন্ধুগণ, পারায়ণে মৈত্রেয় মানবের প্রশ্নে ভগবান কতৃক ইহা বলা হয়েছে : 'উভয় অন্ত জ্ঞাত হয়ে যে প্রাজ্ঞ মধ্যস্থলে লিপ্ত হয় না; তাকেই আমি বলি মহাপুরুষ, সে-ই ইহলোকে শেলাই অতিক্রম করে।'

৩. বন্ধুগণ, তাহলে প্রথম অন্ত কিরূপ? দ্বিতীয় অন্তই বা কী? এবং মধ্যস্থল কাকে বলে? আর শেলাই-বা কাকে বলে?"

এরূপ ব্যক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৪. "বন্ধুগণ, স্পর্শ হচ্ছে প্রথম অন্ত। স্পর্শের কারণ বা সমুদয় হচ্ছে দ্বিতীয় অন্ত। মধ্যস্থল বলা হয় স্পর্শের নিরোধকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। বন্ধুগণ, শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে জেনে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করেন।"

এরূপ ব্যক্ত হলে অপর ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৫. "বন্ধুগণ, অতীত হচ্ছে প্রথম অন্ত। অনাগত হচ্ছে দ্বিতীয় অন্ত। মধ্যস্থল বলা হয় বর্তমানকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। তৃষ্ণা শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে

---

১. পালি টেক্সট সোসাইটি *(London)* কর্তৃক সম্পাদনায় সূত্রটির নাম 'মজ্ঝে' এর স্থলে 'পারাযণ' দেয়া আছে। আমাদের সম্পাদনায় 'মজ্ঝে' শব্দটি গৃহীত হয়েছে।

জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে জেনে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করেন।”

এরূপ ব্যক্ত হলে আরেক ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৬. “বন্ধুগণ, সুখ হচ্ছে প্রথম অন্ত। বেদনা হচ্ছে দ্বিতীয় অন্ত। অদুঃখ-অসুখ বা উপেক্ষা হচ্ছে মধ্যস্থল এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। তৃষ্ণা শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে জেনে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করেন।”

এরূপ ব্যক্ত হলে অন্য আরেক ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৭. “বন্ধুগণ, নাম[১] হচ্ছে প্রথম অন্ত। রূপ[২] হচ্ছে দ্বিতীয়। অন্তমধ্যস্থল বলা হয় বিজ্ঞানকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। তৃষ্ণা শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে জেনে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করেন।”

এরূপ ব্যক্ত হলে অন্য অপর ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৮. “বন্ধুগণ, ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনকে প্রথম অন্ত বলা হয়। দ্বিতীয় অন্ত হচ্ছে ছয় বাহ্যিক আয়তন। মধ্যস্থল বলা হয় বিজ্ঞানকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। তৃষ্ণা শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে জেনে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করেন।”

এরূপ ব্যক্ত হলে অন্য ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৯. “বন্ধুগণ, সৎকায় (নিজ দেহ বা আত্মবাদ) হচ্ছে প্রথম অন্ত। সৎকায় সমুদয় বা কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় অন্ত। মধ্যস্থল বলা হয় সৎকায় নিরোধকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। তৃষ্ণা শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে

[১]। নাম—বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান।

[২]। রূপ—২৮ প্রকার গোচর রূপকেই বস্তুত রূপ বলা হয়েছে।

জেনে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করেন।"

এরূপ বলা হলে জনৈক ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

১০. "বন্ধুগণ, এতক্ষণ ধরে আমাদের নিজস্ব মন্তব্যই ব্যক্ত হলো। চলুন, এখন আমরা ভগবানের নিকট গমনপূর্বক এই বিষয় জ্ঞাপন করি। ভগবান আমাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করবেন, সেরূপ সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করব।"

"হ্যাঁ বন্ধু" বলে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর সেই স্থবির ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সেই স্থবির ভিক্ষুরা তাদের মধ্যে যেই যেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তৎসমস্তই ভগবানের নিকট খুলে বললেন। তারপর ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন :

১১. "ভন্তে, আমাদের নিজস্ব মন্তব্যের মধ্যে কার মন্তব্য সবচেয়ে উত্তম?"

"হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের সকলের মন্তব্যই সুভাষিত ও উত্তম। অধিকন্তু, (এই পর্যায়ে, এই প্রসঙ্গে) পারায়ণে মৈত্রেয় মানবের প্রশ্নে আমার দ্বারা ভাষিত হয়েছে :

'উভয় অন্ত জ্ঞাত হয়ে যে প্রাজ্ঞ মধ্যস্থলে লিপ্ত হয় না;
তাকেই আমি বলি মহাপুরুষ, সেই ইহলোকে শেলাই মুক্ত।'

তার অর্থ শ্রবণ করো; উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো; আমি বলছি।"

"হ্যাঁ ভন্তে" বলে স্থবির ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন :

"ভিক্ষুগণ, স্পর্শ হচ্ছে প্রথম অন্ত। স্পর্শের কারণ বা সমুদয় হচ্ছে দ্বিতীয় অন্ত। মধ্যস্থল বলা হয় স্পর্শের নিরোধকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। ভিক্ষুগণ, শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে জেনে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহজীবনেই দুঃখের অন্তসাধন করেন।"

মধ্য সূত্র সমাপ্ত

৮. পুরুষেন্দ্রিয় সূত্র

৬২.১. আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান মহতী ভিক্ষুসংঘের সাথে কোশলরাজ্যে পর্যটন করতে করতে যেখানে দণ্ডকপ্পক[১] নামক কোশলদের গ্রাম সেখানে উপনীত হলেন। অতঃপর ভগবান রাস্তা হতে নেমে এক বৃক্ষতলে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। অন্য ভিক্ষুরা বিশ্রামাগার সন্ধানের জন্য দণ্ডকপ্পক গ্রামে প্রবেশ করলেন। অপর দিকে আয়ুষ্মান আনন্দ বহু ভিক্ষুর সাথে অচিরবতী[২] নদীতে স্নানের নিমিত্তে গমন করলেন। অচিরবতী নদীতে স্নান করে উত্থিত হয়ে শরীর শুকানোর জন্য একটি চীবর পরলেন। তারপর জনৈক ভিক্ষু[৩] আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

২. "বন্ধু আনন্দ, পুরো চিত্তকে একীভূত করেই (ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়েই) কী ভগবান দেবদত্তের[৪] সম্পর্কে বলেছিলেন যে 'দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, অচিকিৎস্য; সে কল্পস্থায়ী নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে।' নাকি কোনো দেবতার মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে তা বলেছিলেন?[৫]"

"হে বন্ধু, ভগবান কর্তৃক এরূপই বলা হয়েছিল।" অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন :

৩. "ভন্তে, আমি বহু ভিক্ষুর সাথে অচিরবতী নদীতে স্নানের উদ্দেশ্যে

---

[১]। অচিরবতী নদীর সন্নিকটস্থ কোশলদের নিগম। কোশলরাজ্যে পর্যটনের সময় তথাগত এস্থানে আগমন করেন।

[২]। হিমালয় হতে প্রবাহিত পাঁচটি মহানদীর একটি এই অচিরবতী (বিনয় গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা; সংযুক্তনিকায়, ৫ম খণ্ড, ৩৯ প্রভৃতি)। গ্রীষ্মকালে এর পানি শুকিয়ে বালুর শয্যায় পরিণত হতো (অঙ্গুত্তরনিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০১)।

[৩]। 'জনৈক ভিক্ষু' বলতে এস্থলে দেবদত্তের পক্ষাবলম্বী এক ভিক্ষুর কথাই বুঝানো হচ্ছে (মনোরথপূরণী)।

[৪]। বুদ্ধের মামা সুপ্পবুদ্ধ শাক্য ও মামী অমিতার পুত্র ছিল দেবদত্ত। ভদ্রাকচ্চান বা যশোধরা নাম্নী এক বোন ছিল দেবদত্তের যার সাথে সিদ্ধার্থ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন (মহাবংশ, Edited by Geiger; মহাবংস টীকা, ১৩৬; ধর্মপদ অর্থকথা, তৃতীয় খণ্ড, ৪৪ প্রভৃতি)। বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পর কপিলবাস্তুতে আগমন করলে অন্যান্য কুলপুত্রদের সাথে দেবদত্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন (বিনয় গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)।

[৫]। 'ভগবান জ্ঞাত হয়ে নাকি না জেনে কিংবা বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেবদত্তের সম্পর্কে এরূপ কঠিন মন্তব্য করেছেন' এ বিষয় তলিয়ে দেখার জন্যই এ জিজ্ঞাসা (মনোরথপূরণী)।

গিয়েছিলাম। অচিরবতী নদীতে স্নান করে উত্থিত হয়ে শরীর শুকানোর জন্য একটি চীবর পরে দাঁড়ালাম। তখন জনৈক ভিক্ষু আমার নিকট এসে আমাকে এরূপ বললেন :

হে বন্ধু আনন্দ, ভগবান কী ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে নাকি কোনো দেবতার মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে দেবদত্তের সম্পর্কে বলেছিলেন যে 'দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, অচিকিৎস্য; সে কল্পস্থায়ী নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে ?'

প্রত্যুত্তরে আমি সেই ভিক্ষুকে বললাম, "বন্ধু, ভগবান কর্তৃক এরূপই বলা হয়েছে।"

৪. "হে আনন্দ, সেই ভিক্ষু হয়তো নবীন, অচির প্রব্রজিত হবে। আর স্থবির হলে অবশ্যই সে বাল, মূর্খ। যা আমার দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তৎবিষয়ে কেন সে দ্বিধান্বিত হবে? আনন্দ, দেবদত্ত ব্যতীত আমি অন্য এক ব্যক্তিও দেখছি না, যে আমার দ্বারা সমগ্র চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আনন্দ, যাবৎ আমি দেবদত্তের নিকট কেশাগ্র পরিমাণমাত্র শুক্লধর্ম (কুশলধর্ম) দেখেছি, তাবৎ আমি দেবদত্তের সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করিনি যে, 'দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, অচিকিৎস্য; সে কল্পস্থায়ী নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে।' কিন্তু যখন হতে আমি দেবদত্তের নিকট কেশাগ্র পরিমাণমাত্র শুক্লধর্ম (কুশলধর্ম) আর দেখতে পাইনি, তখনই আমি দেবদত্তের সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছি যে, 'দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, অচিকিৎস্য; সে কল্পস্থায়ী নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে।'

যেমন, আনন্দ, মনে করো কানায় কানায় পূর্ণ মানুষ-পরিমাণ গভীর মলকুণ্ড আছে। যেখানে কোনো ব্যক্তি আপাদমস্তক নিমগ্ন হয়েছে। অতঃপর অন্য কোনো ব্যক্তি নিমজ্জিত লোকটির মঙ্গলকামী, হিতকামী, মুক্তিকামী এবং সেই মলকুণ্ড হতে উদ্ধার করতে ইচ্ছুক হয়ে তথায় উপস্থিত হয়। সে সেই মলকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরে ফিরে সেই নিমজ্জিত ব্যক্তির যে স্থানে ধরে টেনে তুলা যায় সেরূপ কেশাগ্র প্রমাণ অঙ্গও মলে অলিপ্ত অবস্থায় দেখতে পায় না। ঠিক এরূপেই আনন্দ, যখন হতে আমি দেবদত্তের নিকট কেশাগ্র পরিমাণমাত্র শুক্লধর্ম (কুশলধর্ম) আর দেখতে পাইনি, তখনই আমি দেবদত্তের সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছি : 'দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, অচিকিৎস্য; সে কল্পস্থায়ী নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে।' আনন্দ, তোমরা যদি শুনতে চাও, তবে এখন আমি তথাগতের পুরুষ-ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বিশ্লেষণ করব।"

"ভগবান, এখনই সময়, সুগত, এখনই ভগবান কর্তৃক পুরুষ-ইন্দ্রিয়-

জ্ঞান বিশ্লেষণ করার যথার্থ সময়। ভগবানের নিকট হতে তা শ্রবণ করে ভিক্ষুরা ধারণ করবে।"

"তাহলে, আনন্দ, শ্রবণ করো; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি বলছি।"

"তথাস্তু ভন্তে," বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন।

৫. "এক্ষেত্রে, আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট হতে কুশলধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং অকুশলধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, কুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে বিধায় সেই কুশলমূল হতেই পুনরায় কুশল প্রাদুর্ভূত হবে। এরূপে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে অপরিহানধর্মী হবে।' যেমন, আনন্দ, মনে করো, অখণ্ড, অবিকৃত, বায়ু-তাপে অবিনষ্ট, শরৎকালে প্রাপ্ত ও জলবায়ুর উপোযোগী বীজসমূহ উত্তম ক্ষেত্রে তথা উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাহলে তুমি কী অনুমান করবে যে 'এই বীজসমূহ অঙ্কুরোদ্গম হবে এবং বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতা লাভ করবে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"এরূপেই, হে আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট হতে কুশলধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং অকুশলধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, কুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে বিধায় সেই কুশল হতেই পুনরায় কুশল প্রাদুর্ভূত হবে। এরূপে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে অপরিহানধর্মী হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তিসত্তাকে নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষেন্দ্রিয়-জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যৎ উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

৬. এক্ষেত্রে, আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট হতে অকুশলধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং কুশলধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, অকুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে বিধায় সেই অকুশলমূল হতেই

পুনরায় অকুশল প্রাদুর্ভূত হবে। এরূপে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে পরিহানধর্মী হবে।' যেমন, আনন্দ, মনে করো, অখণ্ড, অবিকৃত, বায়ু-তাপে অবিনষ্ট, শরৎকালে প্রাপ্ত ও জলবায়ুর উপোযোগী বীজসমূহ পাথুরে জমিতে (পাথরের উপর) নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাহলে তুমি কী অনুমান করবে যে 'এই বীজসমূহ অঙ্কুরোদ্গম হবে না এবং বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতা লাভ করবে না?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"এরূপেই, হে আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট হতে অকুশলধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং কুশলধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, অকুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে বিধায় সেই অকুশলমূল হতেই পুনরায় অকুশল প্রাদুর্ভূত হবে। এরূপে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে পরিহানধর্মী হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তিসত্তাকে নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষেন্দ্রিয়-জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যৎ উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

৭. এক্ষেত্রে, হে আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কেশাগ্র পরিমাণও শুক্লধর্ম নাই। এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণধর্ম বা অকুশলধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হবে।' যেমন, আনন্দ, মনে করো, খণ্ডিত, বিকৃত, বায়ুতাপে বিনষ্ট বীজসমূহ উত্তম ক্ষেত্র তথা উত্তমরূপে কর্ষিত ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাহলে তুমি কি অনুমান করবে যে 'এই বীজসমূহ অঙ্কুরোদ্গম হবে না এবং বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে না?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"এরূপেই, আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কেশাগ্র পরিমাণও শুক্লধর্ম নাই। এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণধর্ম বা অকুশলধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তিসত্তাকে

নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষেন্দ্রিয়-জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যৎ উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

৮. এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন :

"ভন্তে, এই ত্রিবিধ পুদ্গল বা ব্যক্তির ন্যায় অনুরূপ ত্রিবিধ ব্যক্তির বর্ণনা করা কি সম্ভব?"

"হ্যাঁ আনন্দ, সম্ভব।" এবং ভগবান বলতে লাগলেন :

৯. "এক্ষেত্রে, আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট হতে কুশলধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং অকুশলধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, যে-সমস্ত কুশলের মূল অচ্ছিন্ন আছে, তৎসমস্তেরও মূলোৎপাটন হচ্ছে। এভাবে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে পরিহানধর্মী হবে।' যেমন, আনন্দ, মনে করো, জ্বলন্ত, প্রজ্জ্বলিত, প্রদীপ্ত কয়লা পাথরের উপর নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাহলে কি তুমি অনুমান করবে যে 'এই জ্বলন্ত অঙ্গারসমূহ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করবে না?'"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"যেমন, আনন্দ, তুমি কি মনে করো যে, সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত গেলে আলো অন্তর্হিত হয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"যেমন, আনন্দ, তুমি কি মনে করো যখন সন্ধ্যার পর অর্ধরাত্রিতে মানুষদের আহারের সময় হয়, তখন সম্পূর্ণরূপে আলোক অন্তর্হিত হয়ে অন্ধকার নেমে আসে?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"ঠিক তদ্রূপ, আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট হতে কুশলধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং অকুশলধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, যে-সমস্ত কুশলের মূল অচ্ছিন্ন আছে, তৎসমস্তেরও মূলোৎপাটন হচ্ছে। এভাবে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে পরিহানধর্মী হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তিসত্তাকে নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষেন্দ্রিয়-জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যৎ উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

১০. এক্ষেত্রে, আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট হতে অকুশলধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং কুশলধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। অধিকন্তু, যে-সমস্ত অকুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে, তৎসমস্তেরও মূলোৎপাটন হচ্ছে। এভাবে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে অপরিহানধর্মী হবে।' যেমন, আনন্দ, মনে করো, জ্বলন্ত, প্রজ্জ্বলিত, প্রদীপ্ত কয়লা শুষ্ক তৃণস্তূপ কিংবা কাষ্ঠস্তূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাহলে কি তুমি অনুমান করবে যে 'এই জ্বলন্ত অঙ্গারসমূহ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করবে?'"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"যেমন, আনন্দ, তুমি কি মনে করো যে রাত্রির অবসানে সূর্যোদয় হলে অন্ধকার দূরীভূত হওত আলোক প্রাদুর্ভূত হবে?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

"যেমন, আনন্দ, তুমি কি মনে করো যখন মধ্যাহ্নের পর মানুষদের আহারের সময় হয়, তখন সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোক প্রাদুর্ভূত হয়?"

"হ্যাঁ ভন্তে"।

ঠিক তদ্রূপ, আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট হতে অকুশলধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং কুশলধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। অধিকন্তু, যে-সমস্ত অকুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে, তৎসমস্তেরও মূলোৎপাটন হচ্ছে। এভাবে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে অপরিহানধর্মী হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তিসত্তাকে নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষেন্দ্রিয়-জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যৎ উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

১১. এক্ষেত্রে, আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কেশাগ্র পরিমাণও অকুশলধর্ম বিদ্যমান নাই। এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অনবদ্য

শুক্লধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে ইহজীবনেই পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হবে।' যেমন, আনন্দ, মনে করো শীতল, নির্বাপিত অঙ্গার শুষ্ক-তৃণ কিংবা কাষ্ঠস্তূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাহলে তুমি কি অনুমান করবে যে 'এই কয়লাসমূহ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করবে না?'"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"ঠিক তদ্রূপই, আনন্দ, আমি কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারি যে 'এই ব্যক্তির নিকট কেশাগ্র পরিমাণও অকুশলধর্ম বিদ্যমান নাই। এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অনবদ্য শুক্লধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে ইহজীবনেই পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তিসত্তাকে নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষেন্দ্রিয়-জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যৎ উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

১২. সেক্ষেত্রে, আনন্দ, প্রথম ত্রিবিধ পুদ্গালের মধ্যে একজন অপরিহানধর্মী, একজন পরিহানধর্মী এবং আরেক জন অপায়িক, নারকী। এবং আনন্দ, শেষ তিনজন ব্যক্তির মধ্যে একজন পরিহানধর্মী, একজন অপরিহানধর্মী এবং আরেকজন পরিনির্বাণধর্মী।"

পুরুষেন্দ্রিয়-জ্ঞান সূত্র সমাপ্ত

৯. অন্তর্ভেদী সূত্র

৬৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অন্তর্ভেদী (বা সূক্ষ্ম-পর্যায়) তথা ধর্ম-পর্যায় দেশনা করব। তা শ্রবণ করো, উত্তরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করব।"

"হ্যাঁ ভন্তে," বলে সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন :

২. হে ভিক্ষুগণ, সেই সূক্ষ-পর্যায় তথা ধর্ম-পর্যায় কিরূপ? যথা :

ভিক্ষুগণ, কামসমূহ জ্ঞাতব্য, কামসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কামাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কামসমূহের পরিণাম, কামসমূহের নিরোধ এবং কামসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।

ভিক্ষুগণ, বেদনাসমূহ জ্ঞাতব্য, বেদনাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, বেদনাদির পার্থক্যও জানা উচিত, বেদনাসমূহের পরিণাম, বেদনাসমূহের নিরোধ এবং বেদনাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।

ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহ জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি

স্থান) জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাদির পার্থক্যও জানা উচিত, সংজ্ঞাসমূহের পরিণাম, সংজ্ঞাসমূহের নিরোধ এবং সংজ্ঞাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।

ভিক্ষুগণ, আসবসমূহ জ্ঞাতব্য, আসবসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, আসবাদির পার্থক্যও জানা উচিত, আসবসমূহের পরিণাম, আসবসমূহের নিরোধ এবং আসবসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।

ভিক্ষুগণ, কর্মাদি জ্ঞাতব্য, কর্মসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কর্মাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কর্মসমূহের পরিণাম, কর্মসমূহের নিরোধ এবং কর্মসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।

ভিক্ষুগণ, দুঃখসমূহ জ্ঞাতব্য, দুঃখসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, দুঃখাদির পার্থক্যও জানা উচিত, দুঃখসমূহের পরিণাম, দুঃখসমূহের নিরোধ এবং দুঃখসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।

৩. ভিক্ষুগণ, এই যে বলা হয়েছে—কামসমূহ জ্ঞাতব্য, কামসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কামাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কামসমূহের পরিণাম, কামসমূহের নিরোধ এবং কামসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য। তা কীজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। যথা : চক্ষু দ্বারা দর্শনযোগ্য রূপ, কর্ণ দ্বারা শ্রবণযোগ্য শব্দ, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণযোগ্য গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদনযোগ্য রস এবং কায় দ্বারা অনুভূতিযোগ্য স্পর্শ। সে-সমস্তই ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ (দৃষ্টির আকর্ষণীয় বস্তু), কামোদ্দীপক এবং প্রলোভনকারী। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এইসব কাম নহে। আর্য-বিনয়ে এসবকে কামগুণ নামে অভিহিত করা হয়।

"ইচ্ছাবশে জাত আসক্তি হচ্ছে মানবের কাম,
জগতের বৈচিত্র্যময় বিষয়াদি কদাচ কাম নহে।
সংকল্প রাগই মানবের কাম,
এরূপ কারণেই জগৎ মাঝে বৈচিত্র্য বিদ্যমান,
হলেও পণ্ডিত, ধীর আসক্তির দমন করে থাকেন।"

ভিক্ষুগণ, কামসমূহের আদি কারণ কী? যথা : ভিক্ষুগণ, স্পর্শই কামসমূহের আদি কারণ।

ভিক্ষুগণ, কামাদির পার্থক্য কী? যথা : ভিক্ষুগণ, এক প্রকার কাম রূপের প্রতি, শব্দের প্রতি অন্য প্রকার কাম, গন্ধের প্রতি অন্যরকম কাম, রসের প্রতি অন্যরকম কাম এবং স্পর্শের প্রতি অন্য প্রকার কাম (বা ইন্দ্রিয়পরতা) আছে। আর একেই বলা হয় কামাদির পার্থক্য।

ভিক্ষুগণ, কামসমূহের পরিণতি কী? যথা : ভিক্ষুগণ, পুণ্যভাগী কিংবা

অপুণ্যভাগী কামভোগী জন সেই হেতু হতে জাত আত্মপ্রকৃতি লাভ করে। আর একেই বলা হয় কামসমূহের পরিণাম।

ভিক্ষুগণ, কামসমূহের নিরোধ কিরূপ? যথা : ভিক্ষুগণ, স্পর্শের নিরোধই কামসমূহের নিরোধ হয়। এবং কামাদি নিরোধের উপায় হচ্ছে এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে কামসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, কামাদির আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় কামসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে, 'কামসমূহ জ্ঞাতব্য, কামসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কামাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কামসমূহের পরিণাম, কামসমূহের নিরোধ এবং কামসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

৪. ভিক্ষুগণ, বেদনাসমূহ (অনুভূতি) জ্ঞাতব্য, বেদনাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, বেদনাদির পার্থক্যও জানা উচিত, বেদনাসমূহের পরিণাম, বেদনাসমূহের নিরোধ এবং বেদনাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।' তা কিজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, বেদনা ত্রিবিধ। যথা : সুখবেদনা (সুখানুভূতি), দুঃখবেদনা এবং অদুঃখ-অসুখ বা উপেক্ষা অনুভূতি।

ভিক্ষুগণ, বেদনাসমূহের আদি কারণ কী? যথা : ভিক্ষুগণ, স্পর্শই হচ্ছে বেদনাদির আদি কারণ।

ভিক্ষুগণ, বেদনাদির পার্থক্য কী? যথা : ভিক্ষুগণ, আমিষ সুখবেদনা (আসক্তিপূর্ণ সুখানুভূতি) আছে। নিরামিষ সুখবেদনাও রয়েছে। আমিষ দুঃখবেদনা এবং নিরামিষ দুঃখবেদনা আছে। আবার, আমিষ উপেক্ষাবেদনা ও নিরামিষ উপেক্ষাবেদনাও রয়েছে। আর একই বলা হয় বেদনাদির পার্থক্য।

ভিক্ষুগণ, বেদনাসমূহের পরিণতি কী? যথা : ভিক্ষুগণ, পুণ্যভাগী কিংবা অপুণ্যভাগী অনুভূতিশীল ব্যক্তি সেই হেতু হতে জাত আত্ম অবস্থা বা প্রকৃতি লাভ করে। একেই বলা হয় বেদনাসমূহের পরিণাম।

ভিক্ষুগণ, বেদনাসমূহের নিরোধ কিরূপ? যথা : ভিক্ষুগণ, স্পর্শের নিরোধেই বেদনাসমূহের নিরোধ হয়। এবং বেদনাদি নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য,

সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে বেদনাসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, বেদনাদির আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় বেদনাসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে, 'বেদনাসমূহ জ্ঞাতব্য, বেদনাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, বেদনাদির পার্থক্যও জানা উচিত, বেদনাসমূহের পরিণাম, বেদনাসমূহের নিরোধ এবং বেদনাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

৫. ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহ জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাদির পার্থক্যও জানা উচিত, সংজ্ঞাসমূহের পরিণাম, সংজ্ঞাসমূহের নিরোধ এবং সংজ্ঞাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।' তা কীজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞা ছয় প্রকার। যথা : রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা, গন্ধ-সংজ্ঞা, রস-সংজ্ঞা, স্পর্শ-সংজ্ঞা এবং ধর্ম-সংজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহের উৎপত্তিস্থল তথা আদি কারণ কী? যথা : ভিক্ষুগণ, স্পর্শ হচ্ছে সংজ্ঞাসমূহের আদি কারণ।

ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহের পার্থক্য কী? যথা : ভিক্ষুগণ, রূপের প্রতি পৃথক-সংজ্ঞা, শব্দের প্রতিও পৃথক-সংজ্ঞা, এভাবে গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মের (বা মন দ্বারা বিজ্ঞাত বিষয়) প্রতিও পৃথক পৃথক-সংজ্ঞা হয়। আর একেই বলা হয় সংজ্ঞাসমূহের পার্থক্য।

ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহের পরিণাম কী? যথা : ভিক্ষুগণ, বোহার বা অভ্যাসের পরিণামকে আমি সংজ্ঞা বলি। যেমন কেউ কোনো কিছু জ্ঞাত হলে, সে অন্যকে বলে যে, 'আমি এরূপ সংজ্ঞী।' একেই বলা হয় সংজ্ঞাদির পরিণাম।

ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহের নিরোধ কিরূপ? যথা : ভিক্ষুগণ, স্পর্শের নিরোধেই সংজ্ঞাসমূহের নিরোধ হয়। এবং সংজ্ঞাসমূহ নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে সংজ্ঞাসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, সংজ্ঞাদির আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় সংজ্ঞাসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে, 'সংজ্ঞাসমূহ জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য,

সংজ্ঞাদির পার্থক্যও জানা উচিত, সংজ্ঞাসমূহের পরিণাম, সংজ্ঞাসমূহের নিরোধ এবং সংজ্ঞাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

৬. ভিক্ষুগণ, আসবসমূহ জ্ঞাতব্য, আসবসমূহের আদি কারণও জ্ঞাতব্য, আসবাদির পার্থক্যও জানা উচিত, আসবসমূহের পরিণাম, আসবসমূহের নিরোধ এবং আসবসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।' তা কীজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, আসব তিন প্রকার। যথা : কাম-আসব, ভব-আসব এবং অবিদ্যা-আসব।

ভিক্ষুগণ, আসবসমূহের আদি কারণ কী? যথা : ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাই আসবসমূহের আদি কারণ।

ভিক্ষুগণ, আসবসমূহের পার্থক্য কী? যথা : ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো আসব আছে যা নিরয় গমনের কারণ হয়, কোনো কোনো আসবের জন্য তীর্যক গতি হয়, কোনো কোনো আসবের জন্য প্রেত গতি হয়, কোনো কোনো আসব আছে যার দরুন মনুষ্য গতি লাভ হয় এবং কোনো কোনো আসব আছে যা দেবলোকে গমনের কারণ হয়। একেই বলা হয় আসবসমূহের পার্থক্য।

ভিক্ষুগণ, আসবসমূহের পরিণতি কী? যথা : ভিক্ষুগণ, পুণ্যভাগী কিংবা অপুণ্যভাগী অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তি সেই হেতু হতে জাত আত্মপ্রকৃতি লাভ করে। একেই বলা হয় আসবসমূহের পরিণাম।

ভিক্ষুগণ, আসবসমূহের নিরোধ কিরূপ? যথা : ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার নিরোধেই আসবসমূহের নিরোধ হয়। এবং আসবসমূহ নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে আসবসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, আসবসমূহের আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় আসবসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে, 'আসবসমূহ জ্ঞাতব্য, আসবসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, আসবাদির পার্থক্যও জানা উচিত, আসবসমূহের পরিণাম, আসবসমূহের নিরোধ এবং আসবসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

৭. ভিক্ষুগণ, কর্মাদি জ্ঞাতব্য, কর্মসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কর্মাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কর্মসমূহের পরিণাম, কর্মসমূহের নিরোধ এবং কর্মসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।' তা কীজন্য বলা হয়েছে?

ভিক্ষুগণ, আমি চেতনাকেই কর্ম বলি। কারও কোনো চেতনা জাগ্রত হলেই সে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

ভিক্ষুগণ, কর্মসমূহের আদি কারণ কী? যথা : ভিক্ষুগণ, স্পর্শই হচ্ছে কর্মাদির আদি কারণ।

ভিক্ষুগণ, কর্মাদির পার্থক্য কী? যথা : ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো কর্মের কারণে নরক যাতনা ভোগ করতে হয়, কোনো কোনো কর্মের কারণে তীর্যককুলে জন্ম হতে হয়, কোনো কোনো কর্মের কারণে প্রেতজন্ম লাভ হয়, কোনো কোনো কর্মের দরুন মনুষ্যলোকে জন্ম হতে হয় এবং কোনো কোনো কর্ম দেবলোকে উৎপত্তির কারণ হয়। একে বলা হয় কর্মাদির পার্থক্য।

ভিক্ষুগণ, কর্মাদির পরিণতি কী? যথা : ভিক্ষুগণ, আমি কর্মাদির ত্রিবিধ পরিণতির কথা ঘোষণা করি। যথা : কোনো কোনো কর্মের ফল ইহজীবনেই দিবে, নয়তো অপর সময়ে বিপাক প্রদান করবে, কিংবা অনুক্রমে ফল দিবে। একে বলা হয় কর্মাদির পরিণাম।

ভিক্ষুগণ, কর্মাদির নিরোধ কিরূপ? যথা : স্পর্শের নিরোধেই কর্মাদির নিরোধ হয়। আর কর্মাদি নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে কর্মসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, কর্মসমূহের আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় কর্মসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে, 'কর্মসমূহ জ্ঞাতব্য, কর্মসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কর্মাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কর্মসমূহের পরিণাম, কর্মসমূহের নিরোধ এবং কর্মসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

৮. ভিক্ষুগণ, দুঃখসমূহ জ্ঞাতব্য, দুঃখসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, দুঃখাদির পার্থক্যও জানা উচিত, দুঃখসমূহের পরিণাম, দুঃখসমূহের নিরোধ এবং দুঃখসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।' তা কীজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধিও দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, শোক-পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য (মানসিক বিষাদ) ও উপায়াস (মানসিক যন্ত্রণা) দুঃখ, যা আকাঙ্ক্ষা করা হয় তা অলাভে দুঃখ এবং সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধই দুঃখ।

ভিক্ষুগণ, দুঃখের আদি কারণ কী? যথা : ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণাই দুঃখের আদি

কারণ।

ভিক্ষুগণ, দুঃখের পার্থক্য কী? যথা : ভিক্ষুগণ, অধিক মাত্রায় দুঃখ রয়েছে, অল্পমাত্র বা অকিঞ্চিৎকর দুঃখও আছে, ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয় এরূপ দুঃখ আছে এবং দ্রুত পরিবর্তন হয় এরূপ দুঃখও রয়েছে। একে বলা হয় দুঃখের পার্থক্য।

ভিক্ষুগণ, দুঃখের পরিণতি বা বিপাক কী? যথা : ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তি যেই দুঃখের দ্বারা অভিভূত, নিঃশেষিত চিত্ত হয়ে শোক করে, অবসন্ন হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়; সে সেই দুঃখের দ্বারা অভিভূত ও নিঃশেষিত চিত্ত হয়ে অন্যত্র তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ায় যে, 'আমার এই দুঃখের সমাপ্তি বা নিরোধ সম্পর্কে এক পদ বা দুই পদমাত্রও কে জানে?' ভিক্ষুগণ, আমি এই সম্মোহ অবস্থা ও অন্বেষণ অবস্থাকেই দুঃখ বলি। একেই বলা হয় দুঃখের বিপাক বা পরিণতি।

ভিক্ষুগণ, দুঃখ-নিরোধ কিরূপ? যথা : ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণা নিরোধেই দুঃখের নিরোধ হয়। আর দুঃখ-নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে দুঃখসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দুঃখসমূহের আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় দুঃখসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে, 'দুঃখসমূহ জ্ঞাতব্য, দুঃখসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, দুঃখাদির পার্থক্যও জানা উচিত, দুঃখসমূহের পরিণাম, দুঃখসমূহের নিরোধ এবং দুঃখসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

হে ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে সেই অন্তর্ভেদী বা সূক্ষ্ম পর্যায় তথা ধর্মপর্যায়।"

অন্তর্ভেদী সূত্র সমাপ্ত

১০. সিংহনাদ সূত্র

৬৪.১. "ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার বল বা ক্ষমতা আছে; যে-সমস্ত বলে সমৃদ্ধ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন। সেই ছয় প্রকার বল কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, তথাগত স্থানকে স্থানরূপে যথার্থভাবে জানেন। এবং অস্থানকেও অস্থানরূপে যথার্থভাবে জানেন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত স্থানকে স্থানরূপে এবং অস্থানকে অস্থানরূপে যথার্থভাবে জানেন; ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুন তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যেকোনো বিষয়ে কর্মপ্রাপ্তির হেতু-প্রত্যয়সহ বিপাক যথার্থরূপে জানেন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যেকোনো বিষয়ে কর্মপ্রাপ্তির (সমাদানানং) হেতু-প্রত্যয়সহ বিপাক যথার্থরূপে জানেন; ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুন তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির সংক্লেশ (হানিকর ধর্ম), পবিত্রতা (বিশেষভাগীয় ধর্ম) এবং উত্থানকে যথার্থরূপে জানেন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির সংক্লেশ (হানিকর ধর্ম), পবিত্রতা (বিশেষভাগীয় ধর্ম) এবং উত্থানকে যথার্থরূপে জানেন; ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুন তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন; যেমন : 'এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চলিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি' এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন; যেমন : 'এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চলিশ জন্ম,

পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি' এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুন তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষুর দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে, 'এই সকল সত্ত্বগণ কায়, বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার দরুন দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। পক্ষান্তরে, এই সত্ত্বগণ কায়, বাক্য ও মনোসুচরিত-সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষুর দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে, 'এই সত্ত্বগণ কায়, বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার দরুন দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। পক্ষান্তরে, এই সত্ত্বগণ কায়, বাক্য ও মনোসুচরিত-সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন; ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুন তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায়

নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহজীবনেই আসব ক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, লাভ করে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত ইহজীবনেই আসব ক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, লাভ করে অবস্থান করেন; ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুন তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার হচ্ছে তথাগত বল। যে-সমস্ত বলে সমৃদ্ধ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

৩. তথায়, ভিক্ষুগণ, স্থান বা অস্থানের উপর তথাগতের জ্ঞানের দরুন যদি অপরেরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তবে তথাগত যেরূপ যেরূপ স্থান বা অস্থানের সম্পর্কে যথাভূত জ্ঞানে বিদিত; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, তথাগত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যেকোনো বিষয়ে কর্মপ্রাপ্তির হেতু-প্রত্যয়সহ বিপাক যথার্থরূপে জানেন। তখন যদি অন্যরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তথাগত যেরূপ যেরূপ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে যেকোনো বিষয়ে কর্মপ্রাপ্তির হেতু-প্রত্যয়সহ বিপাক সম্বন্ধে জানেন; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, তথাগত ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তির সংক্লেশ, পবিত্রতা এবং উত্থান সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানেন। তখন যদি অন্যরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তথাগত যেরূপ যেরূপ ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তির সংক্লেশ, পবিত্রতা এবং উত্থান সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানেন; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্বনিবাস সম্পর্কে যথার্থরূপে জানেন। তখন যদি অন্যরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তথাগত যেরূপ যেরূপ পূর্বনিবাস সম্পর্কে যথার্থরূপে জানেন; ঠিক

সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, তথাগত সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে যথার্থরূপে জানেন। তখন যদি অন্যরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তথাগত যেরূপ যেরূপ সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে যথার্থরূপে জানেন; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহজীবনেই আসব ক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, লাভ করে অবস্থান করেন এবং তৎসম্বন্ধে জানেন। তখন যদি অন্যরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তথাগত যেরূপ যেরূপ ইহজীবনেই আসব ক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, লাভ করে অবস্থান করেন এবং তৎসম্বন্ধে জানেন; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, এই যে স্থানকে স্থানরূপে এবং অস্থানকে অস্থানরূপে যথাভূত জ্ঞান, আমি বলি তা সমাহিতেরই (সম্পত্তি) অসমাহিতের নয়। এই যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যেকোনো বিষয়ে কর্মপ্রাপ্তির হেতু-প্রত্যয়সহ বিপাক সম্বন্ধে যথাভূত জ্ঞান; আমি বলি তা শুধুমাত্র সমাহিতেরই সম্পত্তি, অসমাহিতের নয়। এই যে ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির সংক্লেশ, পবিত্রতা এবং উত্থান সম্বন্ধে যথাভূত জ্ঞান; আমি বলি তা শুধুমাত্র সমাহিতেরই সম্পত্তি, অসমাহিতের নয়। এই যে পূর্বনিবাস সম্বন্ধীয় যথাভূত জ্ঞান; আমি বলি তা সমাহিতেরই, অসমাহিতের নয়। এই যে সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান; আমি বলি তা শুধুমাত্র সমাহিত জনেরই সম্পত্তি, অসমাহিতের নহে। এই যে আসবসমূহ ক্ষয়কর জ্ঞান; আমি বলি তা শুধুমাত্র সমাহিত জনেরই সম্পত্তি, অসমাহিত জনের নয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সমাধি হচ্ছে মার্গ আর অসমাধি হচ্ছে অমার্গ।”

সিংহনাদ সূত্র সমাপ্ত

মহাবর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

সোণ, ফগ্গুন, ষড়ভিজাতি, আর আসব সূত্র,
দারুকর্মিক ও হস্তী সারিপুত্র হলো বিবৃত;
মধ্য সূত্র আরও পুরুষ-ইন্দ্রিয়-জ্ঞান সূত্র,
অন্তর্ভেদী, সিংহনাদ যুক্তে মহাবর্গ সমাপ্ত।

৭. দেবতা বর্গ

১. অনাগামীফল সূত্র

৬৫.১. হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অনাগামীফল সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. অশ্রদ্ধা, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, অলসতা, অমনোযোগিতা এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অনাগামীফল সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অনাগামীফল সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. অশ্রদ্ধা, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, অলসতা, অমনোযোগিতা এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অনাগামীফল সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম।

অনাগামীফল সূত্র সমাপ্ত

২. অর্হত্ত্ব সূত্র

৬৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য, মনস্তাপ, অশ্রদ্ধা এবং প্রমাদ। এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে কোনো কেউ অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য, মনস্তাপ, অশ্রদ্ধা এবং প্রমাদ। এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে কোনো কেউ অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম।"

অর্হত্ত্ব সূত্র সমাপ্ত

৩. মিত্র সূত্র

৬৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পাপীমিত্র, পাপীসহায়, পাপীসঙ্গী হয়ে পাপীমিত্রদের সাহচর্যে অবস্থান করার সময়, ভজনা ও শ্রদ্ধা করার সময় এবং তাদের দেখাদেখি আচরণ শিক্ষা করার সময় উত্তম আচরণযুক্ত ধর্মাদি পরিপূর্ণ করবে, তা অসম্ভব। উত্তম আচরণযুক্ত ধর্ম পরিপূর্ণ না করে শৈক্ষ্যধর্ম পূর্ণ করবে, তা অসম্ভব। শৈক্ষ্যধর্ম পরিপূর্ণ না করে শীলাদি পরিপূর্ণ করবে, তা অসম্ভব। শীলাদি পরিপূর্ণ না করে কামরাগ বা রূপরাগ কিংবা অরূপরাগ পরিত্যাগ করবে, তা অসম্ভব।

২. ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণসঙ্গী হয়ে কল্যাণমিত্রদের সাহচর্যে অবস্থান করার সময়, ভজনা ও শ্রদ্ধা করার সময় এবং তাদের দেখাদেখি আচরণ শিক্ষা করার সময় উত্তম আচরণযুক্ত ধর্মাদি পরিপূর্ণ করবে, তা সম্ভব। উত্তম আচরণযুক্ত ধর্ম পরিপূর্ণ করে শৈক্ষ্যধর্ম পূর্ণ করবে, তা সম্ভব। শৈক্ষ্যধর্ম পরিপূর্ণ করে শীলাদি পরিপূর্ণ করবে, তা সম্ভব। শীলাদি পরিপূর্ণ করে কামরাগ বা রূপরাগ কিংবা অরূপরাগ পরিত্যাগ করবে, তা সম্ভব।"

মিত্র সূত্র সমাপ্ত

৪. সঙ্গপ্রিয় সূত্র

৬৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সঙ্গপ্রিয়, সামাজিক আনন্দোপভোগী, সামাজিক সঙ্গানন্দে আসক্ত, জনতাপ্রেমী, জনসংস্রবে আনন্দলাভী এবং জনপ্রীতিসম্পন্ন হয়ে একাকী প্রবিবেক বা নির্জনতায় অভিরমিত হবে, তা অসম্ভব। একাকী নির্জনতায় অভিরমিত না হয়ে চিত্তের নিমিত্ত গ্রহণ করবে, তা অসম্ভব। চিত্তের নিমিত্ত গ্রহণ না করে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবে, তা অসম্ভব। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন না হয়ে সম্যক সমাধি অর্জন করবে, তা অসম্ভব। সম্যক সমাধি অর্জন না করে সংযোজনসমূহ পরিত্যাগ করবে, তা অসম্ভব। সংযোজনসমূহ ত্যাগ না করে নির্বাণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করবে, তা অসম্ভব।

২. ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সঙ্গপ্রিয় নয়, সামাজিক আনন্দোপভোগী নয়, সামাজিক সঙ্গানন্দে অনাসক্ত, জনতাপ্রেমী নয়, জনসংস্রবে আনন্দলাভী নয় এবং জনপ্রীতিহীন; সে একাকী প্রবিবেক বা নির্জনতায় অভিরমিত হবে, তা সম্ভব। একাকী নির্জনতায় অভিরমিত হয়ে চিত্তের নিমিত্ত গ্রহণ করবে, তা সম্ভব। চিত্তের নিমিত্ত গ্রহণ করে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবে, তা সম্ভব। সম্যক

দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে সম্যক সমাধি অর্জন করবে, তা সম্ভব। সম্যক সমাধি অর্জন করে সংযোজনসমূহ পরিত্যাগ করবে, তা সম্ভব। সংযোজনসমূহ ত্যাগ করে নির্বাণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করবে, তা সম্ভব।"

সঙ্গপ্রিয় সূত্র সমাপ্ত

৫. দেবতা সূত্র

৬৯.১. অতঃপর জনৈক দেবতা রাত্রির শেষভাগে কমনীয়রূপে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালেন। অতঃপর একপাশে স্থিত হয়ে সেই দেবতা ভগবানকে এরূপ বললেন :

২. "হে ভন্তে, ছয় প্রকার ধর্ম ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : শাস্তার প্রতি গারবতা, ধর্মের প্রতি গারবতা, সংঘের প্রতি গারবতা, শিক্ষার প্রতি গারবতা, সাদর সম্ভাষণ করা এবং কল্যাণমিত্রতা। ভন্তে, এই ছয় প্রকার ধর্ম ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়।"

সেই দেবতা এইরূপ বললে শাস্তা তা অনুমোদন করেন। 'শাস্তা আমার ভাষণ অনুমোদন করেছেন' তা জানতে পেরে সেই দেবতা ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন।

অতঃপর ভগবান সেই রাত্রির অবসানে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন :

৩. "হে ভিক্ষুগণ, অদ্য রাত্রির শেষ সময়ে জনৈক দেবতা কমনীয়রূপে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিল। উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করার পর একপাশে দাঁড়াল। একপাশে স্থিত হয়ে সেই দেবতা আমাকে এরূপ বলল :

'ভন্তে, ছয় প্রকার ধর্ম ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা : শাস্তার প্রতি গারবতা, ধর্মের প্রতি গারবতা, সংঘের প্রতি গারবতা, শিক্ষার প্রতি গারবতা, সাদর সম্ভাষণ করা এবং কল্যাণমিত্রতা। ভন্তে, এই ছয় প্রকার ধর্ম ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়।' ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা এরূপ বলে আমাকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে সে-স্থানেই অন্তর্হিত হলো।"

এরূপ ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানকে অভিবাদন করে বললেন :

৪. "ভন্তে, আমি ভগবান কর্তৃক এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত অর্থ এরূপে জ্ঞাত আছি। এক্ষেত্রে, ভন্তে, ভিক্ষু নিজে শাস্তাকে গৌরব করে এবং শাস্তার

প্রতি গারবতার প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরবহীন, তাদের শাস্তায় গৌরবকারী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে ভিক্ষুরা শাস্তায় গৌরবকারী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে ধর্মকে গৌরব করে এবং ধর্মের প্রতি গারবতার প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু ধর্মের প্রতি গৌরবহীন, তাদের ধর্মে গৌরবকারী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে ভিক্ষুরা ধর্মে গৌরবকারী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে সংঘকে গৌরব করে এবং সংঘের প্রতি গারবতার প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু সংঘের প্রতি গৌরবহীন, তাদের সংঘে গৌরবকারী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে ভিক্ষুরা সংঘে গৌরবকারী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে শিক্ষাকে গৌরব করে এবং শিক্ষার প্রতি গারবতার প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি গৌরবহীন, তাদের শিক্ষায় গৌরবকারী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে ভিক্ষুরা শিক্ষায় গৌরবকারী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে সাদর সম্ভাষণকারী হয় এবং সাদর সম্ভাষণের প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু সাদর সম্ভাষণ করে না, তাদের সাদর সম্ভাষণ করার জন্য সে উদ্বুদ্ধ করে। এবং যে ভিক্ষুরা সাদর সম্ভাষণ করে, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে কল্যাণমিত্র হয় এবং কল্যাণমিত্রতার প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু কল্যাণমিত্র নয়, তাদেরকে কল্যাণমিত্র হওয়ার জন্য সে উদ্বুদ্ধ করে। এবং যে ভিক্ষুরা কল্যাণমিত্র, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভন্তে, আমি এরূপ বিস্তারিতভাবেই ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের অর্থ জ্ঞাত হই।"

৫. "সাধু, সারিপুত্র, সাধু, এই যে তুমি আমার দ্বারা সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ এরূপে জ্ঞাত আছো; তা সত্যিই উত্তম। এক্ষেত্রে, সারিপুত্র, ভিক্ষু নিজে শাস্তাকে গৌরব করে এবং শাস্তার প্রতি গারবতার প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরবহীন, তাদের শাস্তায় গৌরবকারী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে ভিক্ষুরা শাস্তায় গৌরবকারী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে ধর্মকে গৌরব করে এবং ধর্মের প্রতি গারবতার প্রশংসা

করে। যে-সকল ভিক্ষু ধর্মের প্রতি গৌরবহীন, তাদের ধর্মে গৌরবকারী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে ভিক্ষুরা ধর্মে গৌরবকারী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে সংঘকে গৌরব করে এবং সংঘের প্রতি গারবতার প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু সংঘের প্রতি গৌরবহীন, তাদেরকে সংঘে গৌরবকারী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে ভিক্ষুরা সংঘে গৌরবকারী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে শিক্ষাকে গৌরব করে এবং শিক্ষার প্রতি গারবতার প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি গৌরবহীন, তাদের শিক্ষায় গৌরবকারী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে ভিক্ষুরা শিক্ষায় গৌরবকারী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে সাদর সম্ভাষণকারী হয় এবং সাদর সম্ভাষণের প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু সাদর সম্ভাষণ করে না, তাদের সাদর সম্ভাষণ করার জন্য সে উদ্বুদ্ধ করে। এবং যে ভিক্ষুরা সাদর সম্ভাষণ করে, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে কল্যাণমিত্র হয় এবং কল্যাণমিত্রতার প্রশংসা করে। যে-সকল ভিক্ষু কল্যাণমিত্র নয়, তাদের কল্যাণমিত্র হওয়ার জন্য সে উদ্বুদ্ধ করে। এবং যে ভিক্ষুরা কল্যাণমিত্র, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায়সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। সারিপুত্র, আমার দ্বারা ভাষিত সংক্ষিপ্ত বিষয়ের অর্থ এরূপ বিস্তারিতভাবেই জ্ঞাতব্য।”

দেবতা সূত্র সমাপ্ত

৬. সমাধি সূত্র

৭০.১. “হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শান্ত, প্রণীত সমাধি ব্যতীত, প্রশান্তি অর্জন এবং একাগ্রতা ব্যতীত বহুবিধ ঋদ্ধি অনুভব করবে; যথা : এক হয়েও বহু হবে, বহুবিধ হয়েও পুনঃ এক হবে, আর্বিভাব, তিরোভাব (অর্ন্তধান) করবে; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করবে; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসবে ও ডুববে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করবে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যাঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করবে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করবে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর পর্যন্ত

আপনবশে রাখবে, তা অসম্ভব। বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যকর্ণ দ্বারা দিব্য-মনুষ্য, দূরবর্তী ও সমীপবর্তী উভয়বিধ শব্দ শ্রবণ করবে, তা অসম্ভব। অপর সত্ত্ব, অপর পুদ্গালের চিত্ত স্ব-চিত্ত দ্বারা সর্বদা জানতে পারবে; সরাগ-চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ-চিত্ত হিসেবে জানবে, বীতরাগ (কামলালসাহীন)-চিত্তকে বীতরাগ-চিত্ত হিসেবে জানবে, সদ্বেষ-চিত্তকে সদ্বেষ-চিত্ত হিসেবে জানবে, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন)-চিত্তকে বীতদ্বেষ-চিত্ত হিসেবে জানবে, মোহ (মোহাচ্ছন্ন)-চিত্তকে সমোহ-চিত্ত হিসেবে জানবে, বীতমোহ (মোহহীন)-চিত্তকে বীতমোহ-চিত্ত হিসেবে জানবে, বিক্ষিপ্ত-চিত্তকে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসেবে জানবে, সংক্ষিপ্ত (একাগ্রচিত্ত)-চিত্তকে সংক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসেবে জানবে, মহদ্গাত বা অত্যুচ্চ-চিত্তকে মহদ্গাত-চিত্ত হিসেবে জানবে, অমহদ্গাত-চিত্তকে অমহদ্গাত-চিত্ত হিসেবে জানবে, সউত্তর (উচ্চতর)-চিত্তকে সউত্তর-চিত্ত হিসেবে জানবে, অনুত্তর (অতুল্য)-চিত্তকে অনুত্তর-চিত্ত হিসেবে জানবে, সমাহিত-চিত্তকে সমাহিত-চিত্তরূপে জানবে এবং অসমাহিত-চিত্তকে অসমাহিত-চিত্তরূপে জানবে, বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্তরূপে জানবে এবং অবিমুক্তচিত্তকে অবিমুক্তচিত্তরূপে জানতে পারবে, তা অসম্ভব। ভিক্ষু অনেক প্রকারে পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারবে; যেমন : 'এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি' এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারবে, তা অসম্ভব। সে বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখতে পাবে। সে তাদের এরূপে জানতে পারবে যে, 'এই সত্ত্বগণ কায়, বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার দরুন দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। পক্ষান্তরে, এই সকল সত্ত্বগণ কায়, বাক্য ও মনোসুচরিত-সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন

হয়েছেন। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানবে, তা অসম্ভব। সে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করবে, তা অসম্ভব।

২. ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শান্ত, প্রণীত সমাধির দ্বারা, প্রশান্তি অর্জন এবং একাগ্রতার মাধ্যমে বহুবিধ ঋদ্ধি অনুভব করবে; যথা : এক হয়েও বহু হবে, বহুবিধ হয়েও পুনঃ এক হবে, আর্বিভাব, তিরোভাব (অর্ন্তধান) করবে; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করবে; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসবে ও ডুববে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করবে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যাঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করবে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করবে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর পর্যন্ত আপনবশে রাখবে, তা সম্ভব। বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যকর্ণ দ্বারা দিব্য-মনুষ্য, দূরবর্তী ও সমীপবর্তী উভয়বিধ শব্দ শ্রবণ করবে, তা সম্ভব। অপর সত্ত্ব, অপর পুদ্গালের চিত্ত স্ব-চিত্ত দ্বারা সর্বদা জানতে পারবে; সরাগ-চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ-চিত্ত হিসেবে জানবে, বীতরাগ (কামলালসাহীন)-চিত্তকে বীতরাগ-চিত্ত হিসেবে জানবে, সদ্বেষ-চিত্তকে সদ্বেষ-চিত্ত হিসেবে জানবে, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন)-চিত্তকে বীতদ্বেষ-চিত্ত হিসেবে জানবে, মোহ (মোহাচ্ছন্ন)-চিত্তকে সমোহ-চিত্ত হিসেবে জানবে, বীতমোহ (মোহহীন)-চিত্তকে বীতমোহ-চিত্ত হিসেবে জানবে, বিক্ষিপ্ত-চিত্তকে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসেবে জানবে, সংক্ষিপ্ত (একাগ্রচিত্ত)-চিত্তকে সংক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসেবে জানবে, মহদ্গাত বা অত্যুচ্চ চিত্তকে মহদ্গাত-চিত্ত হিসেবে জানবে, অমহদ্গাত-চিত্তকে অমহদ্গাত-চিত্ত হিসেবে জানবে, সউত্তর (উচ্চতর)-চিত্তকে সউত্তর-চিত্ত হিসেবে জানবে, অনুত্তর (অতুল্য)-চিত্তকে অনুত্তর-চিত্ত হিসেবে জানবে, সমাহিত-চিত্তকে সমাহিত-চিত্তরূপে জানবে এবং অসমাহিত-চিত্তকে অসমাহিত-চিত্তরূপে জানবে, বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্তরূপে জানবে এবং অবিমুক্তচিত্তকে অবিমুক্তচিত্তরূপে জানতে পারবে, তা সম্ভব। ভিক্ষু অনেক প্রকারে পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারবে; যেমন : ‘এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই

নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি' এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারবে, তা সম্ভব। সে বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখতে পাবে। সে তাদের এরূপে জানতে পারবে যে, 'এই সকল সত্ত্ব কায়, বাক্য ও মনোদুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্মপরিগ্রাহী হওয়ার দরুন দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। পক্ষান্তরে, এই সকল সত্ত্ব কায়, বাক্য ও মনোসুচরিত-সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ, সম্যক দৃষ্টিজাতকর্ম সম্পাদন করার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানবে, তা সম্ভব। সে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করবে, তা সম্ভব।

সমাধি সূত্র সমাপ্ত

৭. প্রত্যক্ষভাব সূত্র

৭১.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সেই সেই সফলতার কারণ প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু 'ইহা হানিভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা স্থিতিভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা বিশেষভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা নির্বেধ বা অন্তর্দৃষ্টিভাগীয় ধর্ম' এরূপে যথাভূতরূপে জানে না; সে সুকৃতকারী (সাবধান কর্মী) হয় না এবং পরোপকারী হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সেই সেই সফলতার কারণ প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সেই সেই সফলতার কারণ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু 'ইহা হানিভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা স্থিতিভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা বিশেষভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা নির্বেধ বা অন্তর্দৃষ্টিভাগীয় ধর্ম' এরূপে যথাভূতরূপে জানে; সে সুকৃতকারী (সাবধান কর্মী) হয় এবং পরোপকারী

হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সেই সেই সফলতার কারণ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম।

প্রত্যক্ষভাব সূত্র সমাপ্ত

৮. বল বা ক্ষমতা সূত্র

৭২.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু সমাধিতে বল বা ক্ষমতা লাভ করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সমাধির সমাপত্তিতে কুশল (দক্ষ) হয় না; সমাধির স্থিতিতে কুশল হয় না; সমাধির উত্থানে কুশল হয় না; সুকৃতিকারী হয় না; অধ্যবসায়ী হয় না এবং পরোপকারী হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু সমাধিতে বল বা ক্ষমতা লাভ করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু সমাধিতে বল বা ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সমাধির সমাপত্তিতে দক্ষ হয়; সমাধির স্থিতিতে দক্ষ হয়; সমাধির উত্থানে দক্ষ হয়; সুকৃতিকারী; অধ্যবসায়ী এবং পরোপকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু সমাধিতে বল বা ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম।"

বল সূত্র সমাপ্ত

৯. প্রথম অনুধ্যান সূত্র

৭৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ ছয়টি ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম নয়। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

২. কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা বা সন্দেহভাব এবং কামসমূহের জন্য যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা সুদৃষ্ট হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম ত্যাগ না করে কোনো কেউ প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম নয়।

৩. ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ ছয়টি ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

২. কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, সন্দেহভাব এবং কামসমূহের জন্য যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা সুদৃষ্ট হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম ত্যাগ করে কোনো কেউ প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম।"

প্রথম অনুধ্যান সূত্র সমাপ্ত

১০. দ্বিতীয় অনুধ্যান সূত্র

৭৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ ছয়টি ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম নয়। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

২. কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা এবং বিহিংসা-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম ত্যাগ না করে কোনো কেউ প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম নয়।

৩. ভিক্ষুগণ, কোনো কেউ ছয়টি ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

২. কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা এবং বিহিংসা-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম ত্যাগ করে কোনো কেউ প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম।"

দ্বিতীয় অনুধ্যান সূত্র সমাপ্ত

দেবতা বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

অনাগামীফল, অর্হত্ত্ব আর মিত্র সূত্র,
সঙ্গপ্রিয়, দেবতা, সমাধি হলো বিবৃত;
প্রত্যক্ষ, বল, আর দুই অনুধ্যান সূত্র,
দশ সূত্রে দেবতা বর্গ হলো সমাপ্ত।

৮. অর্হত্ত্ব বর্গ

১. দুঃখ সূত্র

৭৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই দুঃখ, দুর্দশা, মানসিক যন্ত্রণা ও বিরক্তিতে অবস্থান করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতিই তার জন্য অবধারিত। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক, বিহিংসা-বিতর্ক, কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা এবং বিহিংসা-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই দুঃখ, দুর্দশা, মানসিক যন্ত্রণা ও বিরক্তিতে অবস্থান করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতিই তার জন্য অবধারিত।

৩. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই সুখে, দুর্দশাহীন, মানসিক যন্ত্রণাহীন ও বিরক্তিহীন হয়ে অবস্থান করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গভূমিই তার জন্য অবধারিত। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী?

যথা :

৪. নৈষ্ক্রম্য-বিতর্ক, অব্যাপাদ-বিতর্ক, অবিহিংসা-বিতর্ক, নৈষ্ক্রম্য-সংজ্ঞা, অব্যাপাদ-সংজ্ঞা এবং অবিহিংসা-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই সুখে, দুর্দশাহীন, মানসিক যন্ত্রণাহীন ও বিরক্তিহীন হয়ে অবস্থান করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গভূমিই তার জন্য অবধারিত।"

দুঃখ সূত্র সমাপ্ত

২. অর্হত্ত্ব সূত্র

৭৬.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্ম ত্যাগ না করে অর্হত্ত্ব লাভ করা অসম্ভব। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

২. মান, ওমান (নিজেকে হীন ভাবা), অতিশয় অহংকার, অধিকমান, ক্রোধে স্তম্ভিত হওয়া এবং নিজেকে হীন হতেও হীন ভাবা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্ম ত্যাগ না করে অর্হত্ত্ব লাভ করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্ম ত্যাগ করে অর্হত্ত্ব লাভ করা সম্ভব। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

৪. মান, ওমান (নিজেকে হীন ভাবা), অতিশয় অহংকার, অধিকমান, ক্রোধে স্তম্ভিত হওয়া এবং নিজেকে হীন হতেও হীন ভাবা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্ম ত্যাগ করে অর্হত্ত্ব লাভ করা সম্ভব।"

অর্হত্ত্ব সূত্র সমাপ্ত

৩. লোকোত্তর ধর্ম সূত্র

৭৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ না করে লোকোত্তর ধর্ম এবং আর্যসত্য জ্ঞান-দর্শন উপলব্ধি করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

২. বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান, ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বারতা, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা, ভণ্ডামি (কুহন) এবং লপনতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ না করে লোকোত্তর ধর্ম এবং আর্যসত্য জ্ঞান-দর্শন উপলব্ধি করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে লোকোত্তর ধর্ম এবং আর্যসত্য জ্ঞান-দর্শন উপলব্ধি করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

৪. বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান, ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বারতা, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা, ভণ্ডামি (কুহন) এবং লপনতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে লোকোত্তর ধর্ম এবং আর্যসত্য জ্ঞান-দর্শন উপলব্ধি করা সম্ভব।"

লোকোত্তর ধর্ম সূত্র সমাপ্ত

৪. সুখ-সৌমনস্য সূত্র

৭৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনে সুখ-সৌমনস্যপূর্ণ হয়ে অবস্থান করে এবং আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য তার নিকট নৈতিক আদর্শ গঠিত হয়। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধর্মারাম (বা ধর্মে আনন্দ লাভ), ভাবনায় আনন্দ লাভ, প্রহাণারাম (প্রহাণ বা পরিত্যাগে আনন্দ লাভ), প্রবিবেকে আনন্দ লাভ, অব্যাপাদে আনন্দ লাভ এবং নিষ্প্রপঞ্চে আনন্দ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনে সুখ-সৌমনস্যপূর্ণ হয়ে অবস্থান করে এবং আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য তার নিকট নৈতিক আদর্শ গঠিত হয়।"

সুখ সৌমনস্য সূত্র সমাপ্ত

৫. অধিগম সূত্র

৭৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু অনধিগত কুশলধর্ম লাভ করতে কিংবা অধিগত কুশলধর্ম প্রবৃদ্ধি করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আগমনে অদক্ষ হয়, প্রস্থানেও অনিপুণ হয়, উপায়কুশলী হয় না, অনধিগত কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে না, অধিগত কুশলধর্মসমূহ রক্ষা করে না এবং অধ্যবসায়ের সাথে (কর্মাদি) সম্পাদন করে না। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু অনধিগত কুশলধর্ম লাভ করতে কিংবা অধিগত কুশলধর্ম প্রবৃদ্ধি করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু অনধিগত কুশলধর্ম লাভ করতে কিংবা অধিগত কুশলধর্ম প্রবৃদ্ধি করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

৪. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আগমনে দক্ষ হয়, প্রস্থানেও নিপুণ হয়, উপায়কুশলী হয়, অনধিগত কুশলধর্মসমূহ লাভের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে,

অধিগত কুশলধর্মসমূহ রক্ষা করে এবং অধ্যবসায়ের সাথে (কর্মাদি) সম্পাদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু অনধিগত কুশলধর্ম লাভ করতে কিংবা অধিগত কুশলধর্ম প্রবৃদ্ধি করতে সক্ষম।"

অধিগম সূত্র সমাপ্ত

৬. মহানতা সূত্র

৮০.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অচিরেই ধর্মসমূহে মহানতা ও বৈপুল্যতা লাভ করে। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আলোকবহুল[১] হয়, যোগবহুল[২] হয়, বেদবহুল[৩] হয়, অসন্তুষ্টিবহুল হয় (কুশলধর্মসমূহে অতৃপ্তি), কুশলধর্মসমূহের দায়িত্ব ত্যাগ করে না এবং অধিক উৎসাহের সহিত তা সম্পাদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অচিরেই ধর্মসমূহে মহানতা ও বৈপুল্যতা লাভ করে।"

মহানতা সূত্র সমাপ্ত

৭. প্রথম নরক সূত্র

৮১.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধজন যথাসময়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয়সমূহ কী কী? যথা :

২. সে প্রাণী হত্যাকারী হয়, অদত্ত দ্রব্য চুরি করে, মিথ্যাকামাচার (অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক) করে, মিথ্যা ভাষণ করে, পাপেচ্ছু হয় এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধজন যথাসময়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধজন যথাসময়ে স্বর্গে গমন করে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. সে প্রাণীহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্ত-দ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার (অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক) হতে বিরত হয়, মিথ্যাকথন হতে বিরত হয়, অল্পেচ্ছু হয় এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি

---

[১]। 'আলোকবহুল' বলতে এক্ষেত্রে জ্ঞানালোককেই বুঝতে হবে (মনোরথপূরণী)।

[২]। 'যোগবহুল'—বারংবার যোগ-সাধনা বা স্মৃতিসাধনা অভ্যাস করা (মনোরথপূরণী)।

[৩]। বেদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ধর্মীয় আবেগ; অনুভূতি; সংবেদন; জ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু মনোরথপূরণী বা অর্থকথায় এর অর্থ করা হয়েছে : বেদবহুলো'তি পীতিপামোজ্জবহুলো। অর্থাৎ 'বেদবহুল' বলতে প্রীতি পরমানন্দের আধিক্যতাই জ্ঞাতব্য।

বিষয়ে সমৃদ্ধজন যথাসময়ে স্বর্গে গমন করে।”

প্রথম নরক সূত্র সমাপ্ত

৮. দ্বিতীয় নরক সূত্র

৮২.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধজন যথাসময়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. সে প্রাণীহত্যাকারী হয়, অদত্ত-দ্রব্য চুরি করে, মিথ্যাকামাচার (অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক) করে, মিথ্যা ভাষণ করে, সে লোভী এবং প্রগল্‌ভ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধজন যথাসময়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধজন যথাসময়ে স্বর্গে গমন করে। সেই ছয় প্রকার বিষয়সমূহ কী কী? যথা :

৪. সে প্রাণীহত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্ত-দ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যাকামাচার বা অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক হতে বিরত হয়, মিথ্যাকথন হতে বিরত হয়, সে নির্লোভী এবং অপ্রগল্‌ভ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধজন যথাসময়ে স্বর্গে গমন করে।”

দ্বিতীয় নরক সূত্র সমাপ্ত

৯. শ্রেষ্ঠধর্ম সূত্র

৮৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রেষ্ঠধর্ম তথা অর্হত্ত্ব লাভ করতে অক্ষম। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন, পাপে লজ্জাহীন, পাপের প্রতি ভয়হীন, অলস, দুষ্প্রাজ্ঞ এবং কায় ও জীবনের প্রতি স্পৃহাযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রেষ্ঠধর্ম তথা অর্হত্ত্ব লাভ করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রেষ্ঠধর্ম তথা অর্হত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

৪. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়, পাপের প্রতি লজ্জাসম্পন্ন, ভয়সম্পন্ন, আরব্ধবীর্য (উৎসাহী), প্রজ্ঞাবান হয় এবং কায় ও জীবনের প্রতি স্পৃহাহীন হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রেষ্ঠধর্ম তথা অর্হত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম।”

শ্রেষ্ঠধর্ম সূত্র সমাপ্ত

১০. দিবারাত্র সূত্র

৮৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে তার পরিহানি অবধারিত, উন্নতি নহে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অত্যধিক ইচ্ছাসম্পন্ন হয় (বা মহেচ্ছুক), খিটখিটে মেজাজী হয়, চীবর-পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষ্যজ্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথালাভে সন্তুষ্ট হয় না, শ্রদ্ধাহীন ও দুঃশীল হয়, অলস, অসম্প্রজ্ঞানী এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দিবারাত্র যতই যাপিত হয়, ততই কুশলধর্মসমূহে তার পরিহানি অবধারিত, উন্নতি নহে।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত ভিক্ষুর দিবারাত্র যতই যাপিত হয়, ততই কুশলধর্মসমূহে তার উন্নতিই অবধারিত, পরিহানি নহে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু মহেচ্ছুক হয় না, খিটখিটে মেজাজী হয় না, যথালব্ধ চীবর-পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে, শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হয়, পরিশ্রমী, স্মৃতিমান এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত ভিক্ষুর দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশলধর্মসমূহে তার উন্নতিই অবধারিত, পরিহানি নহে।"

দিবারাত্র সূত্র সমাপ্ত

অর্হৎ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—সূত্রসূচি

দুঃখ, অর্হত্ত্ব, আর লোকোত্তর ধর্ম সূত্র,
সুখ-সৌমনস্য, অধিগম হলো বিবৃত;
মহানতা, দ্বে নরক, আরও শ্রেষ্ঠধর্ম সূত্র,
দিবারাত্র সূত্র যোগে বর্গ হলো সমাপ্ত।

৯. শান্ত বর্গ

১. শান্তভাব সূত্র

৮৫.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অনুত্তর প্রশান্তভাব অর্জন করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজ চিত্তকে যখন নিগ্রহ করা উচিত তখন

নিগ্রহ করে না, যে-সময়ে চিত্তকে উদ্যমী করা উচিত তখন তা করে না, যে-সময়ে ভিক্ষুর নিজ চিত্তকে পুলকিত করা উচিত তখন পুলকিত করে না, যে-সময়ে নিজ চিত্ত সংরক্ষণে প্রযত্নবান হওয়া উচিত সে-সময়ে চিত্ত সংরক্ষণে প্রযত্নবান হয় না এবং হীনবিষয় সংশ্লিষ্ট হয় ও সৎকায়ে (আত্ম ধারণায়) অনুরক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অনুত্তর প্রশান্তভাব অর্জন করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অনুত্তর প্রশান্তভাব অর্জন করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজ চিত্তকে যখন নিগ্রহ করা উচিত তখন নিগ্রহ করে, যে-সময়ে চিত্তকে উদ্যমী করা উচিত তখন তা করে, যে-সময়ে ভিক্ষুর নিজ চিত্তকে পুলকিত করা উচিত তখন পুলকিত করে, যে-সময়ে নিজ চিত্ত সংরক্ষণে প্রযত্নবান হওয়া উচিত সে-সময়ে চিত্ত সংরক্ষণে প্রযত্নবান হয় এবং শ্রেষ্ঠ বিষয় সংশ্লিষ্ট হয় ও নির্বাণে অনুরক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অনুত্তর প্রশান্তভাব অর্জন করতে সক্ষম।”

শান্তভাব সূত্র সমাপ্ত

২. আবরণ সূত্র

৮৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. সে কর্ম আবরণে আবৃত হয়, ক্লেশ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়, কর্মের বিপাক বা পরিণতিরূপ আবরণে আবৃত হয় এবং সে হয় শ্রদ্ধাহীন, কুশলকর্মে ছন্দ বা ঔৎসুক্যহীন ও প্রজ্ঞাহীন। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. সে কর্ম আবরণে আবৃত হয় না, ক্লেশ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয় না, কর্মের বিপাক বা পরিণতিরূপ আবরণে আবৃত হয় না এবং সে হয় শ্রদ্ধাবান, কুশলকর্মে আগ্রহী ও প্রজ্ঞাবান। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম।”

আবরণ সূত্র সমাপ্ত

৩. হত্যা সূত্র

৮৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. সে নিজ মাতৃ হত্যাকারী হয়, নিজ পিতৃ হত্যা করে, অর্হত্ত্বলাভীকে হত্যা করে, প্রদুষ্টচিত্তে তথাগতের দেহ হতে রক্তপাত ঘটায়, সংঘভেদ বা সংঘমধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সে হয় দুষ্প্রাজ্ঞ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ও নির্বোধ। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. সে নিজ মাতৃ হত্যাকারী হয় না, নিজ পিতৃ হত্যা করে না, অর্হত্ত্বলাভীকে হত্যা করে না, প্রদুষ্টচিত্তে তথাগতের দেহ হতে রক্তপাত ঘটায় না, সংঘভেদ বা সংঘমধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না এবং সে হয় প্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও জ্ঞানী। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

হত্যা সূত্র সমাপ্ত

৪. শ্রবণ করা সূত্র

৮৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় উপদেশকালে সে তা শ্রবণ করে না, উৎকর্ণ হয়ে শোনে না, বিশেষভাবে চিত্তকে উপস্থাপিত করে না (বা উপলব্ধির জন্য মনোযোগ দেয় না), সে অর্থহীন বিষয় গ্রহণ করে, অর্থপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করে না এবং সে বুদ্ধ শাসনের স্বভাব বিরুদ্ধ[১] ক্ষান্তিগুণে গুণান্বিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম।

---

[১]। স্বভাববিরূদ্ধ-এর পালি হচ্ছে অননুলোমিকায। অর্থকথায় অননুলোমিকাযাতি—সাসনস্স অননুলোমিকায দেয়া আছে। এক্ষেত্রে আমি মূলের সাথে অর্থকথার সংগতি চিন্তা করে সাসনস্স শব্দটিতে বন্ধনী যুক্ত করেছি।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. সে তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় উপদেশকালে শ্রবণ করে, উৎকর্ণ হয়ে শোনে, উপলব্ধির জন্য মনোযোগ দেয়, সে অর্থপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করে, অর্থহীন বিষয় ত্যাগ করে এবং সে বুদ্ধ শাসনের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষান্তিগুণে গুণান্বিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশলধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

শ্রবণ করা সূত্র সমাপ্ত

৫. ত্যাগ না করে সূত্র

৮৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে কোনো কেউ দৃষ্টিসম্পদ লাভ করতে সক্ষম নয়। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

২. সৎকায় দৃষ্টি,[১] বিচিকিৎসা (সন্দেহভাব), শীলব্রতপরামর্শন,[২] অপায় গতি লাভ হয় এরূপ লোভ, দ্বেষ ও মোহ। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে কোনো কেউ দৃষ্টিসম্পদ লাভ করতে সক্ষম নয়।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে যে কেউ দৃষ্টিসম্পদ লাভ করতে সক্ষম। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

২. সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহভাব), শীলব্রতপরামর্শ, অপায় গতি লাভ হয় এরূপ লোভ, দ্বেষ ও মোহ। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে যে কেউ দৃষ্টিসম্পদ লাভ করতে সক্ষম।"

ত্যাগ না করে সূত্র সমাপ্ত

৬. প্রহীণ সূত্র

৯০.১. "হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ছয়টি বিষয় প্রহীণ হয়। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

২. সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহভাব), শীলব্রতপরামর্শ, অপায় গতি লাভ হয় এরূপ লোভ, দ্বেষ ও মোহ। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ছয়টি বিষয় প্রহীণ হয়।"

প্রহীণ সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। **সৎকায়দৃষ্টি**—ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী, আত্মবাদী বা আত্মায় বিশ্বাসী (ভিক্ষু শীলভদ্র, পালি-বাংলা অভিধান)।

[২]। **শীলব্রত-পরামর্শ**—মানত বা বিভিন্ন ব্রত পালনে শুদ্ধি লাভ তথা অভীষ্ট সিদ্ধিকে শীলব্রত-পরামর্শ বলে (প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, মহাসতিপট্ঠান ভাবনা)।

৭. অক্ষম সূত্র

৯১.১. "হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ মধ্যে ছয়টি বিষয় উৎপন্ন করতে অক্ষম। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

২. সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহভাব), শীলব্রতপরামর্শ, অপায় গতি লাভ হয় এরূপ লোভ, দ্বেষ ও মোহ। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ মধ্যে এই ছয়টি বিষয় উৎপন্ন করতে অক্ষম।"

অক্ষম সূত্র সমাপ্ত

৮. প্রথম অসম্ভব বিষয় সূত্র

৯২.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অসম্ভব বিষয় আছে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি শাস্তার প্রতি অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ধর্মের প্রতি অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংঘের প্রতি অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষার প্রতি অগৌরবকারী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অনাগম্য বিষয় ফিরিয়ে আনতে অক্ষম,[১] এবং দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এই ভবসংসারে আর অষ্টমবার জন্মগ্রহণ করতে সক্ষম নয়।[২] ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার বিষয় হচ্ছে অসম্ভব।"

প্রথম অসম্ভব বিষয় সূত্র সমাপ্ত

৯. দ্বিতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র

৯৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অসম্ভব বিষয় আছে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কারকে নিত্যরূপে গ্রহণ করবে, তা অসম্ভব; দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কারকে সুখরূপে গ্রহণ

---

[১]। অনাগমনিযং বত্থুং পচ্চাগন্তুং অর্থাৎ অনাগম্য বিষয় ফিরিয়ে আনা। অর্থকথামতে, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। দেখুন- অঙ্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চক নিপাতের ১৪৭ নং সূত্র, এক নিপাতের ২৭ নং সূত্র প্রভৃতি।

[২]। অর্থকথামতে, 'অট্ঠমং ভাবং' বলতে কামবচরে অট্ঠমং পটিসন্ধিং। দৃষ্টিসম্পন্ন বা স্রোতাপন্ন ব্যক্তির পঞ্চবিধ সংযোজন ও ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি ধ্বংস হয়। তাই পুনরায় সেরূপ ধারণা ফিরিয়ে আনতে সে অক্ষম হয়।

করবে, তা অসম্ভব; দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কিঞ্চিৎমাত্র বিষয়কে আত্মরূপে গ্রহণ করবে, তা অসম্ভব; দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি আনন্তরিক কর্ম[১] করবে, তা অসম্ভব; দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বিশুদ্ধিতার জন্য উৎসবের প্রতি আগ্রহ দেখাবে, তা অসম্ভব; এবং দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংঘক্ষেত্র ব্যতীত অন্য দক্ষিণার যোগ্যপাত্র অন্বেষণ করবে, তা অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার বিষয় হচ্ছে অসম্ভব।”

দ্বিতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র সমাপ্ত

১০. তৃতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র

৯৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অসম্ভব বিষয় আছে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ মাতৃ হত্যা করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ পিতৃ হত্যা করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অর্হত্ত্বলাভীকে হত্যা করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রদুষ্টচিত্তে তথাগতের দেহ হতে রক্তপাত ঘটাতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংঘভেদ বা সংঘমধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে অক্ষম এবং দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অন্য (ধর্মাবলম্বী) কোনো শাস্তা বা গুরু অন্বেষণ করবে, তা অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার বিষয় হচ্ছে অসম্ভব।”

তৃতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র সমাপ্ত

১১. চতুর্থ অসম্ভব বিষয় সূত্র

৯৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অসম্ভব বিষয় আছে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে আত্ম ধারণায়[২] গ্রহণ করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে পর ধারণায় গ্রহণ করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে আত্ম ও পর ধারণায় গ্রহণ করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে আত্ম ধারণায় নয় কিন্তু বিনা কারণে উৎপন্ন এরূপ ধারণায় গ্রহণ করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে পর

---

[১]। ৯৪ নং সূত্রে আলোচিত ছয়টি অসম্ভব বিষয়ের মধ্যে ১ম পাঁচটি বিষয়কে আনন্তরিক কর্ম বলা হয়। আনন্তরিক কর্ম এমন ঘোরতর অকুশল, যদ্দরুণ ইহজীবনে নির্বাণ সাক্ষাতের হেতুও বিনষ্ট হয়ে যায়।

[২]। আত্ম-ধারণা বা সযংকতং। সযংকতন্তি আদীনি অত্তদিট্ঠিবসেন বুত্তানি। অর্থাৎ সযংকতং শব্দটি আত্ম ধারণা বশে বলা হয়েছে।

ধারণায় নয় কিন্তু বিনা কারণে উৎপন্ন এরূপ ধারণায় গ্রহণ করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে আত্ম ও পর ধারণায় নয় কিন্তু বিনা কারণে উৎপন্ন এরূপ ধারণায় গ্রহণ করতে অক্ষম। তার কারণ কী? কারণ, ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হেতু এবং হেতুজাত ধর্মাদি উত্তমরূপে দৃষ্ট। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে ছয় প্রকার অসম্ভব বিষয়।”

তৃতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র সমাপ্ত

শান্ত বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

শান্ত, আবরণ, হত্যা, আর শ্রবণ সূত্র,
ত্যাগ না করা, প্রহীণ সূত্র হলো বিবৃত;
অক্ষম আর চারি অসম্ভব সূত্র যোগে,
শান্ত বর্গ এথায় হলো সমাপ্ত।

১০. আনিশংস বর্গ

১. প্রাদুর্ভাব সূত্র

৯৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ; তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ের দেশনাকারী ব্যক্তি জগতে দুর্লভ; আর্য আয়তন বা মধ্য প্রদেশে জন্ম লাভ করাও জগতে দুর্লভ; পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয় লাভ করাও জগতে দুর্লভ; জগতে পণ্ডিত, জ্ঞানী হয়ে জন্ম লাভ করা দুর্লভ; এবং পুণ্য বা কুশলকর্মে উৎসাহী ব্যক্তিও জগতে দুর্লভ। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ।”

প্রাদুর্ভাব সূত্র সমাপ্ত

২. আনিশংস বা সুফল সূত্র

৯৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, স্রোতাপত্তিফল লাভের ছয় প্রকার আনিশংস বা সুফল আছে। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. স্রোতাপত্তিফললাভী ব্যক্তি নিয়ত সদ্ধর্ম বা সম্বোধিপরায়ণ হয়, অপরিহানধর্মী হয়, দুঃখ পেলেও তা সীমিত হয়, অসাধারণ জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়, তার নিকট হেতু বা কারণ সুদৃষ্ট হয় এবং কারণজাত বিষয়সমূহও সুদৃষ্ট হয়।

ভিক্ষুগণ, স্রোতাপত্তিফল লাভের এই ছয় প্রকার আনিশংস বা সুফল আছে।”

আনিশংস বা সুফল সূত্র সমাপ্ত

৩. অনিত্য সূত্র

৯৮.১. “সত্যিই হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কারকে নিত্যরূপে দর্শন করে, সে শাসনের অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে, তা অসম্ভব। শাসন-শোভন ক্ষমাগুণে বিমণ্ডিত না হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে, তা অসম্ভব। সম্যক মার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল কিংবা অনাগামীফল অথবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে, তা অসম্ভব।

২. সত্যিই ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সর্ব সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সে শাসনের অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে, তা সম্ভব। শাসন-অনুকূল ক্ষমাগুণে বিমণ্ডিত হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে, তা সম্ভব। সম্যক মার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল কিংবা অনাগামীফল অথবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে, তা সম্ভব।”

অনিত্য সূত্র সমাপ্ত

৪. দুঃখ সূত্র

৯৯.১. “সত্যিই হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কারকে সুখরূপে দর্শন করে, সে শাসনের অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে, তা অসম্ভব। শাসন-শোভন ক্ষমাগুণে বিমণ্ডিত না হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে, তা অসম্ভব। সম্যক মার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল কিংবা অনাগামীফল অথবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে, তা অসম্ভব।

২. সত্যিই ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সর্ব সংস্কারে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সে শাসনের অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে তা সম্ভব। শাসন-অনুকূল ক্ষমাগুণে বিমণ্ডিত হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে, তা সম্ভব। সম্যক মার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল কিংবা অনাগামীফল অথবা অর্হত্ত্বফল লাভ করবে, তা সম্ভব।”

দুঃখ সূত্র সমাপ্ত

৫. অনাত্ম সূত্র

১০০.১. “সত্যিই হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কিঞ্চিৎমাত্র ধর্মকে আত্মরূপে দর্শন করে, সে শাসনের অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে, তা অসম্ভব।

শাসন-শোভন ক্ষমাগুণে বিমণ্ডিত না হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে, তা অসম্ভব। সম্যক মার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল কিংবা অনাগামীফল অথবা অর্হত্তফল লাভ করবে, তা অসম্ভব।

২. সত্যিই ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সর্ব ধর্মে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সে শাসনের অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে তা সম্ভব। শাসন-অনুকূল ক্ষমাগুণে বিমণ্ডিত হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে, তা সম্ভব। সম্যক মার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল কিংবা অনাগামীফল অথবা অর্হত্তফল লাভ করবে, তা সম্ভব।”

অনাত্ম সূত্র সমাপ্ত

৬. নির্বাণ সূত্র

১০১.১. “সত্যিই হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু নির্বাণকে দুঃখরূপে দর্শন করে, সে শাসনের অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে, তা অসম্ভব। শাসন-শোভন ক্ষমাগুণে বিমণ্ডিত না হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে, তা অসম্ভব। সম্যক মার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল কিংবা অনাগামীফল অথবা অর্হত্তফল লাভ করবে, তা অসম্ভব।

২. সত্যিই ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু নির্বাণকে সুখরূপে দর্শন করে, সে শাসনের অনুকূল ক্ষান্তিগুণে বিমণ্ডিত হবে তা সম্ভব। শাসন-অনুকূল ক্ষমাগুণে বিমণ্ডিত হয়ে সম্যক মার্গে অগ্রসর হবে, তা সম্ভব। সম্যক মার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তিফল বা সকৃদাগামীফল কিংবা অনাগামীফল অথবা অর্হত্তফল লাভ করবে, তা সম্ভব।”

নির্বাণ সূত্র সমাপ্ত

৭. পরিবর্তনশীল সূত্র

১০২.১. “হে ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে অনিত্য-সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট। সেই ছয় প্রকার সুফল কী কী? যথা :

২. আমার নিকট সকল সংস্কারই পরিবর্তনশীলরূপে প্রতীত হবে, আমার মন কোনো জগতেই অভিরমিত হবে না, জাগতিক বিষয়ে আমার মন অসংশ্লিষ্ট থাকবে, আমার অভিপ্রায় হবে নির্বাণমুখী, আমার যাবতীয় সংযোজন প্রহীণ হবে এবং আমি চরম শ্রামণ্যফল লাভ করব।’ ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে অনিত্য-সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন

ভিক্ষুর এই ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট।"

পরিবর্তনশীল সূত্র সমাপ্ত

৮. উক্ষিৎপ্ত অসি সূত্র

১০৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে দুঃখ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট। সেই ছয় প্রকার সুফল কী কী? যথা :

২. ঊর্ধ্বে অসি উত্তোলনকারী হতোদ্যত ব্যক্তির ন্যায় সর্বসংস্কারের প্রতি আমার নির্বেদ-সংজ্ঞা[১] বিদ্যমান থাকবে, আমার মন সকল জগৎ হতে উত্থিত হবে, আমি নির্বাণকেই শান্তিপূর্ণরূপে দর্শনকারী হবো, আমার অনুশয়সমূহ লোপ পাবে, আমার করণীয় কৃত হবে এবং আমার আন্তরিক পরিচর্যার দরুন শাস্তা আমাকে অবগত হবেন। ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে দুঃখ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর এই ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট।"

উক্ষিৎপ্ত অসি সূত্র সমাপ্ত

৯. অতন্ময় সূত্র

১০৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে অনাত্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট। সেই ছয় প্রকার সুফল কী কী? যথা :

২. আমি সকল জগতে অতন্ময় হবো, আমার যাবতীয় অহংকার নিরুদ্ধ হবে, মমঙ্কারসমূহও (আমিত্বের অহংকাররূপ তৃষ্ণা বা আত্মসর্বস্ব তৃষ্ণা) লোপ পাবে, অসাধারণ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবো, হেতু (বা কার্য কারণ) উত্তমরূপে দৃষ্ট হবে এবং হেতুজাত ধর্মসমূহও দৃষ্ট হবে। ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে অনাত্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর এই ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট।"

অতন্ময় সূত্র সমাপ্ত

---

[১]। ইংরেজি অনুবাদে নির্বেদসংজ্ঞার স্থলে নির্বাণ সংজ্ঞা লেখা হয়েছে। দেখুন—*The Book of Gradual sayings, vol.3. page, 309. by E.M.Hare.*

১০. ভব সূত্র

১০৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ভব প্রহাণ করা উচিত এবং ত্রিবিধ শিক্ষা শিক্ষণীয়। কোন তিন প্রকার ভব প্রহাণ করা উচিত? যথা : কামভব, রূপভব এবং অরূপভব। এই তিন প্রকার ভব প্রহাণ করা উচিত। কোন ত্রিবিধ শিক্ষা শিক্ষণীয়? যথা : অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। এই ত্রিবিধ শিক্ষা শিক্ষণীয়। ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুর এই ত্রিবিধ ভব প্রহীণ হয় এবং ত্রিবিধ শিক্ষায় সে শিক্ষিত হয়, তখন তার প্রতি এরূপ মন্তব্য করা চলে যে ‘ভিক্ষু তৃষ্ণাকে পৃথক করেছে, সংযোজনসমূহকে পেছনে আবর্তিত করেছে, সম্যকরূপে মানকে উপলব্ধি করেছে এবং দুঃখের অন্তসাধন করেছে’।”

ভব সূত্র সমাপ্ত

১১. তৃষ্ণা সূত্র

১০৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার তৃষ্ণা ও ত্রিবিধ মান প্রহাণ করা উচিত। কোন তিন প্রকার তৃষ্ণা প্রহাণ করা উচিত? যথা : কামতৃষ্ণা, রূপতৃষ্ণা এবং অরূপতৃষ্ণা। এই তিন প্রকার তৃষ্ণা প্রহাতব্য। কোন তিন প্রকার মান পরিত্যাগ করা কর্তব্য? যথা : মান, ওমান এবং অতিমান। এই তিন প্রকার মান পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুর এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা ও ত্রিবিধ মান প্রহীণ হয়, তখন তার প্রতি এরূপ মন্তব্য করা চলে যে ‘ভিক্ষু তৃষ্ণাকে পৃথক করেছে, সংযোজনসমূহকে পেছনে আবর্তিত করেছে, সম্যকরূপে মানকে উপলব্ধি করেছে এবং দুঃখের অন্তসাধন করেছে’।”

তৃষ্ণা সূত্র সমাপ্ত

আনিশংস বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

প্রাদুর্ভাব, সুফল আর অনিত্য, দুঃখ সূত্র,
অনাত্ম, নির্বাণ ও পরিবর্তনশীল হলো বিবৃত;
উৎক্ষিপ্ত অসি, অতন্ময় আর ভব সূত্র,
তৃষ্ণা সূত্র যুক্তে এগারোতে বর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত

১১. ত্রিক বর্গ

১. রাগ সূত্র

১০৭.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : রাগাসক্তি, দ্বেষ, মোহ। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় ভাবনা করা উচিত। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য অশুভ ভাবনা, দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য মৈত্রী ভাবনা এবং মোহ প্রহাণের জন্য প্রজ্ঞা ভাবনা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

রাগ সূত্র সমাপ্ত

২. দুশ্চরিত্র সূত্র

১০৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : কায়-দুশ্চরিত্র, বাক্য-দুশ্চরিত্র এবং মনোদুশ্চরিত্র। এগুলোই তিন প্রকার ধর্ম। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় ভাবনা করা উচিত। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কায়-দুশ্চরিত্র প্রহাণের জন্য কায়-সুচরিত, বাক্য-দুশ্চরিত্র পরিত্যাগের জন্য বাক্য-সুচরিত এবং মনোদুশ্চরিত্র প্রহাণের জন্য মনোসুচরিত ভাবিত বা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, কায়-দুশ্চরিত্র, বাক্য-দুশ্চরিত্র এবং মনো-দুশ্চরিত্র পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় ভাবিত বা অনুশীলন করা উচিত।"

দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

৩. বিতর্ক সূত্র

১০৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক এবং বিহিংসা-বিতর্ক। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-বিতর্ক প্রহাণের জন্য নৈষ্ক্রম্য-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক পরিত্যাগের জন্য অব্যাপাদ-বিতর্ক এবং বিহিংসা-বিতর্ক প্রহাণের জন্য অবিহিংসা-বিতর্ক অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, কাম-বিতর্ক, ব্যাপাদ-বিতর্ক এবং বিহিংসা-বিতর্ক পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

বিতর্ক সূত্র সমাপ্ত

৪. সংজ্ঞা সূত্র

১১০.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা এবং বিহিংসা-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কাম-সংজ্ঞা প্রহাণের জন্য নৈষ্ক্রম্য-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা পরিত্যাগের জন্য অব্যাপাদ-সংজ্ঞা এবং বিহিংসা-সংজ্ঞা প্রহাণের জন্য অবিহিংসা-সংজ্ঞা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা এবং বিহিংসা-সংজ্ঞা পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

সংজ্ঞা সূত্র সমাপ্ত

৫. ধাতু সূত্র

১১১.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : কামধাতু, ব্যাপাদধাতু এবং বিহিংসাধাতু। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : কামধাতু প্রহাণের জন্য নৈষ্ক্রম্যধাতু, ব্যাপাদধাতু পরিত্যাগের জন্য অব্যাপাদধাতু এবং বিহিংসাধাতু প্রহাণের জন্য অবিহিংসাধাতু অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, কামধাতু, ব্যাপাদধাতু এবং বিহিংসাধাতু পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

ধাতু সূত্র সমাপ্ত

৬. আস্বাদন সূত্র

১১২.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : আস্বাদন বা ভোগদৃষ্টি, আত্মদৃষ্টি এবং মিথ্যাদৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : ভোগদৃষ্টি প্রহাণের জন্য অনিত্য-সংজ্ঞা, আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য অনাত্ম-সংজ্ঞা এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রহাণের জন্য সম্যক দৃষ্টি অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, ভোগদৃষ্টি, আত্মদৃষ্টি এবং মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

আস্বাদন সূত্র সমাপ্ত

৭. অরতি সূত্র

১১৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : অরতি, বিহিংসা এবং অধর্মচর্যা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার

বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : অরতি প্রহাণের জন্য মুদিতা (অপরের সুখে সুখী হওয়া), বিহিংসা পরিত্যাগের জন্য অবিহিংসা এবং অধর্মচর্যা প্রহাণের জন্য ধর্মচর্যা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, অরতি, বিহিংসা এবং অধর্মচর্যা পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

অরতি সূত্র সমাপ্ত

৮. সন্তুষ্টিতা সূত্র

১১৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : অসন্তষ্টিতা, অসম্প্রজ্ঞানতা এবং মহেচ্ছুকতা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : অসন্তষ্টিতা প্রহাণের জন্য সন্তষ্টিতা, অসম্প্রজ্ঞানতা পরিত্যাগের জন্য সম্প্রজ্ঞানতা এবং মহেচ্ছুকতা প্রহাণের জন্য অল্পেচ্ছুতা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, অসন্তষ্টিতা, অসম্প্রজ্ঞানতা এবং মহেচ্ছুকতা পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

সন্তুষ্টিতা সূত্র সমাপ্ত

৯. অশিষ্টতা সূত্র

১১৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : অশিষ্টতা, অসৎসঙ্গ এবং চিত্তের বিক্ষেপ। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : অশিষ্টতা প্রহাণের জন্য শিষ্টতা, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের জন্য কল্যাণমিত্রের সাহচর্য করা এবং চিত্তের বিক্ষেপ প্রহাণের জন্য আনাপান ভাবনা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, অশিষ্টতা, অসৎসঙ্গ এবং চিত্তের বিক্ষেপ পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

অশিষ্টতা সূত্র সমাপ্ত

১০. ঔদ্ধত্য সূত্র

১১৬.১. । “হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : ঔদ্ধত্য, অসংবর এবং প্রমাদ। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন প্রকার কী কী? যথা : ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য প্রশান্তিভাব, অসংবর পরিত্যাগের জন্য সংবর এবং প্রমাদ

প্রহাণের জন্য অপ্রমাদ অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য, অসংবর এবং প্রমাদ পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

ঔদ্ধত্য সূত্র সমাপ্ত

ত্রিক বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং—সূত্রসূচি

রাগ, দুশ্চরিত্র সূত্র আর বিতর্ক, সংজ্ঞা,
ধাতু, আস্বাদন, অরতি, সূত্র সন্তুষ্টিতা;
অশিষ্টতা, ঔদ্ধত্য সূত্রে তিন বর্গ সমাপ্ত।

১২. শ্রামণ্য বর্গ

১. কায়ানুদর্শী সূত্র

১১৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।”

কায়ানুদর্শী সূত্র সমাপ্ত

২. ধর্মানুদর্শী সূত্র

১১৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ (অধ্যাত্ম) কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান

করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১১৯.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর (বহিদ্ধা) কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২০.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২১.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২২.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৩.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৪.১. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৫.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৬.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপাসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৭.১. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে

নিজ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৮.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৯.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩. ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা :

৪. কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।”

ধর্মানুদর্শী সূত্র সমাপ্ত

৩. তপস্যু সূত্র

১৩০.১. হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি তপস্যু[১] তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ,

---

[১]। উক্কলার পোক্‌খরাবতী বণিক সর্দারের পুত্র ছিলেন এই তপস্যু। অঙ্গুত্তরনিকায় অর্থকথা, ১ম খণ্ড মতে, তার জন্মস্থান হচ্ছে অসিতঞ্জনে।

এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি তপস্যু তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন ।"

তপস্যু সূত্র সমাপ্ত

৪-২৩. ভল্লিক প্রভৃতি সূত্র

১৩১.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি ভল্লিক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি ভল্লিক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃতপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৩২.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সুদত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সুদত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৩৩.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত মচ্ছিকাসণ্ডিকের গৃহপতি চিত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত মচ্ছিকাসণ্ডিকের গৃহপতি চিত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৩৪.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত আলবকের গৃহপতি হত্থক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা

শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত আলবকের গৃহপতি হত্থক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৩৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি মহানাম শাক্য তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি মহানাম শাক্য তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৩৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত বৈশালীর গৃহপতি উগ্র তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত বৈশালীর গৃহপতি উগ্র তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৩৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি উগ্গত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি উগ্গত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৩৮.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত সূর অম্বট্‌ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ,

এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত সূর অম্বট্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৩৯.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত কুমারভৃত্য জীবক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত কুমারভৃত্য জীবক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৪০.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি নকুলপিতা তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি নকুলপিতা তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৪১.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি তম্বকর্ণিক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি তম্বকর্ণিক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৪২.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি পূরণো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি পূরণো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৪৩.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি ঋষিদত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে

অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি ঋষিদত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৪৪.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি সন্ধানো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি সন্ধানো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৪৫.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি বিচয়ো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি বিচয়ো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৪৬.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি বিজয় মাহিকো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি বিজয় মাহিকো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।”

১৪৭.১. “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি মেণ্ডক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ,

এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি মেণ্ডক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪৮.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত উপাসক বাশেষ্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি বাশেষ্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪৯.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত উপাসক অরিষ্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত উপাসক অরিষ্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৫০.১. "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত উপাসক সারগ্ন তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২. বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত উপাসক সারগ্ন তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

শ্রামণ্য বর্গ সমাপ্ত

১৩. রাগ ইত্যাদি

১৫২. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি অভিজ্ঞা বা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৩. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি

বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৪. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৫. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৬. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৭. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৮. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৯. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি।

ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬০. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬২. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৩. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৪. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৫. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৬. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৭. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয়

অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৮. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৯. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭০. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭১. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭২. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭৩. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭৪. "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি

নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

১৭৫. “হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

১৭৬. “হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

১৭৭. “হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

১৭৮. “হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

১৭৯. “হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

১৮০. “হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

১৮১. “হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

১৮২. “হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার (অভিজ্ঞা) জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন,

শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৩. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৪. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৫. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৬. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৭. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৮. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৯. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯০. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯১. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯২. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৩. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৪. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৫. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৬. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা,

দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৭. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৯. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০০. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০১. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০২. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৩. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৪. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৫. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৬. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৭. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৮. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৯. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১০. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১১. "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১২. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার (অভিজ্ঞা) জন্য

ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৩. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৪. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৫. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৬. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৭. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৮. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত।”

২১৯. “হে ভিক্ষুগণ, মোহ পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

২২০. “হে ভিক্ষুগণ, মোহ পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

২২১. “হে ভিক্ষুগণ, মোহ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

২২২. “হে ভিক্ষুগণ, মোহ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

২২৩. “হে ভিক্ষুগণ, মোহ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

২২৪. “হে ভিক্ষুগণ, মোহ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

২২৫. “হে ভিক্ষুগণ, মোহ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

২২৬. “হে ভিক্ষুগণ, মোহ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা,

দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২৭. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২৮. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২৯. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩০. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩১. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩২. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৩. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৪. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৫. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৬. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৭. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৮. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৯. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪০. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪১. "হে ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪২. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ অভিজ্ঞার বা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার

জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৩. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৪. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৫. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৬. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৮. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন

করা উচিত।”

৩৪৯. “হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৩৫০. “হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৩৫১. “হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৩৫২. “হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৩৫৩. “হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৩৫৪. “হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৩৫৫. “হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৩৫৬. “হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫৭. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫৮. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫৯. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬০. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬১. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬২. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৩. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৪. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৫. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৬. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৭. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৮. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৯. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭০. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭১. "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭২. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ বা দোষান্বেণকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৩. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহকে বা দোষান্বেণকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৪. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৫. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৬. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৭. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ

শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৯. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮০. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮১. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮২. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৩. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৪. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৫. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের

জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৬. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৭. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৮. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৯. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯০. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯১. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯২. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৩. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ,

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৪. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৫. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৬. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৭. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৯. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০০. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০১. "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা,

দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০২. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বা পরনিন্দা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বা পরনিন্দা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৩. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৪. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৫. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৬. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৭. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৮. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয়

অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৯. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১০. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১১. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১২. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৩. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৪. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৫. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি,

শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৬. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৭. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৮. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৯. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২০. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২১. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২২. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৩. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৪. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৫. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৬. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৭. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৮. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৯. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩০. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩১. "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩২. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৩. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৪. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৫. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৬. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৭. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান

বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৮. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৯. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪০. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪১. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪২. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৩. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৪. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৫. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৬. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৮. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫০. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫১. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫২. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৫৩. “হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৫৪. “হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৫৫. “হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৫৬. “হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৫৭. “হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৫৮. “হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৫৯. “হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৬০. “হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন

করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬১. "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬২. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬৩. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬৪. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬৫. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬৬. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি

বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬৭. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬৮. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬৯. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭০. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭১. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭২. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৩. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৪. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৫. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৬. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৭. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৯. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮০. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮১. "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের

জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৮২. “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৮৩. “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৮৪. “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৮৫. “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৮৬. “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৮৭. “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৮৮. “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৮৯. “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা

বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৯০. “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৯১. “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৯২. “হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে (কৃপণতা) সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৯৩. “হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৯৪. “হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৯৫. “হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৯৬. “হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং

দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯৭. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯৯. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০০. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০১. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০২. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৩. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা,

দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৪. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৫. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৬. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৭. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৮. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৯. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১০. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১১. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন

করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১২. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৩. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৪. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৫. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৬. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৭. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৮. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৯. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২০. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২১. "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২২. "হে ভিক্ষুগণ, মায়া বা বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৩. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৪. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৫. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৬. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের

জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৭. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৮. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৯. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩০. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩১. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩২. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৩. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৪. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৫. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৬. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৭. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৮. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৯. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪০. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের

বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪১. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪২. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৩. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৪. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৫. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৬. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৮. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫০. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫১. "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫২. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৩. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৪. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৫. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য

এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৬. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৭. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৮. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৯. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬০. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬১. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬২. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি,

শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৩. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৪. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৫. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৬. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৭. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৮. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৯. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭০. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭১. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭২. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৩. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৪. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৫. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৬. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৭. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৯. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮০. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮১. "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮২. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা বা (থম্ভ) সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৩. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৪. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৫. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা :

অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৬. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৭. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৮. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৯. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯০. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯১. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯২. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৩. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৪. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৫. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৬. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৭. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৯. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০০. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০১. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০২. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৩. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৪. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৫. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৬. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন

করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৭. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৮. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৯. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১০. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১১. "হে ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুঁয়েমিতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১২. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ বা (থম্ভ) সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৩. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি,

সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৪. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৫. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৬. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৭. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৮. "হে ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৯. "হে ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২০. "হে ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২১. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২২. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৩. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৪. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৫. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৬. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৭. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ

ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬২৮. “হে ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬২৯. “হে ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩০. “হে ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩১. “হে ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩২. “হে ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩৩. “হে ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩৪. “হে ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩৫. “হে ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা,

দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৩৬. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৩৭. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৩৮. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৩৯. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪০. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪১. "হে ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪২. "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৩. "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয়

অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৪. "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৫. "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৬. "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৮. "হে ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত।”

৬৫০. “হে ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৫১. “হে ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৫২. “হে ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৫৩. “হে ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৫৪. “হে ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৫৫. “হে ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৫৬. “হে ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৫৭. “হে ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ

লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৫৮. “হে ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৫৯. “হে ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৬০. “হে ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৬১. “হে ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৬২. “হে ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৬৩. “হে ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৬৪. “হে ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৬৫. “হে ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৬. "হে ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৭. "হে ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৮. "হে ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৯. "হে ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭০. "হে ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭১. "হে ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭২. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৩. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৪. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৫. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৬. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৭. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৯. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি,

ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮০. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮১. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮২. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৩. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৪. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৫. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৬. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৭. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৮. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৯. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯০. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯১. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯২. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৩. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৪. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের

জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৫. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৬. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৭. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৮. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৯. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০০. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০১. "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০২. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ।

ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৩. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৪. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৫. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৬. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৭. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৮. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৯. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১০. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১১. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১২. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৩. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৪. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৫. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৬. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা,

দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭১৭. “হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭১৮. “হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭১৯. “হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭২০. “হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭২১. “হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭২২. “হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭২৩. “হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭২৪. “হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন

করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৫. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৬. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৭. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৮. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৯. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩০. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩১. "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩২. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয়

অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৩. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৪. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৫. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৬. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৭. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৮. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন

করা উচিত।”

৭৩৯. “হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭৪০. “হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংসসাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭৪১. “হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭৪২. “হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭৪৩. “হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭৪৪. “হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭৪৫. “হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৭৪৬. “হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪৮. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫০. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫১. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫২. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৩. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৪. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৫. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৬. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৭. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৮. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৯. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৬০. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৬১. "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয়টি কী কী? যথা : অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

ভগবান এরূপ বললে উপস্থিত ভিক্ষুরা ভগবানের ভাষণ সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমোদন করলেন।

রাগ ইত্যাদি সমাপ্ত

[অঙ্গুত্তরনিকায় (ষষ্ঠক নিপাত) বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত]

গ্রন্থপঞ্জি

অনূদিত গ্রন্থসমূহ :

১. দীর্ঘনিকায় (অখণ্ড সংস্করণ); অনুবাদক : শীলভদ্র ভিক্ষু।
২. দীর্ঘনিকায়, শীলস্কন্ধ বর্গ; অনুবাদক : শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথেরো।
৩. মধ্যমনিকায়, প্রথম খণ্ড, অনুবাদক : বেণীমাধব বড়ুয়া।
৪. মধ্যমনিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদক : ধর্মাধার মহাথেরো।
৫. মধ্যমনিকায়, তৃতীয় খণ্ড, অনুবাদক : বিনেয়ন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৬. অঙ্গুত্তরনিকায় (এক, দুক, তিক নিপাত), অনুবাদক : সুমঙ্গল বড়ুয়া।
৭. অঙ্গুত্তরনিকায় (সত্তক, অষ্টক, নবক নিপাত), অনুবাদক : সুমঙ্গল বড়ুয়া।
৮. অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক নিপাত), অনুবাদক : প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।
৯. মহাপরিনিব্বাণ সুত্তং; অনুবাদক : শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথেরো।
১০. জাতক ৬ খণ্ড; অনুবাদক : ঈষাণচন্দ্র ঘোষ।
১১. বিশুদ্ধিমার্গ; অনুবাদক : শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী।

পালি গ্রন্থসমূহ :

১. বিনযপিটকো চ অট্ঠকথা।
২. দীঘনিকাযো অট্ঠকথা।
৩. মজ্ঝিমনিকাযো অট্ঠকথা।
৪. অঙ্গুত্তরনিকাযো অট্ঠকথা।
৫. ধম্মপদ অট্ঠকথা।
৬. সুত্তনিপাত অট্ঠকথা।
৭. পটিসম্ভিদামগ্গ অট্ঠকথা।

English Translateted books :

1. The path of purification—by Ñanamoli Bhikku.
2. The book of gradual sayings by **E.M. Hare**.
3. Dictionary of Pali proper names by G.P. Malalasekara.

অন্যান্য সংকলিত গ্রন্থাবলি :

১. সদ্ধর্ম রত্নাকর, ধর্মতিলক স্থবির।
২. বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ, বেণীমাধব বড়ুয়া।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
হতে প্রকাশিত বইগুলোর তালিকা

১. খুদ্দকনিকায়ে উদান — *২০০/-*
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ — *৩০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড) — *৩৫০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড) — *২০০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ — *২০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৬. খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ — *১০০/-*
অনুবাদ : শ্রীধর্মতিলক ভিক্ষু

৭. পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) — *প্রতি সেট ২০,০০০/-*

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থার অর্থের উৎস মূলত শত শত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারীর মাসিক কিস্তিতে ১০০/- টাকা হারে প্রদত্ত শ্রদ্ধাদান।

এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রিপাসো বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রিপাসো ইতিমধ্যেই কিছু মূল পিটকীয় বই প্রকাশ করেছে। এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত রাখাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র
রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
E-mail: tpsocietybd@gmail.com